INDEX

TUESDAY, THE 27TH MARCH, 1984

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITION OF INDIA.

The Assembly meet in the Assembly House, Tripura, Thursday. the 22nd March, 1985 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 (Ten) Ministers, the Deputy Speaker and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় :- আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রী ফৈজুর রহমান।

শ্রী ফৈজুর রহমান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২।

শ্রী খগেন দাস : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমায় বি.এ.পুর ইছাই লালছড়া গাঁও সভার মধ্যবর্ত্তী মহেশপুর চা বাগানে যে সমস্ত ভূমিহীনরা সরকারের খাস ভূমি দখল করে আছে তাহা উক্ত ভূমিহীনদের জন্য এলটমেন্ট দেওয়া হবে কিনা;

২। ইহাও কি সত্য, মহেশ পুর চা বাগানের মালিক মিথ্যা মামলা করে বেশ কিছু ভূমিহীনকে উচ্ছেদ করে কাটা তারের বেড়া দিয়ে চা গাছের বাগান করেছেন, এবং

৩। ইহাও কি সত্য, মো: সুরমান আলী, ওয়াব উল্লাহ, মবজুন বিবি, আতাই বিবি, হুওয়ান আলি, হুওয়াব উল্লাহ, কাতিমা বিবি, আব্দুল নূর শেখ, মাখমদা বিবি, মুলেজা বিবি ও আরসন

আলী কর্তৃক দীর্ঘ দিনের দখলীকৃত ভূমি তাদের এলটমেন্ট না দিয়ে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা মহেশপুর চা বাগানকে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। মহেশপুর চা বাগানে যে খাস জমি আছে তাহাতে বর্তমানে কোন ভূমিহীন দখলদার নাই। কাজেই বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা।

২ ও ৩। তদন্তে জানা যায় ৩ নং প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগন মহেশপুর চা বাগানে খাস ভূমির কিছু অংশ দখল করেছিলেন এবং ১৯৭৬-৭৭ সনে বাগান কর্তৃপক্ষ তাদের উচ্ছেদ করলে পরে তাহারা বাগানের কাটা তারের বেড়ার বাইরে খাসভূমি দখল করেন এবং ঐ ভূমি তাদের এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। বিগত জরিপের সময় বাগানের দখলের পূর্ব বন্দোবস্তের অতিরিক্ত কিছু খাস ভূমি রেকর্ডভুক্ত হয় ঐ ভূমির মধ্যে ৩৫'৫৬ একর ভূমি বাগান পক্ষকে লীজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শ্রী ফৈজুর রহমান :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী দিলেন, কে বা কারা এই তথ্য দিয়েছেন আমি জানিনা. এই ব্যপারে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের জন্য উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭৬-৭৭-এ প্রায় জরুরী অবস্থার সময়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আইনে সেটা ম্লিডাইভ করতে পারিনা। যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে সেই তথ্য আমার কাছে আছে। তাদের এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে কাটা তারের বাইরে।

শ্রী সমর চৌধুরী :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মহেশপুর চা বাগানের জন্য ব্যবহৃত যে জমি সেই জমির পরিমান কত, তাদের দখলে কত পরিমান সরকারের জমি এ্যাসেসড্ হয়েছিল ?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, গত জরীপের কাজ হয়েছিল, সেই সময় থেকে মহেশপুর চা বাগানের অকুপেশানে তাদের দখলে ৯০১'৯৫ একর জমি তাদের ছিল। এর মধ্যে অরিজিন্যাল ল্যাণ্ড ছিল ৮৩৯'৭১০ একর। সুতরাং দখল থেকে দেখা যায় ৬২'২৫ একর জমি তাদের বেশতি ছিল।

শ্রী সমর চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,. এই যে বাড়তি জমি এই জমিতে ভূমিহীনদের মধ্যে যেসমস্ত দখলে আছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা অংশ থেকে আগেই উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছিল, উচ্ছেদ করার পরে বাকী যে অংশটা রয়েছে ৬২.২৫ একর জমি যেটা ৩১.৫৬ একর এখান থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে, আগেই লিজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাকী যে জমি আছে যাদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে তাদের অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কি, যে জমি চা বাগানের মালিক বেআইনীভাবে দখল করে আছে এবং এখনও যেসমস্ত ভূমিহীনরা আছেন তাদের উচ্ছেদ করে বেআইনীভাবে দখল করার চেষ্টা চলছে, এর জন্য মাননীয় মন্ত্রী আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :- স্যার, এইরকম হলে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রী বিমল সিন্‌হা (ডেপুটি স্পীকার) :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বাগানের মালিক যারা চারা রোপনের জন্য বাগান দখল করেছেন, কিন্তু চারা রোপনও করেনা আবার ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্যও দেয়না। এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে ৫২টি বাগান আছে তার মধ্যে ২৯টি বাগান ব্যবহার করে যাচ্ছে। সেটা উদ্ধার করার ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে নাকি ?

শ্রী খগেন দাস :- স্যার, এই প্রশ্নটা রেলেটেড না। তা সত্ত্বেও বাগানগুলির নাম যদি আপনারা দেন তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রী মতিলাল সরকার :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মহেশপুর চা বাগানের মালিক উল্লিখিত ব্যক্তিগনকে উচ্ছেদ করেছিলেন সেই মালিক নিজের হাতে আইন নিয়ে তাদের উচ্ছেদ করেছিলেন, নাকি সরকারের হাতে আইন তুলে দিয়েছিলেন তাদের উচ্ছেদ করবার জন্য ?

শ্রী খগেন দাস :- স্যার, এটা হয়েছিল ৭৬-৭৭ সনে। প্রায় জরুরী অবস্থার সময়। নিজেই উচ্ছেদ করেছে, নাকি সরকারকে দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছে সে তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী সমর চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এবং এ বাগান করার জন্য মহেশপুর চা বাগানের মালিককে কোন বৎসরে এই জমি লিজ দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের পালিসি ডিসিশান ৭।১২।৭৮ ইং সনে, কেবিনেট ডিসিশানে মহেশপুর চা বাগানে ১৬।৪।৮০ সনে। এই ব্যাপারে আমাদের যেটা টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশানস্‌ দিয়েছি, তারা সেটা অ্যাক্সেপ্ট করেছে কিনা সে তথ্য আমাদের কাছে আসেনি।

শ্রী সমর চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মহেশপুর চা বাগানের মালিক তা থেকে বোঝা যায় সরকারের আইনগত ব্যবস্থা মেনে নেননি। আইনগত ব্যবস্থা না মেনেই উনি বাগান দখল করে আছে। তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ডিভিশান নিয়ে কেইসগুলি রিসার্ভড্ ক্যাপিটেটেড রাখতে পারিনি। তারা যখন সার্ভে করবেন, নির্দিষ্ট সময়ে তাদের দেখতে হবে এবং যাদের নাম রেকর্ডভুক্ত হয়নি, ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী রাজেশ্বর দাস।

শ্রী রাজেশ্বর দাস :- অ্যাডমিটেড কোশ্চেন নং — ২৪

শ্রী খগেন দাস :- অ্যাডমিটেড কোশ্চেন নং ২৪

-: প্রশ্ন :-

১) ১৯৭৮ ইং সনের ১লা এপ্রিল হতে ১৯৮৩ ইং ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরায় কত জন বর্গাদার – এর নাম রেকর্ডভুক্ত করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

২) বর্গাদারদের উচ্ছেদ করার জন্য কতজন জোতদার কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

-: উত্তর :-

১)

সদর	—	৯৮৩
খোয়াই	—	২৭৭
সোনামুড়া	—	৩১১
কৈলাসহর	—	৩৩৪
কমলপুর	—	৭৩৬
ধর্মনগর	—	২০১
উদয়পুর	—	৬০২
অমরপুর	—	২৮
বিলোনীয়া	—	২৭১
সাব্রুম	—	৩৭
		৩,৭৮৯

২) এই তথ্য সাধারণত রাজস্ব দপ্তরে রাখা হয় না। তবে বিভিন্ন আদালতে বর্গাদারের বিরুদ্ধে কতজন জোতদার মামলা দায়ের করিয়াছে তাহা সংগ্রহ করার চেষ্টা হইতেছে ।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, কমলপুর মহকুমার লেংছড়া গ্রামে রঞ্জিত দত্ত নামে জনৈক বর্গাদারের বিরুদ্ধে সেখানকার সাম ভট্টাচার্য্য উচ্ছেদ করার জন্য ৬/৭ টা মামলা করেছেন। এই মামলার জন্য তাকে কমলপুর থেকে কৈলাশহরে গিয়ে হয়রানী হতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে এই বর্গাদারকে রক্ষা করার জন্য সরকার থেকে কি উদ্যোগ নেবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :- স্যার, এইটার তো কোর্টে মামলা চলছে। তবে বর্গাদারদের আমরা বর্গাদার ছাড়াও ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীদের আমরা আর্থিক সাহায্য করি যে সমস্ত জোতদার তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে তাদের সেই মামলায় লড়াই করার জন্য। তাতে আমরা যে সাহার্য্য করে থাকি তার পরিমান উর্দ্ধে ৩৫০ টাকা।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :- মননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, মামলায় লড়বার জন্য ৩৫০ টাকা সাহার্য্য করেন, তা যার বিরুদ্ধে ৬/৭ টা মামলা এবং যাকে কমলপুর থেকে কৈলাশহর গিয়ে মামলার আসামী হতে হয়, তার পক্ষে এই সাহার্য্যটা কিছুই না। আমরা লক্ষ করছি যে, বর্গাদারকে উচ্ছেদ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কমলপুরের কিছু জোতদার এই জোতদারকে সাহার্য্য করছে। সেখানে এই ৩৫০ টাকার সাহার্য্য দিয়ে এই বর্গাদারকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অন্য কোন উদ্যোগ নেবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু এই জায়গাতেই নয়, আমি যখন সেটেলমেন্টের কাজে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলাম তখন আমি শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় এই ভাবে বর্গাদার-দের বিরুদ্ধ বিভিন্ন জোতদাররা মামলা করছে এবং বিভিন্ন রকমের হয়রানী করার চেষ্টা করছে। কাজেই আমাদের সরকারের পক্ষে যতটুকু সম্ভব আমরা সাহায্য করব।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :- এই বর্গাদারদের সাহায্য করার জন্য ল্যাংছড়া পঞ্চায়েত প্রধানকে আসামী ধরে জোতদাররা মামলা করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী খগেন দাস :- আমরা এইটা দেখব। তবে যেহেতু এইটা কোর্টের আওতায় চলে গেছে তাই এইটা আমার এক্তিয়ারের বাহিরে।

শ্রী বিমল সিনহা :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত ব্যাপারে এই বিধানসভায় আইন পাশ করা হয়েছিল যে, এই সব ব্যাপার নিয়ে সিভিল কোর্টে যাবে না। তার পরেও দেখা যায় কিছু কিছু জোতদার এই ব্যাপার নিয়ে সিভিল কোর্টে মামলা দায়ের করেছে, এই সম্পর্কে হাইকোর্টের কাছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না যে, এই সমস্ত ব্যাপারে যাতে সিভিল কোর্ট ইন্টার ফেয়ার না করে তার জন্য।

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা আমাদের একটু খতিয়ে দেখতে হবে ।

শ্রী সমীর দেব সরকার :- স্যার, দেখছি খোয়াই মহকুমার তিল ছড়া তহশীলে কিছু লোক ৩০ বছর যাবত জমি চাষ করছে । সেখানকার হরেন্দ্র দেবনাথ প্রভৃতি বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিজের জমি চাষ করে, কিন্তু গত সেটেলমেন্ট রেকর্ডে তাদেরকে ভুলক্রমে বর্গাদার হিসাবে দেখানো হয়েছে । কাজেই এই ক্ষেত্রে তাদের এই ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য প্রশাসনিক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী খগেন দাস :- এই রকম ভুল যদি হয় তাহলে তা সংশোধন করা হবে, আমরা দেখব কি কারণে এইটা হয়েছে ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :- অ্যাডমিটেড কোশ্চেন নং-৬৫

শ্রী খগেন দাস :- অ্যাডমিটেড কোশ্চেন নং- ৬৫

-: প্রশ্ন :-

১) প্রটেক্টেড ফরেষ্ট এলাকায় বহু বছর যাবত বসবাসকারী ভূমিহীন উপজাতি ও জুমিয়াদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে বর্তমান রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

-: উত্তর :-

১) ১৯৫২ ইং সালের যে নোটিফিকেশান বলে প্রটেকটেড ফরেষ্ট ঘোষনা করা হইয়াছিল তাহা বন দপ্তরের একটি নোটিফিকেশান নং

... মূলে বাতিল করা হইয়াছে । তৎকালীন প্রটেকটেড ফরেষ্ট এলাকার যে সব জমিতে ... বৃক্ষ নাই সেই সব ভূমি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে ।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি না যে, কাতিরাম ... বিধানসভায় উপজাতী জুমিয়ারা বহু বছর যাবত বাস করা সত্ত্বেও তারা কোন বন্দোবস্ত পাচ্ছে না । শুধু তাই নয়, এই বন্দোবস্ত না পাওয়ার ফলে তারা ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার ব্যাপারে কোন সাহায্য পায় না । কাজেই তাদের এই লোন নেওয়ার ব্যাপারে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী খগেন দাস :— [এইটা] আমরা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেব ।

শ্রী সমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না যে, প্রটেকটেড ফরেষ্ট এরিয়ার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত করা সত্ত্বেও যেহেতু প্রটেকটেড ফরেষ্ট এরিয়া বলে একটা বিস্তির্ন এরিয়া দখল করে রেখেছেন আগে থেকেই, তা এই প্রটেকটেড ফরেষ্ট সম্পর্কে আগের সিদ্ধান্ত যেটা মন্ত্রী সভায় সিদ্ধান্ত করে বাতিল করে দিলেন, এখন থেকে সেই প্রটেকটেড ফরেষ্ট এরিয়ার মধ্যে অন্যান্য ভূমিহীন জুমিয়া যাদের পূর্নবাসন দেওয়া হবে, সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্বেও তা ব্যাহত হচ্ছে। প্রটেকটেড ফরেষ্টের নামে এই এলাকার মধ্যে কাউকেই বন দপ্তর থেকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এবং থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না।

শ্রী খগেন দাস :- এই রকম কিছু কিছু ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে আমাকে জানানো হয়েছে, কিন্তু তার প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, এই যে প্রটেকটেড ফরেষ্ট যেটা আছে তাতে বন দপ্তর থেকে যে সেটেলমেন্ট অফিসার আছেন তাকে সেখানে পাঠানো হয়। তার পর সে একটা রিপোর্ট দেয় যে এইটা প্রটেকটেড ফরেষ্ট হবে এবং বাকী অংশটাও ঠিক করে দেবেন, এই রকম ডিরেকশান দেওয়া আছে। বন দপ্তরের সেটেলমেন্ট অফিসারের এই রকম নির্দেশ পাওয়ার পরে খালি জায়গাটা আমরা এলটমেন্ট দিতে পারি।

শ্রী সমর চৌধুরী :- স্যার বগাফা বি ডি-সি, রাজনগর বি-ডি-সি, মাতাবাড়ী বি-ডি-সি, সোনামুড়া বি-ডি সি এই সমস্ত বি ডি সি গুলিতে গত দুই বছরে ২/৩ বার করে প্রস্তাব দেওয়ার পরেও তারা এইটার প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে এখানে ১০/১২ বছর যাবত এই রকম রেভেনিও দপ্তর বন দপ্তরকে এই ভাবে তদন্ত করার কথা বলে, কিন্তু তারা কোন তদন্ত করেন নি, তদন্ত না করেই রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, এই ব্যাপারে একটা বিষয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে। সেখানে একটা বিরাট জায়গা প্রটেকটেড ফরেষ্ট বলে চিহ্নিত ছিল, তার কোন সীমানা ছিল না। আমরা যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা হচ্ছে যেখানে ফরেষ্ট আছে সেখানে ফরেষ্টকে নষ্ট করা হবে না। সেগুলি ছাড়া অন্যান্য জায়গাগুলিতে ভূমিহীন জুমিয়াদের পুর্নবাসনের জন্য এলটমেন্ট দেওয়া হবে। এখানে প্রশ্ন থেকে যে, ফরেষ্ট দপ্তর এইটা রিলেজ করার মালিক কিনা, সেখানে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যেএলটমেন্ট দেওয়ার আগে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে রেপার করতে হবে তার মতামত জানার জন্য। এইভাবে তিন মাস তার মতামত জানার অপেক্ষা করার পর যদি দেখা যায় যে মতামত আসেনি তাহলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে এলটমেট দেওয়া হয়। যদি দেখা যায় মতামত এসেছে সেখানে জঙ্গল আছে বলে, তাহলে সেটা দেওয়া যায় না। তাহলে সেখানে যারা আমরা প্রশাসক তারা সেটাকে নিজেদের বিবেচনার মধ্যে এনে সরকারকে জানাবে এই পদ্ধতিটা নেওয়া হয়েছে এই জন্য যে অনেক জায়গা দেখা গেছে যে খুব ভাল বন আছে,

তাহলে সেগুলি নষ্ট করা যায় না। সেই দিক থেকে এই সিদ্ধান্ত গুলি নেওয়া হয়েছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :- স্যার, আমরা এ-ডি-সি সহায়তায় মাতা বাড়ী অঞ্চলের দুইটা মৌজায় ৩৫০ একর ভূমি যেটা ... ফরেষ্ট এরিয়ার ... না, ত্রিপুরা সরকারের খাস ছিল। সেই ত্রিপুরা সরকারের খাস ... আমরা যখন ১০০ পরিবার জুমিয়াকে পুর্নবাসন দেওয়ার জন্য একটা স্কিম দিয়েছি এবং ... স্কিমে টাকাও এসেছে, তাতে কাজ যখন আমরা শুরু করব ঠিক তার আগে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এর দক্ষিন ত্রিপুরা ডি- এফ-ও সূত্রে সমস্ত কাগজ পত্র নিয়ে যখন টাকা সেংশান করেছি এবং সেই টাকা নিয়ে যখন আমরা কাজ করতে যাব, তখন সেই জায়গা থেকে একটা চিঠি গেল যে এইটা করা যাবে না কারন সেইটা তাদের রিজার্ভ ফরেষ্ট এরিয়ার মধ্যে পড়ে। এর ফলে ... কর্মসুচিটা সেখানে বানচাল হয়ে যায়। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি অনুরোধ রাখব, যাতে সেখানে আমরা তাড়াতাড়ি পূর্ণবাসন দিতে পারি সেই ব্যবস্থা করার জন্য।

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার এটা রাজস্ব দপ্তরের ব্যাপার, সে জায়গাটা দেখে এসে একটা রিপোর্ট দিলে পরে সে ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বিলোনিয়া মহকুমাতে ৬৫০ জন ওখানের হস্কা ক্যাম্পে দরখাস্ত করেছে, কিন্তু আজকে ৮ মাস যাবৎ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ফলে কোন এলটমেন্ট দেওয়া যাচ্ছে, এ ব্যাপারে কি করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি তদন্ত করে দেখব।

মি: স্পীকার :- মাননীয় সভ্যবৃন্দ, অনেকগুলি সাপ্লিমেন্টারি হয়েছে আর নয়।

শ্রী ... :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আমাদের কাঞ্চনপুর এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ উপজাতিরা ... করিয়া আসছে ফরেষ্ট এরিয়াতে। সে হিসাবে তারা বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করায়, তহশীলদারের নিকট যোগাযোগ করছে, বি-ডি-ও সি তে আলোচনা হয়েছে কিন্তু ... কোন অনুমতি না পাওয়াতে হচ্ছেনা। সেখানের ২৫০টি পরিবারকে বন্দোবস্ত ... ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এলটমেন্ট দেওয়ার দায়িত্ব হল রাজস্ব দপ্তরের। স্প্যাসিফিক্যলি দিলে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রী সমর চৌধুরী :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ফরেষ্ট রিজার্ভে পি-জি-পি স্কীমে যে সমস্ত উপজাতিদেরকে পূর্ণবাসন দেওয়ার চেষ্টা চলছে তা দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রকল্পটা নূতন আনা হয়েছে প্রধানত রিয়াংদের জন্য। রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে যেখানে নাল জমি আছে সেগুলিকে ব্যবহার করার জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। সমস্ত জমিটাকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) সবচেয়ে উঁচু জমিকে ফরেষ্ট্রিতে ব্যবহার করা। ২) মাঝারি ধরনের জমিকে হর্টিকালচারের সঙ্গে কন্জারভেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করা। ৩) নাল জমিতে ধান, গম প্রভৃতি ফসল করা। এটা নূতন প্রকল্প, তাই জমির মালিকানা রিজার্ভ ফরেষ্টে যারা বাস করছেন এবং যারা পুনর্বাসন পাচ্ছেন, কি ধরনের দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ফরেষ্ট কন্জারভেশন অ্যাক্ট অনুসারে আগে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এই ব্যাপারে আমরা অনেকবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি যে রাজ্য সরকারকে এটা ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হউক। প্রতি ভূমিয়াকে পুনর্বাসন দিতে গেলে যদি দিল্লীতে রেফার করতে হয় তাহলে অনেক সময় লেগে যায়। তাই আমরা বার বার বলেছি যে এটা কোন অবস্থাতেই হতে পারেনা। এখন পর্যান্ত আমরা কোন অধিকার পাই নাই। ফরেষ্ট কন্জারভেশন অ্যাক্ট আমরা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছি। আমরা জানি বন সংরক্ষন সকলের স্বার্থেই করা উচিত। কাজেই একে কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে কয়েকজন দিল্লী থেকে নিয়ন্ত্রন করবে এটা প্রতিবাদযোগ্য। আমরা বার বার এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছি, এখনও করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্যবৃন্দ, অনেকগুলি সাপ্লিমেন্টারি হয়েছে আর নয়। মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

মিঃ স্পীকার :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

১। বর্তমানে রাজ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনের মোট সংখ্যা কত, (পৃথক পৃথক হিসাব)

২। তার মধ্যে কতজন তপশীলভুক্ত উপজাতি

৩। ইহা কি সত্য যে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় ভূমিহীন অ-উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে ?

১। ও ২। ১৯৭৮ সালের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যের ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা নিম্নরূপ :-

	মোট সংখ্যা	উপজাতি সংখ্যা
ভূমিহীন	২০,১৪৭	৯,৬৩৪
গৃহহীন	১৫,৬০৭	২,৯০০
ভূমিহীন ও গৃহহীন	৫৭,৯২৬	৩০,০৩৭

৩। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় যে সমস্ত অ-উপজাতি ১৯৭১ ইং সনের ৬ই মার্চ বা তাহার পূর্ব হইতে ভূমি দখল করিয়া আছেন তাহিদকে এ-ডি-সি-এর অনুমোদন নিয়ে ভূমি বন্দোবস্তের নিয়ম অনুসারে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী কেশব মজুমদার :- সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ৩০ হাজার ১শ ৪৭ জন ভূমিহীন এবং ১৫ হাজার ৬শ ৭জন গৃহহীনদের মধ্যে যে কজনকে গৃহের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে প্রধানতঃ যারা ভূমি দখল করে আছে তাদের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, ভূমিহীন ৩০ হাজার ১শ ৪৭ জনের মধ্যে জমি দেওয়া হয়েছে মোট ১০ হাজার ৭শ ৯১ জনকে, জমির পরিমাণ হল ৩৪০৭০.৯২ একর। তারমধ্যে উপজাতি হল ৩০ জন, জমির পরিমান হল ১৬৩১৬. ৯৬ একর। আর তপশীল জাতী হল ৬৭৯২ জন জমির পরিমান হল ৫৫৭১.৪৯ একর। গৃহহীন ১৫ হাজার ৬শ ৭জনের মধ্যে আমরা গৃহের জন্য জায়গা দিয়েছি ১০ হাজার ৮শ ৭১ জনকে, জমির পরিমাণ হল ২৭৭৩,৮৮ একর। তার মধ্যে তপশীলি উপজাতি হল ২ হাজার ১শ ৮২ জন জমির পরিমান হল ৬২৫-৮০৩। তপশীলি জাতির সংখ্যা হল ২ হাজার ৬শ ৩৭ জন, জমির পরিমান হল ৬৬৫,৭৫ একর।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার - ৮৩।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার -৮৩।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিকে মিউনিসিপ্যালিটিতে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

২) থাকলে কবে পর্যন্ত তাহা কার্যকর হবে বলে আশা করা হয় ?

উত্তর

১) আপাতত নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিকে মিউনিসিপ্যালিটিতে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

১) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী বসিত আলী।

সৈয়দ বসিত আলি :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার- ৮৯

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর শহর উন্নয়ন-এর জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে পরিকল্পনাগুলি কি কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ ।

২) শহরের জনসাধারনের সুবিধার জন্য নোটিফায়েড এলাকার রাস্তাঘাট, নর্দমা, বাজার, নির্মান ও উন্নয়ন; জলসরবরাহ, শ্মশান ঘাট নির্মান, টাউন হল নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রক বাঁধ ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহন করিয়াছেন । এতদ্ব্যতিত ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শহর উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৈলাশহর শহরকে রাজ্যের দ্বিতীয় শহর হিসাবে উন্নয়নের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে ।

সৈয়দ বাসিত আলি :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৈলাশহর সাব-ডিভিসন্যাল অফিসার, পি. ডবলিউ, ডি. এর দক্ষতার অভাব থাকায় কাজকর্ম ঠিক ভাবে হচ্ছে না এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, এটা ঠিক নয় । আমাদের কাজকর্ম ভালভাবেই অগ্রসর হচ্ছে ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস ।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার —১০৭ ।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার —১০৭ ।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যে মাছের মোট চাহিদা কত ;

২) এর কত অংশ রাজ্যে উৎপাদন হয় ।

৩) বাকি মাছ সরবরাহের কি কি পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন ,

৪) মৎস্যচাষ সম্প্রসারনের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষন ব্যবস্থা রাজ্যের কত অংশ মৎস্য-- জীবির মধ্যে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছে, এবং

৫) বর্তমান বৎসরের লক্ষ্য মাত্রা কত ?

উত্তর

১) ১৬৮০০ মেঃ টন।

২) ৫৩·৫৭ শতাংশ ।

৩) মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহন করা হইয়াছে,

ক) খাস অনাবাদী বা পতিত বদ্ধ জলাভূমি সংস্কার করিয়া মৎস্য চাষোপযোগী জলাশয় সরাসরি সরকারীভাবে সৃষ্টি করা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মৎস্যচাষের ব্যবস্থা করা।

খ) যে সমস্ত খাস বদ্ধ নিম্ন জলাভূমি উপজাতিদের দখলে আছে সেই সমস্ত নিম্নভূমি গুলি সংস্কার ও বাঁধ দিয়ে সম্পুর্ণ সরকারী খরচে মিনিব্যারেজ প্রকল্পে জলাশয়ের সৃষ্টি করা এবং মাছ চাষের আওতায় আনা।

গ) জোত পতিত বা অনাবাদী জলাভূমিতে মৎস্য চাষ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ভর্তুকিতে ঋণ দিয়া জলাশয় সংস্কার করে বা নতুন তৈয়ারী করে মাছ চাষের আওতায় এনে ।

ঘ) চাহিদা অনুযায়ী সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে মাছের চারা উৎপাদন করে।

ঙ) মিনিব্যারেজ অধিকারীদের প্রথম বৎসরে ১০০ শতাংশ ভর্তুকিতে মাছের পোনা সরবরাহ করে।

চ) ভর্তুকিতে মাছের সার ও অন্যান্য সরঞ্জাম সমস্ত মৎস্য চাষীদের সরবরাহ করে।

ছ) মৎস্যজীবিদের ১০০ শতাংশ ভর্তুকিতে জালের নাইলন সূতা সরবরাহ করে নদীর অথবা ছড়া ইত্যাদি থেকে মাছ ধরার সুবিধা বৃদ্ধি করে।

জ) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলিতে শেয়ার ক্যাপিটাল ও অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ প্রকল্পের ও মাছ চাষ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান করে।

৪) ৯৫৪ জন মৎস্যজীবিকে প্রশিক্ষন এ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে ।

৫) ৯০০ জন মৎস্যজীবিকে প্রশিক্ষন দেওয়ার লক্ষমাত্রা আছে ।

শ্রী নকুল দাস :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মাছের চাহিদার হিসাব দিয়ে বলা হলো যে মাছের চাহিদা হচ্ছে ১৬,৮০০ মে টন সেটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যের লোকসংখ্যার মাথা পিছু ১০ কেজী হিসেব করেই এটা বলা হয়েছে ।

শ্রী নকুল দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের মৎস্যজীবিদের সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে কি না তা মননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে

শ্রী জওহর সাহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের রাজ্য এই যে ১৬,৮০০ মেঃ টন মাছের চাহিদার মধ্যে রাজ্য উৎপাদিত হচ্ছে শতকরা ৫৩ ভাগ আর বাকি মাছ কি বাংলাদেশ থেকে

বা অন্য রাজ্য থেকে আমদানী করা হচ্ছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : স্যার, রিলেটেড নয় ।

মি: স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার ।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১০ ।

শ্রী খগেন দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১০

-: প্রশ্ন :-

১। ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রিয় সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরনের টাকা দেওয়া সত্বেও কুঞ্জবন এবং শাল বাগান এলাকায় ক্যাটনমেটের ভূমি একোয়ারের টাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রাজ্য সরকার কর্তৃক দেওয়া হচ্ছে না ?

-: উত্তর :-

১) ইহা সত্য নহে ।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের কাছে অভিযোগ রয়েছে যে শালবাগানের ক্যাটনমেন্ট নির্মানের জন্য ভূমি একোয়ারিং এর জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট থেকে টাকা আগেই পেয়েছেন অথচ সেই টাকা জমির মালিকদের দেওয়া হচ্ছেনা । এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা সত্যি কি না জানাবেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :— যেটা বলেছেন এটা রিলেটেড নয় । তবুও ফর ইনফরমেশান আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে এই জায়গা অ্যাকোয়ার করা হইয়াছে, তাতে যে গাছ আছে এবং বাড়ীঘর সবানো হয়েছে এবং যারা জোত জমির মালিক এদের আমরা ব্যবস্থা করেছি । আমরা ৪, ৮৮, ৯৯১, ০৫ টাকা ৮৩২ জনকে এবং ৭৮, ৯১, ০৯৫ টাকা ৪৭৮ জনকে দিচ্ছি । এর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ১৭০ জনকে । তাদের পাওনা হলো ৬৯, ৫৮২, ২৫ টাকা । এদের মধ্যে ১৫৭ জনকে দেওয়া হয়েছে রেট অনুসারে । ১৩ জনের বাকী আছে প্রসেসিং এর জন্য । রিমুভ্যাল অব হাট — ১৯৮ জনকে দেওয়ার কথা । ১, ৯৩, ৭০৬' ১০ — এর মধ্যে ১৯০ জনকে দেওয়া হয়েছে ১, ৮৮, ৮১৩,৩০ টাকা । ৮ জন মাত্র বাকী আছে । আর ল্যাণ্ড যেটা জোত জমির মালিক — তাদের ৩১২ জনকে ৮১, ১৬, ৪৯৭'৬১ টাকা এবং তার মধ্যে ২৫ জনকে দিয়েছি । বাকী রয়েছে ২৮৭ জন । ভূমি সংস্কার আইন মোতাবেক তাদের নোটিশ দেওয়া হবে । তারা যদি সেইভাবে রেকর্ডপত্র নিয়ে আসে তাহলে সেইভাবে প্রসেস চলবে ।

এর মধ্যে ১৫০টি ফেমিলিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে আণ্ডার সেকশান ১২(১)। তাদের রেকর্ড-পত্র নিয়ে এসে ডি. এম, অফিসে আসার জন্য এবং আর বাকীগুলির নোটিশ রেডি হচ্ছে।

শ্রী জওহর সাহা — যে লোকগুলিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিছুদিন আগে চম্পামুর জায়গা থেকে যখন গাছ কাটছিল তখন জায়গার মালিকদের বাধা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মামলা মোকদ্দমায় ভয় দেখানো হয়েছে। এটা সত্য কিনা ?

শ্রী খগেন দাস — এটা সত্য নয়। গাছের জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। গাছ কাটার অধিকার তাদের নেই।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এবং শ্রী কেশব মজুমদার। (স্টারেড)।

শ্রী জওহর সাহা — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১।

শ্রী অনিল সরকার — মাননীয় স্পীকার স্যার' কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে তথ্য কেন্দ্র, উপতথ্য কেন্দ্র লোকরঞ্জন শাখার সংখ্যা কত ;
২) এগুলির পরিচালনার জন্য প্রতিকেন্দ্রে কোন কমিটি আছে কি ?
৩) এবং থাকিলে এর মধ্যে কতগুলির কার্যরত আছে. কতগুলির কাজকর্ম বন্ধ আছে ;
৪। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য খরচের জন্য বার্ষিক কত টাকা করে দেওয়া হয়।
৫। এইসব সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সংস্কৃতির অগ্রগতির আন্দোলনে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে।
৬। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত মোট কত টাকা দেওয়া হইয়াছে।
৭। অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ গাঁওসভায় ও পূর্ব কবরুক গাঁওসভায় উপতথ্য কেন্দ্র বা লোকরঞ্জন শাখা আছে কি ?
৮। থাকিলে উক্ত কেন্দ্রগুলির পরিচালনের জন্য কনটিজেন্সী বাবদ কত টাকা এ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্যকেন্দ্র —১.টি। উপতথ্যকেন্দ্র—৪১টি এবং লোকরঞ্জন শাখা ২৪১টি।
২। হ্যাঁ. আছে।
৩। কোন কমিটির কাজ বন্ধ আছে বলে এই দপ্তরে কোন তথ্য নেই।

৪। উপতথ্য কেন্দ্র ও লোকরঞ্জন শাখাকে ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৩ ইং মার্চ পর্যন্ত মাসিক ১০ (দশ) টাকা হারে ফিনানসিয়াল অ্যাসিষ্টেন দেওয়া হয়েছে। এর পরবর্তী সময় হইতে মাসিক ১৫ (পনের) টাকা হার দেওয়া হয়।

তথ্য কেন্দ্রগুলির প্রয়োজন মত সবপ্রকার খরচ পত্র সরকারই বহন করিয়া থাকে।

৫। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি গঠন ও পরিচালনের ফলে গ্রাম ত্রিপুরার সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে প্রায় সারা বৎসর ধরে সে স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে এবং এই সব উদ্যোগে গ্রামীন শিল্পিদের অদম্য উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা থেকে রাজ্যের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির দিকটি খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সব কেন্দ্র স্থাপনের ফলেই এমন প্রায় আমাদের বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক সেবা উন্মেষের সুযোগ পেয়েছে। নানাবিধ কাবাইচ, লেবাপুমানি, গাজীর গান প্রভৃতির মত বৈশিষ্টময় সংস্কৃতি চর্চা এর ফলে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

৬। সর্বমোট টা ১,৮৭,৮৮৯,৩৪ পঃ দেওয়া হয়েছে।

৭। ক) বীরগঞ্জ গাঁওসভার উপতথ্য কেন্দ্র নাই। একটি লোকরঞ্জন শাখা আছে।

খ) পূর্ব করবুক গাঁওসভার কোন উপতথ্য কেন্দ্র বা লোকরঞ্জন শাখা নেই।

৮) যেটা নাকি বীরগঞ্জে আছে লোকরঞ্জন শাখা তাকে এ পর্যন্ত মোট ২৪০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা— সাপলিমেন্টারী স্যার। এই যে লোকরঞ্জন শাখা করবুক, বীরগঞ্জে আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, যে সকল জিনিষ সেখানে দেওয়া হয়েছিল ঢোল, হারমোনিয়াম, এই গুলি শাখার দলের লোক যিনি সেক্রেটারী লোকরঞ্জন শাখার, তিনি সেগুলি বিক্রি করে দিয়েছেন যার ফলে লোকরঞ্জন শাখার অস্তিত্ব নেই? পঞ্চায়েত থেকে পরে একটি কমিটি করা হয়েছে, কিন্তু সেটা আজও অনুমোদন পায় নি কেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী অনিল সরকার:— এই ধরণের তথ্য আমাদের কাছে নেই। যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটি যদি বিক্রি করে থাকে তা হলে নূতন কমিটি গঠন করার প্রশ্ন আসে। এই ধরনের কোন তথ্য নেই।

শ্রী কেশব মজুমদার:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই যে লোকরঞ্জন শাখা গ্রামে গড়ে আছে, তারা সাংস্কৃতিক চর্চা করছে সেগুলির অনেকগুলির লোকরঞ্জন শাখা ভেঙ্গে গেছে। সেগুলি পরিবর্তন করে নূতন দেওয়ার কথা আছে কিনা থাকলে কবে পর্যন্ত দেওয়া হবে?

শ্রী অনিল সরকার —লোকরঞ্জন শাখায় যে সমস্ত ইন্‌স্ট্রুমেন্ট দেওয়া হয় সেগুলি যদি রিপোর্ট আসে নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে সেগুলিকে পুনরায় দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা করি।

শ্রী জওহর সাহা — লোকরঞ্জন শাখা যেটা কাজ করছে না এবং যেসব জিনিষপত্র দিকি করে দেওয়া হয়েছে এবং পনচায়েতের তরফ থেকে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেই কমিটিকে নূতনভাবে অ্যাপ্রোভেল দেওয়া দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার— এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি বলতে পারি না যে কোন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কাকে অ্যাপ্রোভেল দিতে হবে।

শ্রী জওহর সাহা — এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা, জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই তথ্য তার কাছে নেই। কাজেই এই ব্যাপারে আর প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেব নাথ — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এই যে উপতথ্য কেন্দ্রগুলি গঠন করা হয়েছে, সেই তথ্য কেন্দ্রে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটিগুলি কি নিয়ম অনুসারে গঠন করা হয়েছে ?

শ্রী অনিল সরকার — সেইগুলি পরিচালনা করার জন্য গাঁওসভার নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়।

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার এবং শ্রী কেশব মজুমদার (ব্রেকেটেড)।

শ্রী মতিলাল সরকার — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৫।

শ্রী বাদল চৌধুরী — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৫।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হতে ১৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত কি পরিমাণের জলাশয় সরকারের সম্পূর্ণ খরচ অথবা ঋণের ভর্তুকীর মাধ্যমে নূতনভাবে তৈরী করা হয়েছে।

২) ইহাতে বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী কত অংশ মাছ যোগান দেওয়া বা উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩) সমবায় সমিতির হাতে আরও জলাশয় দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহিত হচ্ছে কিনা।

উত্তর

১) ২, ১৩৬.৭৫ হেক্টরে ।

২। ১২'৭ শতাংশ ।

৩) হইতেছে ।

শ্রী মতিলাল সরকার — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জলাশয়ের যে তথ্য দিয়েছেন, এর মধ্যে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে যে সকল জলাশয় দেওয়া হয়েছে, তাও সরকারী খরচায়, তার পরিমাণটা এখানে ধরা হয়েছে ।

শ্রী বাদল চৌধুরী —স্যার, আমি যে হিসাব দিয়েছি মোট ২,১৩৬.৭৫ হেক্টরে, তার মধ্যে মৎস্য বিভাগ করেছেন ১,৫২১.১৯ হেক্টর জলাশয় । আর এস এফ.ডি এ করেছেন ৬১৫.৫৬ হেক্টর জলাশয় । আর অন্যান্য সংস্থা যে জলাশয় তৈরী করেছেন, তার হিসাব এখন আমার কাছে নাই

শ্রী কেশব মজুমদার - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে জলাশয় তৈরী করা হল সেগুলিতে মৎস্য চাষ করার জন্য সরকার কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন । দ্বিতীয়তঃ, বে-সরকারী সংস্থাগুলি জলাশয় তৈরীর ক্ষেত্রে সরকার থেকে কি ধরনের সাহায্য করা হয়েছে এবং সাহায্য করা হয়ে থাকলে টাকার অংকে সেটার পরিমান কত জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, যারা সরকারী উদ্যোগে থেকে ভর্তুকি নিয়ে মৎস্য চাষ করে থাকেন বিশেষ করে যারা মৎস্য চাষের জন্য মিনিব্যারেজ তৈরী করেন, তাদের প্রথম বৎসর শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকি দিয়ে মাছের পোনা সরবরাহ করা হয়ে থাকে । আর, এস. এফ. ডি. এর থেকে ঋণ নিয়ে যারা মৎস্য চাষের জলাশয় তৈরী করে মৎস্য চাষ করেন, তাদের কি ধরনের সাহায্য দেওয়া হয়, তার তথ্য এখন আমার কাছে নাই ।

মিঃ স্পীকার — শ্রী মতিলাল সরকার ।

শ্রী মতিলাল সরকার :— শর্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮, স্যার ।

শ্রী বিশ্বনাথ মজুমদার :— স্যার, শর্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮ ।

প্রশ্ন

১) আগরতলা পর্যন্ত রেলপথের সম্প্রসারণের জন্য কোন নির্মাণ কাজ হবে কিনা, সে সম্বন্ধে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি ?

২) আগামী আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য বাজেটে কোন অর্থ বরাদ্দ করেছেন কিনা, তা রাজ্য সরকার জানেন কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) সার্ভিস কাপের জন্য [illegible] ই. সি থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৯০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার — শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১[illegible]।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১[illegible]।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ডুম্বুরনগর জলাশয়ের মাছ ধরার পর কিছু মাছ বাংলাদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে?

২) যদি তা হয়ে থাকে, তা বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১) ডুম্বুরনগর জলাশয় থেকে ধৃত মৎস্যের কিছু অংশ [illegible] পাচার হওয়ার [illegible] সরকারের গোচরে এসেছে।

২) [illegible] করা হইয়াছে ও পুলিশ [illegible] মাছ পাচার রোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী, স্যার, ইহা কি সত্য যে [illegible] মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি শ্রী [illegible] দাসও নিজে এই মাছ পাচারের কাজে সহযোগিতা করছেন, যিনি সি. পি. এম দলের একজন প্রধান।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, এই মাছ পাচারের একটা খুব বড় ব্যবস্থা হচ্ছে যাদের পুকুর আছে তারা ঐ জলাধার থেকে মাছ ধরে প্রথমে তাদের পুকুরে ফেলে, তারপর সেই মাছ পুকুর থেকে ধরে বিক্রি করে দেওয়া হয়?

শ্রী বাদল চৌধুরী — এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রী জহর সাহা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মাছ চুরি বন্ধ করার জন্য মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব কোন আইন আছে কিনা এবং থাকলে, সেটা কার্যকরি না করার কারন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার, যেহেতু বিষয়টা আমার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেহেতু আপনারে অনুমতি নিয়ে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। স্যার, এই ডম্বুর জলাশয়টা কতটুকু, যারা দেখেন নি, তারা সেটা সম্পর্কে ভাবতেও পারবেন না। এক মাত্র ষ্টীম লঞ্চে গেলে এক পার থেকে অন্য পারে যেতে হলে ৪ঘটা সময় লাগে। কাজেই এক দিকের মাছ পাচার বন্ধ করতে শুরু করলে অন্য দিকের মাছ পাচার শুরু হয়ে যায়। অতএব সেখানকার মাছ যত বেশী চুরি হবে, সরকারের তত বেশী লাভ হবে,পাহারা দিয়ে সেই মাছ রক্ষা সম্ভব নয়। যতদূর সম্ভব মাছগুলির রক্ষার জন্য সেখানে যে সমস্ত পুলিশ থানা আছে, তাদের নির্দেশ দেওয়া আছে। তাদের আরও নির্দেশ দেয়া আছে যেসব রাস্তা দিয়ে মাছ পাচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই রাস্তাগুলি পাহাড়া দিয়ে পাচার করা মাছগুলি যেন ধরা হয়। বাজারে যে মাছ আসছে, তার অধিকাংশই সেই ডম্বুর জলাধার থেকে আসছে, অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য জলাশয় থেকে বাজারে মাছ আসছে না, তা নয়, কিন্তু তার পাশে পাশে সেগুলিও আসছে। কাজেই এই পাহাড়া দিয়ে রক্ষা করার মত যে পরিমান পুলিশের দরকার, সেই পরিমান পুলিশ রাখার মতো আর্থিক অবস্থা আমাদের বর্ত্তমান রাজ্য সরকারের নাই।

মি: স্পীকার — শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা — স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০, স্যার।

শ্রী বাদল চৌধুরী — স্টর্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬০, স্যার।

-: প্রশ্ন :-

১। মহারাজগঞ্জ বাজারস্থিত ত্রিপুরা ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ডম্বুর জলশয় থেকে কি দরে কত পরিমান মাছ এ্যাপেক্স ফিসারিজের নিকট বিক্রি করেছে ?

২। উক্ত প্রাপ্ত মাছের মূল্য এ্যাপেক্স জমা দিয়েছে কিনা ?

৩। কত টাকা সরকারের এই বাবদ পাওয়া আছে, এবং

৪। অনাদায়ী মাছের মূল্য আদায় করার জন্য এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

:: উত্তর ::

১) ১৯৮১ — ৮২ ইং থেকে ১৯৮৩-৮৪ ইং জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ২,২৬,১৯০.১২০ কিলোগ্রাম মাছ দেওয়া হয়েছে। এ্যাপেক্স সোসাইটিকে দেওয়া মাছের দর বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন ছিল।

২) ১৯৮৪ ইং জানুয়ারী মাস পর্যন্ত মোট পাওনা টাকা ১৫.১৬.৮২৬.০০ পং এর মধ্যে মোট ৯, ৭২. ৯৭৩, ২৪ পং সোসাইটি জমা দিয়েছে।

৩) ৫, ৪৩, ৮৭৩, ১৬ টাকা।

৪) সোসাইটিকে টাকা সত্বর পরিশোধ করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমরা যেমন সোসাইটির কাছে টাকা পাওনা আছি, তেমনি সোসাইটিরও আমাদের সরকারের কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে। সোসাইটি বিভিন্ন খাতে আমাদের কাছে মোট ১.৫৮. ৫৫৭ ৮৬ টাকা পাওনা আছে. কাজেই এই টাকা বাদ দিলে আমাদের পাওনা আরও কিছুটা কমে যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগন, প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। এখন যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দিগকে অনুরোধ জানাচ্ছি। (ANNEXURES—"A" "C" "B")।

REFERENCE PERIOD

স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহার নিকট হইতে নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নোটিশটির উপস্থাপনের অনুমতি দিয়াছি।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হল " গত ২০শে মার্চ, ১৯৮৪ ইং বিলোনীয়া মহকুমার জোলাইবাড়ীতে কং (ই) সমর্থকদের দ্বারা বগাফা ব্লকের বি, ডি, ও, কে ঘেরাও এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে বাধাদান সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহাকে তাঁর নোটিশটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২০শে মার্চ, ১৯৮৪ ইং বিলোনীয়া মহকুমার জোলাইবাড়ীতে কং (ই) সমর্থকদের দ্বারা ব্লকের বি. ডি.ও, কে ঘেরাও এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে, ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে বাধাদান সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি এখনই বক্তব্য রাখতে না পারেন তবে তিনি সময় চাইতে পারেন এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করিয়া জানাবেন

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই বিষয়ে আমি ২৬শে মার্চ, ১৯৮১ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় মন্ত্রী ২৬শে মার্চ ২৯/৪ইং হাউসে বিবৃতি দেবেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল, গত ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১ ইং আগরতলা মোটর স্ট্যাণ্ডে গোপাল বণিক নামে জনৈক ড্রাইভার খুন হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি এবং মাননীয় সদস্যকে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি।

যেহেতু মাননীয় সদস্য হাউসে অনুপস্থিত, সুতরাং এটা আসছে না।

আমি মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়ার কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, নোটিশের বিষয়বস্তু হল, গত ১৫ই মার্চ গভির রাতে রমেশ হাই স্কুলের উদয়পুর) প্রধান শিক্ষক শ্রী যুক্ত ধীরেন্দ্র দত্তের বাড়ীতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উপস্থাপনের সম্মতি দিয়েছি এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কেও আমি ২৬শে মার্চ ১৯৮১ইং হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৬শে মার্চ ১৯৮১ইং এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় সদস্য জহর সাহার কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল "গত ২০শে জানুয়ারী, ১৯৮১ইং দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত অমরপুর গুদাম থেকে তিন লক্ষ টাকার চাল গম গায়েব সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত

নোটিশটি উত্থাপনের [illegible] । [illegible] মন্ত্রী মহোদয়ের এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি [illegible] জন্য অনুরোধ করছি । যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে [illegible] একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন ।

শ্রী তপন চক্রবর্তী :— [illegible] আমি [illegible] ২০শে মার্চ ১৯৮৪ইং তারিখের সংবাদ [illegible] ।

মিঃ স্পীকার :— [illegible] মহাশয় আগামী ২৭শে মার্চ ১৯৮৪ইং তারিখে [illegible] বিবৃতি দেবেন ।

আজ একটি [illegible] নোটিশের [illegible] মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন । [illegible] মহোদয়কে অনুরোধ করছি [illegible] মাননীয় সদস্য মানো [illegible] কর্তৃক আনীত [illegible], দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের [illegible] বিবৃতি দেন । নোটিশটির [illegible] :— "গত ১৫ই [illegible] ১৯৮৪ইং [illegible] হারাধন সাহা নামে [illegible] ছুরিকাঘাতে নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ।"

শ্রী তপন চক্রবর্তী :— [illegible] স্পীকার [illegible], 'গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ইং [illegible] হারাধন সাহা নামে [illegible] ছুরিকাঘাতে নিহত [illegible] ঘটনা সম্পর্কে ।"

[illegible] ১৫, ২, ৮৪ইং [illegible] ১০,১০ [illegible] সাকিনের [illegible] হারাধন সাহা [illegible] মহাপাত্রের [illegible] কাছারি [illegible] বাড়ীর [illegible] পুকুরের [illegible] । উক্ত [illegible] আনুমানিক ৫০ গজ আসিলে পর অজ্ঞাত [illegible] ছুরির দ্বারা তাহার [illegible] পার্শ্বে এবং কোমরের বাম দিকে আঘাত করে । উক্ত আঘাত পাইয়া হারাধন সাহা [illegible] চেঁচাইয়া তাহার বাড়ীর দরজার দিকে আসিয়া ডাক চিৎকার করিয়া পড়িয়া যায় । [illegible] শুনে হারাধন সাহার ছোট ভাই শ্রী ধনঞ্জয় সাহা ঘরের বাহিরে [illegible] এবং তাহাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দরজার সামনে পড়িয়া থাকিতে দেখে । হারাধন সাহা কোন কথা বলিতে পারে নাই । শ্রী [illegible] সাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের সাহায্যে আহত হারাধন সাহাকে ভি. এম, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য [illegible] করে নিয়ে যায় ভি. এম, হাসপাতাল হইতে আহত হারাধন সাহাকে সংগে সঙ্গে জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয় । ১৬, ২, ৮৪ইং ভোর অনুমান ৬টা নাগাদ আহত হারাধন সাহার মৃত্যু হয় ।

উক্ত ঘটনার খবর পাইয়া পশ্চিম থানার এস, আই, এস. আর, দাসগুপ্ত ষ্টাফ সহ দ্রুত গতিতে জি, বি, হাসপাতালে যায় এবং আহত হারাধন সাহার ছোট ভাই শ্রী ধনঞ্জয় সাহার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করে। উক্ত জবানবন্দী মূলে পশ্চিম আগরতলা থানা ২৩(২)৮৪ নং মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারা হইতে ৩০২ ধারায় পরিবর্তিত করা হয়।

তদন্তকালীন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন বা সাক্ষীগন কেহ এ ঘটনা সম্পর্কে কোন আলোকপাত করিতে পারে নাই।

তদন্তকালে গোপনসূত্রে জানা যায় যে. ঘটনার পূর্বে পূর্বথানাধীন কাশীপুর সাকিনের কোতন মিঞাকে খোসবাগান সাকিনের মঙ্গল সিং এবং পশ্চিম প্রতাপগড়ের গৌরাঙ্গ সাহাকে সন্দেহমূলক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাই সন্দেহক্রমে গৌরাঙ্গ সাহাকে পিতা শ্রী অনিল চন্দ্র সাহাকে সাং পশ্চিম প্রতাপগড়. থানা পশ্চিম আগরতলা ঘটনার দিন রাত্রে এবং এবং মঙ্গল সিং, পিতা মৃত কেবানী সিং খোসবাগান. থানা পশ্চিম আগরতলাকে ১৬. ২. ৮৪ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। গত ৯ ৩. ৮৪ইং মঙ্গল সিং কোর্ট হইতে জামিনে ছাড়া পায় এবং গৌরাঙ্গ সাহা এখনও জেইল হাজতে আছে। বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান করিয়াও কোতন মিঞাকে পাওয়া যায় নাই। তবে তাহাকে ধরার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চলিতেছে।

টাকা পয়সা অপহরন করার উদ্দেশ্যেই অজ্ঞাত ব্যক্তি হারাধন সাহাকে আহত করিয়া মৃত্যু ঘটাইয়াছে। ঘটনায় তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই ঘটনা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত কিনা এবং আততায়ী তাড়াতাড়ি ধরার জন্য পুলিস চেষ্টা করছে কিনা কারণ এটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, নিহত ব্যক্তি এবং যাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তারা কেউই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত আছে বলে পুলিসের জানা নাই।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এবং বিশেষ করে আগরতলায় ···· ·· ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি মূল বিষয়টির উপর প্রশ্ন করুন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আমি এটার উপরই করছি— যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এর ফলে একজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং পুলিশ এই সব ঘটনার সম্পর্কে কিছুই করতে পারছে না, বলতে হয় যে পুলিশ এই সব ঘটনার ব্যাপারে ব্যর্থ হচ্ছে। এবং পুলিশের ব্যর্থতার জন্যই এবং প্রসাশনিক যে ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে তার জন্যই এই সব ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এটা মোটেই সত্যি নয় যে, পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে — তবে এটা ঠিক যে ঘটনা ঘটেছে এবং এটাও ঠিক যে, অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রেই গ্রেপ্তার করতে পারছে।

মিঃ স্পীকার :— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল গত ১৩ই মার্চ ১৯৮৪ইং রাত্রে বিলোনীয়া বিভাগের কলসীতে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য শ্রী কালী মোহন ত্রিপুরাকে উপজাতি যুবসমিতির দুর্বৃত্তগন কর্ত্তৃক বাড়ীতে আক্রমন করে খুন ও তার ছেলে আহত হওয়া এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি লুটপাট করা সম্পর্কে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ১৩ই মার্চ রাত বিলোনীয়ার বিভাগের কলসীতে গনমুক্তি পরিষদের নেতা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য শ্রী কালীমোহন ত্রিপুরাকে উপজাতি যুব সমিতির দুর্বৃত্তগন কর্ত্তৃক বাড়ীতে আক্রমন করে খুন ও তার ছেলে আহত হওয়া এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি লুট করা সম্পর্কে।

গত ১৩ই মার্চ, ১৯৮৪ইং তারিখে রাত্র অনুমান ১২-৩০ মিঃ সময় ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাতদল বাইখোরা থানাধীন কলসী গ্রামের কালীমোহন পাড়ার শ্রী কালী ত্রিপুরার বাড়ী চড়াও করে। প্রথমে ৪/৫ জন ডাকাত দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ও স্থানীয় শিক্ষক শ্রী বিশ্বকুমার দেববর্মার (পিতা শ্রী উমেশ চন্দ্র দেববর্মা সাং গুলিরায়বাড়ী থানা বিশালগড়) উপর বন্দুক তাক করিয়া ধরে। অন্যান্য ডাকাতরা দড়ি দিয়া শ্রী কালী মোহন ত্রিপুরাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া দা দিয়া আঘাত করিতে করিতে টাকা দাবি করে। তৎপর ডাকাতরা তাহাদের হাতে থাকা দেশী বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া শ্রী কালী মোহন ত্রিপুরাকে হত্যা করে। ডাকাতরা নগদ ২৫০ টাকা ও বাড়ের সন্তোস রেডিও জামা-কাপড় বাসন-পত্র লুট করিয়া নিয়া যায়। লুন্ঠিত মালামালের সর্বমোট মূল্য আনুমানিক ৫,০০০ টাকা হইবে।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রি বিশু দেববর্মার অভিযোগ মোতাবেক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬/৩৯৮ ধারায় বাইখোরা থানায় ৫(৩)৮৪ নং মামলা নথিভুক্ত করিয়া তদন্তকার্য্য গ্রহণ করা হয়। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করার জন্য জোর তল্লাসী চলিতেছে। এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই, ডাকাতেরা সর্বমোট তিন বার গুলি ছোড়ে। মৃত কালীমোহন ত্রিপুরার বুকের ডান দিকে গুলির আঘাত ও হাতের ডান দিকে ও ডান বাহুতে রক্তাক্ত কাটা জখম দৃষ্ট হয়। মৃত কালীমোহন ত্রিপুরার মৃতদেহ জোলাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ময়না

তদন্ত করা হয়। কিন্তু ময়না তদন্তের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই। মৃত কালীমোহন ত্রিপুরা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিও উপজাতী গনমুক্তি পরিষদের সদস্য। তার পুত্র শ্রী মনোহর ত্রিপুরা (২২ বৎসর) কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ খবর নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রী নকুল দাস :- পয়েন্ট অব কল্যারিফেকেশন স্যার, [illegible] দাঙ্গা সংগঠিত করেছে এবং অন্যান্য খুন, ডাকাতি, দুই পার্টির সঙ্গে জড়িত [illegible] হয়েছে, এবং সি. পি, আই [illegible]। এর সদস্য এবং [illegible] এই [illegible] ঘটিত [illegible] (এম) এর সদস্যদের [illegible]

শ্রী [illegible] :- মাননীয় স্পীকার স্যার, [illegible] কয়েকটা [illegible] হয়েছে। কিন্তু [illegible] পাচ্ছে। এই [illegible] এর কোন সম্পর্ক [illegible], সেটা নিশ্চয়ই পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।

শ্রী [illegible] :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে [illegible] দেখছেন [illegible] সব [illegible] তার সকলেই টি, ইউ, জে এর সমর্থক এবং এরা আরও অনেক [illegible] সঙ্গে খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত. এই সমস্ত [illegible] মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

মিঃ স্পীকার :- সভায় [illegible] কর্মসূচী হল [illegible] এসটিমেটস [illegible] ১৯৮০ [illegible]। আমি [illegible] দলের [illegible] অনুরোধ করব যারা বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহন করবেন তাদের নামের একটা [illegible] জন্য। বাজেট আলোচনা [illegible] ২১শে মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত। [illegible] মোট [illegible] [illegible] মিঃ [illegible] হয়েছে বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি [illegible] অনুযায়ী এতে কংগ্রেস (ই) দল পাবেন ৮৫ মিনিট, টি, ইউ, জে, এস ৪৫ মিনিট, [illegible] পার্টি ২৭০ এবং নির্দল ২২ মিনিট। আমি প্রথমে মাননীয় বিরোধী দলনেতা [illegible] ভট্টাচার্য মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ১৯৮০-৮১ সালে যে বাজেট এই সভার সামনে পেশ করা হয়েছে তার বিরোধীতা করে [illegible] বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন [illegible] একটা কথা রিপিট করতেন যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে [illegible]। [illegible] পারফরমেন্স বাজেট নয়। কনভেনশনেল বাজেট হচ্ছে কোন হেডে কোন ডিপার্টমেন্টে [illegible] টাকা আছে সেই টাকার একটা বরাদ্দ চেয়ে এই সভার সামনে উপস্থিত করা হয়।

আর পারফরমেন্স বাজেট : প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে কি কি প্রোজেক্ট আছে সেই প্রোজেক্টের অ্যাগেনস্টে টাকা [illegible] দেখানো হবে সেই প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ করার জন্য মন্ত্রীসভা এই সভার কাছে দায়ী থাকবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে ছয় বছর ধরে উনি মুখ্যমন্ত্রী ছয় বছর আগে উনি যে চিৎকার করেছিলেন যে পারফরমেন্স বাজেট চাই, আজকে উনি মন্ত্রী সভায় এসে পারফরমেন্স বাজেট দিলেন না। দিলেন না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে, পারফরমেন্স বাজেট যদি [illegible] বিভিন্ন প্রোজেক্টের অ্যাগেনস্টে যে টাকা আছে সেই টাকাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে [illegible] হয়েছে কিনা সেটা স্ক্রুটিনি করার সুযোগ থাকতো। কিন্তু কনভেনশনেল বাজেটে সেই সুযোগ নাই। আজকে সর্বপ্রথমে উনি এই সভাকে [illegible] যাওয়ার প্রচেষ্টা [illegible] এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা [illegible] [illegible] মুখ্যমন্ত্রী [illegible] পারফরমেন্স বাজেট [illegible] করবেন নাই। [illegible] এই আসনে [illegible] চিৎকার [illegible] যে পারফরমেন্স [illegible] [illegible] আজকে [illegible] মুখ্য [illegible] হয়ে [illegible] এই সভাকে [illegible] দেওয়ার জন্য এবং [illegible] ধোঁকা দেওয়ার জন্য পারফরমেন্স বাজেটকে [illegible] বাজেট [illegible] করবেন যাকে উনি আগে সমর্থন করতেন, [illegible] এখন [illegible] না।

[illegible] কখন [illegible] আজকেও এটা [illegible] সমর্থন করলেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] সেই পরিবেশ [illegible] [illegible] কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রী [illegible] একটি [illegible] বিচ্ছিন্নতাবাদী [illegible] ছোট করে, একটি [illegible] বিচ্ছিন্নতাবাদী, সাম্প্রদায়িক, বর্ণবিদ্বেষী ইত্যাদি শক্তিগুলি এই [illegible] পরিস্থিতির [illegible] সুযোগ নিয়েছে [illegible] [illegible] আমরা যা দেখছি তা হচ্ছে আমাদের সামনে যে বিপদ আসছে তার পূর্বাভাষ মাত্র। কিন্তু যে আকালী দল, যে দল খালসা তাদের সম্পর্কে বা ভিন্দ্রেনওয়ালা দশ হাইতা সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি, বলা হয়নি তাদের ভারতবর্ষকে ভাগ করার সম্পর্কে যে সব কার্য্য-কলাপ চলছে। আমরা দেখছি, কলকাতায় যে বিরোধী দলের মিটিং হয়েছিল সেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। আকালীদের নাকি নিমন্ত্রন করা হয়েছিল। ভিন্দ্রেনওয়ালাকে নিমন্ত্রন করে নিয়ে আসার ভার নাকি পলিট ব্যুরো থেকে আমাদের মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন। সেই জন্যই হয়ত ভিক্ষেনওয়ালা সম্পর্কে চুপ করে গেছেন এবং একটি লাইন দিয়ে দায়িত্ব নড়াতে চাইলেন যা বললেই না হয়। মি :- স্পীকার স্যার, আমরা চাই, দেশের মধ্যে যে বিভেদ কামী শক্তি মাথা ছাড়া দিয়ে উঠছে তাকে রোধ করার জন্য সমগ্র দেশের সমগ্র নাগরিকের সহায়তা। এই জন্য সমগ্র নাগরিককে এক হয়ে কাজ করতে হবে (এটা দিস্ স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

মিঃ· স্পীকার স্যার, আমি বলার জন্য কতটুক সময় পাব ?

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের জন্য ৫০ মিনিট সময় বরাদ্দ আছে। এখন আপনারা নিজেরাই ঠিক করে নিন, আপনি কত টুকু বলবেন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য : আমি বেশী সময় নেব না। স্পীকার স্যার, এই সময় মাননীয় সরকার পক্ষের যারা সদস্য মন্ত্রী আছেন তাদের বক্তৃতা যখন শুনি তখন অ মরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। আমরা শুনি, দারিদ্র, আমরা শুনি জমিদারী প্রথা, আমরা শুনি, মহাজনী প্রথা, আমরা শুনি রাজন্য প্রথা। মিঃ সপীকার স্যার, আমি একটি কথা বলতে চাই এই দারিদ্র প্রথা, জমিদারী প্রথা মহাজনী প্রথা, রাজন্য প্রথা কে বিলোপ করছে ? বিলোপ করছে কংগ্রেস। কিন্তু যারা এই প্রথাকে সমর্থন করে, যেমন, বি, জে, পি জনতা, প্রাক্তন জনসংঘ দক্ষিণপন্থী দল তাদের সঙ্গে ১৯৭৭ সনে লেজুড় হয়ে এই সি, পি এম, পার্টি কুণ্ঠা বোধ করে নি। আজকেই এখানে এই কথা বলতেও লজ্জা বোধ করছে না। আমাদের দেশে ৬০০ এর বেশী রাজা ছিলেন। এই কংগ্রেস তাদের উৎখাত করেছেন ভাতা বন্ধ করেছেন। ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজড্ করে মহাজনী প্রথা বন্ধ করেছেন গরীব মানুষের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এ, যে মোরারজী দেশাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন ১৯৬৯ সনে এই ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজড্-এর কারণে সেই মোরারজী দেশাইকে এরা সমর্থন করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই এই সি, পি, এম, পার্টি। তাঁরা বলছেন, তাঁরা গরীবের বন্ধু, তাঁরা মহাজনী প্রথা উৎখাত করছেন। সমবায়ের কথা এখানে তাঁরা বার বার বলেন সেই সমবায় প্রথাকে আইন কারা করেছেন ? সেই ত ইন্দিরা কংগ্রেস করেছে। কংগ্রেস (স) ই বলুন এবং এসই বলুন তারা এই আইন করেন নি। কিন্তু মিঃ সপীকার স্যার, সে সরকারকে সমর্থন জানাতে লজ্জা হয় নি। আবার বলছেন, তাঁরা দরিদ্রের বন্ধু। তাদের জন্য আমাদের কান্না আসে, রাত্রে ঘুম আসে না দারিদ্র্য দূর করার জন্য, উপকার করার জন্য। কিন্তু কেন্দ্রে যখন কোয়ালিশন সরকার ছিল তখন তাঁকে বন্ধু বলতে দ্বিধা করেন নি এইখানকার সরকার। মিঃ স্পীকার স্যার আমি তাঁর চরিত্র কি বলছি। . পাবলিক মেমরি খুব সর্ট। ১৯৭৭ সনে আমরা কি কি

করেছি ১৯৮৪ সনে ... । কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে যারা ভুলে না আমরা কি করেছি মি: স্পীকার স্যার, এখানে বামফ্রন্ট সরকার যখন শাসন ভার গ্রহন করলেন তখন আমরা অফিসের মধ্যে একটা কথা বেশী শুনতে পেতাম, বন্ধু সরকার। অর্থাৎ কো অর্ডিনেশান কমিটির বন্ধু সরকার । মি: স্পীকার স্যার, বন্ধুত্বের যে নিদর্শন কর্মচারীদের জন্য রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, সতর্ক করে দিতে চাই, বন্ধু সরকার কি করেছেন তা দেখতে সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে, দুষ্টাচার্য্যাঃ শঠোমিত্র ভৃত্যশ্চোত্তর দায়ক, সর্পেচ গৃহে বাস মৃত্যু-রেব ন সংশয়ঃ । " কাজেই শঠ মিত্র, শঠ ভৃত্য তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা হয়েছে, কাজেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ।

(ভয়েসেস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— সমবায় কমিটি কি দুষ্টি ভার্য্যা)

আমি সে কথা বলছি না । তবে, বামফ্রন্ট সরকার যদি সমন্বয় কমিটিকে দুষ্টাভার্য্যা বলে স্বীকার করেন, তাহলে আনি আমি অস্বীকার করব না । মি: স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি, এখানে বলাহয়ে থাকে, কেন্দ্রিয় সরকার টাকা দিচ্ছে না । কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দাও আমরা কর্মচারীদের সেন্ট্রাল টাকা দেব, বোনাস দেব, মহারানী ভিক্টোরিয়া বানিয়ে দেব । মি: স্পীকার স্যার, এই যে ৮ম অর্থ কমিশনের যে ইন্টারনাল রিপোর্ট যা নভেম্বর, ১৯৮৩তে বের হয়েছে সেখানে ৯টি স্টেটকে টাকা দেওয়া হয়েছে গ্রান্ট-ইন -এইড হিসাবে । সেখানে ত্রিপুরার জন্য দেওয়া হয়েছে ৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ।

:— এখানে বলা হয়েছে :—

1, The existing arrangements in regard to financing og relief expenditure by the States affected by natural calamities may also be continued during 1984-85.

2. The Commission has recommended that Grant-in-Aid under Artical 275 (1) of the Constitution to cover residuary deficits on revenunt may also be paid to the following States for the year 1984-85.

3, In its present assoment the Commission has not made provision for expenditure on fresh proposals for up-gradation of standards of administration and improvements, if any, needed for the maintenance and up-keer oft capital assets and these will be mede in the final report.

4. The recommendations contained in the Interim Report are proxisional anp of interim nature and would be subject to such re-adjustments as may be necessary on the basis of the final report.

5. Final report by the 29th Febuary, 1984 on each of the matters mentioned in the Order and covering a period of five years commending on and from the 1st day of April, 1984. For this Purpose, we have maee a preliminary scrutiny of the forecasts of receipts are expenditure sent to us by the Government of India aub the similar forecasts Governments.

এই যে ৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা সংস্থান করা হয়েছে, সেটা রাজ্য সরকারের ফোরকাষ্ট কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সেটার বিশেষে এই টাকাটা সংস্থান করা হয়েছে। সেটার মধ্যে আছে -

However, we have made adequte provisions in the states forecasts for all the instalments of additional dearness allowance which have so far been sanctioned dy thp Centre upto index number 496.

এখানে এই যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে, সে টাকার মধ্যে ফিনান্স কমিশন সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন যে, এই টাকার মধ্যে আমরা এডিকুয়েট প্রভিশান রেখেছি ৪৯৬ পয়েন্ট পর্যান্ত ডি এ, সেন্ট্রাল রেটে দেওয়ার জন্য। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষনে বলেছেন ১৯৮৪-৮৫ সালে অর্থ কমিশন কোন ভিত্তিতে ৫৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা সুপারিশ করেছেন তা আমাদের কাছে পরিস্কার নয়। স্যার এখানে আমি আপনাকে কমিশনের রিপোর্টটি পড়ে শুনিয়েছি সেটার মধ্যে কমিশন সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন এডিকুয়েড প্রভিশান রাখা হয়েছে ৪৯৬ পয়েন্ট পর্য্যন্ত সেন্ট্রাল রেটে ডি, এ দেওয়ার জন্য।

কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট নাকি এটা পরিস্কার নয়। মুখ্যমন্ত্রী অন্ধকারে বসে আছেন। আমি এ কথা বলব না যে উনি বাজেট ভাষণ দেওয়ার আগে এ সম্পর্কে পরিনাম কি হবে তিনি চিন্তা করে দেখেন নি। সুস্পষ্ট ভাবে যেখানে বলে দেওয়া হয়েছে সেখানে কর্মচারিদের সঙ্গে বঞ্চনার নিদর্শন হিসাবে উনি বলেছেন আমার কাছে পরিস্কার নয়। চমৎকার কথা। স্যার, আমি একটা উদাহরন আপনার সামনে রাখব কর্মচারিরা কি রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এই সেন্ট্রাল রেটে ডি, এ, না দেওয়ার জন্য সেভেন্থ ফিনান্স কমিশনও টাকা দিয়েছে এবং অ্যাইট্থ ফিনান্স কমিশনও টাকা দিয়ে দিয়েছে অথচ উনারা বলছেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না। আসলে সে টাকা কর্মচারীদের হাতে না গিয়ে ইনভিসিবল্ হেড—কেডার ফীডিং হেডে চলে যাচ্ছে। ৩১, ১, ৮১ ইং সন পর্যন্ত একজন প্রামারী শিক্ষকের বেতন মচ্ছে ৪৪০ টাকা তার ডি, এ, এবং এডিশ্যনাল ডি, এ, ৩১, ১২ ৮১ পর্যন্ত ২৬৭ টাকা এবং টোটেল টাকা হচ্ছে-বেসিক প্লাস ডি, এ, প্লাস এডিশ্যনাল ডি, এ, হচ্ছে ৭০৭ টাকা। সেটা রিভাইস্ড স্কেলে ১, ১, ৮২ইং সনে বেসিক পে হচ্ছে ৪৩০ টাকা, এটার সঙ্গে ১, ৮, ৭৯ইং সনের ডি, এ, মার্জ হয়েছে ১০২ টাকা, ফিকমেশন

বেনিফিট হচ্ছে ৩৮ টাকা। টোটাল হচ্ছে ৫৭০ টাকা। এখন ডি, এ, এ্যাজঅন্ ১, ১,৮২ হচ্ছে ১৬৫। টাকা টোটেল ৭৩৫ টাকা। রিভাইস্‌ড বেসিক পে এ্যাজ অন্ ১, ১২, ৮৪ ইনক্লুডিং ওয়ান টাইম স্কেল ইনক্রিমেট ৩. ৩ ৮২ হচ্ছে ৬০০ টাকা। আর ডি. এ, এ্যাজঅন্ ১, ১২, ৮২ সেটা হচ্ছে ১৬৫ টাকা. টোটেল হচ্ছে ৯০৯ টাকা। এখন রিভাইসড বেসিক পে ৪৩০ উড্ বী এ্যাজঅন্ ১, ১, ৮২ টু ইটস ইনডেক্স নাম্বার ইজ ৩৩৬ প্রপারলী নিউ ট্রেলাইজ এ্যাজ পার রিকমেণ্ডেশান অব দি সেকেণ্ড ত্রিপুরা পে কমিশান। বেসিক পে হচ্ছে টোটেল ৬৭৫ এবং টোটেল একজন প্রামারি শিক্ষকের বেতন হচ্ছে ৭৭৫ টাকা। এখন রিভাসড বেসিকপে এ্যাজঅন্ ৩. ৩. ৮৪ ইনক্লুডিং দি টাইম স্কেল ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে ৭৫০ টাকা। সেটা টল ডি. এ. এ্যাজঅন্ ৩, ৩, ৮৪ ইং সান ৪৯৬ পয়েট পর্যন্ত ৪৫০ টাকা। টোটেল টাকা পাবে ১২০০ টাকা। কিন্তু এখানে তাদের লস হচ্ছে ২৯১ টাকা। স্যার, একটা মাত্র উদাহরণ এখানে আমি দিলাম। এই বন্ধু সরকারের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ একজন প্রাইমারী শিক্ষক ২৯১ টাকা করে হারাচ্ছেন। স্যার, এ্যাইট্‌থ ফিনান্‌স কমিশনের কাছে রিকমাণ্ডেশান পাঠানো হয়েছে সেটার মধ্যে এডিশানাল ডি. এর জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। সেই জন্য এইট্‌থ্ ফিনান্স কমিশানও রিকমণ্ডেশান করেছে তাদের ইনটারিম রিপোর্টে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এটা পরিষ্কার নয়।

মি: সপীকার স্যার, আর একটা কথা সেটা হচ্ছে ১৫ মাস ধরে বন্ধু সরকার ডি এ দিয়ে আসছেন যেটা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা হচ্ছে কর্মচারীদের ডি,এ ১৫ মাস ধরে। এই ডি এর টাকার এই বাজেট ধরা হয়েছে ১৭ কোটি, ৯৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। অর্থাৎ এক দিকে সেটার হিসাব রেখেছে এবং অন্য দিকে পেমেন্ট আছে। এই টাকাটা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ফেরৎ দেওয়ার জন্য সেংসান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে আর এক দিকে মেমোরেনডাম দিয়েছে ফিনান্‌স ডিপার্টমেন্ট থেকে :—

"Government, However, to the employees that even though the amounts will form part of the regular. General provident Fund balance. they nay not withdrow that amount as advances etc, in the interest of the State.

The Department are requoted as to take necessary action accordingly.

ডিপার্টমেন্টগুলিকে বলে দেওয়া হয়েছে এর্কডিংলি তোমরা ব্যবস্থা করি এপিল কথাটা রয়েছে কিন্তু এপিল হয় না। কিন্তু এই টাকাটা কতদিন পর্যন্ত আটকে রাখা হবে সেটা বলা হয় নি। যে এক বছর, দু বছর, পাঁচ বছর, না অনন্তকাল, না মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যতদিন পরিষ্কার না হবে ততদিন পর্যন্ত ? এখানে যে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কথা বলা হয়েছে দি

ডিপার্টমেণ্ট আর রিকোয়েষ্টেড্ টু টেইক নেসেসারী একশান সেটা এখানে কায়দা করে বলা হয়েছে. দে মে নট সেটা এখানে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে । দে মে নট উধড় এখানে মাষ্ট হবে কিন্তু এর জন্য বাজেটে টাকা দেওয়া হয়েছে ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কতটুকু বলবেন. আপনি তো ৩০মিনিট বলছেন

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য :— স্যার, আমাদের তো তিনজন সদস্য আসেন নি । আমি ২৪ মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি । কাজেই স্যার, এখানে আমরা দেখছি গত এপ্রিল মাসে শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধী দিচ্ছেন না বলে রাস্তায় বেড়িয়ে ছিল । সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে আজকে এই বন্ধু সরকারের যিনি বন্ধুদের জনা শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধী টাকা দিয়েছেন । বন্ধু সরকারের আসনে বসে আছেন তিনি বলছেন এটা কি ইনডিভিজুয়েল হবে নাকি তোমাদের জন্য দিয়েছে এটা আমার কাছে পরিস্কার নয় । কাজেই এই সেন্ট্রাল ডি, এ সম্পর্কে যে মানসিকতা এই সরকারের, কর্মচারীদের বন্ধু সরকারের বন্ধু, সর্ব শ্রেণীর মানুষের বন্ধুদের চেহারা আপনারা দেখে নিন কেন টাকা দেওয়া হবে না ? কেন প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে টাকা জমবে, কি অপরাধ ? এই বাজেটে তো টাকা দেওয়া হয়েছে ১৫ মাসের টাকা, ৫৩ কোটি টাকার মধ্যে এটা বরাদ্দ আছে এবং সপ্তম কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে পরিস্কার বলা হয়েছে । আমরা দেখছি এখন আবার নুতন সুর উঠছে" বোনাস দাও বোনাস দাও, বোনাস দাও" এটার কি কোন মানে আছে ? কাজেই আজকে আমি যে তথ্য দিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন শ্রী মতী ইন্দিরা গান্ধী দেননি ? আজকে এই সভার সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন কোনদিন কোন যুক্তিপূর্ণ আরগুমেণ্টের জবাব দিয়েছেন কি ? উনি চলে যান চিনে রাশিয়ায়, দরিদ্র মানুষের সেবায় চলে যান । মিঃ স্পীকার স্যার, সমাজ ব্যবস্থায় চলে আসুন. সীমিত ক্ষমতায় চলে আসুন, আমরা কিছু করতে পারছি না. বিনা সাধনায় শ্রমশিবির খুলতে পারছি না, যেখানে সামন্তান্ত্রিক কায়দায় শ্রমশিবির করে মগজ তৈরী হবে এই হচ্ছে স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য কিন্তু তিনি একটা পয়েণ্টের জবাব দেন না । আমি জানি না, সেটা উনার ৮০ বৎসর বয়সের ভীমরতি কিনা কারন উনার প্রতি বয়স হিসাবে পূর্ণ শ্রদ্ধা আমার রয়েছে । আমরা যখন জবাব চাই জনসাধারনের হয়ে সরকার যে বে-আইনী কাজ করছে সরকারী কর্মচারীদের ঠকাচ্ছে সরকার যে দরিদ্র মানুষকে আরও দরিদ্র করে দিচ্ছে সেই সম্পর্কে মানুষের কথাগুলি যখন আমরা বলতে আসি তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা এড়িয়ে যান, মাননীয় মন্ত্রীরা এড়িয়ে যান ।

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা । এইখানে মন্ত্রীসভা যে বাজেট এনেছেন কর্মচারিদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য

প্রভিশান রেখে একটা সারকুলার দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। অষ্টম অর্থ কমিশন এখানে ডি. এ. দেওয়ার জন্য ৫৩,৩৪ কোটি টাকার মধ্যে ডি. এ. প্রভিশান রেখে কেন্দ্রিয় সরকার দিয়েছেন। অ্যাডেকুয়েট প্রভিশান রাখা হয়েছে ৪৯৬৮ পয়েন্ট। কিন্তু তাদেরকে ডি. এ. দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য আমি বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে মন্ত্রী সভায় যিনি প্রধান, অর্থাৎ বন্ধু সরকারের যিনি প্রধান সিদ্ধ পুরুষ, যিনি ভেলকিবাজিতে সিদ্ধ, ইন্দ্রজাল প্রথায় সিদ্ধি লাভ করছেন, কারন উনার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় বহু কর্মচারী বন্ধু সরকারের হয়ে কাজ করছেন. উনাকে আমি বলব এই টাকাটা গরীব কর্মচারীদের, যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের যে ন্যায্য প্রাপ্তি তা থেকে তারা বঞ্চিত না হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :- মাননীয় স্পীকার স্যার. এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি যদি যদি কর্মচারীদের ডি. এ. নগদে দেওয়া হয়। এইটা কর্মচারীদের প্রতি আমাদের সুসম্পর্ক এর প্রশ্নে নয়, কর্মচারীদের প্রতি প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা নয়, তাদের প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে তার সুবিচারের জন্য। সরকারী কর্মচারীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় শতকরা ৯৯ জন সমন্বয়ভুক্ত এবং বামফ্রন্ট সরকারের বন্ধু। কাজেই তাদের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক থাকার কথা নয়। অথচ মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ডি. এ. দেওয়ার কথা এইটা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ঘোষনা দেওয়া হয়েছিল, সে দিনই আমরা বলেছিলাম বিধানসভার নির্বাচনের ঠিক প্রাক্ মুহুর্তে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষনা দিয়েছিলেন আমরা ক্ষমতায় থাকি আর না থাকি কর্মচারীদের ডি. এ. আমরা দেবই। কাজেই বন্ধুগন আমাদের ভোট দাও। ভোটটা পাওয়ার পরে তারা ভূত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এমনভাবে করেছেন ৮দফা ডি. এ. বাড়ানো হয়েছে. বেতন বাড়ানো হয়েছে, অথচ ইনকাম ট্যাক্স তাদের বেতন আরো কমে গিয়েছে। এর উপর আবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। সুতরাং তাদের দুঃখ দুর্দশা আরো বেড়ে চলেছে। কতদিন আগে কিছুদিনের মধ্যে অর্থাৎ ৮৪ মার্চ বা এপ্রিলের মধ্যে ডি. এ. টাকাটা নগদে পেয়ে যাবেন বলে সবাই একটা না একটা প্ল্যান করেছেন, এায়সা করেঙ্গে, ভেয়সা করেঙ্গে। তাদের সমস্ত প্ল্যান ভেঙ্গে গেল। কাজেই মাননীয় স্পীমার স্যার, আমি এইটাকে ষড়যন্ত্র বলে মনে করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব তাদের টাকাটা নগদে দিয়ে দিন। তাহলে আমরা আপনাদের সমর্থন করবো। আন্তরিকভাবেই সমর্থন করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তার বাজেট ভাষনে বলেছেন ৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে ৮ম অর্থ কমিশন থেকে, সেটা কোন খাবদে কত টাকা খরচ করতে হবে সেটা আমরা জানিনা। তিনি ভাল করেই জানেন, এই টাকাটা কর্মচারীদের ডি. এ মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই দেওয়া হয়েছিল। তিনি যদি

জেনেও না জানার ভান ধরে থাকেন তাহলে কথার আর কিছু উপায় থাকেনা। এর আগেও ২০ কোটি দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকাটাও নয় ছয় করে ফেলা হয়েছে। এখনও তারা দেবেন না। বলছেন যে কর্মচারীদের ডি. এ. দিলে পরে রাজ্যের উন্নতি ব্যাহত হবে। কিন্তু কর্মচারীরা কি রাজ্যের বাইরে? তাদের যে আশা আকাংখা তাদের যে সমস্ত প্রয়োজন সেটা কি আমাদের উন্নয়নের বাইরে? বড় কথা এইটা নয়। বড় কথা হচ্ছে আমরা কারো সংগে প্রতারনা করতে পারিনা। যারা প্রতারনা করেন তাদেরকে জনগন কোন দিন ক্ষমা করেন না এইটাই হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। কাজেই এই ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহন করতে বামফ্রণ্ট সরকারকে আহ্বান করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট ভাষনে বলেছেন, রাজ্যপালের ভাষনেই রিপিটেশন যে রাজ্য সরকারের আবেদনে সারা দিয়ে অধিকাংশ উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন। রাজ্যের সবত্র শান্তি ফিরে এসেছে। রাজ্যে কি শান্তি ফিরে এসেছে তা জনগনই বলতে পারবেন। মন্ত্রীদের বোঝার উপায় নাই। কারন তারা সবসময় সেপাই-সান্ত্রী পরিবেষ্টিত থাকে। সুতরাং উগ্রপন্থীদের দ্বারা কারা লুণ্ঠিত, কারা বঞ্চিত তা তাদের পক্ষে জানা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তার বলেছেন যে অধিকাংশ উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন। আমরা বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত ভাষনে জানাতে পারি।

বিগত বৎসরগুলিতে রাজ্য সরকার এর হাত থেকে ৪৪টা রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে. আত্মসমর্পন সব কিছু মিলিয়ে ৫টা। অথাৎ আরো ৩৯টা বন্দুক রয়ে গেছে। তারা বলেছে অধিকাংশ আত্মসমর্পন করেছে। এইটা বলা ঠিক? সামান্য সংখ্যা আত্মসমর্পন করেছেন এই কথাটাই বলা যায়। একজন আত্মসমর্পন করেছেন, বিনন্দ জমাতিয়া, যার হাতে কোন অস্ত্র ছিলনা. তাদের মধ্যে কোন কারন ঝগড়া বিবাদ করে নিরাশ্রয় হয়ে আত্মসমর্পন করেছেন। একটা বুড়া সিংহ। তাকে মাথায় তুলে নাচানাচি করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকে প্রটেকশান দেওয়ার জন্য সবসময় চীৎকার করছেন। বিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমর্পন করেছেন ভাল কথা। তাতে আত্ম সন্তুষ্টির কোন কারন নেই।.........

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কতক্ষন রাখবেন?

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— যতক্ষন না শেষ হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনাদের দলের সময় ৪৩ মিনিট। সুতরাং আপনারা নিজেদের মধ্যে সময়টা ভাগ করে নেবেন।

এই সভা বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

" বিরতির পর বেলা ২ ঘটিকা "

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা। মাননীয় সদস্য আপনী আগে সাও

মিনিট সময় নিয়েছেন. কাজেই এখন আপনার বক্তব্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :-- স্যার টাইমতো আমরাই অ্যাডজাষ্ট করে নেব।

মিঃ স্পীকার :— আপনাদেরতো আরও তিন জন আছেন এবং সকলেই বলবেন । ঠিক আছে আপনারা টাইম অ্যাডজাষ্ট করে আমাকে জানাবেন।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— মিষ্টার স্পীকার স্যার, বিনন্দ জমাতিয়া প্রসঙ্গে বলছিলাম। তবে এর আগে আর একটা কথা বলতে। এখানে ১৯৮৪-৮৫ সনের বাজেটের জেনারেল ডিসকাসশান চলছে অথচ মন্ত্রী সভার সদস্যগণ অনুপস্থিত, এইটা দুর্ভাগ্যজনক না বলতে পারি না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— বাজেট যিনি পেশ করেছেন তিনিইতো আছেন।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা : - শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত নয়, সেখানে আরও সদস্য আছেন। অবশ্য এখানে তাদের কতগুলি কাজের ভাল খারাপ আলোচনা হয় সেগুলি হয়তো তাদের শুনতে ভাল লাগেনা আর তার জন্যই হয়তো তারা এভয়েড করেন। যাই হোক এর জন্য অবশ্য আমার কিছু আসে যায় না। বিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমার্পন করেছেন ভাল কিন্তু তাকে যে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, অবশ্য তাতেও আমাদের কোন আপত্তির কারন নাই। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন হ্যাঁ, এইটা অত্যান্ত সত্য যে, যে কোন লোক যে কোন পার্টিতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু একটা লোক যখন অনেকগুলি খুনের সঙ্গে জড়িত তখন তাকে কোন বিচার ছাড়া শুধু মাত্র আত্মসমার্পনের নামে ছেড়েই দেওয়া হয়নি তাকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হচ্ছে এবং সমাজের নানা রকম খারাপ কাজ করার জন্য উৎসাহ জোগান হচ্ছে খুব আশ্চার্য্যের কথা। আজকে বিনন্দ জমাতিয়া যদি কতগুলি খুনের সঙ্গে জড়িত হয়েও মুক্তি পেতে পারে তাহলে ঐ জেলের অন্তরালে যে চুনি কলই আছে সেইবা কি অপরাধ করছে? তাকেও ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে বা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। কারন দেখা গেছে চুনী কলই ও বিনন্দ জমাতিয়ার যে সমস্ত কেইস আছে, বিনন্দ জমাতিয়ার কেইস প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে যে সমস্ত কেসে চুনি কলইও জড়িত ছিল বিনন্দ জমাতিয়ার সঙ্গে, চুনী কলইর সেই সমস্ত কেইসগুলি প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে। মাত্র আর কয়েকটা কেইস রয়ে গেছে, সেই কয়েকটা কেইস থেকে তাকে মুক্তি দিলে কি হয়। আমরা দেখেছি দক্ষিন ত্রিপুরাতে বিনন্দ জমাতিয়া আর উত্তর ত্রিপুরাতে আর একজন বিনন্দ জামাতিয়া আছে তার নাম হচ্ছে মোয়াকা দারলং। তাকে একটা সরকারী গাড়ী দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত রকমের সরকারী সাহায্য থেকে শুরু করে সাহেবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করে দেওয়ার কাজ মোয়াকার

সঙ্গে চালাতে হচ্ছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মোয়াকা কিছু দিন আগে এই নাকি মনুতে যে ঘটনা হয়েছিল, যার ফলে বি-এস-এফ নিহত হয়েছিল সেই ঘটনার দুই দিন আগে সেই এলাকায় গিয়েছিল, সম্ভবত বাংলা দেশে গিয়েছিলেন। এখানকার যারা উগ্রপন্থী রয়ে গেছে তাদের সঙ্গে আলোচনার জনাই খুব সম্ভব গিয়েছিলেন। অথচ তার ফেরার একদিন পরেই এই ঘটনাটা ঘটল। তাতে আমরা বুঝতে পারি যে মোয়াকা ঐ বি-এস-এফ নিহত হওয়ার সঙ্গে জড়িত অথবা সে জানেও সরকারকে তা বলেনি বা যদি বলে থাকেন তাহলে সরকার সময় মত ব্যবস্থা নেননি। এতে আমাদের বুঝতে হবে যে এইটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং তার জন্য আমরা মনে করি সরকার দায়ী। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার বজেট ভাষনে বলেছেন যে, আমার বিশ্বাস আগামী বছর এই সব নিস্ফল সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ বন্ধ হবে এইটাতো তিনি বন্ধ করে দিলেই পারেন, তিনি জানেন বলেইতো এই কথা পেরেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার আপনার স্মরন আছে যে গত বছর আগরতলায় বেশ ঘন ঘন ডাকাতি শুরু হয়েছিল, তখন একটা গনপ্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে এসে বলেছিলেন যে, তোমাদের আর কমিটি টমিটি করতে হবে না এবং পাহারা দিতে হবে না, আর ডাকাতি হবে না। খুব আশ্চার্য্যজনকভাবে আমরা দেখলাম যে, ডাকাতি বন্ধ হয়ে গেল, আজ আবার মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন আমার বিশ্বাস আগামী বছর এই সব সন্ত্রাসবাদী কাজ হবে না। নিশ্চই হবে না। কারণ এইটাতো ওনার লোকদের কার্য্যকলাপ এবং তিনিই পরিচালনা করছেন এই সব সন্ত্রাসবাদীদের। কাজেই তিনি যখন বলবেন যে, তোমরা আর এই সব কোরো না তখনই তারা আর তা করবে না। মিষ্টার স্পীকার স্যার, আমি আমার যুক্তির সমর্থনে একটা ঘটনার কথা বলছি কৈলাশহর মনু এবং ছামনু এলাকায় এই বছর প্রায় ৯০টা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ট্রাইবেল এরিয়ায় এবং প্রত্যেকটা ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের নাম বার বার থানাতে দেওয়া সত্বেও এস-পি তার কোন একশান নেননি। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী উপজাতি যুব সমিতির যদুমোহন ত্রিপুরা এস-পির সঙ্গে দেখা করে এই ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং ২৪ তারিখে অন্যান্য উপজাতি নেতাদের সঙ্গে এম-এল-এ দিবাচন্দ্র রাংখল এস-পির সঙ্গে দেখা করে এই সমস্ত ব্যাপারে তার দৃষ্ট আকর্ষন করেন। তাতে উত্তর ত্রিপুরার এস-পি জানালেন যে মিষ্টার রাংখল এই ঘটনাগুলি কারা কারা করছে আমার জানা আছে কিন্তু আমি দুঃখিত যে, এই সব ব্যাপারে আমার কিছু করার নাই। অর্থাৎ পরিস্কার কথা, এখানে সরকার দলের লোক জড়িত, কাজেই তাদের বিরুদ্ধে কিছু করলে আমার নকরী চলা যায় গা, কাজেই আমি কিছু করতে পারব না। কারা এই সব করছে ঐ লালছড়ার প্রধান হরিমোহন রিয়াং, তার ভাই বৃক্ষরাম রিয়াং এবং তার ছেলে তারাই করছে। গত ১৪ই মার্চ ময়নাতে চিত্ত রঞ্জন চাকমা, সে যুব সমিতি করে তার বিরুদ্ধে ডাকাতি করার জন্য ঠিক ডাকাতি নয় ঘটনা হচ্ছে তাকে চিঠি দেওয়া হলো উগ্রপন্থীদের নামে

যে তোমাকে এত টাকা দিতে হবে। সে বেচারা ভয়ে দুই বার ইনষ্টলমেন্ট টাকা পেমেন্ট করেছে তারপর তার তৃতীয় ইনষ্টলমেন্টে দেওয়ার কথা ১৪ তারিখে। তা চাকমারাতো সাধারনত গোয়ার ও সাহসী প্রকৃতির, তারা ঠিক করল যে না দুইবার এই রকম হয়ে গেছে, কাজেই এইবার দেখব কি হয় কি করে টাকা নেয়, তখন তারা সবাই মিলে সন্ধ্যা ৭৩০ মিঃটার সময় উগ্রপন্থীদের পাকরাও করল, তাদের মধ্যে একজন ছিল অনিল কুমার চাকমা। তাকে ধরে থানাতে দেওয়া হয়েছে, তার বাড়ী মিজোরামের শিলাছড়িতে। সে স্টেটমেন্ট বলেছে যে তাকে হায়ার করে আনা হয়েছে, এখানে উপজাতি এলাকায় ডাকাতি করার জন্য তার সঙ্গে আছে বীরেন্দ্র দাস যার হাতে পিস্তল ছিল আর অনিল কুমারের সঙ্গে একটা দেশী বন্দুক ছিল। সে বলেছে আর দুই জন লোক তাদের সঙ্গে ছিল এবং তাদের কনট্রাক হয়েছে যে কিশময় চাকমা যিনি যুব সমিতির একজন কেডার ওয়ারকার আর মঙ্গলবমিক চাকমা তিনি একজন বিভাগীয় নেতা তাদেরকে হত্যা করতে হবে এবং তার জন্য তারা ২ হাজার টাকা করে পাবে। কাজেই ঘটনাগুলি কি ঘটে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা জায়গাতে শুধু খুন হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, লুট হচ্ছে, আর তার সঙ্গে শাসক দল জড়িত।

কাজেই এই উগ্র পন্থীদের কাজ আগামী বৎসর বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি আমরা বিশ্বাস করি। তবে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে আগামী বছর কেন এই বছরই বন্ধ করে দিন। তাহলে ত্রিপুরার জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নেমে আসবে। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বন মন্ত্রী অবশ্য নাই, বন দপ্তর সম্পর্কে আমার দুই একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে প্রিমিটিভ গ্রুপ সম্পর্কে। যাতে পুর্নবাসন দেওয়ার জন্য দুইটা ডিভিশানকে রাখা হয়েছে, তার একটা হচ্ছে যতন বাড়ী।

অনেক বিধায়করা জানেননা, জনগন কি করে জানবে? হঠাৎ করে দেবীপুর গিয়ে জঙ্গল কাটতে শুরু করল। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে পুর্নবাসন দেওয়া হবে তা কেউ ভাবতে পারে নি। কারন এখানে একটা গাছ কাটলে ধরে নিয়ে যায়। ফরেষ্ট বিভাগের লোক দেখলে সাধারণ মানুষ এমনিতে ভয় পায়। পাহাড়রাত সব সময়েই তাদেরকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে তাই এটা একটা ভাল কাজ ছিল কিন্তু বানচাল হয়ে গেল। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, লিখিত প্রতিশ্রুতি যে তাদের কোন ক্ষতি হবেনা। কোন ক্ষতি হলে আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেব। শাহাবুদ্দিন নামে একজন ফরেষ্টার আছে উনার কাছেও আমার লিখিত আছে। পরিকল্পনাটা ভাল কিন্তু যতক্ষন পর্যন্ত না জনগন বুঝতে পারছে ততক্ষন পর্যন্ত ত ভাল বলা যায় না। ৪৯০ পরিবারকে ৮২-৮৩ সালে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে, যদি ঠিকই দেওয়া হয়ে থাকে ভাল। আগামী বছরে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেটা কার্যকারী হলে আরও ভাল। কিন্তু কার্যকরী করার আগে জনগনের কাছে আগে বক্তব্যটা পৌঁছে দিতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত সম্পর্কে কিছু কথা বলছি। পঞ্চায়েত খাতে ১কোটি ৯৯লক্ষ

ধরা হয়েছে। সেটা দরকার কিন্তু কার্যাক্ষেত্রে আমরা দেখছি এটা জনস্বার্থে লাগছেনা। পঞ্চায়েত বিলটা সিলিকট কমিটিতে পাঠানোর পর তাড়াতাড়ি কমিটির কাজ শেষ করে পাঠিয়ে দেওয়া হল কিন্তু ৩ মাস লেগে গেল কয়েকটা রুলস করতে। আরও আগে করা গেলে পঞ্চায়েত নির্বাচন আরও আগে করা যেত। এতে আমি মনে করি, এটা মন্ত্রীসভার কাজ। এমন সময় বেছে নেওয়া হল যখন নির্বাচন করলে মানুষকে এমপ্লয়েট করা যাবে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস অভাবি মাস। এ সময়ে অনেক মানুষের খাবার থাকেনা। তখন কিছু টাকা দিয়ে জিনিষ দিয়ে নির্বাচন করলে জনগণকে বাগে আনা যাবে। আগামী আর্থিক বৎসরে ১০ হাজার জুমিয়াকে জুম ধান সরবরাহ করা হবে। এটা ভাল কথা কিন্তু প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কি দেখছি ? প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিটা হল, আমি তোমাদেরকে জুম ধান দিচ্ছি তোমার আমদেরকে ভোট দাও। আজকে কেন জুম ধান নষ্ট হল। তার কারন যে ধান দেওয়া হল তা জুম ধান নয় আর দেওয়া হল তখন জুমের সময় নয়. আরও আগেই চলে গেছে। আজকে এইজন্য পাহাড়ীদের মধ্যে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। আপনাদের কাছে অনুরোধ এমনভাবে দেবেন না যাতে তারা তুলেমূলে শেষ হয়। এই বাজেট অত্যন্ত নির্বাচনমুখী। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এই বাজেট করা হয়েছে। আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি একটা কথাই বলতে চাই রাজ্যপালের ভাষণের উপর আলোচনার সময়ে মুখ্যমন্ত্রী আমরা যে সবের উল্লেখ করেছিলাম সেগুলির কোন উত্তর দিতে পারেননি। আমি রিজার্ভেশন কোটার উপর প্রমোশনের কথা বলেছিলাম। আমি বলেনি যে. ৪র্থ শ্রেণী থেকে ক্লাস ওয়ানে প্রমোশন দেওয়া হোক। আমি খুব হতবাক হয়েছি কি করে একজন জ্ঞানবিজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী. যাকে খুব অভিজ্ঞ বলে মনে করি রিজার্ভেশন অব প্রমোশন কথাটা বুঝেননি। এরকমত ইনফরমেশন. কালচারেল ডিপার্টমেন্টে প্রমোশন হয়েছে। তাহলে কেন অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে অনুসরণ করা হয় না ? যাইহউক, এই বুজেট যে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি দাবী করছি সরকারী কর্মচারাদেরকে ডি. এ, টাকাটা নগদে দেওয়া হউক। পে-কমিশন কর্মচারীদেরকে অন্যান্য যে মেডিকেল এভাউন্স, হাউজ রেট প্রভৃতি দেওয়ার জন্য রিকমেট করেছিলেন যেগুলি দিয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একটি এসাইনমেট দিন, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি :- ধন্যবাদ,

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার।

শ্রী মাণিক সরকার :- অনারেবল স্পীকার স্যার, গত ১৬ই মার্চ, ১৯৮৪ ইং মাননীন মুখ্যমন্ত্রী তথ্য অর্থমন্ত্রী ১৯৮৪-৮৫ সলের যে বাজেট এই বিধানসভায় পেশ করেছেন তার সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় মুখমন্ত্রী যে যে বাজেট পেশ করলেন এটা ত্রিপুরা রাজ্য একটি অভূতপূর্ব বাজেট। কংগ্রেস শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি বাজেট করা হয়েছিল তার-

মধ্যে এই বামফ্রন্টের বিগত ৭ বছরের বাজেট অত্যন্ত গণমুখী বাজেট হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এটা পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, দুটি সরকারের মধ্যে দিবা-রাত্রি পার্থক্য। সুতরাং এই বাজেটকে সমর্থন না করলে আমি মনে করি যে এটা জনগনের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা হবে, শুধু তাই নয় এটা জনগনের প্রতি হবে চরম শত্রুতা, সার্ব্বিকভাবে ত্রিপুরার সাধারন জনগনের প্রতি হবে বিশ্বাসঘাতকতা। সেই কারনেই এই বাজেটকে সমর্থন করছি।

আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এই কারনে যে, এটা যদিও ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের সকল সমস্যাকে সমাধান করতে পারবেনা কিন্তু তবু এই সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতা দিয়ে জনকল্যানমূলক কর্ম্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ দাবী করেছেন এতে সাধারন মানুষের সমস্যার কিছুটাকে পূরন করতে পারবে। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য গোটা ভারতবর্ষের যে অর্থ কাঠামো তার থেকেও এটা পিছিয়ে রয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরও পাশাপাশি আমরা যে চিত্র এই ভারতবর্ষে দেখতে পাই যে এই দেশে দীর্ঘ ৩৭ বৎসর স্বাধীনতা লাভের পরও শতকরা ৬৮ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছেন, এই দেশের মানুষ মাথপিছু ৪০ টাকাও খরচ করতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পর শতকরা ৭১ ভাগ লোক নিরক্ষর রয়ে গেছেন। সারা পৃথিবীতে ৪৫০ কোটি লোকের মধ্যে যে নিরক্ষর লোক রয়েছেন তারমধ্যে ভারতবর্ষেই রয়েছে অর্দ্ধেকেরও বেশী। কিছুদিন আগে কেন্দ্রিয় সরকার প্রকাশ করেছেন যে সারা ভারতবর্ষে আড়াই কোটি বেকার আছেন, তার মধ্যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররাও রয়েছেন। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যাদের নাম নেই এমন বেকারের সংখ্যা ধরলে তা হবে ৫/৬ কোটি। সুতরাং শ্রমশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে কোন দেশই অগ্রসর হতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারতবর্ষে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বাড়ছে করের বোঝা। আজকে একজন লোক যদি আত্মহত্যা করেও জীবন বিনষ্ট করতে চায় তবে তাকেও কর দিয়ে তা করতে হবে। সারা পৃথিবী ব্যাপী যে মুদ্রাস্ফীতি চলছে তার সবচেয়ে বেশী হচ্ছে ভারতবর্ষে। সুতরাং এই অবস্থার সহায় সম্বলহীন ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা একেবারেই সীমিত। আগে কেন্দ্র এবং রাজ্যে যারা শাসন ক্ষমতায় ছিল তারা রাজ্যের জন্য কিছুই করেননি। স্বাধীনতা লাভের পর ১০ কিঃ মিঃ রেল পথও এই রাজ্যে হয়নি। সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে পিছিয়ে পড়া এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রিয় সরকার কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আজ যদি রাস্তাঘাটের কথা ধরা যায় তবে আমরা দেখব যে, ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যে রাস্তা রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলে আর ত্রিপুরার যাতায়াতের কোনে বিকল্প রাস্তা নেই। আসামে যদি একটু গণ্ডগোল হয় তবে আমাদের রাজ্যের পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়।

আগে বামফ্রন্ট সরকার আগে এই রাজ্যে স্কুল এর সংখ্যা ২৫০ বা ৩০০ টির বেশী ছিল না। আগে স্কুল ছিল কিন্তু ঘর ছিল না। এই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকরা আসার

পর নতুন নতুন স্কুল করছেন, স্কুল ঘর নির্মান করছেন। সুতরাং এই দিক দিয়ে বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে বলব না যে এইবাজেট সাধারন মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করতে পারবে। তবে এটা আমরা বলতে পারি যে কংগ্রেসী শাসনের ৩২ বছরে যা হয়নি বামফ্রন্টের ৬ বছরের শাসনে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই রাস্তাঘাটের উন্নতি, কৃষির উন্নতি, জলসেচের উন্নতি, শিক্ষা সম্প্রসারণ বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে এইগুলির উন্নতি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। কংগ্রেস আমলে সর্বোচ্চ বাজেট ছিল ১৫ কোটি টাকা এবং তার-মধ্যে মাত্র ১৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল বাকী দু কোটি টাকা ফেরত গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের জন্য যে বাজেট এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন তার উপর আমি কিছু কিছু আলোচনা করতে চাই।

আমারা দেখছি যে এই বাজেটে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্ট-মেন্টের উপর, ইরিগেসনের উপর, এগ্রিকালচার এর উপর, এবং রুরাল ডেভেলাপমেন্টের এই চারটি বিভাগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই চারটি ক্ষেত্রে সমস্ত বাজেটের ৫৩, ১৮ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০০ টাকার মধ্যে এই চারটি ক্ষেত্রে ৫৩, ১৮ টাকা খরচ করা হচ্ছে। সুতরাং এই গুলির মধ্যে দিয়েখ আমরা দেখতে পাই বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নতিকে অগ্রসর করে নিতে চাইছেন। সুতরাং যদি বিরোধীতা করা হয় তবে আমাদের কিছুই বলার নেই। স্বাধীনতালাভের দীর্ঘ ৩২ বৎসর ধরে যারা ত্রিপুরা-কে শাসন করেছিলেন তারা যা করেছেন মাত্র ৬ বৎসরের শাসন বামফ্রন্ট সরকার কি করেছেন সেটা বিচারের ভার জনগনের উপরেই রইলো। এই বাজেটের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলের নেতা কিছু মৌলিক তথ্য তুলে ধরবেন বলে আমি আশা করছিলাম, কিন্তু তা করেন নি। বলছেন যে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় শুধুমাত্র আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু পাঞ্জাবের আকালী দল খালসা বা ভিন্দ্রানওয়ালা সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি।

সেদিন কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার। কংগ্রেস (আই) তখনো ঠিক হয় নি কোন্টা জাতীয় কংগ্রেস। জৈল সিং সাহেব সেই সময়ে কংগ্রেস দলের অন্যতম একজন নেতা। আজ কে ঝোলা থেকে বেড়াল আমরা কেন বের করতে যাব? আপনারাই বের করুন। এখন ভিন্দ্রাওয়ালা এসেছেন। কি তার পরিচয়? কেউ তাকে চিনত না। ইন্দিরা গান্ধী তাকে পিঠ চাপড়িয়েছেন। কেন কেন্দ্রে জনতা পার্টি সরকার থাকবে? যে কোন মূল্যে তাকে উত্খাত করতে হবে। কাজেই অ্যান্টি ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশান যারা আছে সমস্ত কিছুকে সমর্থন করতে হবে। কাজেই ভিন্দ্রাওয়ালাকে দাঁড় করাতে হবে। এবং সেই ভিন্দ্রাওয়ালা সাহেব এক সময়ে শ্রীমতী গান্ধীর জন্য সব কিছু করেছেন। কিন্তু এখন খোলাখুলি ভিন্দ্রাওয়ালার

বিরুদ্ধে বলছেন। আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদের নিন্দা করছি। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা কি কি ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের এতে নির্বোধ মনে করে থাকেন? তাঁর দলীয় সদস্যদের তিনি তা মনে করতে পারেন। কিন্তু তার যারা আছে তাঁরা নির্বোধ নন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চোখ কানের মাথা খেয়ে বসে তো নেই। আজকে আকালী দল যে বক্তব্য রাখবে তার জন্য দায়ী কে? শ্রীমতী গান্ধী অনুসৃত যে নীতি এবং বুদ্ধি, তাই এর জন্য দায়ী। আজকে আসাম সম্পর্কে কেন কিছু বলেন না আমি বুঝতে পারলাম না। এই আসুকে কে জনম দিয়েছে তখন জনতা পার্টি বোম্বে। তারপরে একটা সম্মেলন হয় জানুর, সেই সম্মেলনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের উস্কিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে তুমি বাসভূমে পরবাসী হোলে। ইন্দিরা গান্ধী সেই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন এবং তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সেই সম্মেলনে সেই বক্তব্য সমর্থন করেছেন। বলেছেন যে হ্যাঁ, ঠিক বলেছ বাছা। সেই আসু গোটা আসামের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। গোটা পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে এবং সেই আগুনে আমরা দেখলাম যে বিরোধী দলগুলি নমিনেশান সাবমিট করতে পারছেন না। কিন্তু কংগ্রেসের লোকেরা পারছেন। কোন রকম বিরোধিতা করছে না। পুলিসের গাড়ীর মধ্যে শুনতে পাওয়া গেছে— 'ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ'। আমি নিজে শুনেছি। আমি করিমগঞ্জ গিয়েছিলাম ভোটের সময়।

কেরালাতে নির্বাচনের সময় কংগ্রেস দল বি, জে. পি এর সঙ্গে আঁতাত করলেন বাম-ফ্রন্টকে পরাস্ত করতে। ভারতবর্ষের লোকের চোখ খোলা, কান খোলা সেখানে দেখলাম জামাতে ইসলামের সঙ্গে আঁতাত হয়েছে। আজকে সেই সরকারকে রক্ষার জন্য এবং বাম গনতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য চেষ্টা চলছে।

আজকে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন যে বি. জে, পি, কেও সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে ইন্দিরা গান্ধী তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। ফারুক আবদুল্লার উপর তারা আক্রমণ সংগঠিত করেছে। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা একটা কথা ঠিক বলেছেন যে মানুষের মেমোরী শর্ট। ঠিক কথা তিনি বলেন নি। ভারতবর্ষের মানুষের মেমোরী এত শর্ট নয়। ভারতবর্ষের মানুষ আজকে সচেতন এবং সচেতন বলেই তাদের লক্ষ্য করা যাচ্ছে উনাদের জনবিরোধী নীতিগুলি ভারতবর্ষের মানুষ সহজে হজম করতে পারছেন না। ১৯৮০ সালের নির্বাচনের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, যতগুলি নির্বাচন হয়েছে. লোকসভা বিধানসভাতে পার্সেন্টেজ অব ভোট তাদের কমে গেছে। অশোক বাবু বলতে গিয়ে কনকেভ না কনভেক্স ঠিক করে বলতে পারছেন না। কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে কি লোকসভার ভিতর. কি রাজ্যসভার ভিতর এতগুলি দল একসাথে মত দিয়েছেন যে শ্রীমতী গান্ধী ভারতবর্ষকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপি এর সঙ্গে আমাদের নীতিগত বিরোধ আছে, আমাদের বিরোধ আছে জনতা পার্টির সঙ্গে। কিন্তু একটা জায়গায় আমরা লক্ষ্য

করছি যে মার্কবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মতই তারা বলছে যে ভারতবর্ষের গনতন্ত্রের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। যদি ভারতবর্ষের সংহতি রক্ষা করতে হয় তাহলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং এই জায়গাতে শ্রীমতী গান্ধীর দল কিছু কিছু অর্থনৈতিক ক সৃষ্টি নিতে পারেন। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে সেখানে এসেছে বার বার। শুধু বামপন্থী শাসিত রাজ্যগুলিতে নয়, এমন কি ইন্দিরা গান্ধীর দলের লোকেরাও যেখানে রাজ্য শাসন করছেন সেখানে তারা বলেন যে মানুষ সমস্তি আমাদের কাছে আসে, কেন্দ্রের কাছে যায় না। সুতরাং মানুষের চাহিদা পূরণ করতে গেলে রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা থাকা উচিৎ। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস দল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে [illegible] আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য রাজ্যগুলির হাতে কিছু [illegible] নিয়ে ১৯৩৫ সালে [illegible] আইন [illegible]। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধানে সেই ১৯৩৫ সনের ভারতশাসন [illegible] ঢুকিয়েছে। সে জায়গায় দাড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের [illegible] সরকারকে একটা [illegible] পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে।

যখনই এই রাজ্যের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্ম সংস্থান, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে টাকা চান, তখনই আপনারা সেগুলির বিরোধিতা করেন। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে, আপনারা মানুষকে ভুল [illegible] চেষ্টা করবেন না, [illegible] আপনারা করছেন, এই বিধানসভাই তার সাক্ষী। [illegible] বাবু [illegible] বলতে গিয়ে বলেছেন, [illegible] কাহিনী গাইবার চেষ্টা করছেন, আত্মসমর্পনকারিদের [illegible] সম্পর্কে কাহিনী গাইবার চেষ্টা করছেন। রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে এটা তো বামফ্রন্ট সরকার বলবার চেষ্টা করছেন না বরং একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাতে সৃষ্টি হয় তার জন্য চেষ্টা করছেন। আপনারা তাতে সাহায্য করবেন তো? এটাই প্রশ্ন। কারন বিগত [illegible] আমরা দেখ [illegible] সরকার যদি রাজ্যের মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ [illegible] সচেষ্ট কিন্তু আপনারা সেটা চান না, কারন আপনারা ঘোলাজলে মাছ শিকার করতে অভ্যস্ত। তাই তো আমরা লক্ষ করছি যে গত বিধানসভার নির্বাচনের ঘোলাজলে মাছ [illegible] গিয়ে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। অনেক কেন্দ্রিয় মন্ত্রী সেই সময়ে ত্রিপুরাতে ভোট ভিক্ষা করতে এসেছিলেন এবং সেই ভোট ভিক্ষা করতে এসে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে [illegible] দিয়ে [illegible] যে যদি আমাদেরকে ভোট না দাও তাহলে দেখিয়ে দেব, তোমরা [illegible] খাও তোমাদের জন্য খাদ্য আসে কি করে, গম আসে কি করে এবং রেল [illegible] আমরা দেখব। স্যার, এই তো অবস্থা টাকা চাইলে পাওয়া যায় না, [illegible] পাওয়া যায় না। তারপরে রেলের এলাইনমেন্ট, এই এলাইনমেন্ট যে সংস্থা করছিল তাকে বাতিল করে দিয়ে

আর একটা নতুন সংস্থাকে এলাইনমেন্ট করার ভার দেওয়া হয়েছে. এই যদি করা হয় তাহলে তো আ... ৩০ বছরেও ত্রিপুরাতে রেল আসবে না। কাগজ কল না. চট কল না, এমন কি বড়মুড়াতে যে থারম্যাল গ্যাস ভিত্তিক যে পাওয়ার হাউস হওয়ার কথা. সেটাকে বানচাল করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে. কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সচেতন মানুষ সেই অপচেষ্টাকে রুখে দিতে সমর্থ হয়েছে। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, কিন্তু এরই মধ্যে আপনারা নানা রকম ফিকির ফন্দি আঁটতে শুরু করে দিয়েছেন. যেমন কেউ বলছেন পঞ্চায়েতের নির্বাচন করার জন্য যে আইন হয়েছে. সেটা ঠিক হয় নি। আবার কেউ বলছেন ভোটার লিষ্টে নাম তুলতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে, এরকম আরও কত কি। রাজ্যের মধ্যে যে শান্তির পরিবেশ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করছে, যেটা নাকি বিগত বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক মূহুর্তে বজায় ছিল. তাকে যেমন ভাবে আপনরা অশান্ত করে তুলেছিলেন. এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সেই আগের রাস্তা ধরেই আপনারা চলতে শুরু করেছেন, তার কিছু কিছু আভাষ আমরা এখনই পাচ্ছি। যেমন. গ্রামে গঞ্জে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে সব কর্মি নির্বাচনের কাজ করে চলেছেন, সেখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এরই মধ্যে তাদের কয়েকজনকে খুন করা হয়েছে। এই সব করার মধ্যে নিশ্চয় একটা উদ্দেশ্য আছে. এবং এই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যদি সত্যি এই ধরনের একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, তাহলে দিল্লীর সেই কালো লম্বা হাত দিয়ে ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা যাবে। কিন্তু আমি বলতে চাই, না মশাই. ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজ আর ততটা বোকা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গনতান্ত্রিক আন্দোলনের যে শক্তি, তার ভিত্তি আজ সুদৃঢ়। কাজেই শুধু ত্রিপুরার গনতান্ত্রিক শক্তিই নয়. গোটা ভারতবর্ষে যে গনতন্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি রয়েছে. সবাই মিলে এই অশুভ শক্তিকে রুখে দাঁড়াতে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী নেবে এবং তার মধ্যে যত বাঁধাই আসুক না কেন তাকে অতিক্রম করে সেই সব কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দিতে সমর্থ হবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। কাজেই এই বাজেটের সমর্থনে. একথাগুলি বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী মতি গৌরী ভট্টাচার্য্য মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৬ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই সভায় বাজেট পেশ করেছেন, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আজকে আবার এটা প্রমানিত হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার সাধরাণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলছে এবং এই সারা ভারতের মধ্যে একটা নজীর সৃষ্টি করতে চলেছে. কারন এই বাজেটের মধ্যে কোন কর বসানো হয় নি। কাজেই এই বাজেটকে আজকে শুধু এই হাউসই সমর্থন করবে না. এই হাউসের বাইরে যারা

আছেন, তারাও এই বাজেটের পক্ষে তাদের সমর্থন জানাবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। আমরা এটাও লক্ষ করছি যে কেন্দ্রে একটা দল শাসন করছে সেই দলের হয়ে আজকে এখানে যারা আমাদের বিরোধী পক্ষে বসে আছেন, তারা কিন্তু আমাদের সব কিছুতেই বিরোধীতা করছেন। আমি জানি না, বিরোধী পক্ষ হয়ে বিরোধীতা করার জন্য তারা আমাদের সব কিছুতেই বিরোধীতা করছেন কিনা, কিন্তু এই হাউসে আমাদের পক্ষ থেকে যে একটা প্রস্তাব এসেছিল,— যে সকলের জন্য শিক্ষা আর কর্মসংস্থানের সংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, ঐ কেন্দ্রিয় সরকারকে তারা সেটারও বিরোধীতা করেছেন। শুধু কি তাই ! ত্রিপুরা রাজ্যেক মানুষকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও রাস্তা চাই, আরও জল সেচের ব্যবস্থা চাই, আরও স্কুল চাই এবং সেই সংঙ্গে এগুলি করতে হলে যে আরও অধিক পরিমাণ অর্থ চাই, সেটা কেন্দ্রকে দিতে হবে, কিন্তু তাতেও আমাদের বিরোধী পক্ষ বিরোধীত করছেন, অর্থাত তারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হউক এটা চান না এই ধরনের একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছেন। কিন্তু ৬ বছর আগে যখন ত্রিপুরাতে বামফ্রন্টের শাসন ছিল না, কংগ্রেসের শাসন ছিল, তখন তো ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু, যেন মৃত্যুর মিছিল চলেছিল। তখন জলের জন্য হাহাকার ছিল, আজকে কিন্তু ত্রিপুরাতে সেই হাহাকার নাই। তবু হাহাকার একটা জায়গায় আছে সেটা হচ্ছে ঐ বিরোধী দল কংগ্রেসের হাহাকার যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সি. পি. এম হয়ে গিয়েছে অথবা সি, পি, এমের ক্যাডার হয়ে গেছে। এমন কি তারা রাজ্যপালকেও সি, পি. এমের ক্যাডার বানাতে কসুর করেন নি। অর্থাৎ যিনি তাদেরই একজন, তিনিও নাকি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর স্পর্শে এসে, ক্যাডার হয়েছেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সেখানে নয়, আসল যেটা, সেটা হল এই বামফ্রন্ট তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে পেরেছে যে ত্রিপুরাতে তারাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বন্ধু, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের বাম ফ্রন্ট সরকার তাদের প্রকৃত বন্ধুর মত কাজ করে চলছে। এটা সত্যি আমাদের গর্বের ব্যাপার যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এতদিন পরে বুঝতে পেরেছে যে তাদের প্রকৃত বন্ধু কে, আর কে নয়। আর এই সবেরই ফল ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্টকে দুইবার করে সরকারের আসনে বসিয়েছে, কারন এই বামফ্রন্ট তাদের সংঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি, সেটা কংগ্রেস তার শাসন কালে করেছিল। স্যার, আজকে এই কংগ্রেস দলই ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য মায়া কান্না করছে অথচ ত্রিপুরার কর্মচারীদেরই কংগ্রেস আমলে তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করতে হয়েছিল, আর শুধু আন্দোলনই নয়, অনেক কর্মচারীকে জেলে যেতে হয়েছিল, বিনা বিচারে তাদেরকে আটক রাখা হয়েছিল। কাজেই তারা যতই মায়া কান্না কাঁদুক না কেন ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা নিশ্চয়ই সেই দিনের কথা এত সহজে ভুলে যাবে না। স্যার, আমাদের বিরোধী নেতা অশোক বাবু রাজ্যের আইন

শৃঙ্খলার প্রশ্নে সদস্য ... গিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার এত উন্নতি ... যে ত্রিপুরা অগ্রগতির না প্রগতির পথে চড়ে বেড়াচ্ছে। হাঁ ত্রিপুরা রাজ্যে কি উন্নতি হচ্ছে ... সেটা দেখার সময় উনার কোথায় তিনি তো দিল্লী ... পড়ে থাকেন, ... তে ... কি ত্রিপুরায় প্রগতি বা উন্নতি লক্ষ করা যাবে? ত্রিপুরার অগ্রগতি বা উন্নতিতে উনার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? এটা দেখার জন্য ত্রিপুরাতে ২২ লক্ষ লোক রয়েছেন. তারা সেটা ভাল ভাবেই প্রত্যক্ষ করছে যে, ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসনে ত্রিপুরাতে কি হয়েছে. আর এই ... কত অগ্রগতি বা উন্নতি হয়েছে। স্যার. উনার কথা শুনে, আমার একটি ... কথা মনে পড়ে গেছে, সেটা হচ্ছে এক গৃহস্থ লোকের একটি ছাগল ছিল, সেই ছাগল ... চ্যা দিল. এখন সেই ... মধ্যে দুইটি দুধ খাচ্ছে ... টি দুই ... তুলে লাফাচ্ছে আর ... খাচ্ছে, ... খাচ্ছে। স্যার, উনার অবস্থাও অনেকটা এরকম। কারণ তিনি একবারও চিন্তা করলেন না যে, ভারতবর্ষে ৬৮ কোটি মানুষের, উনার একলার না, কাজেই এই দেশে যত সম্পদ আছে, সবই এ ৬৮ কোটি মানুষের এবং সেই সম্পদের উপর ... মানুষের অধিকার আছে, কাজেই তারা তাদের ন্যায্য অধিকার ... আদায় করে নেবে। অতএব ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনে ... কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করবেনা, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ সরকারের সঙ্গে সেই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করবে। কিন্তু অন্য দিকে আমরা দেখছি যে এই হাউসে বিরোধী পক্ষে যারা আছেন, তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের অগ্রগতির জন্য যা কিছু করা ... তারই বিরোধিতা করছেন, যেমন দুই দিন আগে এই হাউসেই, সকলের ... শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সাংবিধানিক অধিকার দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এসেছিল, তারা সেটারও বিরোধিতা করেছেন।

... কথা — ... নাগরিক — যেখানে ... শিক্ষার এত অগ্রগতি হচ্ছে সেখানে ... প্রসারের জন্য প্রস্তাব আনা হয় সেখানে তাঁরা বিরোধিতা করছেন। তাঁরা চাচ্ছেন যে মানুষ যাতে শিক্ষিত না হয়. মানুষকে যদি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখা যায় তাহলেই তাদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার সুবিধা হবে। সেজন্যই তারা এইগুলির বিরোধীতা করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, যখন গ্রামের মানুষকে ... গরীব অংশের মানুষ যাতে কাজ করে দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার জোগাড় করতে পারে সেজন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সংবিধানের আওতায় আনার জন্য প্রস্তাব আনা হল তখনও আমরা দেখছি তাঁরা তার বিরোধীতা করতে বিরত থাকছেন না। লজ্জার কথা আজকে স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর আমরা ... করছি সকলের জন্য শিক্ষা চাই, খাওয়ার ব্যবস্থার গ্যারান্টি চাই, কাজ চাই এই দাবী করা হচ্ছে তখনও দেখা যাচ্ছে যে বিরোধী পক্ষ থেকে সেগুলির বিরোধীতা করা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি

দিল্লীতেও খুন সন্ত্রাস [illegible]—শ্রীমতী গান্ধীর লজ্জা হওয়া উচিৎ। এই বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য হরিচরন সরকার।

শ্রী হরিচরন সরকার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার গত [illegible] আমাদের [illegible] মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করছি। স্যার, আমরা এই হাউসে প্রতিনিধি হয়ে এসেছি [illegible] প্রতিনিধি [illegible] [illegible] করবার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন। [illegible] [illegible] বঞ্চিত হয় গ্রামের গরীব অংশের [illegible] [illegible] সৃষ্টি করে দিতে পারেন তার জন্যই এই [illegible] মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার [illegible] ৭৮ [illegible] পর্যন্ত ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন জানিয়ে আসছে। আর সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির দিকে তাকাই বিশেষ [illegible] শাসিত রাজ্যগুলির দিকে তাকালে সেখানে আমরা কি দেখতে পাই ?— [illegible] যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী আছেন কাল আর তিনি মুখ্যমন্ত্রী [illegible] তিনি আর মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারছেন না। আর [illegible] এই রাজ্যের বামফ্রন্ট [illegible] বার ক্ষমতায় আসার পরেও আজকে [illegible] কংগ্রেস [illegible] ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার) বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতির নেতা [illegible] কথা বলেছেন সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগের কথা। আজকে দেখা যাচ্ছে [illegible] প্রতিষ্ঠিত করার [illegible] গঠিত হয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাই যে [illegible] নং ১৮ [illegible] ইরিগেশান, ইত্যাদি সেই সম্পর্কে আমি [illegible] বলতে চাই যে, ত্রিপুরার [illegible] যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের স্বার্থ [illegible] দিয়ে সুরক্ষিত [illegible]। [illegible] আমরা দেখতে [illegible] সেখানে বিরোধী দল [illegible] বিরোধীতা করছেন বিশেষ [illegible] কংগ্রেস দল নেতা তিনিও [illegible] (ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার) বামফ্রন্ট [illegible] স্থাপন করছেন, [illegible] এবং [illegible] ব্যাখ্যা করেছেন। এবং [illegible] জমি হস্তান্তর-এর ব্যাপারে ১,৬০০ জুমিয়া [illegible] জমি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু [illegible] আইন কংগ্রেস আমলেই করা হয়েছিল—কিন্তু [illegible] দেখা যাচ্ছে এ' জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাদের হাতে জমি [illegible] হচ্ছে এবং যারা অ-উপজাতি যাদের জমি নেওয়ার জন্য তাদের জমির মূল্য হিসাবে টাকা দেওয়ার জন্য ব্যয় বরাদ্দ

চাওয়া হচ্ছে তখনও তারা এর বিরোধীতা করছেন। কারন তাঁরা এখন ভয় পাচ্ছেন যে আগামী নির্বাচনে আর নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন না। কাজেই তাঁরা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার — ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের প্রচুর শিক্ষিত বেকার আছে তারা কংগ্রেসি আমল থেকেই বঞ্চিত ছিল তাদের আজকে স্বনির্ভর করার জন্য যখন যে বরাদ্দ চাওয়া হচ্ছে তখনও তাঁরা এর বিরোধীতা করছেন। কাজেই আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের এই সব বিরোধীতার কোন যুক্তি পাচ্ছি না। সেজন্য আমি বাজেট সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মানননীয় সদস্য সমীর নাথ।

শ্রী সমীরকুমার নাথ :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৬ই মার্চ এই হাওসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম বৎসরে উনারা দশ কোটি টাকার বাজেট করতেন এবং টাকার কোন হিসাব থাকতো না। যেমন একটা রাস্তা করার কথা ছিল। কন্ট্রাক্টার রাস্তাটা অর্দ্ধেক করে বিল নিয়ে যেত। সেটা আমরা বিশেষ করে লক্ষ করছি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে। সেখানে একটা মিলিটারীর গাড়ী অর্দ্ধেক রাস্তা গিয়ে আটকা পড়ে যেতো. কারন আর রাস্তা নাই। কাগজে কলমে কিন্তু সব ঠিক আছে। এখানেই কাজ শেষ। শুধু রাস্তা নয়. সমবায়, পানীয় জলসেচ, পশুপালন সব দপ্তরেই এইভাবে তারা ৬/৯ করতো। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিন্তু চিত্রটা পাল্টে গেল। অবশ্য ৬৮৯ টি গাঁওসভার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে প্রায় একশো কোটি টাকার মত দরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই টাকা দিচ্ছেন না। যার ফলে এই সরকারের অনেক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। আজকে কয়েক দিন যাবত লক্ষ্য করছি যে. বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদেরকে যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করছেন তাঁর জন্য কংগ্রেস (আই). টি, ইউ. জে, এস এবং নির্দল সদস্যরা মায়া কান্না কাঁদছেন যে, না এ টাকা অনেক কম ইত্যাদি। কিন্তু জরুরী অবস্থার সময়ে এই কংগ্রেস সরকারই ক্ষমতায় ছিল এবং তারাই কর্মচারীদেরকে বঞ্চনা করেছিল। অথচ আজকে তারাই মায়া কান্না কাঁদছেন। কিন্তু রাজ্যের জনসাধারণ তাদেরকে চিনে। কাজেই তাদেরকে ভুল বুঝানো সম্ভব হবে না।

সেই জন্যই জনগন তাদেরকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিল এবং কেন্দ্রকেও ফেলে দেবে। কেন্দ্র আজ লোকসভার নির্বাচন দিতে পাচ্ছে না। আজকে দেশের ১৮ টি দল এই কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এক জোট্টা হচ্ছে। সেখানে বর্তমানে অন্ততঃ নির্বাচন করতে পারবে না।

এখন আরেকটা জিনিষ চলছে, সেটা হল জাহাজ কর্মীদের ধর্মঘট। তাদের পেছনে এখন পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের সুন্দর একটা মীমাংসা তারা চাইছেন না। গরীব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে ক্ষমতা আকড়ে ধরতে চাইছেন। গতকাল একটা ... কেরে ... গুণ্ডারা ১০০ জন মানুষকে খুন করেছে. কাটকে জলে ... দিয়ে ... আগুনে ফেলে দিয়েছে এবং ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে। ... বিরোধী দলের সদস্যদেরকে বলব যে, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ... সহযোগী না করেন। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য ... শেষ করছি।

... :— মাননীয় সদস্য পূর্ণ মোহন ত্রিপুরা।

... ত্রিপুরা :— মাননীয় ... মহোদয়, গত ১৬ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী ... ৮৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কারণ এই বাজেট ... সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতী ও অপজাতী গরীব অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা ... এই বাজেট করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতীদের জন্য ১৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ... করেছেন। এটা দেখে বিরোধী দল অবাক হয়ে গেছে।

... এখানে বাজেটে যে ... রাখা হয়েছে সেই টাকা জনস্বার্থেই রাখা হয়েছে। ... বিরোধী দলের সদস্যরা তার বিরোধিতা করছেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা ... এখানে অনেক দুর্নীতির কথাই বলেছেন কিন্তু আমি তাঁকে বলতে চাই, আপনারা তো ... ৩০ বছর শাসন করেছিলেন, সেই সময় আপনারা কি কাজ করেছেন তা জনসাধারণ জানে। ... সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র ৬ বছর। এই ৬ বছরে ৬।৬ টি বাজেট পেশ ... দিনই সে বাজেটের পরিবর্তন হয়েছে। সে বাজেট রচিত হচ্ছে জনগণের ... বিরোধী দলের নেতা ... দিল্লী যান। তিনি তো দেখছেন, কেন্দ্রীয় বাজেট ... সম্পত্তি কিভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে। কাজে কাজেই তাদের মানসিকতা ... ধনী, রাজা, ... প্রতি। এই মানসিকতা যাদের মধ্যে বর্তমানে ... এই বাজেট সমর্থন করবেন? এই বাজেটকে তাঁদের স্বীকার করতে পারেন না। ... বলেছেন, স্কুল ... নাই। কিন্তু আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে চাই ... স্কুল ছিল? বামফ্রন্ট ... ক্ষমতায় এসে ... টি ... একটি করে জুনিয়র বেসিক স্কুল স্থাপন করেছেন। কংগ্রেস আমলে কেন এই সব স্কুল তৈরী করা হয় নি? তৈরী করার কারন ছিল, স্কুল হলেই লোক শিক্ষিত হয়ে যাবে এবং তাদের আর ভোট দেবে না, তারা তার রাজত্ব চালাতে পারবে না। আমাদের রাজ্যের উপজাতীরা এই ৩০ বছরে যে ভাবে ছিল না তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী কে?

দায়ী কংগ্রেসের শাসন ব্যবস্থা। ৩০ বছরের শাসনে যদি তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতেন, তাহলে আজকে উপজাতিরা এই অবস্থায় থাকত না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে কংগ্রেস বেঞ্চি কথা বলতে চাই, ... চেষ্টা চলছে তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে তা ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পারবে, জানতে পারবে। আমরা অনেক আগেই তাঁদের বলেছিলাম, আপনারা যদি সংযত না হন, জনসাধারনের জন্য কিছু না করেন, তবে জনসাধারণ আর আপনাদের ক্ষমতায় রাখবে না, তাঁদের আরও পাঠাবে না। মিঃ ডেপুটি সপীকার স্যার এখানে পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতের মধ্যে এই দুর্নীতি কে করেছে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আপনি শেষ করুন।

শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা :- আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন স্যার। মাননীয় সদস্য রতি-মোহন জমাতিয়ার এলাকায় দুর্নীতি হয় নি ? দুর্নীতি কে করছে জনসাধারন জানে। কাজেই আমি আর বেশী বলতে চাই না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট রেখেছেন সে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ।।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট আমাদের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৬ই মার্চ এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সে বাজেটকে অবশ্যই সমর্থন করতাম, যদি তা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করত। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা সব সময় শুনতে পাই, বামফ্রন্ট সরকার এই ৬ বৎসর শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কিছু করেছেন। জানি না, বামফ্রন্ট সরকারের জন্ম লগ্নের শুভ না অশুভ ছিল। কেন না, যে কাজই তাঁরা শুভ বলে করেন পরে তাই অশুভ হয়ে যায়। এবং এই কথাটা ত্রিপুরা জনসাধারনের বুঝতে আর বাকি নেই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা বামফ্রন্টের প্রিয় বন্ধু এই সমন্বয়ী। আশ্চর্যের বিষয়, বামফ্রন্ট সরকার এই কর্মচারীদের ভাওতা দিয়ে তাদের মাধ্যমে সরকারের কুকীর্তি এবং ফাঁকগুলি ঢেকে রেখেছেন।

এই কর্মচারী ভাইদের দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করিয়েছেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেক শ্লোগান দেওয়াইছেন। কিন্তু আজকে কর্মচারী ভাইরা ভাইরা এই বামফ্রন্ট সরকারের বাটপারি, তাদের অপকৌশল বুঝতে পেরেছেন। আশ্চর্য্যের ব্যাপার বামফ্রন্ট সরকার এত অপকর্ম জানেন আমার জানা ছিল না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন এখানে, কিন্তু

উনারা ৬ বৎসরের রাজত্বের ইতিহাস কি জানেন ? উনার এই ছয় বৎসর রাজত্বে, ১৯০০টি খুন হয়েছে, যা বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী রাজত্বেও ঘটেনি। উনারা তুলশী পাতা ধুয়া শুদ্ধ। উনারাতো ত্রিপুরা বাসীর সেবা করতে এখানে আসেন নি, উনারা এসেছেন বিগত দিন দশক ধরে কংগ্রেসী শাসনের ফিরিস্তি গাইতে, ঐ ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনা করতে। উনাদের অপকর্মের কথা ত্রিপুরা বাসীর বুঝতে আর বাকী নাই। আপনারা বেকার সমস্যার সমাধান করেছেন, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কি ধরনের সমাধান আপনারা করেছেন ? ১৯৮০ ইং সনের জুন মাসে দাঙ্গা লাগিয়ে কিছু কর্মচারী হত্যা করে কিছু পদ খালি করেছেন, যে সমস্ত পদে আপনরা বেকারের নিয়োগ করছেন। আজকে অফিস, স্কুলে কি কাজ হচ্ছে ? কর্মচারীরা অফিসে বা স্কুলে বসে বসে গল্প গুজব করে, অথচ বেতনটা ঠিক ঠিক ভাবেই পেয়ে যাচ্ছে। স্যার আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে উনি শিক্ষা সম্পর্কে অনেক কিছুই করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় উনি নিয় বুনীয়াদি বিদ্যালয়, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় বা হাইস্কুল করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন জায়গায় স্কুল শুধু নামেই আছে, সেখানে কোন ঘর নেই, সেখানে ঘর নেই, যেখানে ঘর আছে সেখানে মাষ্টার নেই, বসবার জন্য বেঞ্চ নেই, বর্ষাকালে ঘরে জল পড়ে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আবার মোহনপুরে গিয়েছিলেন। এই মোহনপুরের অন্তগত নোয়াগাও, বড়কাঁঠাল, গোপাল নগরে তিনি দেখেছেন যে শুধু নামে মাত্র স্কুল আছে। ঐ সমস্ত স্কুলের মাষ্টার মশাইরা যেহেতু সমন্বয় করেন, তাই স্কুল না করলেও তাদের বেতন পেতে কোন অসুবিধা হয় না। তাই আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠীত হওয়ার পরে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে উনারা গর্ব করছেন এই বলে যে প্রথম শ্রেনী থেকে তৃতীয় শ্রেনী পর্য্যন্ত পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়েছেন আমি বলব, এটা করে আপনারা গরীব তথা সকল শ্রেনীর মানুষের সর্বনাশই করছেন। কারন এই ব্যবস্থা করার ফলে তৃতীয় শ্রেনী পর্যন্ত অ,আ,ও বলতে পাবে না। আজকে স্কুলে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করে জনসাধারণের দৃষ্টিটাকে আপনারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর তো আনন্দের সীমা নাই। কারণ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তো জিততে হবে তাই, নির্বাচনের আগে জন সাধারণের মন জয় করার জন্য এখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে এনেছিলেন। তাই তো পঞ্চায়েত মন্ত্রীর মুখে হাসি দেখা যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে নূতন পদ্ধতিতে ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। আসলে এটা একটা অকৌশল মাত্র। মানুষের ভোটের জন্য উনারা তিন দিন সময় দিয়েছেন। এই তিন দিনের মধ্যে দুইদিন তো অফিস বন্ধ থাকবে, আর এক দিন তো জমা দিতেই চলে যাবে। কাজেই এই সরকার যে ভাওতাবাজী দিয়ে চলেছেন সেটা জনসাধারণে বুঝতে বাকী নেই। বিগত তিন দশ ধরে কংগ্রেসী আমলে প্রধানদের মধ্যে কোন দুর্নীতি ছিল না কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর গাঁও প্রধানদের মধ্যে যে দুর্নীতি চলছে তা শুনলে আশ্চার্য্য

হতে হয়। আমি নিজে বাম সমর্থক ২/৩ জন দুর্নীতিগ্রস্থ প্রধানকে পুলিশ দিয়ে এরেষ্ট করিয়ে এনেছি। কিন্তু যেহেতু বাম সমর্থক, তাই তারা ছাড়া পেয়ে যায়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ২১ লক্ষ লোক যথা শ্রমিক, কর্মচারী দিন মজুর, কৃষক বামফ্রন্ট সরকারের এই বাটপারী বুঝতে পেরেছেন, তাই আজকে তারা সতর্ক। স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, সে বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— স্যার, আমার পার্টি কত মিনিট বক্তব্য রাখতে পারবেন ?

মিঃ স্পীকার :—আপনারা ৪১ মিনিট পাবেন দুই দিনে। তার মধ্যে ২৭ মিনিট আপনারা বক্তব্য রেখেছেন।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা :— বাকী সময়টুকু আমরা আগামী কাল বলব স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৬.৩.৮৪ইং তারিখে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এনেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করি এই কারনে যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারনের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করতে চায় এই বাজেটই তার প্রমান। ভারতের রাজনৈতিক সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বাজেট তৈরী হচ্ছে। এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরাবাসীর ২১ লক্ষ মানুষের আংশিক উন্নতি হবে। যেটা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। এটা [illegible] এই বাজেট দেখে বিরোধী দলের সদস্যরা আতংকিত হয়ে [illegible] [illegible] ত্রিপুরা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের আংশিক উন্নতি [illegible] [illegible] আশা করেছিলেন যে, এই বাজেটের মধ্যে করের বোঝা থাকবে, কিন্তু তাদের [illegible] [illegible] [illegible] বাজেট রচিত হয়েছে। তাই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই বাজেট দেখে আতংকিত হয়েছেন এবং সমর্থন করতে পারছেন না। এই বাজেট সমর্থন করতে গিয়ে আর [illegible] বলতে হয় যে, এই বাজেট প্রগতির প্রতীক চিহ্ন হিসাবে রচিত হয়েছে। কারণেই [illegible] কারনেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই বাজেট দেখে বিরোধী সদস্যরা আতংকগ্রস্থ হয়ে উঠেছেন কারন বিরোধী দলের মাননীয় নেতা থেকে শুরু করে বড় ছোট সবাই বাজেট বক্তৃতা করতে গিয়ে বাজেট সম্বন্ধে কিছু না বলে কেবলেই দোষারূপই করছেন কারন কংগ্রেস রাজত্ব থেকে এই বাজেট সম্পূর্ণ অন্য রকম তাঁরা আশা করেছিলেন হয়তো এবারের বাজেটে করের বোঝা থাকবে, কিন্তু এটাতো হলো না, তাঁদের আশা বাস্তবে পারনত হলো না, তাই এখন তাঁরা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন

এই সমস্ত নানা অসুবিধার মধ্যেও আজকে ত্রিপুরা রাজ্য হঠাৎ পেশ হয় নি, বামফ্রন্ট সরকার [illegible] হবার পর থেকেই একটা ধারাবাহিকভাবে কা [illegible] বাজেট পেশ করা হচ্ছে।

[illegible] যে বাজেট পেশ হয়েছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই বাজেট পেশ হয়েছে [illegible] তার জন্য তাঁরা কিছু বলেছেন না, কিন্তু এই ত্রিপুরারাজ্যে বাজেট দেখে বিরোধী সদস্যরা বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছেন। সেখানে এমন একটা সরকার আছে, যে সরকার নূতন করে পেট্রোল, ডিজেল, গম, চাউল, চিনি, ইত্যাদি জিনিষের উপর নূতন করে করের বোঝা চাপিয়ে দিলেন। এই সমস্ত জিনিষের দাম বাড়িয়েও তাঁদের ঘাটতি হয়েছে ১৭ শত কোটি টাকা, সেটা [illegible] গিয়ে দাড়াবে ২২ শত, ২৩ শত কোটি টাকা। এই সমস্ত জিনিষের দাম বাড়িয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কয়েক মাস আগে ৭ কোটি টাকা [illegible] পাকেট কেটে নিয়েছেন। এইগুলি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন না কেন? শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মানুষের [illegible] দিতে চাইছেন। আর [illegible] কোথায় বসবে? যেখানে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ৬ শতাংশ। শ্রীমতী গান্ধীর আমলে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের পরিমাণ [illegible] ৮৩ শতাংশ আর এর মধ্যে তার জন্য নূতন কায়দায় কর বসানো হচ্ছে। এই [illegible] হয়েছে। [illegible] আমলে যেখানে ডাইরেক্ট ট্যাক্স ছিল ৪০ সতাংশ আর এখন ডাইরেক্ট ট্যাক্সের পরিমান হচ্ছে ১৭ শতাংশ। তাই বুঝা যাচ্ছে এই [illegible] কি নূতন ভাবে শোষিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, তাঁরা আমাদের দেশকে শোষন করছে [illegible]। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বাজেটে সাধারন মানুষের বেচে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। মাননীয় বিরোধী সদস্যরাতো খুব চিৎকার চেচামেচি শুরু করেছেন, তাই আপনাদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ট্যাক্স কি [illegible] ভদ্রলোকেরা দেয়? সরকারী কর্মচারীরা যাদের বেতন ভাতা বেশী তারা দেন। কিন্তু এখানে কমিয়ে দিলেন ৪০ থেকে ১৭ শতাংশ তার জন্য কেন একটা কথাও বলছেন না। আজকে এই অবস্থার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। ১৯৮৪-৮৫ সালের শেষে যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে করের পরিমান কত বরাদ্দ হয়েছে এটা বুঝতে হবে। আজকে করের পরিমান কোথায় গিয়ে দাড়িয়েছে তারই ফলশ্রুতি ভোগ করতে হবে সাধারন মানুষকে। একটা [illegible] অবস্থার মধ্যে আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। মানুষের উপর করের বোঝা চাপাচ্ছেন। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা [illegible] যে, শ্রীমতী গান্ধী নাকি আমাদের টাকা দিচ্ছেন। তাদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কি জমিদারী বসিয়েছেন [illegible] তিনি কর আদায় [illegible] সমস্ত টাকা [illegible] চাই না। আমাদের [illegible] যারা খেতে পায় না, যারা গ্রামে গঞ্জে থাকে [illegible] আজকে এই করের বোঝা বহন হবে, সেই শোষন থেকে সাধারণ মানুষরে স্বার্থের দিক [illegible] রেখেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তো বলছেন সরকারী কর্মচারীদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কিছুই করছেন না। সরকারী কর্মচারীদের কিছু [illegible] ডি.এ. দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু

কর্মচারীর পে-ফিক্সেশান [illegible] হচ্ছে, তবে আমরা তো [illegible] কিছু [illegible] পারি নি। কিন্তু [illegible] কি? [illegible] এখানে নেই, থাকলে [illegible] হতে পারতেন। তখন তো [illegible] কর্মচারীর চাকুরী [illegible], [illegible] গিয়েছিল, [illegible] বিনা [illegible]।

এই অশোকবাবু [illegible]। এখানে বলছেন [illegible] কম নয়। হাঁ, আমরাও তাই বলি, [illegible]বাবুদের পক্ষে বেশী মানুষকে বেশী দিন বোকা বানিয়ে রাখা [illegible] নয়। এখানে বিরোধী পক্ষে যারা আছেন ঐ [illegible]বাবুরা আছেন [illegible] বোকা বানাতে পারেন। কিন্তু মিথ্যা বলে এখানে গোটা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না। ধীরেন্দ্র দেবনাথ বলেছেন যে, [illegible] সরকারের আমলে খুন হয়েছে। হাঁ হতে পারে কারণ হচ্ছে এই [illegible] মধ্যে [illegible] খুনিরা গত ৩০ বছর যাবৎ সরকারে ছিলেন, কাজেই, তখন তাদেরকে আমরা [illegible] রাস্তায় নামতে হয় নি [illegible] আমরা দেখেছি, তখন [illegible] খুনের কাহিনী ছিল অনা [illegible] তখন ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের মানুষ না খেয়ে মরছিল, তখনকার পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠা [illegible] দেখবেন প্রতি বছর ৩০০ থেকে ৫০০ লোক না খেতে পেয়ে মরেছে, আর তার বিরুদ্ধে [illegible] যখন মিছিল মিটিং করেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ যখন চরমে উঠেছে [illegible] পুলিশ দিয়ে তাদেরকে খুন করা হয়েছে। সেই খুন অরবিন্দদের রক্ত আজও ত্রিপুরা [illegible] থেকে [illegible] যে খুন সন্ত্রাস [illegible] সেই [illegible] ত্রিপুরার মানুষ [illegible]দেরকে রাস্তায় নামিয়ে [illegible]। [illegible] যারা ত্রিপুরার [illegible] আন্দোলন করেছিলেন ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকেই [illegible] আসনে বসিয়েছে। [illegible] কোন দায়িত্ব [illegible] ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের আজকে যারা সরকারী আসনে আছেন তারাও একদিন ত্রিপুরার বিরোধী আসনে ছিলেন এবং বাজেটের উপর [illegible] পেশ করেছেন। কিন্তু তাদের মুখে আমি তো কোন দিন এই রকম দায়িত্বশীল উক্তি শুনিনি, এই বাজেটের মধ্যে কি এমন ৪ পয়সাও নাই যা দিয়ে এই সদস্যরা যেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন সেখানকার লোকদের স্বার্থে লাগাতে পারে? এই বাজেটের উপর তারা বিরোধীতা করেন কি করে। এখানে তাদেরকি কোন কিছু সম্পর্কে কোন দায়িত্বশীল ভূমিকা নাই, তারা কি শুধু বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করে থাকেন? যাই হোক আমি তাদের বাজেট বিরোধী সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন, তাকে আমার সমর্থন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার, মাননীয় সদস্য নির্দল সদস্যদের জন্য ২২ মিমিট সময় দেওয়া আছে এবং আপনারা তিনজন বক্তব্য রাখবেন। কাজেই আপনাকে ৭ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করতে হবে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার:- মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করছি। কারণ এই যে বাজেট এই বাজেটের মধ্যে অপ্রশাসনিক স্বেচ্ছাকৃত পরোক্ষ একটা বিধংসী ভাব-এর ইঙ্গিত বহন করছে এবং এই বাজেট ত্রিপুরার সাধারণ গরীব দরীদ্র জাতী উপজাতী প্রত্যেকটা মানুষকে পিষ্ট করবে। এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে শান্তির কথা, কাদের শান্তি রক্ষা করবে এই বাজেট? যারা চোরা কারবারী, যারা খুনি, যারা ডাকাতি করে যারা উগ্রপন্থী যারা সমাজদ্রোহী, যারা খুন করে অশান্তি করে নির্বিকারে শহরে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে প্রশাসনিক দলের অন্তরালে থেকে প্রশাসনিক দলের মগজে পোক্ত হয়, শান্তি তাদের জন্য। ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতীর মায়েরা সন্তান হারা হয়ে কাঁদছে, স্বামী হারা হয়ে কাঁদছে, সন্তানরা পিতৃ হারা হয়ে কাঁদছে, সেই কান্নার কথাকি তাদের বুকে দাগ কাটে না? শান্তি কাদের জন্য কিসের শান্তির প্রসংসা করা হচ্ছে? আবার বলা হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের আশীর্বাদপুষ্ট এই বামফ্রন্ট সরকার, ত্রিপুরার মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছে ঠিকই কিন্তু কি কাজে লাগাতে পেরেছে সেই আশীর্বাদকে? আজকে ত্রিপুরার চারিদিকে আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে ঐ শ্রমিক কৃষক শিক্ষক ও কর্মচারিদের পেটে, আগুন লেগেছে সবত্র। বর্ষীয়ান নেতা মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী বলেছেন মাননীয় স্পীকার-এর মারফতে। কে কে বিরলাকে রাজ্য সভায় নমিনেশান দেওয়ার জন্য উনি অবাক হয়েছেন, তা এতে অবাক হবার কি আছে? এইটাতো ভারতবর্ষের গনতন্ত্র। রাজা মহারাজা সকলকেই একদিন ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হয় দীন দরিদ্র সকলের দুয়ারে, এইতো ভারতের গনতন্ত্রের বৈশিষ্ট। এর জন্য প্রশংসা করা উচিত। এর জন্য খুন করতে হয় না, দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব আনতে হয় না এর জন্য। সেদিন বেলা ১২ টার সময় পশ্চিম বাংলার চোরা কারবারীরা যে ডি-সি মেহেতা ও তার সঙ্গে সিপাহী ছিল তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল, তার জন্য তো কই উনার মুখে কোন দুঃখ প্রকাশ করতে বা অবাক হতে দেখলাম না।

এখানে সাম্রাজ্যবাদিদের কথা বলেছেন, আজকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চারিদিক থেকে বাহু বিস্তার করে আছে। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের এই নিরপেক্ষ নীতি ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর যে, বলিষ্ট পদক্ষেপ তাতে ভারতবর্ষ বিশ্বের উন্নত দেশগুলির কাছে ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে দাড়ায়নি, তিনি সহমর্মিতা চেয়েছেন বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলির কাছে, এই যে, বলিষ্ট পদক্ষেপ ইন্দিরা গান্ধীর, সদ্য সমাপ্ত নিরক্ষেপ সম্মেলনে যেটা সর্বজন বিহিত। কই সে কথাতো তার মুখে একবার প্রসংশা লাভ করে নি। একবারও এই সভায় আলোচিত হয় নি। শুধু কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে আপনারা চিৎকার করছেন

ত্রিপুরার সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে বাজেট এই বাজেটে শিল্প প্রসারের কথা বলা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ত্রিপুরার গরীব উপজাতিকে আমরা জাল তৈরী করবার জন্য সূতা দিচ্ছি এবং এইভাবে শিল্পের প্রসার ঘটছে। কিন্তু অপর দিকে আমরা কি দেখছি ? দেখছি বিদেশী পানা বাজার দখল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কুটির শিল্পের প্রসার হবে কি করে ? ন্যায্য মূল্যের দোকানের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে সেই দোকানের বাহিরে আমরা তেল ৮ টাকা ১০ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। যেখানে বিদ্যুতের যে সম্প্রসারনের কথা বলা হয়েছে। তাতে আমরা দেখছি গ্রামগঞ্জে বিদ্যুৎ একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে আছে, সেখানে লন্ঠন কিনতে, চিমনি কিনতে, দুই দিন পরে চিমনি ভেঙ্গে যাচ্ছে, বাজারে কেরোসিন আনতে গিয়ে ন্যায্যমূল্যের দোকানে পাওয়া না গেলে ৮ টাকা ১০ টাকা দামে বাহিরের দোকান থেকে কিনতে হবে। এই সবগুলির জন্য যে গোয়া-দাতি কিনুন, এইতো হচ্ছে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের অবস্থা। আর কি হচ্ছে ত্রিপুরার সীমান্তে গরু চুরি হচ্ছে পাচার হচ্ছে অভিযোগ। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরাকরণ বিরাজ করছে, সেখানে একদিকে নূতন নূতন স্কুল তৈরী হচ্ছে তার জন্য ঠিক স্কুলগুলি পুরাতন চাইছে না যাচ্ছে। এখানে আবার ভূমিহীন গৃহহীনদের কথা বলা হয়েছে, এদের পুনর্বাসনের কথা বলা হচ্ছে, অথচ এদিকে এই সভায় আলোচনা হচ্ছে, উপজাতি জুমিয়াদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার একটা চক্রান্ত। কাজেই এই বাজেটের অন্যান্য কর্মসূচিগুলি সংগতিহীন। আজকে কৃষি উন্নয়নের জন্য সার বীজ দেওয়ার কথা বলা হয়, অথচ আমরা দেখছি যে সার যখন আসে না যখন কৃষকের সারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু যখন জমিতে দেবার সময় থাকে না। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের অবস্থা।

একদিকে তারা পুলিশ বাড়াও বাড়াও বলছেন, আবার বলছেন পুলিশ বাড়ানো না। একই মুখে আবার দুরকম কথা। একদিকে বনায়ন সম্প্রসারনের জন্য তাদের প্রকৃতি, আর একদিকে বনকে ধ্বংশ করার জন্য তাদের বাহ চলছে। সুতরাং এইসকল বিচার করে আমাদের বলতে হয়, এখানে যে বাজেট আনা হয়েছে বিধ্বংসী বাজেট। এই বাজেট এর দ্বারা ত্রিপুরার মানুষের কোন কল্যান সাধিত হবে না, এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন হবে না, এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরার সম্পদ সৃষ্টি হবেনা। এই বাজেট দরিদ্রের সহায়ক হবে না। এই বাজেট বিধ্বংসী বাজেট, যার জন্য আমি এই বাজেট সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের মাননীয় বিত্তমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। সাথে সাথে দু-একটি কথা বলছি। আজকে

আমরা লক্ষ্য করেছি, এই বাজেট এমন একটা সময়ে পেশ করা হয়েছে যখন সারা ভারতবর্ষে চলেছে পুঁজিবাদি ব্যবস্থার সংকটময় মুহুর্ত। যে সংকট দিনের পর দিন আরও তীব্রতর হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে যখন সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ঠিক সেই সময়ে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। তারা চেষ্টা করছে মানুষকে উস্কানী দিয়ে বিভ্রান্তিমূলক কোন খবর দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কাজকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে কিনা। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বামফ্রন্ট সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক কথা বলে থাকেন। শ্যামাচরন বাবু বলেছেন, উগ্রপন্থী সম্পর্কে, বিনন্দ জমাতিয়া সম্পর্কে, চুনী কলই সম্পর্কে। আমি তাঁদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, এই উগ্রপন্থী কারা সৃষ্টি করেছে? উগ্রপন্থীরা তো টি. ইউ. জে. এদেরই মদতপুষ্ট। ... এই উগ্রপন্থীরা ... তারা এই ... সৃষ্টি করে ত্রিপুরাকে খণ্ড খণ্ড করতে চেয়েছিল।

তারা চেয়েছিল রাজ্যকে তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু যখন দেখল তাদের সৃষ্টি উগ্রপন্থীরা তাদের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে তখনই তাদের গাত্রদাহ হয়েছে। যার জন্য বিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমর্পন করাতে ও চুনী কলই আত্মসমর্পন করাতে তারা খুশী হতে পারছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ... আছে যে, আজকে এই সমস্ত দাঙ্গা, খুন কারা করছে। কারা এই উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে। মানুষকে যখন বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যেতে পারছেন না, মানুষকে যখন তারা বোঝাতে পারছেন না তখনই তাদের গাত্রদাহ হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি বামফ্রন্ট সরকার যে সময়ে বাজেট পেশ করেছেন তা সময়োপযোগী হয়েছে।

... কংগ্রেস আই ও টি ইউ, জে, এদের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরেছে। কারন উপজাতি যুব সমিতি ... কংগ্রেসরা তাদের সবকিছু দিয়ে দেবে। যখন তারা দেখল তাদের দ্বারা কিছুই ... না, তখন তাদের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়াছে। ঐ এ. ডি. সিতে তাদের সংখ্যা কমে গিয়েছে। তারা আর একটি দল করে নিয়েছে ত্রিপুরা পার্বত্য লোক দল। ত্রিপুরায় ... পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি করেছেন তখন টি. ইউ. জে. ... দুই উগ্রপন্থীদের দ্বারা বিশৃংখলার সৃষ্টি করে মানুষের ... সৃষ্টি করেছে। তা ... বিনন্দ জমাতিয়া আত্মসমর্পন করাতে তাদের চোখে ... তাদের দলের ... শুরু হয়েছে যাদের দিয়ে তারা বিশৃংখলার সৃষ্টি ... তারা আস্তে আস্তে যখন আত্মসমর্পন করা শুরু করে দিয়েছে তখনই টি ইউ. জে. এসের দ্বারা মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করছে যে বিনন্দ জমাতিয়া, চুনী কলই এরা বামফ্রন্টের লোক। কিন্তু মানুষ ওদের কথার

পার ধারে না। তা'জকে তাদের দলের মধ্যে শুরু হয়েছে কলহ বিবাদ। মাননীয় স্পীকার যে বাজেট পেশ করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই বাজেট এর মধ্যে কোন কর বসানো হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার এমন একটি বাজেট করেছেন যা মানুষের বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে, বামফ্রন্ট সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে হয়ত জনসাধারনের সমস্ত কিছু সমাধান সম্ভব না। কারন অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমিত. ঐ দিল্লীতে বসে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। তারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য যে বৈষম্যমূলক আচরন করেন তার জন্য এই রাজ্যগুলি তাদের রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। সাধারন মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রাখি তখন তারা এর এর বিরোধীতা করে থাকেন। সুতরাং কেন্দ্রের ঐ পুঁজিবাদী সরকার যতদিন থাকিবেন তত দিন পর্যান্ত এই বৈশম্যমূলক আচরণ করবেন ততদিন পর্যান্ত আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে সার্বিক কল্যানের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান করতে পারা যাবে না। আমরা দেখেছি তারা বেআইনীভাবে অ্যাসমা, ন্যাসা ইত্যাদি প্রয়োগ করে শ্রমজীবি মানুষকে কিভাবে অত্যাচার করেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের নামে বহুগুলি সংস্থা করা হয়েছে, যে সংস্থাগুলির মধ্যে রাজ্যগুলি তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার দাবী করেছিল ১১৫ কোটি টাকা ১৯৮৪-৮৫ সনের জন্য। কিন্তু আমাদের সেখানে দেওয়া হয়েছে ৫৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করেছেন। কিন্তু সেখানে ত তারা কোন বলেননি। কেন এই বৈষম্যমূলক আচরণ ? আজকে আসামে, মণিপুরে, মিজোরামে যেভাবে অর্থ বন্টন করে দিচ্ছেন তা অন্য রাজ্যের তুলনায় কম। আজকে গোটা ভারতবর্ষকে ঐ পুঁজিবাদী সরকার কুক্ষিগত করতে চায়। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সাধারন মানুষের উপর কোন বোঝা চাপাতে চায়না। আজকে কেন্দ্রে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন কর বেড়ে চলেছে। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই অবস্থার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে যে বাজেট পেশ করেছেন ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগনের স্বার্থে আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়।

শ্রী রসিক লাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৬, ৩, ৮৪ ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই বিধানসভায় সাবমিট করেছেন সে বাজেটের বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি প্রথমে মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব বাবুর কথাই তুলে ধরছি।

তিনি বলছেন, বিরোধীরা কেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট এসেছে সেটাকে সমর্থন করছেন না। বিরোধীদের তিনি সাধারন মানুষ হিসাবে গণ্য করতে চান। আপনারা যে সাধারণ মানুষের স্বার্থে বাজেট দেখেছেন তার উপমা দিচ্ছি। আপনারা পুলিশের খাতে ১৬ কোটি ৭২

লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা চেয়েছেন, অথচ কৃষকদের জন্য মাইনর ইরিগেশন খাতে রেখেছেন ১ কোটি ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। তাহলে এই বাজেট কি সাধারণ মানুষের উপকারার্থে? ত্রিপুরা রাজ্য ইরিগেশন [illegible]। [illegible] কৃষকদের পেটে ভাত খাচ্ছেনা। পাম্প দিয়ে কি হবে তাতে ত ফসল হবেনা। [illegible] নিয়ে আমাদের [illegible] জন্য এত কম টাকা? আবার টাকার [illegible] দেখালেও কি হবে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে ত লাগছেনা।

শ্রী সমর চৌধুরী:— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমরা দেখছি বাজেটে ১৪ পার্সেন্ট হচ্ছে ইরিগেশন এণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল খাতে অর্থাৎ ১৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে [illegible] দিলেন সেটা ভুল।

শ্রী রসিকলাল রায়:— মাননীয় স্পীকার স্যার, এইবার পুলিশ খাতে এত টাকা রেখেছেন তার কারন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ দরকার, সাধারন মানুষের নয়। পুলিশকে উনাদের নিজস্ব কাজে লাগাতে হবে তার জন্য এত টাকার প্রয়োজন। সোনামুড়াতে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ডাকাতি হয়েছে ডাকাতকে ধরা হচ্ছে না। চুরি হচ্ছে চোরকে ধরা হচ্ছেনা। শুধু কংগ্রেস এলাকায় গিয়ে পুলিশ কংগ্রেসী লোকদেরকে মারার চেষ্টা করছে। তাদেরকে বাংলাদেশে গিয়ে থাকতে হয়। পুলিশ যে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করছেনা তা আমরা সব সময়ই লক্ষ্য করছি। আমরা লক্ষ্য করছি, মেলাঘরে একটি দোকানে চুরি হয়েছে, ১০ হাজার টাকা নিয়ে গেছে, পুলিশ কিছু করছে না এটা একটা অত্যন্ত চক্রান্ত-মূলক চুরি। মেলাঘরের দারোগাবাবু এই কেইস নিলেন না। সকলে জানে কে চুরি করেছে। দারোগাবাবু বললেন, সোনামুড়াতে [illegible] হেড অফিসে গিয়ে জানাতে তা না হলে ওনার চাকুরী চলে যাবে। সে মত সোনামুড়ার পুলিশ এসে কাগজপত্র দেখে, কিন্তু কোন আসামী ধরতে পারলেননা। যে দেশে চুরি, ডাকাতির আসামী ধরা হয়না, শুধু বিরোধীদের বাড়ীতে গিয়ে আক্রমন করে সে দেশে কি করে শান্তি থাকবে? এভাবে এই সরকার দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছেন। গত ২১-৩-৮৪ ইং সালে মাননীয় সুধীরবাবু সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর ভাষনে বলেছিলেন কোথায় কোথায় টাকা খরচ হচ্ছে। তার উত্তরে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবু বললেন ট্রাইবেল এলাকায় খরচ হচ্ছে। তাহলে আপনারা ট্রাইবেলদের স্বার্থ চাননা? উনি এ বলে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন। একজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন। এভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে দেশে দাঙ্গা করা হয়েছে। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী উদয়পুরে রমেশ হাইস্কুলের হলঘরে শুধু মুসলমানদেরকে নিয়ে একটি সভা আহবান করেছিলেন। আব্বাস মিয়া নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনারা যেভাবে জাতি উপ-জাতিদেরকে দিয়ে দাঙ্গা করেছিলেন, সেভাবে কি আবার হিন্দু-মুসলমানদের দিয়ে দাঙ্গা করতে চান?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বক্তব্য শেষ করুন, আপনার সময় শেষ।

শ্রী রসিকলাল রায় :— এই বামফ্রন্ট সরকার কিছু করুক না করুক কিন্তু একটা কাজ করেছে. সেটা হলো ত্রিপুরার বুকে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। আজকে তারা যে উগ্রপন্থী উগ্রপন্থী বলে চিৎকার করছে কোথায় তাদের সে উগ্রপন্থী-সে উগ্রপন্থীরা রয়েছে তাদের দলের ভেতরেই। উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস আই এর জনকল্যানমূলক কাজকর্মকে বন্ধ করে দেবার জনাই তারা এই উগ্রপন্থীর সৃষ্টি করে ত্রিপুরার বুকে ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমি মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দিচ্ছি যে. এই ধরনের অপপ্রচার আপনারা আর করবেন না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার. ১৯৮৪-৮৫ সনের যে বাজেট আমাদের মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে উপস্থিত করেছেন সেই বাজেট বক্তৃতায় উনি বিস্তারিতভাবে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে আমার আর নূতন করে কিছু বলার নেই।

মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অশোকবাবু উনার বক্তব্য বলেছেন যে নৃপেনবাবুর এই বাজেট কোন কাজের নয়। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কতগুলি জিনিষের উপর একটা বিশেষণ লাগিয়ে একটা কিছু বলা ঠিক নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কথা আমার মনে পড়েছে তিনি বলেছেন "যদি বোবা মেয়েকে সুভাষিণী বলা হয় তবে সেটা ঠিক হবে না।" অশোকবাবুও তাই বলতে চাইছেন।

এই বাজেটে প্রতিটি ক্ষেত্রে যে টাকার অংক ধরা হয়েছে তা জন সাধারনের উন্নয়ন মূলক কাজকর্মকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জনাই ধরা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কি কি কাজ হবে তার বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এখন আমি আমার দপ্তরের দাবীগুলি সম্পর্কে কিছু বলব। কিছু দিন আগে কলকাতাতে সারা ভারতের কয়েকটি বিরোধী দলের এক সম্মেলন হয়ে গেল। সেই সম্মেলনে সারা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে পুনরগঠন করতে, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে পুনরগঠন করতে. দাবী করা হয়েছে। আজকে সারা ভারতবর্ষে শ্রীমতী গান্ধী যে স্বৈরতান্ত্রিকতা শুরু করেছেন তা থেকে এটা পরিস্কার যে তিনি ভারতের এক জাতি এক-দল. এক নেতা এই নীতিতে ভারতবর্ষ শাসন করতে চাইছেন। এই ধরনের মনোভাব অত্যন্ত আতঙ্কজনক। বাজেট বক্তৃতার সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি গণ-তন্ত্রের উপর আঘাত হানতে চাইছে তাকে প্রতিরোধ না করলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত কি হবে তা বলা যায় না। এই বিষয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা বারবার এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির বিরোদ্ধে লড়াই করেছি। আমরা সকল সদস্যদের কাছে আবেদন করছি তারাও

যেন এই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হন। মাননীয় অশোকবাবু নিশ্চয়ই খবরাখবর রাখেন না, রাখলে তিনি একথা বলতেন না। যে আমাদের পার্টি পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতা [illegible] সম্পর্কে [illegible]। [illegible] মাধ্যমে [illegible] পার্টি সুস্পষ্টভাবে পাঞ্জাবের [illegible] করেছে। [illegible] তিনি আমাদের বাঙ্গালীদের দাবী বাঙ্গালীস্থান [illegible] আমাদের [illegible] বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে তাদের [illegible]। কিন্তু [illegible] আমরা লক্ষ্য করছি [illegible] এই [illegible] বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন [illegible] পাঞ্জাবের এবং [illegible] সাথে শ্রীমতি গান্ধী সেই আন্দোলনের প্রতি কঠোর হতে পারছেন না। তিনি তাদের [illegible] সঙ্গে [illegible] উপজাতি যুব সমিতি [illegible] করেছে [illegible] দিয়েছেন। সুতরাং আমরা দেখছি যে [illegible] সাহায্য করছে। ফলে এই [illegible] আন্দোলন [illegible] কংগ্রেস [illegible] যেমনভাবে মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। [illegible] শাসনকে আরো সুদৃঢ় [illegible] শ্রীমতি গান্ধী এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি কঠোর হতে পারছেন না।

[illegible] বক্তৃতায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতির [illegible]। আমরা প্রাথমিক স্তরে ককবরক ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছি। প্রাথমিক [illegible] কমিটি করেছি। [illegible] আমরা চালু [illegible]। আমরা মণিপুরী ভাষাও চালু করব। শুধু তাই নয় আর যে কোন উপজাতিদের [illegible] শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেব যদি সেই ভাষায় উপযুক্ত পুস্তক রচিত হয়। [illegible] সেই দিক থেকে আমাদের নীতি [illegible] পরিষ্কার। আর একটা জিনিষ আমি [illegible] রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে যে এই শিক্ষার ব্যাপারে। আমাদের ত্রিপুরা [illegible] বাজেট [illegible] ১৯[illegible] সাল থেকে তাহলে দেখবেন যে বাজেটের শতকরা ১৯ [illegible] শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। গোটা ভারতবর্ষের বাজেটের মাত্র শতকরা এক [illegible] শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। এবং আমাদের দেশে ছাত্র সমাজের দাবী [illegible] শতকরা ১০ ভাগ। আমরা তার চেয়েও অনেক বেশী খরচ করেছি ত্রিপুরা রাজ্যে [illegible] উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে এই পাঁচ বছরের মধ্যে দুটো কলেজ স্থাপন [illegible]। একটা কলেজের বিল্ডিং কমপ্লিট হয়েছে। আর একটা কলেজ উদয়পুরে [illegible] হয়ে যাবে। এবং আমরা [illegible] ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি [illegible] কলেজে এডুকেশান, কমার্স, ম্যাথেমেটিকস্ চালু করতে। আমরা এবারও আশা করেছিলাম, এবারই চালু করব। কিন্তু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ফাইনেল মতামত না দেওয়াতে এখনও চালু করতে পারি নি। আমরা আশা করি আগামী

বছর চালু করতে পারব। এবং ন্যাশনাল টেকস্ট বুক তৃতীয় শ্রেনীতে গনিত এবং বাংলা এবং বিজ্ঞান এবং ককবরক উভয় ভাষাতেই চালু হয়েছে। চতুর্থ শ্রেনীতে সমাজ বিজ্ঞান, এটা শুধু বাংলা ভাষাতেই হয়েছে। উপজাতি এলাকায় করবুকে একটা ট্রাইবেল ছাত্রাবাস আমরা করেছি। এখন সেখানে ৭৪জন ছাত্র বাস করছেন। মাননীয়া গীতা চৌধুরী বলেছেন, টাকা খরচ হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে কোন স্কুল নেই, বোডিং হয় নাই। সেই হোষ্টেল হয়েছে এবং সেখানে ৭৪ জন ছাত্র পড়াশুনা করে এবং স্টাইপেণ্ড পায়। শিকারিবাড়ীতে দুটি বোডিং হবে। একটি ছেলেদের জন্য এবং একটি মেয়েদের জনা। হরিনাতে একটি ট্রাইবেল হোস্টেল আমরা করেছি। আপাতত ৩০ জন ভর্তি হয়েছে এবং আশা করছি ৫০ জন পেরিয়ে যাবে। ট্রাইবেল মেয়েরা যাতে লেখাপড়া করতে পারে তার জন্য আমাদের টাকা বরাদ্দ আছে। এডাল্ট এডুকেশান ২,৯৬০টি কেন্দ্র আছে। এবার আমরা আরও চারশটি কেন্দ্র নতুন খুলব এবং আশা করছি নতুন ফিনানসিয়াল ইয়ারে কমপ্লিট করতে পারি। ১,২৪৭টি সাবপ্লেন এরিয়াতে হবে। কাজেই এটা মনে করার কোন কারন নেই যে একটা নির্ধারিত এলাকার প্রতিটি বামফ্রন্ট সরকার দৃষ্টি দিচ্ছে। প্রতিটি এলাকাতেই দৃষ্টি দিচ্ছে। টোটেল এনরোলমেন্ট ৬০,০০০ এর মত আছে এবং টোটেল বালোয়ারীর সংখ্যা আনুপাতিকভাবে আমরা বাড়াচ্ছি। এর আগে ত্রিপুরা কংগ্রেস রাজত্বে মাত্র ছিল ১৬৩টি এবং সাবপ্ল্যান এরিয়াতে এই সরকার আসার আগে ত্রিপুরা বলতে বালোয়ারী কেন্দ্র ছিল না। আমরা ৪২০টা নূতন বালোয়ারী কেন্দ্র করেছি। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র হচ্ছে মোট ২,৯৬টি। সুধীর বাবুদের ৩০ বছর রাজত্বে ১৬০ এবং বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ২,১০৫টি। পারকরমেন্টটা দেখুন। মিড-ডে- মিল এখন ত্রিপুরাতে ২,৬০,০০০ ছাত্রছাত্রী আছে প্রাইমারী স্টেজে লেখাপড়া করছে। এদের মধ্যে ১,৭,০০ কে আমরা মিড-ডে-মিল দিয়ে কাভার করেছি। এদের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যকলা ওয়ান থেকে এই পর্যন্ত শতকরা ৮৮ ভাগ ছাত্রছাত্রী মিড-ডে মিল পাচ্ছে। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল কংগ্রেস রাজত্বে ছিল ৩০টা ৩০ বছরে। আর ৫৪টা আপগ্রেড করেছি এবং তার মধ্যে সাবপ্ল্যান এরিয়াতে ৪৫টা অ্যাড করেছি। কাজেই একটি নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সিনিয়ার বেসিক স্কুল নুতন ১৭৬টি করেছি। সাবপ্ল্যান এরিয়াতে ৭৬ করেছি আমরা পাচ বছরে। প্রাইমারী স্কুল টোটেল ৬০টা। এস. সি. এরিয়াতে ১০টা, এস. টি এরিয়াতে ৪০টা। হাইস্কুল আমরা করেছি ১৩৩টা। স্কুল ঘর পোড়ানো হয়েছে, ফার্নিচার নষ্ট করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকা আমাদের ক্ষতি করা হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে ওদের সংগঠন নেই, কৃষকদের মধ্যেও নেই। কর্মচারীর মধ্যেও নেই। কোথাও দাঁত ফোটাতে পারছে না। এখন শুধু রাত্রির অন্ধকারে কয়েকজন সমাজদ্রোহী আগুন লাগাচ্ছে ৫,০০০টি স্কুল আমাদের রিপেয়ার করতে হয়েছে। কংগ্রেস রাজত্বেতো কিছুই দিয়ে যায় নি। একদম খালি। ....

কারন কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে তো কিছুই করা হয়নি, একেবারে খালি। শ্মশান থেকে আমাদের তুলে আনতে হয়েছে। আর যদি শিক্ষক নিযুক্তির কথা বলেন, তাহলে বলব যে এই ফিনান্সিয়েল ইয়ারের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক আছেন, বয়স্ক শিক্ষক ও আছেন আমাদের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর শিক্ষা নীতির অনেক ফারাক আছে, ইন্দিরা গান্ধী তো শিক্ষার জন্য শতকরা ১ ভাগ টাকাও খরচ করেন না। আবার ইদানিং টেলিভিশন প্রচার করার জন্য উনি তো উঠে পড়ে লেগেছে, মানুষকে চাকুরী দেওয়ার কোন মাথা ব্যথা তাঁরা নাই। তিনি বলছেন আগামী এক বছরে চাকুরী কাউকে দেওয়া হবে তবে সবাইকে টেলিভিশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই টেলিভিশন হচ্ছে, একটা মিডিয়াম, এই টেলিভিশন প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে সংস্কৃতির দিকে না নিয়ে অপসংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, অর্থাৎ কিনা মানুষের ব্রেইন ওয়াস করা করা হবে, বাংলায় যাকে বলা হয় মগজ ধোলাই অবশ্য অন্যান্য টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেই শিক্ষা বিস্তার হবেনা। তা সত্যেও আমরাও টেলিভিশন চাই, কিন্তু তার চাইতে আমাদের যেটা বেশী চাই, সেটা হল, সেটা হল মেডিক্যাল কলেজ, আইন কলেজ, কারন আপনারা জানেন যে এগুলি আমাদের এখানে নাই, আমরা অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই সব চাহিদার দিকে মোটেই নজর দিচ্ছেন না। তারপর আগরতলা পর্যন্ত রেলগাড়ী আনতে চাই, কিন্তু সেই রেলগাড়ীও আমাদের দেওয়া হবে না। আমাদের এখানে একটা কাগজের কল চাই, আরও একটা জুট মিল চাই, কিন্তু এসব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ কেন্দ্র এগুলি করার জন্য আমাদের টাকা দিচ্ছেন না, অথচ টেলিভিশন এর জন্য টাকা আছে। টেলিভিশন আমারও চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেগুলির প্রয়োজন আছে, সেগুলিও আমাদের চাই। কাজেই লক্ষ করছেন যে আমাদের সংঙ্গে এ ইন্দিরা গান্ধীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তারপর ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের পুনর্বাসনের জন্য নতুন নতুন স্কীম করেছি, তার মধ্যে রিজার্ভ এলাকায় প্লেনটেশানের মাধ্যমে রিহেবিলিটেশন দেওয়ার একটা স্কীমও আছে। এর জন্য ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা আমরা বরাদ্ধ চেয়েছি, তাছাড়া এ.ডি.সির জন্য আলাদা ভাবে ধরা আছে, অবশ্য তাদের নিজস্ব কিছু ইনকামও আছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এই সব গরীব ট্রাইবেলদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকার তার ইনডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাকটের মধ্যে বলে দিয়েছেন যে রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায়, কাউকে জায়গা দেওয়া চলবে না। অথচ আপনারা লক্ষ করবেন যে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত, ত্রিপুরার রাজ্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, এই রাজ্যে সমতল ভূমি লোক সংখার অনুপাতে একেবারেই কম। কাজেই কাউকে পুনর্বাসন দিতে হলে, আমাদের রিজার্ভ এলাকার মধ্যেই দিতে হবে, সমতলে পুনর্বাসন দেওয়ার মত জায়গা আমাদের

নেই। এতদসত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট এ্যামেণ্ড করে যে বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন তাতে আমরা ভীষন উদ্বিগন। এই সমস্ত জুমিয়াদের দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের এই এ্যাক্টকে পরিবর্তন করার দরকার, অথচ সেটা তারা করবেন না। আমরা আশা করছি যে বিরোধী দলের যারা এখানে আছেন. তারা এই অবস্থাটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কিন্তু তাসত্বেও তাঁরা এই ব্যাপারে কিছুই বলবেন না। (বিরোধী বেন্চ পশ্চিমবঙ্গ কি হচ্ছে. একটু বলুন না)। হাঁ শুনতে চাইলে নিশ্চয় বলব। পশ্চিমবঙ্গ কেন. ত্রিপুরা পশচিম বঙ্গে যে সি, পি. এম দল সরকারে আছে. সেই সি, পি এমের বিরোধী একটি শক্তির উত্থাপন হয়েছে। এতে হয়তো আপনারা আনন্দিত হতে পারেন। কিন্তু তাতে আনন্দিত হওয়ার মত একটা বিষয় নয়. কারন সেখানে কমিউনিষ্ট বিরোধী একটা দল করাতে হচ্ছে, তাই অসংঘটিত ভাবে হলেও সেই রকম একটা চেষ্টা চলছে। কিন্তু তার মধ্যে কার কণ্ঠস্বর ? এই কণ্ঠস্বর হচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের।

আন্তর্জাতিক ভাবে কমিউনিষ্ট বিরোধীতা করার জন্য সারা বিশ্বব্যাপী একটা চক্রান্ত চলছে এবং সেই চক্রান্তের জাল ভারতবর্ষের চারদিকেও পাতা হয়েছে। আমেরিকাণ সাম্রাজ্যবাদের কণ্ঠস্বর মানেই হচ্ছে সি. আই. এর কণ্ঠস্বর। কাজেই এই কণ্ঠস্বর শুনে আপনাদেরও সুখী হবার কিছু নেই, এটা আপনাদের মনে রাখার দরকার। কারণ পশ্চিম বঙ্গ বা ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট শক্তি. এটা হচ্ছে একটা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক শক্তি কাজেই এ অশুভ শক্তির সম্পর্কে আমাদের সবারই সাবধান থাকতে হবে। কাজেই ওঁরা সুধীর বাবুদেরও আনন্দিত হবার কিছু নেই। যা হউক যে কথা আমি বলছিলাম তাতে আবার ফিরে আসছি. সেটা হচ্ছে ৩১ শে জানুয়ারী ১৯৮৪ সাল পর্য্যন্ত জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ২. ৭২২ টি পরিবারকে আমার সাহায্য করতে পেরেছি. এটার এর ডিভিশন-ওয়াইজ হিসাব আমার কাছে আছে, কিন্তু সময়াভাবে আমি সেটা বিস্তারিত দিতে যাচ্ছি না। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি যে এই হাউসে সেই গরীব জুমিয়াদের সম্পর্কে কোন কথা নেই, ভূমিহীনদের সম্পর্কে কোন কথা নেই, কৃষকদের জমিতে জলসেচের কোন কথা নেই, কিন্তু কর্মচারীদের জন্য সেন্ট্রাল ডি, এর কথা বলা হয়েছে যে কেন তাদেরকে সেন্ট্রাল ডি. এ. দেওয়া হচ্ছে না। এর জবাব অবশ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন. আমি আর এই সম্পর্কে কিছু বলতে যাচ্ছি না। তবে এটা ঠিক যে এই বামফ্রন্টের আমলে কর্মচারীরা তাদের স্বার্থ এবং সামজেন অন্যান্য অংশের স্বার্থ সম্পর্কে হয়েছে সচেতন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার ৫ বৎসরের মধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী, বে-সরকারী শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন দিয়ে নতুন বেতনক্রম নির্বাচণ করেছেন। শিক্ষকদের সিনিয়ারিটি লিষ্ট আগে কোন দিনই ছিল না। কিন্তু এই সরকারের আমলে সেই সব শিক্ষকদের সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী হয়ে গেছে এই রাজ্যের মধ্যে যে সব কলেজ শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে এসেছেন, তাদের কনফার্মে

শনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না কিন্তু বামফ্রন্ট আসার পর বেশ কয়েক শত কলেজ টিচার্সকে কনফার্মেশন করেছেন। শুধু কি তার, কংগ্রেস আমলে কর্মচারীদের রিক্রুয়েটমেন্ট রুলস বলে কিছু ছিল না, অন্ততঃ সুধীর বাবুকে স্বীকার করতে হবে যে সেই সময়ে রিক্রুয়েটমেন্ট রুলস বলে কিছু ছিল না, একটা পোস্ট কি ভাবে এ্যাপয়েনন্টমেন্ট হবে. তার কোন বালাই ছিল না। অথচ আজকে তারাই এখানে কর্মচারীদের জন্য কুম্ভিরাশ্রু ফেলছেন, এর মধ্যে এদের কি উদ্দেশ্য আছে. তা আমি বলতে পারছি না। আমি আমার শিক্ষা দপ্তর সম্পর্কে বলতে পারি যে এরই মধ্যে ২৮ টি পোস্টের রিক্রুয়েডমেন্ট রুলস্ ফাইনালাইজ হয়ে গেছে। কাজেই আপনাদের -সুধীর বাবুদের দল যতই চিৎকার করুন না কেন কর্মচারীদের বিবেক আছে এবংআর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি শ্যামাচরন বাবু বলেছেন যে বিনন্দ জমাতিয়ার আত্মসমর্পন ছাড়া তাদের আর অন্য পথ ছিলনা। এবং তিনি আরও বলেছেন যে আত্ম-সমর্পেনের সময় কতগুলি দেশী বন্দুক সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে ভাল ভাল অস্ত্র রেখে দিয়েছে। আজকে আবার উল্টা সুরে কথা বলছেন তিনি বলছেন যে উদের হাতে ভাল বন্দুক ইত্যাদি ছিল না শুধু টি.এন, ভির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা আত্মসমর্পন করছে। তাদের হাতে বন্দুক ছিল না। এটা অবশ্য আমাদের জানার কথা নয় বিনন্দ জমাতিয়াদের হাতে কত অস্ত্র আছে তাদের হাতে দেশী বন্দুক আছে কি ভাল বন্দুক আছে সেই খবর শ্যামাচরন বাবুরাই ভাল বলতে পারবেন। কারন বিনন্দ জমাতিয়ারাতো উদেরই সন্তান, কাজেই এই খবর শ্যামাচরন বাবুরাই বলতে পারবেন, তবু একটা জিনিষ আমি হুসিয়ারী দিতে চাই টি,ইউ.জে,এস,র ছাত্র সংগঠন টি.এস, এফ. যারা ত্রিপুরার বিধান সভার শতকরা ৫০ ভাগ আসন রিজার্ভে দাবী করেছে ইনার পারমিট লাইন চালু করার দাবী করছে (ইন্টা-রাপশান — ভয়েস টি. এস, এফ. আমাদের নয়) ঠিক আছে আপনাদের যদি না হয় তাহলে টি,এস,এফ.র এই দাবীর প্রতিবাদ করুন, সেটা আমরা দেখতে চাই। নইলে এই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুধু ত্রিপুরাকেই নয় গোটা ভারতবর্ষের পক্ষেই মারাত্মক হয়ে উঠবে। এই কথা ট্রাইবেলদের মুক্তি আসবে না এবং আজকে আপনারা দেখছেন যে মিজো-রামে এক ট্রাইবেল আর এক ট্রাইবেলকে বলছে সেখানে চাকমাদের বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের উপর অত্যাচার চলছে ঠিক তেমনি ভাবে অরুনাচলেও চাকমাদের উপর অত্যাচার চলেছে। এইভাবে কি ট্রাইবেলদের মুক্তি আসবে। আমাদের ত্রিপুরায়ও কি এই জিনিষ চলতে থাকবে? ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া. নোয়াতিয়া, এদের জন্যকি আলাদা আলাদা খণ্ড ভাগ করে দিতে হবে? এর শেষ কোথায়? ট্রাইবেলদের যদি গন চেতনা না থাকে তাহলে একদিন গোটা ভারতবর্ষের পক্ষেই মারাত্মক হয়ে উঠবে। কাজেই এটাকে যারা মৌখিক ভাবেও সমর্থন করবে তারা দেশের শত্রু। কাজেই সেই দিকটা আমাদের বুঝতে হবে। টি,এস.এফ, আমাদের কেউ নয় এই কথা শুধু মুখে বললেই হবে না তার বিরুদ্ধে বক্তব্য

রাখতে হবে। আজ কাজেই সেই দিক চিন্তা করে আজকের এই বাজেট —এই বাজেট দ্বারা ট্রাইবেলদের অনগ্রসরতা তাদের পুনর্বাসন তাদের আর্থিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং তাদের মাতৃভাষার বিকাশের জন্য এবং তেমনিভাবে ত্রিপুরার অন্যান্য গরীব অংশের মানুষের জন্য— আজকে ত্রিপুরার ২ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ আছে তাদের রিলিফ দেওনার কথা চিন্তা করে এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে যতটুকু করতে পারা যায় এবং বাজেট বরাদ্দদের পাই পয়সাও যাতে তাদের কল্যানে কায় করতে পারে যাতে বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষ উপকৃত হতে পারে তার জন্য বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের কাছে এই বাজেটকে সমর্থন জানানোর জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সেনপ্রসাদ মলসাই।

শ্রী সেন প্রসাদ মালসই :— মাননীয় স্পীকার স্যা, গত ১৬ই মার্চ ১৯৮৪ই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার মাতৃভাষায় আমার বক্তব্য রাখছি। (এরপর মাননীয় সদস্য মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখবেন)।

(কক-বরক)

মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৬ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮৪-৮৫ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছিল তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি মাতৃভাষায় রাখছি। বিরোধী দল রগ বাজেটনি সমর্থন থালাই খাঁয়া, কাজেই অ বাজেটন যদি সঠিক ভাবে যে গ্রহণ খালাই মানয়া যে সামনে ক্ষতি আংনাই। কারন কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য শাসন খালাই তংমানি সময়, আকুরনি ঘটনারগ ত্রিপুরা ২২ লক্ষ বরকনি পুরাপুরি অভিজ্ঞতা তংগ। কারণ আনময় বরক মাচায়া থাইয়া, থানাংয়া অনেক বরক মৃত্যু বরক থালাইয়া কাজেই তাবুক বামফ্রন্ট সরকার কাইমার্থন পরে কেইব থাচায়া তংয়া। কাজেই রাষ্ট্রপতি শাসননিং বাসাই যে আওয়াজ তিনিমানি তাং কোনপ্রকারেই সম্ভব আ'যা বরক তাবুক চেষ্টা খালাই তংগ যে, মাচায়া যদি রাষ্ট্রপতি শাসন মানখে, আব বরকনি সুবিধা কাজেই বরক অ বাজেটন কোনদিন সমর্থন খালাই মানিয়া। কারণ, এক সময় বরক নিজে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য শাসন খালাই তংখা, এক সময় চিনি মাত্র বরকথামসে বাকী বেবাগন বরক, আ সময় বরক সমর্থন খালাই কাইঅ তাবুক থালাই মানিয়া আব ত্রিপুরানি চিত্র ত্রিপুরাম শাসন থালাইমানি চিত্র। আব প্রমাণিত আংখা সর্বত্র ত্রিপুরা রাজ্য বরক এমন অবস্থা খালাইয়া জাগা জাগা ত্রিপুরান বরক চারিখা, নিজেনি দেশ চারিখা, নক জমিজমা সব কিছু হাবেখা। দুর্দশোর পহাঙন নি ইয়াংগ সমস্ত কিছু ইবাকারাই বা বাখা।

কাজেই গণ্ডগোল সৃষ্টি কারী, সেই দের্শা সৃষ্টিকারী কংগ্রেস বাজেটন সমর্থন থৌলাইখে ত্রিপুরা অ রাং ফাইখে সেই রাংবাই সমস্ত ত্রিপুরানি ৮০ শতাংশ বরক যারা দরিদ্র সীমার্থনি তলা তংনাই আবহাই ২২ লক্ষ বরক যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে নিরক্ষর বরকন চিরদিন নিরক্ষর তংনানি সম্ভব আংগৌলাক থাবনি বাগৗইন বরক বিরোধী থৌলাইঅ। অব যত বরকন উংকলক সিকিলীগাই তংনানি চেষ্টা। শিক্ষা যদি বাবিন চোন বারিখে, চেতনা বারিখে বরকনি পক্ষে অসুবিধা। অবান বাং কোনদিন বরক সমর্থন থৌলাই মানিয়া। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, চিনি দুঃখ তংগ দীর্ঘ তব বছর কংগ্রেস শাসন নি দুঃখ। তিনি সমস্ত বিরোধী পক্ষ কাহাম নাইয়া। তিনি মিজোরাম হাই পারাসই কংগ্রেস শাসনানি ফলে হাবাই যা থৌংখা আব কংগ্রেস শাসনানি অভিজ্ঞতা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ৮-৯ হাজার হাজার বরক জমাং থালাই, ত্রিপুরানি বররক উদ্বাস্তু আংখা হীনাই সাঅ কাজেই অ সার্থকে বরক কাহামনেইন সিঅ তাদুক বরকসে গুণ্ডারগান লগেসে তংগ। বিশৃংখলা থৌলাই তংগ আবান পরে রাষ্ট্রপতি শাসন নাই তংগ কংগ্রেস সং। কাজেই অ বিলঅ আবাহাই কক-কৗরাই অর্বান বাং বরক বিরেধী থৌলাই অ বানচান থৌলাই নয নাই। আসৗক সাই আনি কক-পাইরৗখা।

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ১৬ই মার্চ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য মাতৃভাষায় রাখছি। বিরোধী দলগুলো এ বাজেটকে সমর্থন করছেন না, কাজেই আমরা যদি এ বাজেটকে গ্রহন করতে না পারি তাহলে সামনে ক্ষতি হবে। কারন কংগ্রেসী শাসনের সময়ের ঘটনাগুলো ত্রিপুরার ২২লক্ষ মানুষের অভিজ্ঞতায় রয়েছে। সে সময় না খেয়ে অনেক মানুষকে মৃত্যু বরন করতে হয়েছিলো। এখন বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে কোন মানুষ না খেয়ে মরে না। কাজেই রাষ্ট্রপতির শাসন চাই বলে যে আওয়াজ তুলা হয়েছে সেটা অসম্ভব। এখন তারা চেষ্টা করছেন মানুষ না খেয়ে মরলে রাষ্ট্রপতির শাসন পাওয়া গেলে তাদের অনেক সুবিধা হবে। সেই কারনে তারা এ বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। এক সময় তারা এ রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। আমাদের মাত্র তিন জন প্রতিনিধি ছিলেন। তখন তারা সমর্থন করতেন, এখন করতে পারছেন না। এটাই হল বর্তমান ত্রিপুরার চিত্র। ত্রিপুরাকে শাসন করার চিত্র। এটা প্রমানিত সত্য যে তখন জায়গায় জায়গায় ত্রিপুরার মানুষেরা জমিজমা হারিয়েছে। সবকিছু মহাজনদের হাতে দিতে বাধ্য হয়েছে। দেশ হারিয়েছে মাটি হারিয়েছে বাস্তুভিটি হারিয়েছে। কাজেই গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী দুর্ণা সৃষ্টিকারী কংগ্রেস এই

বাজেটকে সমর্থন করলে ত্রিপুরার টাকা এলে, সেই টাকা দিয়ে ত্রিপুরার ২২লক্ষ মানুষ যার দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে. শিক্ষায় যারা নিরক্ষর তাদের আর নীচে ফেলে রাখা যাবে না। এই কারনে তারা এ বাজেটকে সমর্থন করতে পারন না। এটা মানুষকে পেছনে ফেলে রাখার অপচেষ্টা। শিক্ষা বাড়লে, জ্ঞান বাড়লে. চেতনা বাড়লে তাদের পক্ষে অসুবিধা। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মুরন আছি। দীর্ঘতম বছর কংগ্রেস শাসনের মুরন। আজকে সমাজ বিরোধী গ্রুপ ভালোটা চাইছেন না। আজকে হাক পারমেন্ট মিজোরামে কংগ্রেসী অপসানের জন্য বকে যেতে হয়েছে। এটা আমাদের অভিজ্ঞতা। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ৮-৯ হাজার জমায়েৎ করে বলতেন আমরা উদ্বাস্তুতে পরিনত হয়েছি। আজ তারাই গুণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। বিশৃঙ্খলা করছেন। তারপর কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির শাসনে চাইছেন। কাজেই এই বিলে সেরকম কথা নেই বলেই তারা বিরোধীতা করছেন এটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রীভানুলাল সাহা।

শ্রীভানুলাল সাহাঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার. বিগত ১৬ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে রাজ্যের গরীব জনগনের স্বার্থে কলেবরবৃদ্ধি যুক্ত একটা বাজেট আমাদের সামনে পেশ করেছেন। ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেটের চেয়ে টাকার অংকের দিকে থেকে শতকরা ১৫ ভাগ বেশী। বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করছেন তার টাকার সংস্থানের জন্য বিধানসভার বাহিরে ও ভিতরে লড়াই করতে হয়েছে। আমরা দেখছি, এই বিধানসভায় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটের বিরোধীতা করতে গিয়ে সরকারী কর্মচারীদের মেকি বন্ধু সেজেছেন। আমরা দেখছি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ওরা কর্মচারীদের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করছেন। বলা হচ্ছে যে. ১৫টা ডি, এ কর্মচারীদের কেন নগদে দেওয়া হচ্ছে না ? আমি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই আমার ১২ বৎসরের কর্মচারী জীবনের কংগ্রেস আমলের অভিজ্ঞতা। ১৯৭৩ সনে কংগ্রেসীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতায় আসেন। ১৯৮৪ সালের আগষ্ট মাসে কর্মচারিদের আন্দোলনের চাপে পড়ে তারা মাত্র ৮,৫০ পয়সা ডি এ বৃদ্ধি করেছিল। তখন থেকে কর্মচারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে কেন্দ্রিয় হারে ডি, এ, পাওয়ার জন্য এক নাগাড়ে সংগ্রাম করে আসছে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যতদিন তারা ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রেল ত্রিপুরা রাজ্যে সমন্বয় কমিটি এক দিনের প্রতিক ধর্মঘট করেছিলেন। তার জন্য অনেক কর্মচারীর বেতন কর্তন করা হল, সাসপেণ্ড করা হল. বদলি করা হল. এবং সর্বোপরি কর্মচারিদের পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হল।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য আগামী কাল রাখতে পারবেন। এই সভা আগামী কল্য ২৩শে মার্চ বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবি ঘোষণা করা হল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question no :— 4
Name of the Member :— Shri Fayzur Rahaman,
Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to State :—

-: প্রশ্ন :-

১) ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার ইছাইলালছড়া গাঁওসভায় সরকার একটি উপতথ্য কেন্দ্র মঞ্জুর করা সত্বেও কোন পত্র-পত্রিকা উক্ত কেন্দ্রে দেওয়া হচ্ছে না ?
২) সত্য হইলে তার কারন ?—

-: উত্তর :-

১) ধর্মনগর মহকুমার ইছাইলালছড়া গাঁওসভায় একটি উপতথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও যথাসময়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই উপতথ্য কেন্দ্রের জন্য নির্দ্ধারিত পত্র পত্রিকাগুলিও ডাকযোগে এই দপ্তর থেকে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।
২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.20
Name of Member :— Shri Subodh Ch, Das. M. L. A.
Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

১) ১৯৮২-৮৩ ইং এবং ১৯৮৩-৮৪ ইং সনের আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে মোট কত লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদন করা হয়েছে ?
২) তার মধ্যে কত পোনা জনসাধারণের মধ্যে বন্টন (বিক্রি) করা হয়েছে, এবং
৩) কত পোনা মরে গিয়েছে;
৪) যে সব পোনা বন্টনের পূর্ব্বেই মারা গিয়েছে তার মোট মূল্য কত ?

উত্তর

১) ১৯৮২-৮৩ ইং ১৯৮৩-৮৪ ইং সালের জানুয়ারী, ১৯৮৪ ইং পর্যান্ত মৎস্য বিভাগ কর্ত্তৃক উৎপাদিত মাছের পোনার ব্লক ভিত্তিক পরিমান এইরূপ :—

ব্লকের নাম—	উৎপাদি চাবা পোনার সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	
	১৯৮২-৮৩ ইং	১৯৮৩-৮৪ ইং (জানুয়ারী পর্যন্ত)
কাঞ্চনপুর—	০·২২০	১·৫০০
পানিসাগর—	৪·৮৫০	৪·০০০
কুমারঘাট—	১·০৬০	২·০৯০
সালেমা—	০·১৭০	১·০২০
খোয়াই—	১·২৫০	১·২১০
তেলিয়ামুড়া—	১·২৫০	৭·৩০০
মোহনপুর (লেম্বুছড়া)	১·২৯০	৩·১৭০
জিরানীয়া	০·৮৬০	৬·০৩০
মেলাঘর	১·৮৫০	০·২৫০
মাতাবাড়ী (উদয়পুর)	৭·৬১০	৩·৩৫০
সাতচাঁদ	২·৬১০	০·৩০০
অমরপুর	৭·৮০০	১০·৩২০
ডুম্বুরনগর	——	৫·০০০
আগরতলা (পৌরএলাকা)	৪·৪৩০	৫·৫৬০
মোট:—	৩৫·২৫০	৪৪·১০০

উৎপাদিত চারা পোনার মধ্যে যাহা জনসাধারনের নিকট বিক্রি করা হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক এইরূপ:—

ব্লকেব নাম	বিক্রিত পোনার সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	
	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪ইং (জানুয়ারী পর্যন্ত)
কুমারঘাট	০·৭৮৭	০·৫১১
সালেমা	০·০৪৭	০·৪৯৫
খোয়াই	১·৮৫০	২·৫২০
তেলিযামুড়া	১·২৬০	০·৩০০
মোহনপুর	১·০৫০	২·৬৬০
জিরানীয়া	১·০২০	৩১২০

উৎপাদিত চারা পোনার মধ্যে যাহা জনসাধারনের নিকট বিক্রি করা হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক এইরূপ :—

ব্লকের নাম	বিক্রিত পোনার সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে)	
	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪ইং (জানুয়ারী পর্যন্ত)
বিশালগড়	১'৫৩০	৪'০৪০
মেলাঘর	১'৮৫০	২'৪৩০
বাগমা	২'০০০	০'৫৫০
মাতারবাড়ী	৩'২১২	১'৫৭৪
রাজনগর	১'৫০৫	০'৮৫০
সাতচাঁদ	২'৩১৪	০'২৫০
কাঞ্চনপুর	০'১২০	০'৯০০
পানিসাগর	১'১২০	১'৭০০
অমরপুর	৬'০৫৭	——
আগরতলা (পৌরএলাকা)	১'১১০	১'৪৫০
মোট :—	২৭'০৩২	২৩'৩১০

৩) ১৯৮২-৮৩ইং সনে মোট ৩'১৬ লক্ষ চারাপোনা এবং ১৯৮৩-৮৪ সনে মোট ১৮'৫৫ চারাপোনা বন্যায় মরে গেছে ।

৪) মৃত চারাপোনার মূল্য টাঃ ০'৯৮৮ লক্ষ টাকা ।

Admitted Starred Question No. 38.

Name of Member :— Shri Rudreswer Das,

Will the Hon'ble Minister In Charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা রাজ্যের খাস ও সরকারী জলাশয় মৎসজীবিদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের মধ্যে আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে এবিষয়ে কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১) এইরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নাই ।

২) প্রশ্ন উঠেনা ।

S, O, No,60

Name of Member :— Shri Ratimohan Jamatia, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) আগরতলা হইতে টাকারজলা, জম্পুইজলা ও আঠারবুলা হইয়া উদয়পুর পর্য্যন্ত টি, আর টি, সি বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

২) যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপান্তরিত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) না থাকিলে তাহার কারন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিবহন মন্ত্রী।

১) হ্যাঁ, এই সার্ভিস ১৩/১/৮৪ইং হইতে চালু করা হইয়াছে।

২) ও (৩) নং ১ম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২. ৩ প্রশ্নোত্তর। ৩নং প্রশ্নে উঠে না।

Admitted Starred Question No. 78

Name of M. L. A, :– Shri Shyama Charan Tripura,

Name of Minister :— minister in Charge of L,S.G Department,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর শহর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে অনুদান দেওয়া হয়েছিল তাহা কৈলাশহর শহর উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ব্যয় করেছেন বা করছেন ?

২) যদি সত্য হয় ইহার কারন ?

উত্তর

১) ধর্মনগর শহর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কোন অনুদান পাওয়া যায় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 155
Name of the Member :— Shri Rabindra Deb Barma
Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Fisheries Department be pleased to State :—

১) অমরপুর মহকুমার রাইস্যাবাড়ীতে ডুম্বুরনগর জলাশয়ের মাছ কালেকশন সেন্টার খুলা কোন পরিকল্পনার সরকারের আছে কি ?

২) যদি থেকে থাকে তাহা কবে নাগাদ চালু করা হবে ?

৩) না থাকিলে তাহার কারন ?

উত্তর :-

১) বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

৩) রাইস্যাবাড়ী এলাকায় ধৃত মাছ নারিকেল বাগান এবং নারায়ন বাড়ী কেন্দ্রে সংগ্রহ হতে অসুবিধা না থাকায় সেখানে পৃথক কোন সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা প্রয়োজন হয়নি।

Admitted Starred Question No. 204
Name of Member :— Shri Samar Choudhury, MLA
Will the Hon'ble Minister in Charge of the Revenue Department be pleased to state—

-: প্রশ্ন :-

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যের বিভিন্ন পি.এফ এবং পি.আর.এফ এর মধ্যে যে সকল উপজাতি এবং অ-উপজাতি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবার দীর্ঘকাল যাবৎ স্থায়ী বসবাস করেছেন তাদের সেই সকল জমি আর, এফ,এর অন্তর্ভুক্ত দাবী তুলে কিছু সংখ্যক লোক Land Records upto date করার কাছে বাধা দিচ্ছেন. এবং

২) ভূমি ও বাস্তুভিটি গুলিকে স্থায়ী বসবাস কারীদের নামে record করার সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা ?

-: উত্তর :-

Minister In Charge of The Revenue Department : Revenue Minister

১) এমন কোন তথ্য সরকারের কাছে নাই।

২) বর্তমানে বাংলা পি. এফ. এর অস্তিত্ব নাই। কাজেই তৎকালীন পি. এফ. এলাকায় কেহ দখলকার থাকিলে যদি তিনি এলটমেন্ট নিয়ম অনুযায়ী যোগ্য বিবেচিত হন তবেই এলটমেন্ট পাইতে পারেন।

পি. আর. এফ. সম্পর্কে যদেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসারের রিপোর্ট পাওয়ার পর কত জমি রিজার্ভ ভুক্ত হবে সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এবং বাকী ভূমিতে দখলকার থাকিলে তাদের বিষয় এলটমেন্ট রোলস্অনুসারে বিবেচনা করা হইবে।

Admitted Starred Question no, 229

Name of the Member :— Shri Samir Kumar Nath, MLA

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Revenue Department to Pleased to state :—

১) ধর্মনগর মহকুমার চান্দপুর রেভিনিউ মৌজায় মোট কতটি উপজাতি ও অ-উপজাতি পরিবার খাস ভূমির উপর বসবাস করছেন ?

২) ইহা কি সত্য যে এসব সকারী উভয় সম্প্রদায়ের লোক অনেকেই দীর্ঘ দিনের দখলী খাস ভূমি রেকড ভুক্ত করার আবেদন করেও রেকড করাতে পারছেন না ?

উত্তর

১) উপজাতি — ২২টি পরিবার। অ-উপজাতি — ২০টি পরিবার।

২) এই সব পরিবারের দখলি কৃত ভূমি রিজার্ভ ফরেষ্ট ভুক্ত।

Admitted Starred Question No. 230.

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury, MLA

Will the Hon'ble Minister In Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) কাঞ্চনপুর মহকুমা সহ তিপ্রা এলাকায় সমিতির বর্তমানে সাড়ে সাত কানির কম জমির স্থায়ী এলটিদের কাছ থেকে নিজেদের খুশীমত উচ্চহারে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করে নিচ্ছে এই বিষয় সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?

২) উক্ত প্রান্তিক চাষিদের রাজ্যের অন্যান্য কৃষক নাগরিকদের মত খাজনা রেহাইয়ের কোন ব্যবস্থা সরকার বিবেচনা করেছেন কি না,

৩) কৃষক বিরোধী এই নিয়মগুলির বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) স্বস্তি সমিতি একটি সমবায় সমিতি। ইহা ১৯৭৮ সালে একটি কৃষি সমবায় সমিতি হিসাবে গঠিত এবং তাদের হাতে ৭৮০ দ্রোণ (প্রায় ৪৯৪২.৬০ একর) জমি আছে। তার করে এই অভিযোগ পাওয়া গেছে যে তারা সমস্ত সদস্যদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে রাজস্বের হার থেকে বেশী।

২ও৩) এই সমিতির সদস্যদের নিকট থেকে বিশেষ করে প্রান্তিক চাষীদের নিকট থেকে যে সব অভিযোগ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে তাদের জমির মালিকানা সমিতির মালিকানা হস্তান্তরিত করা যায় কিনা সরকার তা বিবেচনা করছেন।

Admitted Starred Question No 252
Name of Member :— Sri Samir Choudhury, MLA
Will the Hon'ble Minister in Charge of the Transport Department be pleased to state—

-: প্রশ্ন :-

১) ত্রিপুরায় রেলসম্প্রসারনের কোন কোন বিষয়ে কাজের অগ্রগতি বন্ধ থাকায় রাজ্য সরকার কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন কি,

২) করে থাকলে সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কি জানিয়েছেন ?

-: উত্তর :-

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১) হ্যাঁ।

২) দ্রুত কাজ সমাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন।

Admitted Starred Question No :— 260
Name of the Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhowl
Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরা আমবাসা হইতে কমলপুর এবং ছৈলেংটা হইতে কৈলাশহর পর্য্যন্ত যাতায়াতের সুব্যবস্থার জন্য "সিটিবাস" চালু করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা এবং

২)' যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়;

৩) যদি না থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

-: উত্তর :-

পরিবহণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১ও২) যেহেতু কমলপুর, আমবাসা, ছৈলেংটা ও কৈলাশহর কোনটাই "সিটি" নয় সেই জন্য সিটি বাস চালু করার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

৩) উল্লেখিত স্থানগুলিকে বাস সার্ভিস দ্বারা সংগযোগ করিবার জন্য যে যে রুটে বর্ত্তমানে সার্ভিস চলিতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

ক) ধর্মনগর কৈলাশহর ও ছৈলেংটা ছামনু রুটে টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস দিতেছে।

কৈলাশহর মটরকর্মী সমিতি কৈলাশহর ছৈলেংটা ছামনু রুটে ২টি মিনিবাস সার্ভিস চালাইতেছে।

খ) আগরতলা হইতে আমবাসা হইয়া কমলপুর এবং ধর্মনগর হইতে আমবাসা হইয়া কমলপুর রুটে T R T C বাস সার্ভিস চালাইতেছে।

গ) ইহা ব্যতিত বে-সরকারী বাস সার্ভিস ও এই রুটে চলিতেছে যথা :—

ত্রিপুরা বাস এসোসিয়েশন আগরতলা হইতে আমবাসা হইয়া কমলপুর এবং কমলপুর হইতে আমবাসা হইয়া আগরতলা পর্য্যন্ত একটি করিয়া বাস সার্ভিস প্রতিদিন দিতেছে। এই সার্ভিসগুলি ছাড়াও কমলপুর আমবাসার মধ্যে ১টি সাটেল সার্ভিস দিবার জন্য ঐ এসোসিয়েশনকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

ঘ) কমলপুর মটর শ্রমিক সমবায় সমিতি—

কমলপুর আমবাসা- গণ্ডাছড়া রুটে ১টি মিনিবাস চালাইতেছে। উল্লেখ থাকে যে উক্তরুটে আরও ৩টি মিনিবাস নামাইবার জন্য পারমিটের অফার দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 265

Name of Member :— Shri Ahri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার স্বয়ং সম্পূর্ণ টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট জমি হস্তান্তর করার কোন ব্যবস্থা করছেন কিনা ?

২) উক্ত জমি হস্তান্তর না করে থাকলে কারন,

উত্তর

২) হ্যাঁ, করা হচ্ছে ।

৩) প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 239

Name of the member :— Shri Makhan Lal Chakraborty. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Revenue Department be Pleased to state.

১) [illegible] কালে রাজ্যে কত সংখ্যক জোতদার ভূমি রাজস্ব থেকে রেহাই পেয়েছেন ।

উত্তর

১) প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক ২,৪৭,০০০ । তৌজি সংশোধন হইলে প্রকৃত হিসাব পাওয়া যাইবে ।

Admitted Starred Qnestion No. 284.

Name of the Member :— Smti Ratna Prava Das, MLA

Will the Hon'ble Minister In Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কাঞ্চনপুর থেকে লালজুরি এবং লালজুরি থেকে জলেভাসা পর্যন্ত বাস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২) যদি থাকে তবে কতদিনের মধ্যে তা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীঃ— 'পরিবহন মন্ত্রী ।

১) কাঞ্চনপুর থেকে লালজুরি এবং লালজুরি থেকে জলেবাসা বাস সার্ভিস চালাইবার জন্য আপাততঃ সরকারের কোন সিদ্ধান্ত নাই । রাস্তাটি বাস চলাচলের উপযুক্ত হয় নাই ।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question no, 285

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty,
Will the Hon'ble Minister in Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে রাজ্যে তথ্য কেন্দ্র, উপতথ্য কেন্দ্র ও লোকরঞ্জন শাখার সংখ্যা কত ছিল;

২) ১৯৮৪-৮৫ সালের আর্থিক বৎসরে নূতন আর কতগুলি কেন্দ্র খোলা হবে; (লোক রঞ্জন শাখা, পল্লী বেতার গোষ্ঠী ও উপতথ্য কেন্দ্র)

৩) কল্যানপুর উপ-তথ্য কেন্দ্রটিকে তথ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে মোট ১৭টি তথ্য কেন্দ্র ছিল। ষাটের দশকের শেষ দিকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২৭৫টি লোকরঞ্জন শাখা, ১৫১টি উপতথ্য কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে খোলা হয়েছিল। পরবর্তী কালে ১৯৭২ সালের শেষ দিকে তদানিন্তন সরকার ঐসব প্রতিষ্ঠানে সর্ব্ব রকম সাহায্য বন্ধ করে দেন। ফলে সব কটি কেন্দ্রেই অচল হয়ে যায়।

২) ইহা আর্থিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করছে।

৩) আপাততঃ না।

Admitted Starred Question No: :— 286

Name of M. L. A, :— Smti Gita Choudhury,
Will the Hon'ble Minister in Charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য আগরতলা শহরের ২নং রুটে টাউন বাস চলাচল করে না;

২) সত্য হইলে তাহার কারন,

৩) উক্ত রুটে পুনঃ বাস চলাচলের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীঃ পরিবহন মন্ত্রী ।

১) এই রুটে-বর্তমানে বাস চলাচল করিতেছে । তবে এই রুটে সাময়িক ভাবে কিছুদিন বাস চলাচল বন্ধ ছিল ।

(২ ও ৩) উত্তরের অপেক্ষা রাখে না ।

Admitted Starred Question No. 290

Name of the Member :- Shri Buddha Deb Barma, MLA

Will the Hon'ble Minister In Charge of the Revenue Department be pleased to state—

১) রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত তপঃ জাতি ও তপঃ উপজাতি কর্মচারীদের Professional Tax থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনের প্রস্তাব আছে কিন

২) থাকিলে কবে পর্যান্ত এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে ?

উত্তর

১) এমন কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন নাই ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 292

Name of Member :— Shri Monoranjan Majumder,

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বিগত ২৮ শে এবং ২৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ইং রূপসী সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে কি পরিমাণ টিকিট বিক্রি হয়েছে, এবং

২) উক্ত সঙ্গীতানুষ্ঠানে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে ?

৩) এই অনুষ্ঠান থেকে কি পরিমাণ অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) বিক্রীত টিকিটের অর্থের পরিমাণ ৫৩,৯৩০ টাকা ।

২) এ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ৩২, ৫৬২, ১৫ পয়সা।

৩) কুড়ি হাজার টাকা।

Admitted Starred Question No 284

Name of Member :— Shri Kali Kumar DebBarma, MLA

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Revenue Department be Pleased to state—

১) ইহা কি সত্য বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গৃহহীন, ভূমিহীন ও ভূমিহীনদের নাম বিভিন্ন তহশীল অফিসে রেজেষ্ট্রি করা হইতেছে।

২) যদি রেজেষ্ট্রি করে থাকেন তবে রেজেষ্ট্রিকৃত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ভূমিহীনদের ভূমি ও পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন.

৩) ১৯৮৪ইং সনে ২৮ ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ঐ সকল ভূমিহীনদের সংখ্যা কত (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

-: উত্তর :-

Minister in Charge of the Revenue Department : Revenue Minister.

১) ১৯৭৮ সালের এপ্রিলের মধ্যে ঐরূপ রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছিল।

২) যাহারা এলটমেণ্ট বিধি অনুযায়ী যোগ্য তাদেরকে ভূমি এলটমেণ্ট করা হইতেছে।

৩) ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় নাই তবে মহকুমা ভিত্তিক রেজেষ্ট্রিতে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

মহকুমার নাম	গৃহহীনের সংখ্যা	ভূমিহীনের সংখ্যা	গৃহহীন ও ভূমিহীনের সংখ্যা
সদর	৩, ১২৫	৭, ১৪৪	১০, ৭৩৮
খোয়াই	১. ০৫৪	৪. ৭৮৪	৯. ১৫৮
সোনামুড়া	১. ১৯৮	২; ৭৮৩	৩, ২০৯
কৈলাশহর	১, ১১৪	৪. ৫৬৪	৪. ৩১৩
কমলপুর	৯০৭	১, ০৮৫৩	৫, ০৪১.
ধর্মনগর	১. ৪৪১	৩, ৬৬৫	৪, ৬১৮
উদয়পুর	৩, ৪৮৮	২. ৩৭০	৪, ৭৮৭
অমরপুর	১, ৬৯৬	১, ১২২	৮, ৫৮২

মহকুমার নাম	গৃহহীনের সংখ্যা	ভূমিহীনের সংখ্যা	ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা
বিলোনীয়া	১, ০৮১	১. ১০২	৪, ১১৬
সাব্রুম	৫২২	৯৪০	২, ৩৬৪
	১৫, ৬০৭	৩০, ১৪৭	৫৭, ৯২৬

ANNEXURE—"B"

Admitted up Starred Question No :— 1
Name of the Member :— Shri Fayzur Rahaman, MLA,
Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Revenue Department be pleased to State : -

১) ধর্ম্মনগর মহকুমায় বাখন গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিমের মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমান কত ?

২) ইহা কি সত্য উক্ত সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রয় করা হইয়াছে ?

৩). সত্য হইলে তাহার পরিমান মূল্য কত ; এবং

৪) উক্ত টাকা কোথায় এবং কিভাবে আছে তাহার হিসাব;

৫) ঐ দুইটি মসজিদের সম্পত্তি মালিকদের কাছ থেকে গ্রহন করার পর ১৯৮৩ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কত টাকা আয় ও ব্যয় হইয়াছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

৬) কি কি শর্ত অনুসারে ঐ দুইটি মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তি দান করা হইয়াছিল; এবং

৭) বর্তমানে উক্ত শর্তগুলি যথাযত পালন হচ্ছে কিনা ?

:: উত্তর :-

১) মোট ৯. ৫৪ একর ভূমি বাখন মসজিদের সম্পত্তি বলিয়া ওয়াকফ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত তালিকায় ভূক্ত হইয়াছে । পূর্ব ও পশ্চিম মসজিদের কোন পৃথক হিসাব নাই।

২, ৩ ও ৪) এই দুই মসজিদের সম্পত্তি এবং আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করার জন্য ধর্মনগর মহকুমায় ওয়াকফ কমিটি একটি যৌথ তদন্তের পরিকল্পনা নিয়াছেন এবং এই তদন্ত কার্য্যে সহায়তা করার জন্য ওয়াকফ বোর্ড একজন অডিটর নিযুক্ত করার ব্যবস্থা নিতেছেন ।

৫) সরকার কোন ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রহন করেন নাই বা এইরূপ কোন আইন ও নাই ।

৬, ৭) তদন্ত কার্য্য সম্পন্ন হইলে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাইবে ।

Admitted Up—Starred Question No—7

Name of the Memder :— Shri Subodh Chanbra Das.

Will the Hon'ble Minister In Charge of the Fisheries Dipartment be pleased to state :—

১) ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি মিনি ব্যারেজ মঞ্জুর হয়েছে (তার ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা) এবং

২) ১৯৮৩ইং সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোন ব্লকে কতটি মিনি ব্যারেজের বাজ সুরু হয়েছে, (তার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব)

-: উত্তর :-

১) ১৯৮৩-৮৪ ইং সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে মঞ্জুরীকৃত মিনি ব্যারেজের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্লকের নাম	মিনি ব্যারেজের সংখ্যা
অমরপুর	৪৫ টি
ছ্যমনু/চড়িলাম? [illegible]	[illegible] "
সাতচাঁদ	৮ "
রাজনগর	১০ "
বগাফা	১৮৩ "
মাণ্ডারবাড়ী	৫১ "
খোয়াই	৩৯ "
তেলিয়ামুড়া	৭১ "
জিরানীয়া	৬০ "
মোহনপুর	২৩ "
বিশালগড়	১২ "
টাকারজলা	৩১ "
মেলাঘর	৯২ "
	৬৭৮ টি

ব্লকের নাম	মিনি ব্যরেজের সংখ্যা
সালেমা	৫৫ টি
ছাওমনু	১০ ,,
কুমারঘাট	৮১ ,,
পানিসাগর	৫৮ ,,
কাঞ্চনপুর	৫৬ ,,
	২৩৮ টি

২) ১৯৮৩ইং সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যান্ত সে সব ব্লকে মিনি ব্যারেজের কাজ আরম্ভ হয়েছে তার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

ব্লক	গাঁওসভা	মিনি ব্যরেজের সংখ্যা
অমরপুর	১) গামাইছড়া	২
	২) লাউগাং	৪
	৩) একজনছড়া	৪
	৪) রামভদ্র	৩
	৫) হরিপুর	২
	৬) দক্ষিন একছড়ি	১
	৭) সোনাছড়া	৪
	৮) করবুক	২
	৯) পূর্বসরবং	৪
	১০) পশ্চিম সরবং	৪
	১১) ছেচুয়া	৪
	১২) দক্ষিনতৈছু	১
	১৩) রামপুর	২
	১৪) গঙ্গিমুং	৩
	১৫) বীরগঞ্জ	১
	১৬) উত্তরতৈছু	১
	১৭) পূর্ব্বকরবুক	১
	১৮) উত্তর একছড়ি	১

ব্লক	গাঁওসভা	মিনি ব্যারেজের সংখ্যা
	১৯) পশ্চিম করবুক	১
	মোট :—	৪৫
ডুম্বুরনগর	১) জগবন্ধু পাড়া	৩
	২) লক্ষ্মীপুর	৩
	৩) ভগীরথ	১
	৪) দলপতি	২
	৫) গণ্ডাছড়া	২
	৬) রামনগর	২
	৮) নেতাছড়া	২
	৭) রাইমা	১
	৯) রতননগর	২
	১০) সরমা	৩
	১১) তুইচাক্মা	১
	মোট :—	২২
সাতচাঁদ	১] ভৈরব দেওয়ান পাড়া	১
	২] রাজনগর	১
	৩] পূর্বজোলেফা	১
	মোট—	৩
মেলাঘর	১] উর্মী	১
	২] তেলকাজলা	২
	৩] দুর্লভ নারায়ন	২
	৪] ধনপুর	১
	৫] নিদয়া	২

ব্লকের নাম	গাঁওসভা	মিনিব্যারেজের সংখ্যা
মেলাঘর	৬] কাটালিয়া	২
	৭] চান্দিগড়	২
	মোট :-	১২
জিরানীয়া	১] রাধাপুর	১
	২] পশ্চিম বড়জলা	১
	৩] জিরানীয়া	১
	মোট :—	৩
খোয়াই	[গাঁওসভার নাম পাওয়া যায় নাই]	৯
সালেমা	১] কচুচড়া	১
	২] কর্নমনি পাড়া	২
	৩] মেন্দী	১
	৪] কর্নপাড়া	৩
	৫] রাধারাম বাড়ী	২
	৬] ভেতুইয়া	২
	৭] সিঙ্গিপাড়া	৩
	৮] চানমাপাড়া	১
	৯] কমলাছড়া	২
	১০] গঙ্গানগর	২
	১১] শ্রীরামপুর	১
	১২] বলরাম	৪
	১৩] হরিমঙ্গল	৪
	১৪] কুলাই আর,এফ,	২
	১৫] লালছড়া	২
	১৬] জগন্নাথ পুর	১
	১৭] মহাবীর	১

ব্লকের নাম	গাঁওসভা	মিনি বারেজের সংখ্যা
	১৮] শিকারীবাড়ী	১
	১০] মেছুরীয়া	১
	মোট—	৩৬
ছাওমনু	[গাঁওসভার নাম পাওয়া যায় নাই]···	৯
	সর্বমোট :—	১৩৯

Admitted Up—Starred Question No—18

Name of the Member :— Lenprasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister In Charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন ফিসারীর জন্য পুকুর বা জলাশয় আছে; এবং

২) ঐ সব পুকুর বা জলাশয়ের ফিসারী থেকে ১৯৮২-৮৩ ইং এবং ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছর সরকার মোট কত টাকা আয় করেছেন? (কোন ব্লক থেকে কত আয় হয়েছে তাহার পৃথক হিসাবে)

-: উত্তর :-

১ ও ২) ত্রিপুরায় সরকারি নিয়ন্ত্রনে মোট ৮৯টি জলাশয় আছে। এইসব জলাশয় থেকে ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ ইং (জানুয়ারী ১৯৮৪ পর্য্যন্ত) মোট যে পরিমাণ আয় হয়েছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাবে এইরূপ :—

১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৩-৮৪ (জানুয়ারী ৮৪ পর্যন্ত)

ব্লকের নাম	জালাশয়ের সংখ্যা	আয়ের পরিমাণ
১) পানিসাগর	৫	১৫,৯৮৯'৮৭
২) কাঞ্চনপুর	৩	৫,৫৭৪'৩২
৩) অমরপুর	৬	৮১,০৫৬'৮৫

ব্লকের নাম	১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৩-৮৪ (জানুয়ারী ৮৪ পর্যন্ত) জলাশয়ের সংখ্যা	আয়ের পরিমাণ
৪) ভম্বুরনগর	২	৯০৩,৩৭২'২৫
৫) সালেমা	২	৪১৩'৪০
৬) কুমারঘাট	১১	২১,১৭৮'০৪
৭) মাতাবাড়ী	১৫	২,২৬,৯৯১
৮) সাতচান্দ	২	৭,৬২৯'৭০
৯) বিলোনীয়া	১	১৭,৫৪৯'০০
১০) মেলাঘর –	১১	২৩,৩৫৭'০০
১১) জিরানীয়া	৮	৩১,৫০০'০০
১২) মোহনপুর	১	৪১,০০০'০০
১৩) বিশালগড়	৩	১২,০০০'০০
১৪) খোয়াই	১	৮০০'০০
১৫) তেলিয়ামুড়া	১	কে ৬,০০০'০০
১৬) ব্লক বহির্ভূত (আগরতলা পৌর এলাকা)	১৬	৬৭,১৮৭'৭০
১৭) ছামনু	১	—
মোট :—	৮৯	১৪,৬৮,৭৭৩'০৪

Admitted un Starred Question No. 20

Name of the Member MLA :- Shri Samar Choudhury,

and

Shri Subodh Ch. Das.

Name of Minister :— Minister In Charge of L.S.G. Department,

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড অথরিটি এরিয়াগুলিতে শহর উন্নয়ন. বাজার উন্নয়ন. পানিয় জলের ব্যবস্থা. শহরগুলিঃ জল নিস্কাসনের জন্য ড্রেইন কনষ্ট্রাকশন শেনেটনারী ল্যাট্রিন ব্যবস্থা চালুকরা এবং সংস্কৃতিক ও খেলাধুলার উন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাক·

গুলি থেকে কত টাকা ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার গত বছরগুলিতে এবং বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বৎসরে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

২) রাজ্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি সমূহ এই সকল উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য কোন কোন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহযোগীতা চেয়েছেন. এবং

৩) তাহার ফলাফল কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরার আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড অথরিটি কোন জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার বিগত বছরগুলিতে কোন উন্নয়ন মূলক কাজে টাকা বিনিয়োগ করে নাই।

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বটতলার সুপার মার্কেট নির্ম্মাণের জন্য আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে ৪০ লক্ষ টাকা এবং কৈলাশহর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে হকার্স কর্নার নির্ম্মানের জন্য ১৪.৩১ লক্ষ টাকা ঋন মঞ্জুর করিয়াছেন। মঞ্জুরীকৃত ঋনের টাকা উক্ত সংস্থা সমূহ এখনও পায় নাই।

২) রাজ্য সরকার সমস্ত ন্যাশনেলাইজড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য ঋন মঞ্জুরের ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছেন। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে এযাবৎ আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এবং কৈলাশহর ও বিলোনিয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড অব ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এবং ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য ঋন মঞ্জুরের প্রস্তাব করিয়াছেন।

৩) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে বটতলা সুপার মার্কেটের জন্য ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন প্রয়োজনীয় দলিল পত্র সম্পাদন করার পর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ২ কিস্তিতে ঋণের টাকা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রদান করিবে।

ইহাছাড়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কৈলাশহর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে হকার্স কর্নার নির্ম্মানের জন্য ১৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ঋন মঞ্জুর করিয়াছে। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সম্পাদন করার পর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিকে ঋনের টাকা প্রদান করিবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এখনও পাওয়া যায় নাই।

Admitted Un—Starred Question No—24

Name of the Member :— Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

১] সারা রাজ্যে কয়টি লোকরঞ্জন শাখা কয়টি উপতথ্য কেন্দ্র কয়টি পল্লীবেতার গোষ্ঠী রয়েছে (নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

-: উত্তর :-

২) সারা রাজ্যে মোট লোকরঞ্জন শাখা উপতথ্য কেন্দ্র ও পল্লীবেতার গোষ্ঠীর মহকুমা ভিত্তিক হিসাবের বিবরন নিম্নে দেওয়া হইল :- (নামের তালিকা পৃথকভাবে দেওয়া গেলো)

মহকুমার নাম	উপতথ্য কেন্দ্র	পল্লীবেতার গোষ্ঠি	লোকরঞ্জন শাখা
১] সদর	১০৩	১৪৩	৬৮
২] সোনামুড়া	২৫	৬৫	১২
৩] খোয়াই	৪৪	৩৮	২৯
৪] কমলপুর	৩৩	৩৯	১২
৫] কৈলাশহর	৫৮	৭৭	২৮
৬] ধর্মনগর	৪৫	৬৬	২৬
৭] উদয়পুর	৪০	৩৯	২০
৮] বিলোনীয়া	৩১	২৭	১৭
৯] সাব্রুম	২৫	৩৯	১১
১০] অমরপুর	১৪	৩৪	১৮
	৪১৮	৫৬৭	২৪১

-: প্রশ্ন :-

২] সমস্ত কেন্দ্রই বর্তমানে চালু আছে কিনা, এবং

৩] চালু না থাকিলে চালু রাখার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং

৪] সারা রাজ্যে আরও নূতন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৫] থাকিলে কবে নাগাদ করা হইবে ?

-: উত্তর :-

১) না

২). যে সমস্ত কেন্দ্র গুলি চালু নয়, সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪) হ্যাঁ, আছে।

৫) বিষয়টি পরিকল্পনা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের উপর নির্ভর করে।

১) সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেকটি কেন্দ্র খোলার জন্য এলাকাবাসীর নির্দিষ্ট ঘর তৈরী করার কথা ছিলো কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও উপরোক্ত সর্ত অনুযায়ী এলাকাবাসীগণ কেন্দ্রগুলির জন্য আলাদাভাবে ঘর তৈরী করতে সক্ষম হয়নি বলে এখনও কিছু কিছু কেন্দ্রের কাজ অচলাবস্থা রয়েছে।

২) যে সব কেন্দ্রগুলি ভালোভাবে চলছে না সেগুলিকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘরে স্থানান্তরিত করে সরাসরি পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে নিয়া আশার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩) কোম্পানী থেকে সময়মত ব্যাটারী না এসে পৌঁছাতে কিছু কিছু পল্লী বেতার গোষ্ঠীকে সময়মত ব্যাটারী সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি বলে ঐ কেন্দ্রগুলিই সাময়িকভাবে বন্ধ আছে।

Admitted Un Stairred Question No. 37

Name of the member :— Shir Jawhar Shaha. M. L. A

Will be Hon'ble Minister in Charage of the Revenue Department to Pleased to state :—

১) ১৯৮১-৮৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত T.S.I.C. বিক্রয় কৃত ইটের মূল্য থেকে কত টাকার Sale Tax আদায় করা হয়েছে; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২) কত টাকার Sale Tax আদায় করার বাকী আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) বাকী থাকিলে কারণ কি; এবং

৪) ঐ টাকা আদায়ের জন্য সরকার কিকি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

-: উত্তর :-

১) ত্রিপুরা বিক্রয় কর আইন অনুযায়ী T.S.I.C. আগরতলাতে তাহার ব্যবসার জায়গা হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন করাইয়েছে। T.S.I.C. ইট ছাড়াও কর প্রদেয় অনেক জিনিষের ব্যবসা করি। বিক্রয় কর নিয়ম অনুযায়ী করযোগ্য সম্যক ব্যবসার উপরে ধার্য্য হয়। কোন একটি বিশেষ-জাতীয় জিনিসের উপরে আলাদা করিয়া এসেসমেন্ট হয় না। সিবাহী ১৯৮১

উত্তর

সাল হইতে জানুয়ারী ১৯৮৪ইং সাল পর্যন্ত T.S.I.C. ১৬, ৩৯, ৯৪০, ৭০ পয়সা বিক্রয় কর দিয়েছে ।

২] এসেসমেন্ট অনুযায়ী T.S.I.C. এর দেয় বকেয়া করের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

সন	টাকা
১৯৭৯-৮০	৭০,১৬৯'৮০
১৯৮০-৮১	৯,৩০,৪২৪,৬১
১৯৮১-৮২	৯,৫৩,২১২.৪০
১৯৮২-৮৩	১৩,৯৮,৩৫০,০০
	৩৩,৫২.১৫৬.৮১

৩] Assessing authority এর আদেশের বিরুদ্ধে T.S.I.C বিক্রয় কর আইন অনুযায়ী Appellace authority এর নিকট আবেদন করিয়াছেন। সেই আবেদন বিচারাধীন।

৪] বিক্রয় কর আইন অনুযায়ী বকেয়া কর আদায় করার জন্য আইন সম্মতঃ প্রথা অবলম্বন করা হয় ।

Admitted Un Starred Question No. 41

Name of Member :— Shri Rabindra DebBarma,

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Fisheries Department be Pleased to state—

১) ডুম্বুরনগর জলাশয়ে মাছ ধরার জন্য ১৯৭৫ সাল হইতে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কত পরিমাণ উপজাতি ও অউপজাতি জেলেদের মাছ ধরার লাইসেন্স, জাল ও নৌকা দেওয়া হয়েছে ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) এবং

২) যারা এখন ও পায়নি তাদেরকে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে জাল ও নৌকা দেওয়ার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৮-৭৯ ইং সন থেকে ডুম্বুরনগর জলাশয়ে মাছ ধরার আরম্ভ হয়েছে। অতএব, ১৯৭৮-৭৯ ইং সন থেকে ১৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত যত সংখ্যক উপজাতি ও অউপজাতি জেলেকে মাছ ধরার লাইসেন্স এবং জাল, সুতা ও নৌকা দেওয়া হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

বৎসর	মাছধরার লাইসেন্স, প্রাপ্ত জেলের সংখ্যা	যতজন লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলেকে জাল, সুতা ও নৌকা দেওয়া হয়েছে,
১৯৭৮-৭৯	২৮৫	১৯৯
১৯৭৯-৮০	২৯৩	৪০
১৯৮০-৮১	৪৩০	১৬৯
১৯৮১-৮২	৩৭৯	২৮
১৯৮২-৮৩	৩৮৩	৫২
১৯৮৩-৮৪ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত	৩৫২	—
সর্বমোট—	২,১১২	৪৮৮

২) ডুমুর জলশয়ের যে সব লাইসেন্স প্রাপ্ত জেলে এখনও জাল বা নৌকা পান্নি তাদের মধ্যে ১৯৮৩-৮৪ইং আর্থিক বছরে মোট ৩০০ (তিন শত) কে. জি. গিল্‌নেট্ তৈরী করার জন্য নাইলন সূতা বিতরন করা হবে ।

Admitted up Starred Question No :— 44
Name of the Member :— Shri Tarani Mohan Sinha, MLA,
Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮৪ইং এর জানুয়ানী পর্য্যন্ত কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ?

২) যদি দিয়ে থাকেন তবে কোন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কি প্রকারের সাহায্য দিয়েছেন ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১ ও ২ তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে ।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, on Friday, the 23rd March, 1984 at 11 A.M.

PRESENT

Sri Amarendra Sarma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 9 (Nine) Ministers, the Deputy Speaker, and 41 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. speaker :— আজকের কার্য্য-সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীজওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং, ২৪২।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নং, ২৪২।

শ্রী অনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং, ২৪২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জুট মিলের শ্রমিকদের "গ্রেডেশান" অনুসারে বেতন দেওয়া হচ্ছে না,

২। সত্য হইলে কবে নাগাদ গ্রেডেশানের ভিত্তিতে বেতন হার চালু করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। জুট মিলে অফিসার পর্যায়ে ত্রিপুরার এবং বহিরাগত রাজ্য থেকে কোন্ কোন্ পদে কত জনকে নিয়োগ করা হয়েছে ;

৪। মিলে অনিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যা কত ;

৫। ইহাও কি সত্য যে রাজ্যের অনিয়মিত শ্রমিকদের ছাঁটাই করে বহিরাগত শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়েছে ;

৬। সত্য হলে এ পর্যন্ত কত জন অনিয়মিত শ্রমিককে ছাঁটাই করে বহিরাগত রাজ্য থেকে কত জনকে নিয়োজিত করা হয়েছে ?

উত্তর

১। সত্য নহে। ফার্ষ্ট ডিসেম্বর, ১৯৮১ ইং হইতে গ্রেডেশানের ভিত্তিতেই বেতন চালু আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ত্রিপুরার এবং বাহিরের রাজ্য থেকে যে সমস্ত অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে তাহাদের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ত্রিপুরার

পদের নাম	সংখ্যা
১। ম্যানেজিং ডাইরেকটর	১
২। সিনিয়র এসিষ্ট্যাণ্ট	১
৩। ম্যানেজার (ইঞ্জিনীয়ারিং)	১
৪। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার (সিভিল)	১
৫। এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার (ইলেকট্রিক্যাল)	১
৬। একাউণ্টস অফিসার	১
৭। সিকিউরিটি অফিসার	১
৮। ওয়েল ফেয়ার অফিসার	২
৯। মিল এসিষ্ট্যাণ্ট	১২
	২১

বাহিরের

পদের নাম	সংখ্যা
১। মিল ম্যানেজার	১
২। ফিনান্সিয়াল কণ্ট্রোলার তথা কো সেক্রেটারী	১
৩। এসিষ্ট্যাণ্ট মিল ম্যানেজার	১
৪। সিনিয়র এসিষ্ট্যাণ্ট	৫
৫। মিল এসিষ্ট্যাণ্ট	২
৬। এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার	১
৭। পারসোন্যাল অফিসার	১
৮। মেডিক্যাল অফিসার	১
৯। ষ্টোরস্ অফিসার	১
১০। সিনিয়র কমার্শিয়াল অফিসার	১
	১৫

৪। বর্ত্তমান সংখ্যা ২৭৬ জন।

৫। না।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বাহিরের বিভিন্ন পদে কত জন অফিসার আছেন সে সংখ্যা দিয়েছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ত্রিপুরায় কি এই ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক ছিলেন না ? ইহাও কি সত্য নয়, এই ধরণের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক ত্রিপুরায় বেকার থাকা সত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে বাহির থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মিঃ স্পীকার স্যার, যে সব লোক বাহির থেকে আনা হয়েছে তা ত্রিপুরায় পাওয়া যায় নি বলেই আনা হয়েছে। আমরা প্রতিটি পদের জন্য বিজ্ঞাপণ দিয়েছিলাম। জুট মিলের কাজের জন্য টেকনিক্যাল জ্ঞান থাকা দরকার।

শ্রীজওহর সাহা :—যেহেতু ত্রিপুরার বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য এই জুট মিল করা হয়, সেই জন্য বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করে আনলে ত্রিপুরার বেকারদের

চাকুরী কি করে হবে? এ জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ভবিষ্যতে যখন জুট মিলে কর্মী নিয়োগ করা হবে, তখন কি এই সব বেকারদের থেকে নিয়োগ করা হবে?

শ্রীঅনিল সরকার :—ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক গ্রেজুয়েট বেকার আছেন বলেই জুট মিলে সেই সব গ্রেজুয়েট বেকার নিয়োগ করা চলবে না। এ জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের দরকার পড়ে বলেই আমাদের বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে নিয়োগ করতে হয়েছে। ত্রিপুরার যোগ্যতা সম্পন্ন ছেলে চাকুরী পেয়েও এই জুট মিল থেকে বাইরে চলে গেছে আরো ভাল চাকুরী পেয়ে। এই জুট মিলে ২ হাজার কর্মচারী আছেন, তার মধ্যে ১৫জন অফিসার বাইরে থেকে নিয়োগ করা হয়েছে। বাকী সব এখানকারই লোক।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, যোগ্যতা সম্পন্ন লোক বাইরে থেকে আনা হয়েছে। এই সব লোকের যোগ্যতার ফলেই দেখা যাচ্ছে, আজকে জুট মিলে লক্ষ লক্ষ টাকার লোকসান হচ্ছে। এ কথা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন?

শ্রীঅনিল সরকার :—সত্য নহে।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই মিলে যে ২৭৬ জন অনিয়মিত কর্মী আছেন তাদের কবে নাগাদ রেগুলার করা হবে?

শ্রীঅনিল সরকার :—জুট মিলে নিয়মিত করার জন্য জুট মিলের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয়। আগে ট্রেনী হিসাবে নেওয়া হত। এখন ২৪০ দিন নিয়মিত ভাবে কাজ করার পর পরীক্ষা দিয়ে রেগুলার হয়।

শ্রীজওহর সাহা :—এই ২৭৬ জন অনিয়মিত কর্মী সি. পি. এম. পরিচালিত সিটু সমর্থিত নয় বলেই কি তাদের রেগুলার করা হচ্ছে না?

শ্রীঅনিল সরকার :—প্রশ্ন কর্তার এটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রশ্ন সত্য নহে।

মিঃ স্পীকার : শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—কোয়েশ্চান নং-৩৪০।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নং-৩৪৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টাড কোয়েশ্চান নং-৩৪০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি কবে শুরু হবে,

২। এর জন্য দৈনিক কত গ্যাস প্রয়োজন হবে.

৩। রাজ্যের মোট প্রাপ্য গ্যাসের আনুমাণিক পরিমাণ কত,

৪। ঐ গ্যাস দিয়ে আর কি কি ধরণের শিল্প কারখানা রাজ্যে চালু হতে পারে?

উত্তর

১। ১৯৮৫ ইং সালের জুলাই মাস নাগাদ।

২। দৈনিক ৪০,০০০ কিউবিক্ মিটার গ্যাসের প্রয়োজন হবে।

৩। বলা সম্ভব নয়।

৪। এ ব্যাপারে একক ভাবে এ দপ্তরের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার ভুক্ত।

শ্রীনকুল দাস :—এটা কি সঠিক, এই যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হবে তার জন্য ফরেন মুদ্রার দরকার? যদি সত্য হয় তবে সেটা কত দরকার এবং সেই মুদ্রার সংগ্রহের ব্যাপারে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কতটুকু অগ্রসর হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই ফরেন মুদ্রার ব্যাপারে কিছুটা অসুবিধা আমরা ফেস করেছি। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার ব্যাপারে ও যন্ত্রপাতি আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন পেতে দেরী হওয়ায় কাজের অগ্রগতি কিছুটা ব্যহত হয়েছে। তবে দরপত্র আহ্বান ও চূড়ান্ত করার বিষয় সম্পন্ন হয়ে গেছে। এ প্রকল্পের কাজ বেশীর ভাগ যন্ত্রপাতিই ফরাসীদের থেকে আমদানী করতে হবে। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে উক্ত প্রকল্পের কাজ যাতে সম্পন্ন করা যায় তার জন্য প্রয়াস নেয়া হচ্ছে।

উক্ত প্রকল্পের জন্য দৈনিক ৪০,০০০ কিউবিক মিটার গ্যাসের প্রয়োজন হবে। তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত পরিমাণ গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করেই এ প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ইদানিং আরও দৈনিক ১,০০,০০ (এক লক্ষ) কিউবিক মিটার গ্যাস পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে।

এ ব্যাপারে গ্যাস কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে রাজ্যে যাতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে

মোট কি পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যাবে তা বলা এ দপ্তরের পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন এক্তিয়ারভুক্ত।

এ গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া অন্যান্য কি কি শিল্প কারখানা চালু করা যেতে পারে উহা শিল্প দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত। বড়মুড়ায় গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার হাউস" বাসস্থান ও রাস্তার কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। অন্যান্য সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ রাজ্যের হাউসিং বোর্ড হাতে নিয়েছেন ও আশা করা যায় সেগুলিও এ বছরে সম্পন্ন হবে।

মেশিন আমদানীর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পেমেন্ট অনুমোদন দরকার। আশা করা যায়, ইহা শীঘ্রই পাওয়া যাবে। ডিসেম্বর নাগাদ মেশিন আমদানী হবে। দুটি টারবাইন ও একটি জেনারেটর বিদেশ থেকে আসবে ও ভারত হেভী ইলেকট্রিকেলস একটি জেনারেটর সরবরাহ করবে। ভারত হেভী ইলেকট্রিকেলকে আদেশপত্র দেওয়া হয়েছে। নূতন হিসাবে খরচ পড়বে ২৫৭ লক্ষ টাকা। এতে ৩ কোটি টাকার আমদানী শুল্ক ধরা নেই। আমদানী শুল্ক রেহাই করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এ পর্যান্ত খরচ হয়েছে মোট ৫০,১৭,১৯১ টাকা। আগামী বছরে এ বাবদ পরিকল্পনা খাতে ৬ কোটি ধার্য্য করা হয়েছে।

গ্যাস থারমেল প্লেন্টে একটি ৬৬ কে, ভি, সাব-ষ্টেশান তৈরীর কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় এ কাজ এ বছরেই শেষ হবে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ভারত হেভী ইলেক্ট্রিকেলস বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত কাজ করছে সেখানেও অনেক নিম্নমানের পার্টস সরবরাহ করছে, যারফলে সেখানে কাজ ভাল হচ্ছে না। ত্রিপুরা সরকারও এই ভারত হেভী ইলেক্ট্রিকেলস করপোরেশনকে দিয়ে সবটা কাজ করাতে রাজী নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় কোন মন্ত্রীর এই করপোরেশনের শেয়ার থাকায় তারা ভারত হেভী ইলেক্ট্রিকেলসকে কাজটা করানোর জন্য চাপ দিচ্ছেন, ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে দেরী করছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার ভারত হেভী ইলেক্ট্রিকেলস-এর সমস্ত জিনিষপত্র নিম্নমানের, এ রকম তথ্য আমার এখানে নাই। তবে এটা ঠিক আমরা যখন টেণ্ডার কল করি, তখন ভারত হেভী ইলেকট্রিকেলস টেণ্ডার পেশ করেন নি। যখন আমরা

টেণ্ডার ফাইনাল করে ফেলেছি, তখন ওরা বললেন যে উনারা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে চান। তখন লাস্টলী একটা এডজাষ্টমেণ্ট করে কাজটা তাদেরকে দেওয়া হয়। ওরা বাইরে থেকে দুটো কমপ্লিট ইউনিট আনবে, আর একটা জেনারেটর তারা সরবরাহ করবে, এটা ঠিক হয়েছে। এই জন্য কাজটা দেরী হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার : কোয়েশ্চান নং ১৯৩ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১৯৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) কুমারঘাটে ফল প্রসেসিং কেন্দ্র কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে, এবং

২) উক্ত প্রসেসিং কেন্দ্রের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছেন কিনা ?

উত্তর

১) সুনির্দ্দিষ্ট তারিখ বলা সম্ভব নয়।

২) মেসিনপত্র খরিদ খাতে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ফল প্রসেসিং সেণ্টারটি চালু করতে বিলম্ব হওয়াব কারণ কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, রুরাল ফ্রুট প্রসেসিং ইউনিটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮২-৮৩ ইং সালে একটা পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছিলেন। সেই জন্য আমরা অর্থ পেয়ে গেছি এবং কুমারঘাটে জায়গা ও ঘর ইত্যাদি ঠিক হয়ে গেছে। মেসিনের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে ম্যাটেল বক্সকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ম্যাটেল বক্সে ষ্ট্রাইক ছিল। রিসেণ্টলী এই ষ্ট্রাইক ফয়সলা হয়েছে। মেশিনপত্রগুলি আসলে আমরা কাজ শুরু করে দেব। ম্যাটেল বক্সের ষ্ট্রাইকের জন্য এই প্রসেসিং সেণ্টারটি চালু করতে বিলম্ব হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই কেন্দ্রে কি কি ফল প্রসেসিং করা হবে।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, এটা আসলে খুব বড় ফ্রুট প্রিজারভেশান ইউনিট নয়। ঐখানে যারা আনারস, লেবু ইত্যাদি করে তাদের জন্য একটা সার্ভিসিং সেণ্টার। তারা সামান্য খরচে নিজেরাই ফ্রুট প্রিজার্ভ করতে পারবে। তাছাড়া যারা এখানে ট্রেনিং নিতে চায় তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে। এটা একটা কম্যুনিটি সার্ভিসেস সেণ্টার। তাছাড়া ঐখানে নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওনাল এগ্রিকালচারাল মার্কেট করপোরেশান তরফ থেকে ফ্রুট প্রসেসিং গড়ে তোলার জন্য একটা স্কীম আছে। এবং সেটার জন্য ২ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রক থেকে গ্রীন সিগনাল পাওয়া যায় নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালিকুমার দেববর্মা।

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ২৩২ স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নং ২৩২ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য তেলিয়ামুড়া ব্লক অন্তর্গত মহারাণী ছড়ায় ওয়াটার শেড আরম্ভ করা হইয়াছে,

২) যদি সত্য হয়, কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) উক্ত ওয়াটার শেড দ্বারা কত একর জমি জল সেচের আওতায় আসিবে? (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) ওয়াটার শেড নির্মান করিবার মত কিছু নয়। ওয়াটার শেড প্রকৃতির দান। তবে মহারাণী ছড়ার ওয়াটার শেডকে ভিত্তি করে ঐ এলাকায় একটি ওয়াটার শেড মেনেজমেণ্ট প্রজেক্ট সম্প্রতি আরম্ভ করা হইয়াছে।

২) প্রজেক্ট রিপোর্ট অনুযায়ী ইহা ৩ (তিন) বৎসরে শেষ হইবে।

৩) শ্রীরামখাড়া, উত্তর ও দক্ষিণ মহারাণীপুর, তুইসিন্দ্রাইবাড়ী, রামকৃষ্ণপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ঘিলাতলী গাঁওসভার আনুমানিক ২০০০ একর

জমি জলসেচের আওতায় আসিবে। যেহেতু প্রজেকট রিপোর্টে গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব উল্লেখ করা হয় নাই, গাঁওসভা ভিত্তিক তথ্য সম্ভব নয়। তবে কাজ সম্পূর্ণ হইলে সেচের আওতায় কত পরিমাণ জমি আসিবে তাহা নির্ধারণ করা যাইবে।

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ওয়াটার শেড নির্মাণের জন্য কত টাকা লাগবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—প্রাথমিক ভাবে এতে অনুমোদন পেয়েছি ১ কোটি ২১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা।

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কত ম্যানডেজ লাগবে এটা তৈরী করতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, কত ম্যানডেজ লাগবে এটা এখন বলা যাবেনা। নানা ভাবে এই কাজ সেখানে করা হচ্ছে। এর মধ্যে আছে জল সেচ, ফল চাষ। বিশেষ করে জুমের বিকল্প হিসাবে উপজাতি পরিবারগুলি যতে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য এই ওয়াটার শেড তৈরী করা হবে। এই ওয়াটার শেড মেনেজমেন্টের মধ্যে দিয়ে এই ৭টা গাঁও সভার মধ্যে ২২৭৫টি পরিবার উপকৃত হবে। এদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে তপশিলী জাতি ও উপজাতির লোক, আর যে পরিমান জমি সংরক্ষণ হবে তার পরিমাণ হচ্ছে ৪,৮২০ হেকটর।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তেলিয়ামুড়ার মহারাণী ছড়াতে যে ওয়াটর শেডের কাজ শুরু হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, সে সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, পরিকল্পনাটা যে ভাবে তৈরী হয়েছে সেটা হচ্ছে ১৯৮৩-৮৪ সালে ৩৫ লক্ষ, ৮০ হাজার টাকা, দ্বিতীয় বছরে ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা এবং তৃতীয় বছরে ৪২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। কিন্তু যেহেতু এন-ই-সি-ডির পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বছর এর জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী দিয়েছেন এবং এই টাকার উপর ভিত্তি করে ওয়াটার শেড তৈরীর জন্য মাটি কাটার কাজ শুরু হয়েছে।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, ক্ষুদ্রচাষী এবং প্রান্তিক চাষী উপকৃত হবেন, কিন্তু ভূমিহীন এবং জুমিয়ার' কি এর দ্বারা উপকৃত হবে না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :- স্যার, আমি আগেই বলেছি এর দ্বারা ৪৭ শতাংশ উপজাতি ও ২৮·৫ শতাংশ তপশীলি জাতি উপকৃত হবেন।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বছর যে ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে, সেই ১০ লক্ষ টাকার কোন স্কীম নেওয়া হয়েছে কিনা এবং ঐ স্কীম চালু হয়েছে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—আমি বলেছি স্যার, কাজ চলছে এবং সেখানে আমাদের নির্দিষ্ট প্রজেকটের যে কাজ সেগুলি আরম্ভ হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মহারাণী ছড়ার যে প্রকল্প সেটা কি রাজ্য সরকারের, না কেন্দ্রীয় সরকারের, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, এটা হচ্ছে রাজ্য এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের যুক্ত। তার খরচ হবে ১ ২১ কোটি টাকা তার মধ্যে এ, ডি, সি দেবেন ৪৮ লক্ষ, ৯৮ হাজার টাকা, আমাদের রাজ্য সরকার দেবেন ২৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা এবং রাবার বোর্ড দেবেন ৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে আসবে ৪০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। এটা এমন অবস্থায় গিয়ে দাড়াবে সে টাকার পরিমাণ হয়তো বেড়ে যেতে পারে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ১০ লক্ষ টাকার কাজ শুরু হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই এলাকায় কোন মাটির কাজ বা ওয়াটার শেডের কাজ কিছুই চালু হয় নি। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খোজ-খবর নিয়ে চালু করবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, আমি তো আগেই বলেছি কাজ আরম্ভ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেডকোয়েশ্চান নাম্বার ২২৩।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বার ২২৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে ভেটেনারী সাব-সেন্টারগুলিতে পশু চিকিৎসার জন্য এন্টিবায়টিক গ্রুপস্-এর কোন ইনজেকশ্যান দেওয়া হয় না,

২। সত্য হইলে না দেওয়ার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। যেহেতু সাব-সেন্টারগুলিতে পশু চিকিৎসক নিয়োগ করা হয় না, সেহেতু পশু পালন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী সাব-সেন্টারগুলিতে এন্টিবায়টিক জাতীয় কোনও ইন-জেকশান দেওয়া হয় না।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার. যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা যে, সাব-সেন্টারে যারা ইনচার্জ আছেন তাঁরা পশু চিকিৎসা করতে গিয়ে বাইরের ফার্মেসিগুলি থেকে এন্টিবায়টিক ইনজেকশ্যান গ্রুপস্ (1) **Penacilin 2) Oxyfeclin 3) criys 4) —40 5) Dicrystacin-s-20 Jack.** এই ঔষধগুলি তাঁরা খরিদ করে পশু চিকিৎসা করছেন এবং ইনজেকশ্যান দিচ্ছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, সাব-সেন্টারে যারা আছেন তারা ফিল্ড ষ্টাফ সুপারভাইসর এবং ভেকসিনেটার কমপাউণ্ডার-এর সমতুল্য কর্মচারী। কাজেই তাদের পক্ষে এন্টিবায়টিক ঔষধ ব্যবহার করার কোন সুবিধা নাই। যদি এই সাব-সেন্টারের আশে-পাশে কোন বেটেনারী সারজেন থাকেন তাহলে সেখানকার ডাক্তার যদি সেটা প্রেসক্রাইব করেন তবে তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সব সাব-সেন্টারগুলিতে বিশেষ করে রোগ দেখা দিলে খুব জরুরী ভিত্তিতে ঔষধের দরকার হয়। এই ধরনের ঔষধ অধিকাংশ সময় পাওয়া যায় না। তাই যাতে প্রতিটি সাব-সেন্টারে প্রয়োজনীয় ভিত্তিক ঔষধ পাওয়া যায় এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ঠিক ভাবে উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :- স্যার, আমার কাছে এমন কোন খবর নেই। তবে নির্দিষ্ট ভাবে কোন সাব-সেন্টার সম্পর্কে উনি যদি বলেন তাহলে আমরা সে রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সেটা আমরা করে থাকি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিনহা।

শ্রীতরনী মোহন সিনহা মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৪।

শ্রীঅনিল সরকার—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৪।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩ইং সনে কি পরিমাণ আনারস সরকারী পরিবহন ব্যবস্থায় ত্রিপুরার বাইরে পাঠানো হয়েছিল (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। পরিবহন খরচ বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছিল

। আনারস দিয়ে কোন উন্নত ধরনের খাবার তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। কৈলাশহর মহকুমা হইতে ১১,৩০,৬৬০টি

২। ১,০০,৬০০ টাকা।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন উন্নত ধরণের পরিকল্পনা সরকারের আছে, তা কবে নাগাদ হতে পারে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, আমি আগেই বলেছি কুমারঘাট ফ্রুট প্রিজার্ভেশানের সেন্টার হচ্ছে। আমাদের যেটা আছে সেটাতে আনারসের জ্যাম, জেলী জুইস এই সমস্ত তৈরী হয় আমাদের আগরতলার অরুন্ধুতীনগরে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে আনারস বাইরে পাঠানো হয়েছিল লক্ষাধিক টাকা খরচ করে পরিবহনের জন্য, তাতে সরকারের কত টাকা আয় হয়েছে ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আনারস যখন পাকতে শুরু করে পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায় সেটাকে তাড়াতাড়ি করে সারা রাজ্য থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। বাইরের মার্কেটে পাঠানো হয়। নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিঅন অ্যাগ্রিকালচারেল মার্কেট কর্পোরেশান গৌহাটি বা বাইরে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিল বাইরে পাঠানোর জন্য, যাতে কৃষকরা তাদের ন্যায্য দাম পায়। সেই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। বাইরের বাজারে গিয়ে তারা যাতে তাদের ন্যায্য দাম পায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাতে সরকারের কোন আয়-এর ব্যাপার নেই।

শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পূর্ব বেচাছড়া, দারচুইপাড়া হইতে আনারস পরিবহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রায় ২০ হাজার টাকা আনারস পরিবহন খরচ বাবদ পাওনা আছে বলে অভিযোগ আছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ? জানা থাকলে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :—এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে গত বৎসরে রাজ্য সরকার

সাঁবসিডি দিয়ে সেখানে আনারস পরিবহন ব্যবস্থা করা সত্বেও প্রায় ৩-৪ হাজার আনারস নষ্ট হয়ে যায় রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থার জন্য এবং রাজ্য সরকারের গাফিলতিতে ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে ৩-৪ হাজার আনারস নষ্ট হয়ে যাওয়া এইটা এমন কোন ব্যাপার নয়। ১ ঘণ্টা লেইট হলেই প্রায় ১ হাজার আনারস নষ্ট হয়ে যায়, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২২৭

শ্রীবাদল চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২২৭

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ১৯৭৯ ইং হইতে ১৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ধর্মনগর মহকুমার কুর্তি, চোরাইবাড়ী, ইছাইলালছড়া, কদমতলা. শনীছড়া ইত্যাদি গাঁওসভার যে সমস্ত কৃষক তাদের জমিতে সয়েল কনজারভেশান স্কীমে শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে কাজ করাইয়া ছিলেন তাদের কাজের মেজারমেন্ট সত্বেও আজ পর্য্যন্ত পাওনা টাকা পান নাই,

২। ইহাও কি সত্য, উপরিউক্ত কৃষকরা তাদের পাওনা টাকা পাওয়ার জন্য বার বার দরখাস্ত করা সত্বেও আজ পর্যান্ত কোন তদন্ত করা হয় নাই ; এবং

৩। সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। সত্যি নয়।

২। এরকম কোন দরখাস্ত পাওয়া যায়নি।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীফয়জুর রহমান :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঐ এলাকার যেসমস্ত মানুষ আমার কাছে অভিযোগ করেছেন তাদের নাম আমার কাছে আছে। আমি নামগুলি বলে যাচ্ছি,

১। মোঃ আবদুল হান্নান— ২১২'০০ টাকা
পিতা মোঃ কুটুমিয়া
সাং গংগারজল

২। মোঃ আবদুল বারী— ১৯৫'০০ টাকা
পিতা মৃত রসিদ আলী—
সাং গংগার জল

৩।	মোঃ আবদুল খালীক— পিতা মৃত ওয়ারীদ আলী সাং ভিতরগোল	৭৯৮'০০ টাকা
৪।	মোঃ রইদ আলী— পিতা মৃত দিনাল মামদ সাং ভিতর গোল	৩২৯'০০ টাকা
৫।	মোঃ সফিরুদ্দিন— পিতা কটন আলী সাং কালাগাঙ্গের পার	৮৯৬'০০ টাকা
৬।	শ্রীরজনী নাথ— পিং রসিক নাথ সাং ভিতরগোল	৪২১'০০ টাকা
৭।	মোঃ সত্তাজ আলী সাং ভিতরগোল	৮০'০০ টাকা
৮।	শ্রীতরনি মাহিস্য দাস পিতা মৃত রজনী মাহিস্য দাস সাং তারকপুর কমলা টিলা	৪৩৫'০০ টাকা
৯।	মোঃ মতিজ আলী পিতা রইদ আলী সাং ভিতরগোল	৩৩৮'০০ টাকা
১০।	শ্রীপ্রভুল্য লাল— পিতা মৃত পিয়ারি নাথ সাং ভিতরগোল	৪৮১'০০ টাকা
১১।	মোঃ আবদুল আলী— পিতা মোঃ হাদির আলী সাং পালাগাছের পার	৪১৭.০০ টাকা

১২। মোঃ আবদুল হালীম— ৭০০.০০ টাকা
পিতা আবদুল রসিদ
সাং জোলাইবাড়ী

১৩। হিফজুর রহমান— ৫০০.০০ টাকা
পিতা ৺নজির আলী
সাং ইছাইলালছড়া

১৪। শ্রীপ্রদ্যুৎ কুমার নাথ ৩০০.০০ টাকা
পিতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রমোহন নাথ
সাং ইছাইলালছড়া

১৫। আবদুল হালিম ৬০০.০০ টাকা
পিতা মৃত নজিব আলী
সাং ইছাইলালছড়া গাঁওসভা

১৬। সোনা মিয়া ৫০০.০০ টাকা
পিতা স্বর্গীয় নছির মামদ
সাং ইছাইলালছড়া

১৭। মোঃ আবদুল হাকিম ৫২১.০০ টাকা
পিতা আবদুল রসিদ
সাং জোলাইবাড়ী

১৮। রেখমান আলী ৬০০ ০০ টাকা
পিতা ইসাদ আলী
সাং কালাগাছের পার

তারা কাজ করেছে কিন্তু টাকা পায়নি। কাজের মেজারমেন্ট পর্য্যন্ত করা হয়েছে। সুখেন্দু দাস, কদমতলার বি, এল ডব্লিউ এবং সুপারইনটেনডেন্ট জগদীশ দেব, তারা ২ জন এই টাকাটা আত্মসাৎ করেছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এই ব্যাপারে কৃষি দপ্তর থেকে কোন কর্মচারীকে পাঠিয়ে এই ব্যাপারে তদন্ত করার ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে কোন রকম কাজ হয়নি। তবে ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ আর্থিক বৎসরে শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে কাজ হয়েছে। ১৯৮০-৮১ সনে বিষ্ণুপুর, কুর্তি, কদমতলায় এবং ১৯৮১-৮২ সনে চোড়াইবাড়ী, সরসপুর, কুর্তি, কদমতলা, বিষ্ণুপুর এই সমস্ত গাঁওসভাগুলিতে কাজ হয়েছিল। তাদের মধ্যে যারা টাকা পাওয়ার কথা তাদের সবাইকে টাকা দেওয়া হয়েছে। একমাত্র সন্তু দেব স্থানান্তরিত হওয়ায় তার প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয় নাই। তার টাকা এখনও পড়ে আছে। কিছুদিন আগে মাননীয় বিধায়ক ব্যক্তিগত ভাবে লিখিত কমপ্লেইন দিয়েছেন। এই ব্যাপারে একজন অফিসারকে তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৩৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়ায় গোমতী, বিলোনীয়ায় মুহুরী এবং কাঞ্চনপুরের দেও নদীর উপর আর. সি. সি. ব্রিজ তৈরীর প্রয়োজনীয়তার প্রতি রাজ্য সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে উক্ত ব্রীজগুলির কাজ বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ক) সোনামুড়ায় গোমতী নদীর উপর ব্রীজ নির্মানের জন্য নদীর গতিসংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে।

খ) বিলোনীয়ায় মুহুরী নদীর উপর ব্রীজ তৈরীর কাজ অর্দ্ধাবস্থায় ঠিকাদার স্থগিত করিয়া দিয়াছে এবং উহা সালিসি রায়ের অপেক্ষাধীন আছে। বাকী অংশের কাজের জন্য তৈরী এসটিমেটের পরীক্ষা নীরিক্ষা চলিতেছে।

গ) কাঞ্চনপুরে দেও নদীর উপর পাকা ব্রীজের কাজ চলিতেছে। এই সেতুটির সুপার ষ্ট্রাকচার ষ্টীলট্রাস দ্বারা নির্মিত হইবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে নদীগুলিতে অগ্রগতির রিপোর্ট পাওয়া গেল, ৬—৭ বৎসর ত হয়ে গেল, তার আগে রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছিল

নদীগুলিতে আর, সি, সি ব্রীজ তৈরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। এই কাজগুলি আরও যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, কাঞ্চনপুরে একটা সুপারষ্ট্রাকচারের কাজ—এ টেণ্ডার কল করব সোনামুড়াতে ব্রীজের নক্শা ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, তারপর অ্যাপ্রুভেলের জন্য পাঠানো হয়েছে, মুহুরী নদীতে ব্যালেন্স ওয়ার্ক রয়েছে, তার জন্য অ্যাসটিমেট তৈরী হচ্ছে। তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি। ষ্ট্রেটেজিক রোডে আমরা ৬১টা ব্রীজের অনুমোদন পেয়েছি নীতিগত ভাবে। ২০টা ব্রীজ অ্যাসটিমেট তৈরী করে নক্শা তৈরী করে পাঠিয়েছি। তার মধ্যে আমরা ১২টার অ্যাপ্রুভেল পেয়েছি।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, খোয়াই নদীর উপর যে ব্রীজ করার প্রস্তাব ছিল সেটা এখন কি অবস্থায় আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই প্রশ্নটা আসেনা। তবুও আমি উল্লেখ করতে চাই গত ২ বৎসরে ষ্ট্রেটেজিক রোডের জন্য আমরা যে টাকা খরচ করেছি সেই টাকা পাচ্ছি না। গত বৎসরে ১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, আমরা পেয়েছি মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা।

শ্রীরসিকলাল রায় :—সোনামুড়ার গোমতী নদীর উপর যে ব্রিজ হওয়ার কথা তার জন্য বহু পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সেটা করার অনুমোদন পাঠানো সত্বেও রাজ্য সরকারের গাফিলতির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এখনও তৈরী হয়নি, এইটা সত্য কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জবাব দিয়েছি যে এইটার জন্য যে পাইপ দিয়েছিল সেটাকে চেইঞ্জ করতে হয়েছে, নূতন পাইপের সার্ভে করে আমরা এষ্টিমেট নকশা ইত্যাদি করছি। কাজেই আমরা জবাব দিয়েছি।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, এইটা কবে পর্য্যন্ত হবে বলে আশা করতে পারি, মানে কবে পর্য্যন্ত কাগজ পত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে বলে আশা করতে পারি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেষ্টা করব, তা তার দিন তারিখ নির্দিষ্টভাবে দেওয়া মুশকিল।

শ্রীনকুল দাস ঃ বিলোনীয়ার মুহুরী নদীর উপর যে পাকা ব্রিজ, তার কাজ কবে শুরু হবে এবং তাড়াতাড়ি শুরু হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, এইটাতো অর্ধেক হয়ে আছে, এইটা আমরা যাদের টেণ্ডার দিয়েছিলাম তাদের সঙ্গে ডিসপুট হয় বিভিন্ন বিষয়ে। এইটা এখন আরবিটেশানে আছে। আরবিটেশানে এখনও কোন ফাইন্যাল রিপোর্ট বের হয়নি। আর কিছু ব্যালান্স ওয়ার্ক রয়ে গেছে তার অ্যাসটিমেট তৈরী করা হয়েছে, আশা করছি ইতিমধ্যেই আমরা টেণ্ডার কল করতে পারব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ এই মুহুরী নদী পারাপারের যে ব্যবস্থা গত তিন বছরে তিন বার কাঠের ব্রিজ হয়েছে এবং তিন বারই তা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন, জানার কথা যে গত বছরে তাতে একজন লোক মারা গেছে। সুতরাং পাকা ব্রিজ যেটা অর্ধেক হয়ে আছে সেটাকে জরুরী ভিত্তিতে করার জন্য সরকার চেষ্টা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার আমাদের চেষ্টা আছে, এই সব কাজ যারা করে কনট্রেকটার নানা রকমের ডিসপুট এরাইজ করে, তাই এইগুলি চট করে এভয়েড করা যায় না। বিলোনীয়ার জরুরী ভিত্তিতে আমরা দুইবার কাঠের ব্রিজ করেছি এবং এই পর্যন্ত দুই বার সেটা ডেমিজ হয়ে গেছে ফ্লাডে। আবার বর্ষা আসার আগেই আমরা সেটাকে মেরামত করে দেই। এই ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করছে।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসই ঃ— একটা পাকা ব্রিজ শেষ করতে কত টাকা খরচ পড়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— এইটা শেষ করতে সব শুদ্ধ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— অ্যাডমিটেড কোশ্চেয়ন নং—২৪৯

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—অ্যাডমিটেড কোশ্চেয়ন নং—২৪৯

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেকট্রনিক ঘড়ি তৈরীর কারখানা স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোন আলোচনা হয়েছে কিনা

৩। হয়ে থাকিলে আলোচনার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। প্রস্তাব আছে। ২। হ্যাঁ, আলোচনা চলিতেছে।

৩। আলোচনা এখনও প্রাথমিক পর্য্যায়ে আছে এবং তদনুসারে প্রারম্ভিক কার্য্যাদি শুরু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আমি এখানে একটু জানাতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ইলেকট্রনিক শিল্প স্থাপনের বিষয়ে কেন্দ্রের সহিত রাজ্য সরকারের ১৯৮২ ইং সনের ফেবরুয়ারী মাসে পত্রের মাধ্যমে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ইলেকট্রনিক ঘড়ি সমাবেশ কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ১৯৮২ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে দেয়া পত্রের মাধ্যমে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা হয়েছিল। উক্ত কারখানা স্থাপনের জন্য গৌহাটিস্থিত নর্থ ইষ্টার্ণ ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল এণ্ড টেকনিক্যাল কনসালটেন্সিং অরগেনাইজেশনকে প্রজেকট রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এন, ই, সির ১৮. ৯. ৮২-র পত্রানুযায়ী দেখা যায় যে নেট্‌কো প্রজেকট রিপোর্টটি প্রস্তুত করিয়াছে, এবং তাহার কিছু সংখ্যক রিপোর্ট উক্ত পত্রের সহিত এই সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। প্রজেকট রিপোর্টটি তৈরী বাবদ ১০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় Union Ministers for Industries-এর Chairmanship-এ ৯. ৭. ৮১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিস বোর্ডের মিটিং-এ ত্রিপুরাতে একটি Mechanised Wrist Watch Assembly-Cum-mfg. Unit স্থাপনের প্রস্তাবটি বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। এখনো কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। এতদ্‌ব্যতীত ত্রিপুরাতে কলিকাতাস্থ M/S. Prefect Watch Co.-এর প্রস্তাবিত হাত ঘড়ি সংযোজন (Mechanised Wrist Watch Assembly-Cum-mfg. Unit) স্থাপনের অনুমোদনের জন্য ১৯৮১ ইং সনের মাঝামাঝি সময়ে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। এইটাকে অনুমোদন করার কোন খবর আমরা পাইনি। সংস্থাটির রেজিষ্ট্রেশন বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ইলেকট্রনিক ঘড়ি তৈরীর কারখানা মানে এই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে কত টাকা খরচ পড়বে এবং রাজ্য সরকার এই কারখানা কোন মহকুমায় করবেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এইটার ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রের কাছে লিখেছি, কেন্দ্র

অনুমোদন দিলে বুঝা যাবে কত টাকা লাগবে, এইটা আমার কাছে নাই। এইটা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের উপরে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—অ্যাডমিটেড কোশ্চেয়ন নং—৩৪৫।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোশ্চেয়ন নং—৩৫।

প্রশ্ন

১। ক) মেলাঘর বাজার সংস্কার করার জন্য জায়গা একোয়ার করার যে প্রস্তুতি সরকার নিয়েছিলেন তাহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

খ) মেলাঘর বাজারে সজী বিক্রীর জন্য হল ঘর তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি না ;

২। সোনামুড়া বাজারে কৃষকদের জন্য সজী বিক্রীর জন্য হল তৈরী করা হয়েছিল কি না, এবং হয়ে থাকলে তাহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। ক) মেলাঘর বাজার সংস্কারের জন্য জায়গা অধিগ্রহণ করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

খ) কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদক বিক্রেতাদের সুবিধার জন্য ২টি হলঘর তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ইহাতে সজী উৎপাদক বিক্রেতারাও উপকৃত হইবেন।

২। সোনামুড়া বাজারের উন্নয়নের জন্য কৃষি বিভাগ হইতে এই পর্য্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা ব্যয়ে পাঁচটা শেড ও একটা সেল হল নির্মাণ করিয়া সোনামুড়া অথরিটিকে দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটার মধ্যে একটা সজী বিক্রেতাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল ওরা সজী উৎপাদন করে বাজারের দিন এইটাকে ব্যবহার করে আর বাকী চারটাকে হলে রূপান্তরীত করে কাজে ব্যবহার করছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মেলাঘর বাজার সংস্কারের জন্য জায়গা একোয়ারের জন্য মালিককে এ পর্যন্ত কত নম্বর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সোনামুড়াতে সজী বিক্রীর যে হল তৈরী হয়েছে সেটা সজী হলরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ? এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বাজার নিজে প্রত্যক্ষ করার জন্য একটা চিঠি দেওয়া হয়েছিল, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, কত নাম্বার নোটিশ দেওয়া হয়েছে এইটা শ্রম দপ্তরের ব্যাপার, শ্রম দপ্তর এইটা বলতে পারবেন। তবে মেলাঘর ব্লকে সব্জি বিক্রি কেন্দ্র করার জন্য প্রায় ২'৬০ একর পরিমাণ জমির জন্য প্রায় ৬৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে চালানোর জন্য সরকার আমাদের উপর এই কাজটা দিয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পরিমাণ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার মত। ২য় যে প্রশ্নটা সোনামুড়া সম্পর্কে সে ধরণের কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীরসিক লাল রায় :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার. সোনামুড়া বাজারের যে অংশে সরকার থেকে শেড ইত্যাদি করা হয়েছে সেখানে আগে জনসাধারণ বাজার করতে পারত কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে আর জনসাধারণ বাজার করতে পারছে না। যে ঘরগুলি করা হয়েছে সেখানে সবজি স্টল করা হয়েছে কিন্তু সেখানে কোন লোক যায় না বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা দেখার জন্য আমরা বার বার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম, বাজারে নোটিফাইড এরিয়ার চেয়ারমেনকে জানিয়েছিলাম কিন্তু কিছু হল না। এখন এই অবস্থার সমাধান করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি বড় বড় বাজার আছে সেগুলিতে ইচ্ছা করলেই অনেক সময় অনেক কিছু করা যায় না। বাজারে জোত জমি আছে সেগুলি একুইজিশন না করলে কিছু করা যায় না। অনেক সময়ে কিছু হতে না হতেই আমাদের পিছিয়ে আসতে হয়। সে কারণে গত বিধানসভায় আমরা মার্কেটিং অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল পাশ করেছি। সমস্ত বড় বড় বাজারগুলিকে রেগুলেটেড মার্কেট করে যাতে ঘব করা যায়, বাজারের উন্নতি করা যায় তারজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যে সমস্যার কথা বলেছেন সে বাজারে এই ধরনের কোন সমস্যা থাকতে পারে।

শ্রীরসিক লাল রায় :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে ৬ বছরের উপর হবে সোনামুড়াতে একটি বাজার করা হয়েছিল কিন্তু সেটাকে অকেজো অবস্থায় রেখে আবার নূতন করে বাজার করা হচ্ছে আবার নূতন করে বাজার করা হচ্ছে কেন তার কি কারণ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাছে এই তথ্য নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, কৃষি

দপ্তর হতে সোনামুড়ায় কতগুলি ষ্টল করা হয়েছে এবং পরে বাজারের গরীব ব্যবসায়ীর নামে এলট করা হয়েছে যারা এগ্রিকালচারের সম্পদ অর্থাৎ সবজী বিক্রী করবেন তাতে কত টাকা খরচ হয়েছিল?

শ্রীবাদল চৌধুরী :– মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ষ্টলগুলি করতে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। ১টি শেড সবজী যারা বিক্রী করবেন তাদের জন্য আর বাকীগুলি অন্যদের জন্য। তারমধ্যে ৪টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে আর ১টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিনা, এখন আমার জানা নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :–সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, সোনামুড়ায় একটি জায়গা এক্যুইজিশন করে ঘর করা হয়েছিল বাজার শিফট করার জন্য কিন্তু সেখানে কোন ব্যবসায়ী যাননি বলে বর্তমানে ফায়ার সার্ভিসের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি দপ্তরের এ ব্যাপারে কোন লক্ষ্য আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এধরনের কোন তথ্য আমার কাছে জানা নাই।

শ্রীরসিক লাল রায় :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, কৃষকদের জন্য ঘর করে অন্যদের দেওয়ার কারণ কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা মার্কেটিং অথরিটিকে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে কাজে লাগাবেন সেটা ওনারা জানেন।

শ্রীরসিক লাল রায় :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, ঘরগুলি যাতে অন্যদের দেওয়া না হয় তারজন্য অতি সত্বর সরকারী যে দপ্তর দেখাশুনা করে তাদেরকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হবে কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজারটি এখন নোটিফাইড এরিয়া অথরিটির দেখার দায়িত্ব।

মিঃ স্পীকার :—অনেক সাপ্লিমেণ্টারি হয়েছে আর নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪০।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪০।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা জুটমিলের লুমের সংখ্যা কত ?

২। বর্তমানে কতটি লুম চালু অবস্থায় আছে এবং কতগুলি অচল অবস্থায় আছে ?

৩। চালু লুমগুলি থেকে দৈনিক উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য কত ?

৪। অচল লুমগুলি কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৫। ইহা কি সত্য যে লুমের জন্য যে সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে তাহা অত্যন্ত নিম্নমানের ?

৬। সত্য হইলে কবে এবং কোন ফার্ম থেকে কিসের ভিত্তিতে ঐ লুমগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। বর্তমান সংখ্যা ২০৮।

২। ১৪২টি লুম বর্তমানে চালু আছে এবং ৬৬টি লুম এখনও চালু করতে বাকী আছে। বাকীগুলি চালু করতে হলে একটি বয়লার পাইপ বসাতে হবে কিন্তু বয়লার ইনস্পেকটর ত্রিপুরাতে নাই বলে আমরা আসাম থেকে বয়লার ইন্‌স্পেকটরকে আনার জন্য বার বার চেষ্টা করেছি কিন্তু আনতে পারিনি। তাই আমরা চেষ্টা করছি ত্রিপুরাতে একজনকে বয়লার ইন্‌স্পেকটর করার জন্য। তারজন্যই বাকীগুলি ষ্টার্ট করতে দেরী হচ্ছে।

৩। দৈনিক উৎপাদনের হার গড়ে প্রায় ২০ মেট্রিক টন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাজার দর অনুযায়ী প্রায় ১,০৬,৬৬৬ টাকা।

৪। মিলের বয়লারটি চালু হইলেই বাকী লুমগুলি চালু করা সম্ভব হইবে বলিয়া রাজ্য সরকার আশা করেন।

৫। সত্য নহে।

৬। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এইযে ৬৬টি বয়লারের কথা বলা হয়েছে বয়লার ইন্‌সপেকটরের অভাবে চালু করা যাচ্ছেনা তাতে দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ কত এই তথ্য আমার কাছে নাই তবে আসাম থেকে বয়লার ইন্‌সপেকটারকে আনা যাচ্ছেনা বলে এইগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রত্যেক দিন দেখছি অনেকগুলি প্রশ্ন আসে কিন্তু সবগুলি উঠে না। আমি জানতে চাই ১টি প্রশ্নের মধ্যে কয়টি সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আগেই জানিয়েছিলাম যে ৩টার বেশী সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন যাতে কেউ না করেন, তবে আমি কড়াকড়িভাবে বলতে চাইছিনা। যদি কড়াকড়িভাবে বলি তবে কেউই ৩টার বেশী সাপ্লিমেন্টারী করতে পারবেন না।

[Replies of the remaining starred Questions and those of Unstarred Questions were laid on the Table by the Ministers Concerned.—Annexures—"A" & "B"]

রেফারেন্স পিরিয়ড

মি. স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় এর নিকট হইতে একটি নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইল :—'গত ১৭ই মার্চ সিনেমা শ্রমিকদের রাজ্যব্যাপী এক দিনের সফল প্রতিক ধর্মঘট এবং লাগাতর ধর্মঘটের নোটিশ সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মি স্পীকার স্যার, আমি এই সম্পর্কে ২৬শে মার্চ, ১৯৮৪ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এই সম্পর্কে আগামী ২৬শে মার্চ, ১৯৮৪ ইং তারিখ একটি বিবৃতি দিতে পারিবেন।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—অমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইল :—

"গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ ইং বিশালগড়ে পুলিশের গুলি চালনা, সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের অত্যাচার, দোকানপাট ভাংচুর, লুটপাট সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি। মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আবার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০শে মার্চ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে মার্চ, ১৯৮৪ ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে পারবেন।

আমি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী মহাশয়া এবং মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইল—

> "গত ২১-৩-৮৪ ইং তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় মোটরষ্ট্যাণ্ডস্থিত ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির অফিস সিটু অনুমোদিত শ্রমিক ঐক্যের একদল দুষ্কৃতকারী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ আক্রমন সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্যা এখানে উপস্থিত আছেন।

আমি মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী এবং মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০ মার্চ, ১৯৮৪ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে মার্চ, ১৯৮৪ ইং তারিখ একটি বিবৃতি দিতে পারিবেন।

আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস মহাশয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইল—

> "গত ১২ মার্চ, ভোর আনুমানিক ৪টায় উদয়পুর মহকুমার শালগড়া গ্রামের বামফ্রণ্ট এর কর্মী কমঃ বাবুল ভদ্রের বাড়ী দুষ্কৃতকারীগণ কর্তৃক অগ্নি সংযোগ দ্বারা পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি। মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস এখানে উপস্থিত আছে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ৩০শে মার্চ ১৯৮৪ ইং একটি বিবৃতি দিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে মার্চ, '৯৮৭ ইং তারিখ একটি বিবৃতি দিতে পারিবেন।

আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপব মাননীয মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :

> "গত ১৭ই মার্চ দক্ষিণ ত্রিপুবার তুলামুড়া বাজারের নিকট যশমুড়া গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতির ফলে দাতারামের ব্যবসায়ী বালু মিঞাব গুলির আঘাতে মৃত্যু সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৭-৩-৮৪ ইং তারিখে বেলা অনুমান ১২টার সময় উদয়পুর থানাধীন বসনথলা দাতারাম সাকিনের মৃত সালামত আলির পুত্র বালু মিঞা (৬০) বৎসর তৎসঙ্গে নিজ সাকিনের আব্বাস মিঞা ও তার ছোটভাই আক-আকবরের সহায়তায় দুইটি কালো গাই গরু ও একটি বলদ নিয়া হাঁটাপথে তুলামুড়া বাজারের দিকে রওয়ানা হন। অনুমান ২'৩০ বা তিনটার সময় বালু মিঞার পুত্র সিরাজ মিঞা তুলামুড়া বাজারে গাড়ীতে গিয়া পেঁছায়। তিনটি গরুর মধ্যে একটি গাইগরু ৩০০ টাকায় বিক্রয় করে। বাড়ী থেকে নেওয়া ১২৮০ টাকা সিরাজ মিঞার নিকট ছিল। আর বালু মিঞার নিকট গরু বেচার ৩০০ টাকা এবং গরু কেনার জন্য বাড়ী থেকে নেওয়া ১৭০০ টাকা এবং গরু কেনার জন্য ছিল। রাত্রিবেলা অনুমান সাড়ে সাতটা পৌনে আটটার সময় বালু মিঞা ও তাহার পুত্র সিরাজমিঞা এবং তাহাদের নিজ গ্রামের নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সহ তুলামুড়া বাজার হইতে গর্জির দিকে রওয়ানা হন :—

১। আব্বাস মিঞা। ২) আক-আকবর। ৩) মফজল মিঞা পিতা—ফজলুদ্দিন। ৪) আচ্যমতসালী ভুইঞা সাং গজ্জি। ৫) বাচ্চু মিঞা। ৬) হারুন—পিতা বাচ্চু মিঞা। ৭) দুইজন শুটকী ব্যাপারী। ৮। দুইজন মুখচেনা লোক।

প্রথমে বালু মিঞার সাথে বাচ্চু মিঞা, তারপর সিরাজমিঞা এবং অন্যান্যরা পিছনে অবিক্রিত গরু ও অন্যান্য জিনিসপত্র এবং বাজার খরচ নিয়া গজ্জির দিকে যাইতেছিলেন। রাত্র অনুমান নয়টা হইতে নয়টা পনের মিনিটের সময় তারা গজ্জি তুলামুড়া রাস্তার ডানদিকে অভয়া, রাস্তার মুখে পৌছিলে ২৫ | ৩০ জন সশস্ত্র (বন্দুক, লাঠি, দা, ডেগার) লোক তাহাদের ঘিরিয়া ফেলে ও বন্দুক তুলিয়া ধরে। তারপর ডাকাত দলের মধ্যে পাহাড়ী যুবকের মত দুইজন লোক সিরাজ মিঞার সামনে এসে ডেগার উচিয়ে ধরার সময় সামনের দিকে একটি বন্দুকের আওয়াজ হয়। ঐ বন্দুকের গুলিতে বালু মিঞা পেটে গুরুতর রক্তাক্ত যখমপ্রাপ্ত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন। ঘটনাস্থলেই বালু মিঞা মারা যান। ঐ সময় ডাকাতরা সিরাজ মিঞার নিকট থাকা ১২৬৬ টাকা এবং বালু মিঞার নিকট হতে অনুমান ১৯০০ টাকা এবং অন্যান্যদেরকে মারধর করে তাদের থেকেও টাকা পয়সা লুট করে অভয় রাস্তা দিয়া দক্ষিণ দিকে গা ঢাকা দেয়।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বালু মিঞার পুত্র সিরাজ মিঞা অভিযোগক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারার অনুসৃতিতে রাধাকিশোরপুর থানায় গত ১৭-৩-৮৪ ইং তারিখ মোকদ্দমা নং ১৭(৩)৮৪ নথিভুক্ত করিয়া তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়।

উক্ত ঘটনার তদন্তকালীন রাধাকিশোরপুর থানাধীন কলাবন সাকিনের নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে :—

১। খগেন্দ্র মারাক—পিতা দেবেন্দ্র মারাক।

২। নন্দু মারাক—পিতা অজিতেন্দ্র মারাক।

৩। বিক্রম নোয়াতিয়া—পিতা জয়বৈদ্য নোয়াতিয়া।

৪। সুভাষ মারাক—পিতা যোসেফ মারাক।

৫। নগেন্দ্র ত্রিপুরা—পিতা উমাকান্ত ত্রিপুরা।

ধৃত ব্যক্তিরা সকলেই আদালতের আদেশ অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হাজতে আছে।

অন্যায় ভাবে লাভের জন্য ডাকাতি করাই এই ঘটনার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার : পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এই তথ্য আছে কিনা যে ডাকাতদল যখন আক্রমন করে তখন বাদু মিঞাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষে একজন ডাকাত মারাত্মকভাবে আহত হয়। আহত ডাকাতকে বাদু মিঞা তার হাতের একটি লাঠি দিয়া আঘাত করেন। রক্তাক্ত ডাকাতটিকে অন্যান্য ডাকাতরা নিয়ে যায়। পরের দিন ঘটনাস্থল হতে অনেক দূর পর্য্যন্ত রাস্তার উপর রক্তের দাগ দেখা যায়। এবং কিছু দূরে একটি রক্তাক্ত চাদর পাওয়া গেছে। সেটা ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে হবে। এই রক্তের দাগ দেখিয়া আহত ব্যক্তিকে খোঁজ করে বাহির করা সম্ভব হতো। কিন্তু পুলিশ তা করে নাই। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই ডাকাতির সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক ছিল। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এবং মাননীয় নগেন্দ্রবাবুরাও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক একটি স্মারকলিপি পেশ করা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উহা পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম যে, পরবর্তী সময়ে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কিত একটি স্মারকলিপি সভায় পেশ করিব। আমি সেই স্মারকলিপি সভায় পেশ করিতেছি (Annexure—"C")

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক যে স্মারকলিপি এই সভায় পেশ করা হয়েছে তার প্রতিলিপি নোটিশ অফিস হইতে সংগ্রহ করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের বাজেট আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে, তাঁহারা যেন বাজেট আলোচনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সীমিত রাখেন। এই আলোচনায় কংগ্রেস (আই) পাবেন— ৩১ মিনিট, টি, ইউ, জে, এস, পাবেন ১৯ মিনিট, ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট পাবেন—১৬ মিনিট এবং ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্যরা পাবেন—১৫৭ মিনিট।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়কে উনার অসমাপ্ত ভাষন শুরু করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৭৩ সালের ৯ই এপ্রিল এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত যে সরকার তার কাছে দাবী সেদিন ছিল না কর্মচারীদের, সেই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, এই রাজ্যে যারা সরকারে ছিল তারা কেন্দ্রীয় সরকারের গোমস্তা ছিল এবং মিলিটারী পুলিশ দিয়ে সরকার চালাতো। তখন যারা ধর্মঘট করতেন তাদের শাস্তি হয়েছে। আমরা দেখেছি ১৯৭৩ সালের পর ১৯৭৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটা নুতন আইন করলেন, সেই আইন হলো মহার্ঘভাতা যা বাড়বে তার অর্ধেক জমা প্রকল্পে যাবে—সি, ডি, এস, বা কম্পালসারী ডিপোজিট স্কীম এবং তার বিরুদ্ধে কর্মচারীদের ক্ষোভ ছিল এবং তখন ঐতিহাসিক লাগাতর ধর্মঘট হয়। তখন আমরা দেখেছি যারা ধর্মঘট করেছিল তাদের অ্যারেষ্ট করেছে এবং মিসায় তাদের অ্যারেষ্ট করা হয়েছিল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনিও জানেন কি নৃশংসভাবে সেই ধর্মঘটকে মোকাবিলা করেছিলেন সেই সরকার। তারপর এমারজেন্সী এল। ৯ জন কর্মচারী নেতাকে ৩১১ ধারায় চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হলো। ফোর্সড রিটায়ারমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হলো অনেক কর্মচারীকে। কন্টিনজেন্টদের গৃহভৃত্যের মতো কাজ করাতে লাগলো। আমরা দেখেছি, তখন কর্মচারী নেতৃবর্গ যারা ছাঁটাই হয়েছিল তাদের জন্য ভিকটিমাইজেশান ফাণ্ড করা হয়েছিল। সেই ফাণ্ড কালেকশানের জন্য যে সমস্ত কর্মচারী কাজ করত তাদের রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করা হত এবং তাদের বিরুদ্ধে স্পাই লাগাতেন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নেতাজী স্কুলে একটা গল্প উনি বলেছিলেন যে, আমি যখন খেতে বসি, তখন একটা বিড়াল আমার পাতের কাছে এসে মিউ মিউ আওয়াজ করে। তখন 'আমি বিড়ালকে মাছের টুকরো ছুঁড়ে দিই। কিন্তু একদিন আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম, তাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম তখন বিড়ালটা আমার পাত থেকে গপ করে মাছটা নিয়ে নিল। তখন আমি খড়ম দিয়ে বিড়ালটাকে একটা আঘাত করলাম। এই রকম উক্তি তাঁরা করেছেন। তারপর ১৯৭৪ সালে নুতন বেতন কাঠামোতে বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে। এইভাবে তারা বেতন কমিয়ে কর্মচারীদের উপর নির্যাতন করেছেন। তখন জরুরী অবস্থা ছিল। মিছিল মিটিং করা যেতনা। ১৯৭৭ সনে ইমারজেন্সী যখন উঠে যায় তখন বিশালগড়ে একদিন তিনি বলেছেন যে আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী না হতাম তাহলে কর্মচারীদের উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতাম। কিন্তু জনগণ তাঁকে ক্ষমা করেনি। তাদের ক্ষমতাচ্যুত করেছে। তখন কেন্দ্রে জনতা সরকার

ছিল। তখন কর্মচারী যারা জেলে গিয়েছিল তাদের জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। ভিকটিমাইজেশান যারা হয় তারা চাকরী ফিরে পান। বীরবল্লভ সাহা, এ,টি,টি,এ, এর সভাপতি, তারও চাকরী গিয়েছিল ৩১১ নং ধারায়। শুধু সমন্বয় কমিটির লোক নয়, যারা আটা (এ,টি,টি এ) করতেন তারাও রেহাই পান নি। তারপর দেখা যায় ইনক্রিমেন্ট বার অব টিচার। টিচারদের ট্রেনিং না হলে ইনক্রিমেন্ট হয় না। সেটা বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বছরের পর বছর যে বেতনের অবক্ষয় হয়েছে সেটা দূর করা হয়েছে। ডি, এ, দেওয়া হয়েছে প্রথম স্ল্যাব করে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। আমরা দেখেছি সেভেন্থ ফিনান্স কমিশন ৩০ কোটি টাকা দিয়েছে। সেটা সম্পর্কে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন কিভাবে সেই টাকা বামফ্রন্ট সরকার নয় ছয় করেছে। কিন্তু ১৯৮৩-৮৪ সালে তো কর্মচারীদের যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকা ৫০ কোটি টাকার উপর। কিন্তু সেভেন্থ পে-কমিশন দিয়েছিলেন মাত্র ৩০ কোটি টাকা। সেটা তারা বলেছেন সেই টাকা না দিয়ে ক্যাডার পোষণ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি কন্টিনজেন্ট এবং ডি, আর, ডবলিউ, তাদের বৃহৎ অংশকে রেগুলার করা হয়েছে।

সেকেণ্ড পে-কমিশন করে, ফার্ষ্ট কমিশনের মধ্যে বেতন ক্রমের যে প্লট করা হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে যে ভুল করা হয়েছিল অর্থাৎ বেতন-ক্রমের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেগুলিকে সংশোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ ফার্ষ্ট কমিশনে যাদের বেতন কমে গিয়েছিল, তারা আবার নিজ নিজ জায়গায় ফিরে এসেছে। তারপরেও বলা হচ্ছে যে কর্মচারীদের জন্য কিছু করা হল না, তাতে আমি অবাক হচ্ছি। বিরোধী দলের নেতা তো এখানে কর্মচারীদের জন্য প্রচণ্ড মায়াকান্না করেছেন, এটা ভাল কথা যে তিনি কর্মচারীদের জন্য মায়াকান্না করেছেন, কিন্তু তাঁর মায়কান্না আমাদের কাছে কুম্ভির'শ্রু বলে মনে হয়। কারণ ঐ পারাদ্বীপে যে শ্রমিক আন্দোলন চলছ সেখানে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন শ্রমিক নিহত হয়েছে। কৈ তাদের কথা তো উনারা এখানে কিছু বললেন না। ঐ বন্দরগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন চলছে, সেই শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য নৌসেনা নামানো হয়েছে, কৈ তাদের সম্পর্কে তো এখানে কোন কথা বললেন না। কাজেই এটা আমরা কি বুঝব? আজকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ডি, এ, দেওয়ার সম্পর্কে কেন্দ্রে যে শাসক কংগ্রেস দল রয়েছে, তার অর্থ মন্ত্রী ২০শে মার্চ তারিখে লোকসভাতে যেটা বলেছেন, আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। তিনি লোকসভার বিভিন্ন সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, "that the Government had to pay five D. A instalments to the Central

Government employees but even after providing Rs. 300 crores in the budget he was not in a position to indicate as to when the instalments would be released." স্যার, এটা ২২শে মার্চ তারিখের ইণ্ডিয়ান টাইমস পত্রিকায় উঠেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা যে ৫ কিস্তি ডি, এর টাকা পাওনা হয়েছেন, সেটা নগদে কবে দেওয়া হবে, তা তিনি বলতে পারছেন না। তিনি অন্য আর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন "that we could not isolate the five million central government employees as there were others also in this country."

অন্য আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "that most the State governments were having deficit budget and the moment when the Central Government paid the D. A. dues to their employees there would be demand from the state government employees also." He again turned down a suggestion that the Central should also provide for State sector employees said that "I can not give to my own employees, how can I provide for others." অন্য আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি সভাকে জানান "that payment of each instalment of D. A. to Central Government employees and relief to pensioners cost the exchequer approximately Rs. 70 crores and Rs 8 crores per annum respectively."

কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী তাঁর নিজের কর্মচারীদের ডি, এ দেওয়ার ব্যাপারে যে টালবাহানা শুরু করেছেন, তাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্যই আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডি, এর টাকা নগদে দেওয়ার জন্য এখানে চাপ সৃষ্টি করেছেন বলেই আমার ধারণা। তাছাড়া সেই সংগে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ দেওয়ার তৎকালীন রাজ্য সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি, যে অত্যাচার যা তাকে শত্রু সরকারে পরিণত করেছিল, সেটাও নিশ্চয় ত্রিপুরার কর্মচারীরা এত সহজে ভুলে যাবেন না। আর ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বর্তমান রাজ্য সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাও নিশ্চয় ত্রিপুরার কর্মচারীদের জানা আছে, কারণ ত্রিপুরার কর্মচারীরাই এই সরকারকে গদীতে বসিয়েছেন বন্ধু মনোভাবাপন্ন হয়ে। রাজ্য কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ পাক, এটা আমরাও চাই, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এর যে চেহারা, তাদের নিজেদের কর্মচারীরা আরও যে কয়েক কিস্তি টাকা পাওনা হয়েছে, সেটাও দিতে চাইছেন না, এর মধ্যেও যদি আমাদের কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ডি, এ দিতে হয়, তাহলে চলুন আমরা আপনারা সবাই মিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি, এর টাকা

আদায় করে নিয়ে আসি, এই কথা বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য, শ্রীকাশীরাম রিয়াং

শ্রীকাশীরাম রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৬ই মার্চ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তার কয়েকটা দাবী সম্পর্কে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই। এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখছি যে ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। এই ঘাটতি সত্বেও আমরা দেখি যে বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে এ্যাকসেস এ্যাকসপেণ্ডিচার হয়ে যায়, যার ফলে পরবর্তী সময়ে সরকারকে সাপ্লিমেণ্টারী ব্যয় বরাদ্দের দাবী এ্যাসেম্বলীতে পেশ করতে হয়। কাজেই অরিজিন্যাল বাজেট বরাদ্দের যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়, সেই বরাদ্দ থেকে যদি আরও বেশী পরিমাণ টাকা খরচ হয়ে যায়, তাহলে পার্টিকুলার ইয়ারের জন্য যে মোট ব্যয় বরাদ্দ সেটা বেড়ে যাবে, ফলে ঐ পার্টিকুলার ইয়ারে প্রথমে অরিজিন্যাল বাজেট পেশের সময় যে ঘাটতি দেখানো হয়, সেই ঘাটতির পরিমাণও বেড়ে যায়। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ঘাটতি দেখানো হয়েছে, তাছাড়াও গভর্ণমেন্টের আরও অনেক লাইবিলিটিজ রয়েছে, সেই সবগুলি ইনক্লুডেড করলে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। আবার দেখা যাচ্ছে যে কর্মচারীদের ডি এর টাকা যেটা তারা ১৯৮১ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে জি পি, ফাণ্ডে রেখে এসেছে, সেটাকে ১৯৮৪ সনের এপ্রিল মাস থেকে নগদে তুলতে দেওয়া হচ্ছে না বরং কর্মচারীরা যাতে আরও এক বছর সেই টাকা তাদের জি, পি, ফাণ্ডে রেখে দেয়; তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি, এর টাকা এবং তার উপর দেয় সুদ, সবটাই সরকারের লাইবিলিটিজ হিসাবে আসছে এবং এই লাইবিলিটিজটাও সেই ডিফিসিটসের মধ্যে ইনক্লুডেড হবে। শেষ পর্যন্ত এই লাইবিলিটিজটাও একটা বিরাট অংকের আকার ধারণ করবে, যেটার দায় দায়িত্ব ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষকে পরবর্তী সময়ে সুদে আসলে বহন করতে হবে। অবশ্য যে সরকারই এই লাইবিলিটিজটা বাড়ান না কেন, সেই সরকার শেষ পর্যন্ত দায়ী থাকেন না, দায়ী থাকবেন সেই সরকার, যে সরকার পরবর্তী সময়ে আসবেন, তার উপর। কাজেই এই বামফ্রন্ট সরকার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই রকম একটা দায় দায়িত্বের বোঝা বাড়িয়ে চলেছেন, আগামীতে যে সরকারই আসুক না কেন, তার উপর যেন এই বোঝাটা পড়ে। তাছাড়া অন্য দিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই বাজেটের মধ্যে কোন ট্যাক্সের প্রভিশন রাখা হয় নি, যেটা নাকি সাধারণ ভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু এই ট্যাক্সের বোঝা যে কোন সময়ে সাধারণ মানুষের ঘারে চাপানো যেতে পারে বাই ওয়ে অব ফিনান্সিয়েল সার্কুলেশান তার অর্ডার এবং বামফ্রন্ট সরকার তার রাজত্বকালে কর আরোপের ব্যবস্থাটা এভাবেই গত কয়েক বছর ধরে কৌশলে করে চলেছেন। এটাকে কৌশল ব্যবস্থা এজন্য বলছি যে, যখন বাজেট করা হল, তখন কোন রকম কর বসানো হল না, সাধারণ মানুষকে বলা হল, এটা কর মুক্ত বাজেট। যেহেতু কর বসানো হল না, সেহেতু বাহবা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে, এটা আদৌ বাহবা পাওয়ার যোগ্য বাজেট নয়, ফিনান্সিয়েল ইয়ারের মাঝ খানে এসে বাই ওয়ে অব সার্কুলেশন অব অর্ডার, সাধারণ মানুষের উপর কৌশল করে কর চাপানো হল যেটা সাধারণ মানুষ কোন মতেই বুঝতে পারছে না। এতে আরও অনেক সুবিধা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা প্রধান সেটা হল, এই যে যেহেতু এই কর আরোপটা এ্যাসেম্বলীর মধ্যে হল না, সেহেতু ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর এর জন্য কোন ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। কাজেই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ঘুম রেখে কৌশল করে তাদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। এর থেকেই বুঝা যায় যে, এই সরকার গণতন্ত্রকে ভয়, অথবা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন না, কারণ তারা বাইপাশ করে এই সব কাজ করে থাকেন। শুধু কি তাই? এই ফিনানসিয়েল সার্কুলার বা অর্ডারের মধ্য দিয়ে যে কর আরোপ করা হচ্ছে এবং এই কর আরোপের ফলে আয় হিসাবে যে টাকাটা সরকারের কাছে আসছে সেটা কি ভাবে খরচ করা হচ্ছে, তাও জানবার কোন উপায় থাকে না। তাই তাদের কথায় বলতে হয়—"Communism repudiate parliamentarism as the form of future, it renounce the same as the form of class dictatorship of the proleteriate" Hegemony of the working class, 1976—Barlin Conference. আর তৃতীয় হচ্ছে, সরকার বিভিন্ন ফিনানসিয়েল ইনষ্টিটিউশান থেকে লোনে টাকা নিচ্ছেন এবং সেই লোনের টাকাটা কি উদ্দেশ্যে নেওয়া হচ্ছে বা কিভাবে খরচ করা হচ্ছে, তার কোন ব্যাখ্যা এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখতে পারছি না। চতুর্থতঃ আমরা আরও একটা জিনিস দেখছি সেটা হল—ত্রিপুরা লটারী। এই লটারীতে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা ফিক্সড ইন্‌কাম ছিল। এই লটারী সম্পর্কে একটা প্রশ্নের উত্তরে গত বিধান সভার সেসানে অর্থমন্ত্রী আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, লটারীর জন্য কোন একাউন্টস রাখা হয় না। আমি জানি না, যেখানে একটা কনট্রাক্টের ভিত্তিতে এই লটারী বিজনেসটা চলছে, সেখানে কেন হিসাব রাখা হবে না। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এই লটারীর থেকে যে ইনকাম হয়েছে, সেটা কি ভাবে কোথায় খরচ হয়েছে, তার বিস্তারিত

কোন কিছুই সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, এই এ্যাসেম্বলিকে পর্যন্ত জানানো হয়নি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আবার সরকার বলছেন যে আন্ এ্যামপ্লয়েডকে এ্যামপ্লয়মেন্ট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে. কিন্তু কোথায় কিভাবে সেই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বা কতজন আন-এ্যামপ্লয়ডকে এ্যামপ্লয়েমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তারও কোন বিস্তারিত কিছু জানানো হচ্ছে না যদি ধরা যায় যে সরকার যা বলছেন, তাই ঠিক, তাহলে কিন্তু হিসাবে সেটা মিলছে না। কারণ আমরা জানি যে, কংগ্রেস আমলে ত্রিপুরাতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৪৪ হাজার আর কর্মচারীর সংখ্যা ৫৬ হাজার। কিন্তু আজকে কর্মচারীর সংখ্যা ৯৬ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য কোন কোন মন্ত্রী বলছেন ৮২, ৯২ কোনটা ঠিক বুঝা মুশকিল। তারপর আমি দেখছি এই সরকার বলছেন এই করেছি, সেই করেছি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কংগ্রেস আমলে যা ছিল এখনও তাহাই আছে দেখছি। ডম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট জুটমিল এগুলি তো করা হয়েছিল কংগ্রেস আমলে। তখন বাজেট ছিল মাত্র ১২ কোটি টাকার। কিন্তু এখন বাজেটের টাকা তো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই সরকার কোন এসেট সৃষ্টি করেন নি। আজকে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যদি পারফরমেনস বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের উপকারের চিন্তা করতেন তাহলে আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারতাম। বিগত ছয় বছরে এই সরকার কোন এসেট সৃষ্টি করার জন্য কোন উদ্যোগ নেয় নি। এই জন্য এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি। এখানে যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন সেটাতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই। বিগত ১৯৮০ সালের ৭ই এপ্রিল প্রকাশ্য দিবালোকে বিধায়ক পরিমল সাহাকে হত্যা করা হয়। এর পেছনে সি, পি, এম এবং বামফ্রন্ট সরকারের মদত ছিল। ২১ জনের নাম ছিল এফ, আই, আর এ। কিন্তু এই সরকার এদেরকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ সেই পুলিশ খাতে দেখা যাচ্ছে এবার টাকা বাড়িয়ে ১৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা করা হয়েছে। পরিমল সাহা এম. এল. এ. থাকা অবস্থায় অভিযোগ এনেছিলেন যে তাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে এবং সেই অভিযোগ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আই, জি, পি. রমেন ভট্টাচার্য্যের কাছে করেছিলেন। বলেছিলেন

যে, আমাকে পার্সোনেল সিকিউরিটি বা চয়েজ অব সিকিউরিটি দিতে হবে। কিন্তু আই জি পি. সেই চয়েজ অব সিকিউরিটি দেন নি। আমিও নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে দেখছি আমাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে এবং আমি এই বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে চয়েজ অব সিকিউরিটি চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা নাকচ করে দিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি যখন বিরোধী দলে ছিলেন এবং সুখময়বাবু ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন বিশালগড়ে বলেছিলেন যে মন্ত্রীরা পুলিশের গাড়ী ছাড়া চলতে পারেন না। কথাটা শুনে অপূর্ব লেগেছিল। কিন্তু আজ দেখছি, উনি ক্ষমতায় এসে নিজের জন্য ৫/৬টা পুলিশ এস্কর্ট রাখেন। আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি রকমভাবে অসত্য ভাষণ রাখতে পারেন এই হাউসে। গত ২০শে মার্চ মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মার একটা প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ত্রিপুরা হাউস ছাত্রাবাস নয়। কিন্তু দিল্লী ত্রিপুরা হাউসে দুই জন ছাত্র কয়েক বছর যাবত সেখানে থেকে পড়াশুনা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গেলে ওদেরকে দেখাশুনা করে আসেন। ত্রিপুরা ভবন সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে এই অসত্য ভাষণ দিলেন আমি জানি না উনি অসুস্থ কিনা। যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন তাহলে উনার চিকিৎসা হওয়া দরকার। এই ব্যাপারে আশা করি ট্রেজারী বেনচের মাননীয় সদস্যরাও একমত হবেন। আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই বাজেট ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কোন উপকারে আসবে না। কাজেই এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল। মাননীয় সদস্য আপনি সাড়ে ছয় মিনিট পাবেন।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই বাজেটের ভাষণে প্রথমেই বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক, ইত্যাদি কুতসিত ভাষা দিয়ে এই সভার পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়েছে। এই বাজেট বাস্তবের পরিপন্থী, মানুষের কল্যাণের পরিপন্থী, এর দ্বারা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কোন উপকার হবে না। এই বামফ্রণ্ট সরকারের ছয় বছর পুর্ণ হয়ে গেল কিন্তু এখনও সন্দেহ আছে যে এটা পূর্ণাংগ বাজেট কিনা এবং এটা পঞ্চায়েত বাজেট কিনা। বিগত বাজেট ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী এই বিধান সভায় স্বীকার করেছিলেন যে, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাটেনডেন্সের হার কমে গেছে। ফিডিং সেণ্টার চালু করার জন্য এটা হয়েছে। বিগত ৩০ বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্পাপ নিষ্কলংক ছিল। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাছাড়া মিড ডে মিল চালু করে সরকার সেখানে শিক্ষকদেরকে ব্যবসা করতে বাধ্য করেছেন এবং মিড ডে মিল সাপ্লাইয়ে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। ছোট ছোট

ছেলেমেয়েরা স্কুলে ইনক্লাব জিনদাবাদ বলছে। তারা বুঝতে পারছে না পড়াশুনা করবে না রাজনীতি করবে। প্রত্যেকটা স্কুলেই ম্যানেজিং কমিটি আছে এবং সেই কমিটিগুলি এই সরকারের সমর্থকদের দ্বারা গঠিত। সেই জন্য বিরোধীরা সেখানে কোন বক্তব্য রাখলে তারা শুনতে চায় না। শুধু শিক্ষা নয়, সব দপ্তরই একই অবস্থা। কাজেই কোন ধরনের এই বাজেট সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। বিরোধী দলনেতা অশোকবাবু ঠিকই বলেছেন যে, এটা কনভেনশনেল বাজেট। কারণ কোন প্রোজেক্টে কত টাকা খরচ ধরা হয়েছে সেটার কোন উল্লেখ নাই। এই বাজেটকে কনভেনশন্যাল বাজেট বলা যায়। কারণ এই বাজেট অসম্পুর্ণ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরোপুরি ভাবে উল্লেখ করা হয় নি। ল্যাম্পস এবং প্যাকস সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার বলেছে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ল্যাম্পস এবং প্যাকস গুলির হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে, ন্যায্য মুল্যের দোকান চালিয়ে এবং ন্যায্য দামে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দিতে পারে সাধারণ মানুষকে। এতে গরীব জনসাধারণের উপকার হবে। কিন্তু যে সমস্ত ল্যাম্পস আছে সেগুলি ল্যাম হয়ে গেছে এবং প্যাকসগুলি প্যাক হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার ল্যাম্পস সোসাইটি গঠন করেছেন, বামফ্রন্ট সরকার প্যাকস সোসাইটি গঠন করেছেন। কিন্তু এই ল্যাম্পস ও প্যাকস ত্রিপুরার কয়জন মানুষের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করেছেন? আমরা দেখেছি, উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন, করমছড়া, ধুমাছড়া ছৈলেংটা, আম্বাসা প্রভৃতি গ্রামে, প্রতি বৎসরই অড়ল উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ল্যাম্পস বা প্যাকস থেকে সেই অড়ল কেনার জন্য কোন উদ্যোগই নেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এই ল্যাম্পস ও প্যাকসের কাজের জন্য এখানে অর্থ ধরা হয়েছে, অথচ বাস্তব কাজের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। কাজেই আমি বলতে চাই, এই বাজেট কনভেনশন্যাল বাজেট। এই বাজেট ক্যাডারদের বাজেট হয়ে যাচ্ছে। এই ল্যাম্পস ও প্যাকস কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচী অনুযায়ী হয়েছে। এই ল্যাম্পস ও প্যাকসের কাজের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিগণও যুক্ত থাকবেন বলা হয়েছিল। কিন্তু, আমার এলাকায় ২টি ল্যাম্পস্ থাকা সত্বেও আজ পর্যন্ত আমাকে কোন কাগজ দেওয়া হয় নি। এই সরকার ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ। আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ঃ—কাজেই এই বাজেটে যা ধরা হয়েছে তা ভুল ধরা হয়েছে। কাজেই এই বাজেটের পুরো বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ -মাননীয় সদস্য শ্রীবাসিত আলী।

সৈয়দ বাসিত আলী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এই বাজেট ত্রিপুরার সাধারণ গরীব মানুষের এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত অসহনীয় ও আতংকজনক। এই বাজেট ত্রিপুরার মজুতদার, জোতদার এবং কালোবাজারী ও স্বার্থান্বেষীদের মত লোকদের কাছে অত্যন্ত সহায়ক। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ছয় বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে যে গতানুগতিক বাজেট করে যাচ্ছেন, সেই বাজেট স্বার্থান্বেষীদের কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1981-82 এই বইয়ের পেজ নাম্বার-৩০এ দেওয়া আছে, 3.3.8 Credit Utilisation.

"Out of Rs. 13.99 lakhs drawn from the treasuries for loan/seed money, Rs. 11.51 lakhs only were disbursed to 383 beneficiaries upto 31st March 1983. The balance of Rs. 2.48 lakhs was refunded in November 1982, though the entire amount of Rs. 13.99 lakhs was reported to have been spent. এখানে ১১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, এবং সেখানে বাকী ২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা খরচ করা হয় নি। অথচ এখানে খরচ হয়েছে সম্পূর্ণ টাকা বলে দেখান হয়েছে। সেখানে এই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। আর একটি প্রমাণ আমি এখানে তুলে ধরতে চাই, মিঃ স্পীকার স্যার, কি ভাবে স্বার্থান্বেষীরা গরীবদের টাকা নিয়েছে। এই বইয়েরই পেজ নাম্বার ৫৩তে লেখা আছে, 4. 1. Avoidable extra expenditure.

This resulted in avoidable extra expenditure of Rs. 1.68 lakhs. এই ভাবে স্যার, টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। আমার সময়ের খুবই অভাব। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি ডিটেলস্ বলতে পারছি না। কাজেই খুব সর্ট যাচ্ছি। আর একটা আছে, 4.2 Extra expenciture on procurment of Assam Boulders. সেখানে দেখা গেছে,

Acceptance of three tenders by the Superintending Engineer at Higher rate in contravention of the instructions issued by Chief Engineer resulted in extra expenditure of Rs. 2.65 lakhs. একমাত্র কাজের টেণ্ডারের জন্য গরীব মানুষের রুপীস্, ০'৮৬ লাখস্ টাকা আত্মসাৎ

করা হয়েছে দুই বছরে অত্যন্ত সুকৌশলে। এই বইয়েরই ৫৬ নাম্বার পেজে আছে, 4. 5 Purchase of conductor.

Electrical Stores Division Agartala purchased during 1978-79, on order placed in August 1978, a quantity of 99.866 kilometre of 7/3. 10 mm. conductor at the rate of Rs. 2,673.52 per kilometre from a firm on Director General, Supplies and Disposal's (DGS&D) rate contract. The Division, however, placed (November 1978) orders for another 200 kms. of conductor of the same specification on another firm at the rate of Rs. 3,086 per kilometre less 5 percent rebate during the said year without availing of the benifit of D.G.S. & D. rate contract. No formal tenders had been invited for the purpose of purchasing the aforesaid 200 kilometres of conductor at a much higher rate than the D. G. S. & D. rate. This resulted in avoidable extra expenditure of Rs. 0.52 lakh. সুকৌশলে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে কি ভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা হয়েছে। এই অডিট রিপোর্টের ৭৫ পেজে আছে, In 5 villages to be electrified between 1976-77 to 1978-79 (Costing Rs. 0.92 lakh for four Villages) no lines were found in existence by the concerned executive engineer in March 1981 and the work had to be re-done.

Cases of theft of meterial from different quarters were reported but detailed reports showing the nature and extent thereof as also the remedial action taken were not available. "মিঃ স্পীকার স্যার, গরীব মানুষের কাজের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখা হয় তা আজকে এই ভাবেই স্বার্থান্বেষীরা আত্মসাৎ করছে। এখানে যে বাজেট এসেছে সে বাজেট গতানুগতিক বাজেট। এই বাজেট স্বার্থান্বেষী ও কালোবাজারীদের সুযোগ দেবে। আমি এইটুকুই বলে শেষ করতে চাই, আমরা দেখেছি, বাজেটের টাকা যারা গরীব মানুষ, মেহনতী মানুষ তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এই টাকা গরীব মানুষের কাছে যাচ্ছে না। এই টাকা যাচ্ছে, বামফ্রন্টের এক শ্রেণীর সমর্থকের কাছে। সেই ফাঁক ধরার মত আজকে কোন উপায় নেই। এই বাজেট দেখে আমরা অত্যন্ত আতংকিত এবং গরীব মানুষের পক্ষে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমি আমার বাজেট বক্তৃতা এইখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :– মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী। মাননীয়া সদস্যা আপনি সাড়ে চার মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীমতী গীতা চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিগত ১৬ই মার্চ এই বিধান সভায় ১৯৮৭-৮৫ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে, এই বাজেটে গরীব মেহনতী মানুষের জন্য, ছাত্রদের জন্য, কৃষি শ্রমিকদের জন্য কোন টাকা ধরা হয়নি। সেখানে তাদের জন্য কেন টাকা থাকবে না? এই বাজেট আনা হয়েছে সেই সব লোকদের জন্য যারা বামফ্রন্টের সমর্থক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে দেখলাম, তিনি বলেছেন, রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে অধিকাংশ উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছেন। এর ফলে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। কিন্তু এ কথা যে কত ভুয়া সে কথা উনি একবারও চিন্তা করলেন না। কারণ আমরা দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী যেদিন ঘোষণা করলেন, তারপর থেকে প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গায় আত্মসমর্পণের হিড়িক পড়ে গেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ১৯৮৩ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লোক আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু তারপরেও ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীর আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে। স্যার, ত্রিপুরা একটি ছোট্ট রাজ্য, প্রতিদিন আমরা দেখছি এখানে অনেক উগ্রপন্থী হামলা হচ্ছে। এই বিধান সভায়ও আমরা দেখছি, অনেক মাননীয় সদস্য উগ্রপন্থী আক্রমন সম্পর্কে অনেক দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ এনেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন—বিনন্দ জমাতিয়া গোষ্ঠি আত্মসমর্পণ করার ফলে রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ফিরে এসেছে। আসলে উনার এই বক্তব্য রাজনৈতিক মুনাফা লুটের একটা অপকৌশল মাত্র। রাজ্যের আইন শৃংখলার পরিস্থিতি ক্রমশঃ অধিকতর মন্দের দিকে যাচ্ছে। স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী এখানে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা খাতে ওয়ান পার্সেন্ট টাকা বরাদ্দ করেছেন। অথচ বাজেটে আমরা দেখেছি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৬'৭৬ পার্সেন্ট। তাহলে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী এত টাকা আনলেন কোথা থেকে? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে শিক্ষার হার কমছে না, বরং রেকর্ড পরিমাণ গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। শাসক দল সেটা দেখেও দেখছেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল এখানে বলেছেন যে কংগ্রেসের অনেক নামওয়াড়ী দল আছে। কিন্তু আমি বলতে চাই উনাদের কি কম নাম ওয়াড়ী দল আছে? যথাক্রমে ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি, (মার্কসবাদী), ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি, নিখিল ভারত কমুনিষ্ট পার্টি, বিপ্লবী কমুনিষ্ট পার্টি, ইত্যাদি। এগুলি অবশ্য বিধান সভায় নেই। স্যার, উনাদের কথায় এবং কাজে কোন মিল নেই। তাই আমি এই

বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বাজেট গরীব মেহনতী মানুষের জন্য নয়, এই বাজেট কেডার পোষার জন্য। স্যার, গতকাল মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকার টেলিভিশানের উপর ছাড় দেওয়ায়, আপশোষ করলেন। তিনি বলেন—টেলিভিশান মানুষের মাথা বিগড়ে দেবে, কেননা এতে বাজে পিক্‌চার দেখানো হয়, শিক্ষামূলক কোন কিছু এতে দেখানো হয় না। উনার এই ধারনা ঠিক না। তবে আমি বলতে চাই, বামফ্রণ্ট সরকারে আসার আগে ত্রিপুরাতে কয়টি সিনেমা হল ছিল. আর এখন কয়টি হয়েছে? এগুলিতে কি বাজে ছবি দেখানো হয় না? কাজেই উনি ভ্রান্ত ধারনার বশবর্ত্তী হয়েই এই মন্তব্য করেছেন যা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। বাজেটের বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅঙ্গু মগ মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীঅঙ্গু মগ :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৬ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৪-৮৫ ইং সালের যে বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন আমি এটাকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনার ভাষনে বলেছেন যে উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করায় ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি শৃংখলা ফিরে এসেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য যে কতটুকু মিথ্যা তা প্রমানিত হলো কিছুদিন আগে গণ্ডাছড়ায় উগ্রপন্থী কর্তৃক ৫জন নিহত হওয়ার ফলে। আসলে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা উনার একটা অপকৌশল। কিছুক্ষন আগে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা উনার বক্তব্যে বলেছেন যে—১৯৭৪ ইং সন থেকে তদানিন্তন কংগ্রেসী সরকার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা অনেক আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসে রাজ্যের কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিয়েছি। তাই যদি হয় তাহলে ১৯৮১ ইং সাল থেকে কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন না কেন? আপনারাতো গরীবের বন্ধু, কর্মচারীদের বন্ধু সরকার। তাহলে তাদেরকে পাওনা টাকা দিতে অসুবিধা কোথায়? কর্মচারীদেরকে ঠকানোর জন্য এটা আপনাদের একটা ভাওতাবাজী। স্যার, গতকাল মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী উনার ভাষনে বলেছেন যে, জুমিয়াদের কল্যাণের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু বিগত বছর গুলিতে উনাদের কাজকর্মের অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে বলতে হয় জুমিয়াদের আদৌ কোন কল্যান হয় নি। তারা যে অভাবগ্রস্থ ছিল, সেই অভাবীই রয়ে গেছে। বাজেটের টাকা আসলে উনারা দলীয় স্বার্থে খরচ করছেন। স্যার, গতকাল মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী হাউসে বলেছেন যে, হরিনাতে উনারা একটা আবাসিক স্কুল করেছেন।

তাতে দলীয় স্বার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে কাগজে পত্রে দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি জানি বর্তমান আবাসিক স্কুলটি নির্মিত হয়েছিল কংগ্রেসী আমলে কুষ্ঠ রোগ চিকিৎসার নিমিত্তে। এই কেন্দ্রটিকে উনারা ক্ষমতায় এসে আবাসিক স্কুলে পরিণত করেছেন। তারপর তিনি বলছেন ১৯৮২-৮৩ সালে আবাসিকটি চালু করেছেন এবং এতে ৬০ জন ছাত্র আছে। উনার এই হিসাব কাগজে পত্রেই আছে। বাস্তবে আমি জানি, সেখানে মাত্র ৩০ জন ছাত্র থেকে পড়াশুনা করছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ বছর থেকেই যেন উক্ত বোর্ডিং হাউসটিতে আরও ৩০ জন ভর্তি করা হয়। স্যার, বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

Mr. Speaker :—It is for information of the Members that the Committee for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be splited into two Committees viz. (1) Committee on Welfare of Scheduled Castes and (2) Committee on Welfare of Schedule Tribes.

The Original Committee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes look after the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes being elected by the House. As the said Committee will be splited, both the Committees will also be elected Committees. Members along with submission of nomination papers for other elected Committee will also nomination paper for election to the Committees on Welfare of Scheduled Castes and Welfare of Schedule Tribes separately.

As the rules guiding the function of the Committee of Welfare Scheduled Castes and

Scheduled Tribes are to be amended by making provision of both the Committees. For the present pending amendement of the Rules of the procedure the excisting rules for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Committee will be followed. Similarly, Rules for Internal workings for the Welfare Scheduled Castes and Scheduled Tribes will also be followed in case of works of both the Committees

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মাকে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে, এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের দিনমজুর, ক্ষেত মজুর, গরীব, চাষী, এক কথায় বলতে গেলে, গরীব অংশের সমস্ত মানুষই উপকৃত হবেন এবং সমস্ত মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট রচিত হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে বিভিন্নভাবে উন্নতি করতে পারে তার জন্য নানা খাতে টাকা ধরা হয়েছে। পাওয়ার টিলা থেকে আরম্ভ করে জলসেচ, ভূমি সংস্কার সব কিছুই এই বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে। হাঁস, মুরগী, গরু, মহিষ ইত্যাদি পালনের জন্য অনেকগুলি সেন্টার করা হয়েছে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মানুষ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে, তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই বাজেট রচিত হয়েছে। গ্রামে যে সমস্ত গরীব কৃষক আছেন তারা যাতে সমবায়ের মাধ্যমে সুযোগ পেতে পারেন তার জন্য বাজেটে গ্রামাঞ্চলে সমবায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাজেটে এটা ধরা হয়েছে এবং অনেকগুলি সেন্টার করা হয়েছে। শিক্ষার ব্যাপারে আমরা জানি, শিক্ষিত না হলে কোন দেশের সার্বিক উন্নতি হতে পারে না। তাই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য এই বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে এবং আগামী দিনে অনেক হাইস্কুল এবং সিনিয়ার বেসিক স্কুলের জন্যও টাকা ধরা হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে। এই বাজেটের মধ্যে অগ্নিনির্বাপকের জন্যও টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তাছাড়া আগরতলা উদয়পুর এবং কৈলাশহরে আরও তিনটি অগ্নি নির্বাপক বিভাগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বাঁশ শিল্পের উন্নতি হতে

পারে তার জন্যও এই বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্যও এই বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। এই বাজেটে ১৯৮৪-৮৫ সালে ১০০ কিলোমিটার নুতন সড়ক নির্মাণ এবং ২২৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের প্রস্তাব আছে। আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি, সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবস্দের আরও অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যাতে এই উভয় শ্রেণীর মানুষ আরও উন্নত হতে পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যখন টাকা আমরা চাই দেখা যাচ্ছে বারবারই আমাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের উচ্চ শিক্ষার জন্য টাকা দরকার, কারণ আমাদের রাজ্যে কোন ইউনিভারসিটি নেই, মেডিক্যাল কলেজ নেই, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাইলে বার বার আমাদের প্রতি অবিচার করা হয়। দিল্লীতে যখন কনফারেন্সে গিয়েছিলাম তখন অন্যান্য রাজ্যের চেয়ারম্যানরা বলেছেন, আপনাদের রাজ্যে ইউনিভারসিটি নেই, মেডিক্যাল কলেজ নেই? কাজেই দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের উপর অবিচার করছেন। উনারা যদি অবিচার না করতেন তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও অন্যান্য রাজ্যের মতো উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠতে পারত। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলেছেন আইন-শৃংখলা নেই, অসত্য কথা বলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন। আমরা চাই গণতন্ত্র, এই গরীব দেশে ধনতন্ত্রের স্থান হতে পারে না। কত লোককে আমাদের হারাতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের উপর অত্যাচার করে চলেছে, কারণ আমাদের নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, আমাদের রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দিচ্ছে না। আমরা জানি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত বক্তব্য রাখছেন কোন দিন না কোন্ দিন তাঁরা কংগ্রেস (আই) দল থেকে পরিত্যক্ত হবেন।

স্যার, আমরা জানি, স্বাধীনতার পরে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, যারা কংগ্রেসে ছিলেন তারা আজ কোথায়? আজকে যারা ধনিক গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা বামফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন করতে পারছেন না। কারণ, বামফ্রন্ট সরকার গরীবের সরকার। কাজেই এই বামফ্রন্ট সরকার যাতে বেশীদিন টিকতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছেন, আইন শৃংখলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করেছেন। তারা বলছেন রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। তারা দাঙ্গা লাগিয়ে, খুন সন্ত্রাস করে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য দাবী করছেন। তারা গরীবের স্বার্থে কাজ করতে চায়না। আজকে তাদের দলের যারা তাদের মধ্যেও ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। তাদের দলের কোন্দলে আস্তে আস্তে

অনেক লোক তাদের দল থেকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সকলের স্বার্থে কাজ করে। বামফ্রন্ট সরকারকে যারা সমর্থন করে তারা আজবেই আমাদের কাছে। তারা যত শত্রু তাই করুক, যত কিছুই করুক, ভুল বোঝার পরে যদি আসে তাদের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের দরজা সবসময়ই খোলা থাকবে। আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একমাত্র ধনিক গোষ্ঠির প্রতিনিধিত্ব করেন তারা, যারা জোতদার, সুদখোর, মুনাফাখোর, তাদের জন্য প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন তারা। কাজেই সেইদিক থেকে আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখব আগামীদিনে আমাদের যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—তার দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা এগিয়ে আসুন বামফ্রন্ট সরকারের সংগে মিলিত হোন। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল উনার বক্তব্য রাখার সময় বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ছাত্র সংখ্যা কমছে। হ্যাঁ, আমাদের ছাত্র সংখ্যা-ত কমবেই, কারণ স্কুল বাড়ছে। স্কুল বাড়ার সংগে সংগে একটি স্কুলে অনেক ছাত্র না থেকে বিভিন্ন স্কুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছাত্র সংখ্যা আরও অনেক বেড়েছে। তিনি বলেছেন, যে, ছাত্র সংখ্যা কমছে, উনার চোখ আছে কিনা জানিনা। উনি বলছেন যে, ফিডিং সেন্টার একটি ব্যবসা কেন্দ্র। না, এটা ব্যবসা নয়। বামফ্রন্ট সরকার এসে ছাত্রদের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। যাদের ছেলেরা সকালে স্কুলে আসার সময় কিছু খেয়ে আসতে পারেনা তাদের জন্য এই খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ছাত্রদেরকে বাঁচানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রাসিত আলী বলেছেন যে টাকা আত্মসাৎ হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। আমি বলতে চাই, টাকা আত্মসাৎ করে কংগ্রেসের লোকেরা। ওরা এই টাকা দিয়ে কলিকাতায় বাড়ী করে। দেখাতে পারবেন বামফ্রন্টের একজন লোককে কলকাতায় বাড়ী করেছে? পারবেন না। সুতরাং কারা টাকা আত্মসাৎ করে তার প্রমাণ এখানেই বুঝা যায়। মাননীয়া সদস্যা গীতা চৌধুরী বলেছেন লক্ষ লক্ষ আত্মসমর্পণ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন উগ্রপন্থী আছে? বিবাদবাদী কতজন আছে? লক্ষ-ত দূরের কথা হাজারও হবে না। কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবাই সচেতন, ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষ গরীব। সুতরাং তারা সবাই একসংগে মিলে মিশে থাকতে চায়। তারা বামফ্রন্ট সরকারের কাজে সহায়তা করে, বামফ্রন্ট সরকারের সংগে থেকে সমস্ত কাজকর্মে সাহায্য করছে। আজকে পঞ্চায়েতে আপনারা বলছেন ক্যাডার পোষা হয়। ক্যাডার পোষা হয় না। সেখানে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে প্রধান নির্ব্বাচিত হয়। তারপর বি, ডি, সির মিটিং—এ আলাপ আলোচনা করে এন, আর, ই, পি./এল, আর, ই পি,র কাজ হয়। আজকে আপনাদের সমর্থক গ্রামে বা শহরে নেই। তাই আপনারা বলছেন যে টাকা আত্মসাৎ হচ্ছে। আপনাদের

লোক নেই বলে আপনাদের এই কথা বলার অধিকার আপনাদের নাই। গণতন্ত্র সম্পর্কে কথা বলার আপনাদের অধিকার নাই। কেননা, ওরা ত গণতন্ত্রকে হত্যা করে চলেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে তারা যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে, তার জন্য তারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ, এরা ত গণতন্ত্রের হত্যাকারী। কিছুদিন আগে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, এক নেতা, এক কথা। একনায়কত্বের প্রশাসন। এটা কি ধরনের ? স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে এই ব্যবস্থা নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৬ই মার্চ্চ যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : —মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৬ই মার্চ মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারতাম যদি এই বাজেটের মধ্যে গরীব মেহনতী মানুষের দিন মজুরের, কর্মচারীদের, ছাত্রদের পক্ষে এই বাজেট হত। কারণ আমরা দেখেছি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা নগদে না দেওয়ার জন্য ২টা কিস্তি দেবেন বলে ঘোষণা করে জি, পি, এফ এ সমস্ত টাকাটা রেখে দেওয়ার জন্য ঘোষণা করলেন। আমার মনে হয়, এইখানে যে বাজেট ধরা হয়েছে ২০৮ কোটি টাকা, এইটাও মনে হয় সেইরকম জি, পি, এফ ফাণ্ডের মত পার্টির ফাণ্ডে চলে যাবে। আজকে সদস্যদের বক্তৃতার মধ্যেই বুঝা গেছে তারা কতটুকু জনগণের দরদী। এই বাজেটের মধ্যে আমরা মনে করেছিলাম যে, জনসাধারণের স্বার্থকে দেখা হবে, জনসাধারণের কথা বলবে, কিন্তু না ঐ উত্তর পুর্বাঞ্চল, পাঞ্জাব, এইসমস্ত রাজ্যের কথা বলে নিজের রাজ্যের জনগণের কথা যেন একেবারে ভুলেই গেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে আজকে বাজেট অধিবেশন এই অধিবেশনকে পার্লামেণ্টে নিয়ে চলে গেছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে বলা যায় না, আমি সেই কথা বলছি না। কিন্তু আগে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার সমাধান করতে হবে। আজকে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কোন কিছু রাখা হয়নি এই বাজেটের মধ্যে। তারা যে কতটুকু উপজাতি দরদী তা তাদের বাজেট থেকে বোঝা যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, স্কুল ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, তার জন্য আমাদের কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। সমাজবিরোধীরা স্কুল ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। এই সমাজ বিরোধী কারা সৃষ্টি করেছে ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু, মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবুরাই ত সেই সমাজ

বিরোধীদের সৃষ্টি করেছেন, স্কুল ঘর পোড়ানোর জন্য, গরীব মানুষের ঘরে ডাকাতি করার জন্য। তারাই-ত সৃষ্টি করেছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বলতে হয় যে রাজ্যপালের ভাষনের উপর শিল্প মন্ত্রী একটা কথা বলেছিলেন যে, বিরোধী সদস্যদের মস্তিষ্ক আছে কি না জানি না, মগজে কিছু থাকতে হয়। কিন্তু মগজ বলতে কোনটাকে বুঝায় আমার মতে মানুষের একটাই মাথা থাকে এবং একটাই মগজ থাকে, কিন্তু আমরা জানি না যে, বামফ্রন্ট সরকারের রাবনের মত দশটা মাথাও মগজ আছে কিনা। হ্যাঁ আমাদের মগজ নাই আমরা স্বীকার করি, কারণ দিনে দুপুরে যেখানে রাস্তার উপর এম, এল, এদের হত্যা করা চলে, জেলের ভিতরে যেখানে নারী ধর্ষন করা হয়, দিনে দুপুরে যেখানে ডাকাতি করা হয় এবং রাজ্যে উগ্রপন্থী তৈরী করার যে মগজ সেই মগজ আমাদের নাই। মিষ্টার স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, উত্তর পুর্বাঞ্চলে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে, উত্তর পুর্বাঞ্চলে সমাজ বিরোধীদের কারা হুমকী দিচ্ছে। আজকে শুধু বলছেন যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। আজকে কেন্দ্রকে কি খুব বেশী চিনেছেন? যখন কংগ্রেস সরকার এই রাজ্যে ছিল তখনতো কেন্দ্রকে একটুও দোষ দিতেন না, তখন কি বলতেন যে ঐ সুখময় বাবুর বনমালিপুরে টাকা তৈরী করার টাকশালের কারখানা আছে? তখন সমস্ত দোষ ছিল সেই রাজ্য সরকারের আর আজকে সমস্ত দোষ হচ্ছে ঐ দিল্লীর। আজকে নিজেদের সমস্ত ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য সমস্ত দোষ ঐ কেন্দ্রের উপর দেওয়া হচ্ছে। মিষ্টার স্পীকার স্যার, এখানে পশু পালন সম্পর্কে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, আবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি পশু পালন করা হয়, না কি পশু মানুষকে পালন করে। কারণ আমরা দেখেছি পশু খামারগুলিতে পশুর চেয়ে কর্মচারীর সংখ্যা বেশী। আজকে আপনারা বলছেন যে, উপজাতিদের জন্য আপনারা অনেক কিছু পরিকল্পনা নিয়েছেন, কিন্তু আজকে এইটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা উপজাতিদের জন্য চিৎকার করে, গতকাল মাননীয় সদস্য পুর্ণমোহনবাবু বলেছেন যে রবীন্দ্র দেববর্মা জঙ্গলে ছিলেন কিনা। কিন্তু আজকে আপনাদের আমলে দেখা যাচ্ছে যে উপজাতিরা জঙ্গল থেকে জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। আজকে আপনারা বলছেন যে কংগ্রেস আমলে উপজাতিদেরকে জঙ্গলের ভিতরে যেতে হয়েছিল, তা আপনারা তা বন্ধ করুন না, আপনারা বলুন যে আমাদের আমলে তাদেরকে জঙ্গলে যেতে হয় না। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে। বাস্তবে তার কিছুই হচ্ছে না। আজকে বিধায়ককে ঘেরাও করে জনগণ হাহাকার করছে, কই এই কথাতো আপনারা বলছেন না, শুধু বলছেন যে বিরোধীরা শুধু

বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করছেন। আজকে আমরা শুধুমাত্র সমালোচনা করার জন্য সমালোচনা করছি না। একটা হাউসকে ভুল পথে নিয়ে ত্রিপুরার জনগণকে ভুল পথে বিভ্রান্ত করার জন্য, শুধু টাকা দিয়ে সমস্যা সমাধানের কথা বলে ত্রিপুরার মানুষকে ভুল পথে পরিচালনা না করে আপনাদের ভুলটাকে স্বীকার করে এই বিধানসভার মধ্যে ঘোষণা করবেন এবং নুতন করে বাজেট পরিকল্পনা তৈরী করে এখানে পেশ করবেন, এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ -মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়াকে আমি সময় দিতে পারছি না, কারন টি-ইউ-জে-এস এর আর মাত্র ৪ মিনিট সময় আছে, আপনারা দুই মিনিট করে ভাগ করে নিতে পারেন। যাই হোক, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহাকে বক্তব্য রাখতে বলব। নির্দল সদস্যদের জন্য ১৬ মিনিট দেওয়া আছে, কাজেই মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতী রত্না প্রভা দাস যদি না বলেন তাহলে আপনি বলতে পারেন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ—স্যার, উনি বলেছেন আলোচনা করবেন না ; মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে বাজেট গত ১৬ তারিখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে পেশ করেছেন, তাতে আমার কাছে এই বাজেটের যে চেহারা এইটাকে একটা ম্যালেরিয়া রুগীর মত বলা যায়। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারও যে চেহারা ধরেছে তাতে তাকে ঠিক ম্যালেরিয়া রুগীর মতই লাগে, তার মাথাটা বড়, হাত পাগুলি সরু, পেটটা মোটা। এখানে বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা ম্যালেরিয়া রুগীর মত চেহারা। কাজেই এই বাজেটটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ সারা পৃথিবীতে ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূলের জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে, তাতে আমার মাথায় এত কম বুদ্ধি নাই যে তাকেই আমি সমর্থন করব। এই জন্য আমি খুব দুঃখিত। এখানে বাজেট যেটা দিয়েছে তাতে আমরা দেখলাম যে এইটা একটা ভূতের মুখে রাম নামের মত, এখনো কতগুলি জিনিষ তাদেরকে লিখে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে তারা মুখস্থ করে রেখেছে, যে মুখস্থ করতে পারেনি সে দেখে দেখে বলছে তোতা পাখীর মত। স্যার, এখানে বাজেটের যে নমুনা তাতে পুলিশ খাতে ধরা হয়েছে ১৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা, পাশাপাশি এখানে যে ম্যালেরিয়া রুগীর কাণ্ড যেটাকে বলে বামফ্রন্টের সমবায়, তার জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। আর যেটাকে নাকি তারা বলেছেন যে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের মাধ্যমে, তাদের শক্ত হাতিয়ার, তার মধ্য দিয়ে সমস্ত মানুষকে ঠকিয়ে মানুষের উন্নয়নের নামে এখানে ধরা হয়েছে মাত্র ১ কোটি ৯৯ লক্ষ ২ হাজার টাকা। সুতরাং এই বাজেটকে কি করে সমর্থন করা যেতে পারে? যেখানে জনগণ যে স্বাস্থ্যের উপর

নির্ভর করে বাঁচতে পারে সেই স্বাস্থ্যের খাতে ধরা হয়েছে মাত্র ৮ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। এই হচ্ছে ত্রিপুরার বাজেটের নমুনা। আজকে ত্রিপুরার শিক্ষার খাতে উন্নয়নের খাতে আরও কি কি ধরা হয়েছে, কিন্তু পুলিশের খাতে সব চেয়ে বেশী ধরা হয়েছে। কারণ এই সরকারের যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা আজকে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই তাদেরকে আজকে পুলিশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল মাননীয় সদস্য কেশববাবু বলেছেন যে এখানে যে টাকা পয়সা ধরা হয়েছে, তা কি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কনষ্টিটিউশানে খরচ করা হবে না? তাতে আমরা বলতে চাই যে বিগত দিনে যে টাকা খরচ হয়েছে তাতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এ সি বিলের মাধ্যমে গত দুই বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে আজকে বামফ্রন্ট সরকার তার হিসাব মিলাতে পারেন না। ১৯৮২ সালে সাব্রুম দিয়ে যে সমস্ত উপজাতি শরনার্থীরা এসেছিলেন তাদের জন্য ১৩ কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে আপনাদেরকে দিয়েছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ পর্য্যন্ত তার কোন হিসাব মিলাতে পারেন নি। তাহলে এই টাকাগুলির কি হয়েছে, ঐ অমরপুরের যিনি এস-ডি-ও নেপাল সিনহা আছেন তিনি একটা টেলিভিশন কিনেছেন এই টাকা দিয়ে। তখন তিনি ছিলেন সেখানকার বি-ডি-ও। আর একজন ডি-আই-জি ডিপার্টমেণ্টের মিষ্টার খান সাহেব তিনিও তার বাড়ীতে টি ভি কিনেছেন এই রিলিফের টাকা দিয়ে। আমরা জানি না আরও কোন মন্ত্রীর বাড়ীতে বা তাদের কোন নেতার বাড়ীতে বাকী ৭টা টি. ভি আছে কিনা, দুই খানার হিসাব আমরা পেয়েছি। এই হচ্ছে অবস্থা। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বলুন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট বলুন, শিক্ষার খাতে বলুন, সব দিকে একই অবস্থা। অমরপুরে ৪০টা স্কুলের জন্য ৬০ লক্ষ টাকার জন্য এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছিল, তার কয়েক লক্ষ টাকা সেখানে আত্মসাৎ হয়ে গেছে।

এই রকম অবস্থা উন্নয়নের নামে প্রতিদিন হচ্ছে। এই যে রাস্তার উন্নয়ন হচ্ছে, সেই রাস্তার প্রতি নিয়ত কয়েকখানি গাড়ী অ্যাকসিডেণ্টে পড়ছে, মানুষ মরছে, হসপিটালে আনছে, প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে দিচছে। এই হচছে উন্নয়ন। যে টাকা প্রচারের জন্য দেওয়া হচ্ছে সেটা অফিস থেকেই হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই অবস্থায় আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একটা কথা আমাকে বলতে হচছে। আমাদের এই বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কাংগ্রেস নাকি আকালীদের সাথে এবং বিচছিন্নতাবাদীদের সংগে ষড়যন্ত্র করছে। আমি বলতে চাই যে, হরকিষেণ সিং সুরজিৎ যিনি গোপনে শলা করেছিলেন আকালীদের সাথে, সেটা কি ষড়যন্ত্র নয়? এটা কি

ইন্দিরা গান্ধী বলে দিয়েছিলেন? নাকি সি পি এম পলিটব্যুরো বলে দিয়েছে? আমরা আসামে উগ্রপন্থীদের বিরোধীতা করছি, আমরা আসামের আন্দোলনের বিরোধীতা করছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখতে পাচ্ছি জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী, এন, টি রামা রাও-য়ের দল সি পি এম এর কাছাকাছি যাচ্ছেন। এটা কি সি, পি, এম অস্বীকার করতে পারবেন? কাশ্মীরে যে দিন ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের কর্মীরা কংগ্রেস কর্মীদের উপর লাঠিপেটা করেছিল তখন পশ্চিম বংগে বিক্ষোভ করেছিল শান্তিপূর্ণভাবে। সেটা তারা নিন্দা করেছিলেন?

আমাদের ত্রিপুরাতে আজকে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কি? ত্রিপুরাতে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রতিনিয়ত তথাকথিত উগ্রপন্থীদের দিয়ে মানুষের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। আমি গত মাসে একটা মিটিং করতে গিয়েছিলাম। আমার উপর হামলা করা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে আমি আর একটা মিটিংএ গিয়েছিলাম। পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কিছুই হয় নাই। তারপর দেখা যায়, দুজন যুবক খুন হয়েছে। এই আগরতলায় খুন হয়েছে। এই যে কিছুদিন আগে বিধানসভায় স্বীকৃতি দিয়েছেন কত হাজার লোক খুন হয়েছে। এটা তাঁরই কথা। কত হাজার মেয়ের ইজ্জত নষ্ট হয়েছে। এটা তাদেরই কথা। ১৮ই ফেবরুয়ারী একজন লোককে পুলিশ ধরে আনল। শাসক দলের একজন নেতার হস্তক্ষেপে লকআপ থেকে আসামীকে ছেড়ে দিল। এই হলো অবস্থা। আসামীকে ধরছে না। এই অবস্থা থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পেতে চায়। উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করছে। ওরা বলছে যে কংগ্রেস আমলে শত শত লোক মারা গেছে। ওদের প্রশ্ন করতে চাই। ওদের প্রশ্ন করতে চাই, এই কথা বলে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিধানসভার বাইরে বা ভিতরে কোন প্রমাণ আপনারা দিতে পারেন নাই। আপনারা গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেছেন। সাধারণ মানুষের মান ইজ্জত নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। কাজেই আপনাদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করুন। জুমিয়াদের জন্য সাহায্যের প্রশ্ন উঠেছে। আপনারা দিচ্ছেন না। কেন্দ্রের উপর দোষ চাপিয়ে দিতে চাইছেন। আপনাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা কোন দিন মানুষ ক্ষমা করবে না।

মনে রাখবেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জনসাধারণ, ত্রিপুরার খেটে খাওয়া গরীব মানুষগুলি আপনাদের ক্ষমা করবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একটা কথা আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় এক লক্ষ কর্মচারীরা আশীর্বাদ নিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার এখানে এসেছেন, অথচ তারা এই কর্মচারীদের ডি, এর টাকা, যেটা তাদের ন্যায্য পাওনা, তা নিয়ে এই সরকার ছিনিমিনি খেলছেন, ৭ম অর্থ কমিশন ত্রিপুরা কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি এর টাকা দেওয়ার জন্য এই সরকারকে একুনে ২০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিল, কিন্তু এই সরকার অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে তাদের প্রাপ্য ডি, এর টাকা না দিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন, আর অন্য দিকে এই টাকা দিয়ে তারা তাদের ক্যাডার বাহিনী তৈরী করেছেন। আবার আজকেও দেখছি যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ৮ম অর্থ কমিশন তার অন্তবর্তী রিপোর্টে ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের জন্য ডি, এ দেওয়ার যে সুপারিশ করেছিলেন তা মোতাবেক মোট ৫৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা বামফ্রন্ট সরকারকে দিয়েছেন, কমিশনের ভাষাই আমি এখানে তুলে ধরছি, কমিশন এখানে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, "We have made adequate provisions in the State forecasts for all the instalments of additional dearness allowances which have so far been sanctioned by the Centre upto index number 496..." কেন্দ্রীয় সরকার আগের বছর দিয়েছিল ৩০ কোটি টাকা আর এবার দিয়েছে ৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এবার আগের বছরের তুলনায় আরও ২৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বেশী দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই এই টাকাটা বামফ্রন্টের পেটুয়াদের জন্য খরচ করতে দেন নি, এটা দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের যে এক লক্ষ কর্মচারী রয়েছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে আজকে যাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, তাদের যে ন্যায্য পাওনা যেটা এই সরকারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কর্মচারীদের এই টাকাটা ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে নগদে দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করছি যে, এবারেও কর্মচারীদের পাওনা ডি, এর টাকাটা নগদে দেওয়ার পরিবর্তে জি, পি, ফাণ্ডে রেখে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার কর্মচারীদের এই টাকাটা নগদে না দিয়ে আবারও সিকেই তুলে রাখতে চান। ফলে ত্রিপুরার কর্মচারী সমাজ আজকে আপনাদের মুখোষ খুলে দিয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের বন্ধু হয়ে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজকে কর্মচারীদের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। তাই আজকে আপনাদের মনে রাখা দরকার, যে, কোন শক্তিই আজকে আর কর্মচারী সমাজকে ভুল পথে

পরিচালনা করতে পারবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাই আমি আশা করব যে, কর্মচারী-দের ডি, এর টাকা যেটা তাদের ন্যায্য পাওনা, সরকার তা তাদের দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু, মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়, কর্মচারীদের যে ডি, এর টাকা পাওনা আছে, সেটা যাতে আবারও জি, পি, ফাণ্ডে রেখে দেন, তার জন্য আবেদন রেখেছেন। ১৬ই মার্চ তারিখে সচিব মারফত যে সার্কুলার বের করা হয়েছে, তার মধ্যেই সেই ইঙ্গিত রয়েছে। সাধারণ ভাবে কর্মচারীরা যে টাকা জি, পি, ফাণ্ডে জমা রাখেন, সেটা জি, পি, ফাণ্ডে আইন অনু-সারে কর্মচারীরা প্রয়োজনে তুলে নিতে পারেন, কিন্তু কর্মচারীরা যাতে ঐ টাকা না তুলতে পারেন, সেজন্য ঐ সার্কুলারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্যার, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে সরকার কর্মচারীদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তো দূরের কথা, তার থেকে সরকার দিনে দিনে সরে আসছেন যদিও রাজ্য কর্মচারীদের পাওনা ডি, এর টাকা সম্যক মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ৭ম এবং ৮ম অর্থ কমিশনগুলির সুপারিশমূলে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক আগেই রাজ্য সরকারকে দিয়ে দিয়েছেন। পরিশেষে, আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখব যে, সরকার কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য ডি, এর টাকা প্রতিশ্রুতি মত নগদে তাদের দিয়ে দেবেন। এবং আরও যে কয়েক কিস্তি ডি, এ মঞ্জুরীর অপেক্ষা আছে, ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে কর্মচারীদের দিয়ে দেবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকারের এই সকল ভূমিকার জন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না, সেজন্য দুঃখিত।

শ্রীনকুল দাস—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৮৪—৮৫ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা অনেকে বলতে চেষ্টা করেছেন যে, এই বাজেটটা হচ্ছে গতানুগতিক। স্যার, মুলতঃ এই বাজেট টা হচ্ছে একটা আদর্শ ভিত্তিক। তাদের যেমন একটা আদর্শ আছে, তেমনি আমাদেরও একটা আদর্শ আছে। স্যার, তাদের যে আদর্শ আছে, সেটার স্বরূপ হচ্ছে এই রকম যে এই দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ সম্পদ, যেটা মাত্র ২০ থেকে ২৫টি লোকের হাতে রয়েছে, সেটা যাতে দেশের বাকী লোকদের হাতে না যেতে পারে, তাকে সযত্নে রক্ষা করা। অর্থাৎ দেশের মধ্যে যারা বৃহৎ পুঁজিপতি আছে, তাদের স্বার্থকেই তারা বজায় রাখতে চান। আর এর বিরোধীতা করে যা কিছু আসবে, তাকেই তারা বিরোধীতা করবেন। কাজেই তাদের আদর্শের কিছু নমুনা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। কোন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে

এখানে এই বাজেট টাকে আনতে হয়েছে, তা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে চলবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যটা তো আর ভারতের বাইরে নয়, এটা ভারতেরই একটি অঙ্গ রাজ্য। আর ভারতের মধ্যে মূলতঃ সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রের হাতে রয়েছে, রাজ্যের হাতে কি আছে? প্রেকটিকেলী কোন কিছু নেই। কাজেই কেন্দ্র যে অবস্থা সারা দেশব্যাপী সৃষ্টি করে রেখেছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্যগুলিকে নিজেদের কাজ কর্ম করতে হচ্ছে। কাজেই, সেই দিক থেকে চিন্তা করলে এটা নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায় যে, এই অবস্থার মধ্যে কোন রাজ্য সরকারই তাদের মানুষগুলির জন্য সাংঘাতিক কল্যাণ করতে পারবে না। গত ৩৭ বছর ধরে এই দেশে যারা শাসন কার্য্য পরিচালনা করছেন, তার মধ্যেই আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার গত ১০ বছরের মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার কোটি কালো টাকাকে সাদা করবার জন্য নোট চাপিয়েছেন। সারা ভারতের যে ইকোনমি, তার সবটাই বিশ্ব ব্যাংক আর আই, এম, এফের টাকার উপর দাঁড়িয়ে আছে, কারণ এরা ভারতে মোট ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে প্রতিটি খাতেই ঘাটতি। এমন কি আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যেও ঘাটতি রয়েছে। টাটা, বিড়লার মত ২০/২৫টি পরিবারের কাছে দেশের সমস্ত টাকা জমা হয়ে আছে, যার পরিমাণ হবে হাজার কোটি টাকা। তাছাড়াও আমরা লক্ষ্য করছি যে বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ করতে ভারতকে প্রতি বছরই ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত অবস্থার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখছি যে আমাদের দেশে ২ কোটি ২০ লক্ষ শিক্ষিত বেকার রয়েছে। তাছাড়া গ্রামে গঞ্জেও ১০ থেকে ১২ কোটি বেকার রয়েছে। শতকরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে, তার মধ্যে আবার ৬০ কোটি লোকই অশিক্ষিত। এই সমস্তের উপর প্রতি দিনই মুদ্রাস্ফিতি হচ্ছে এক বছর আগে পাইকারী মূল্যসূচক যেখানে ছিল ৩১১.৬ এক বছর পর সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ ভাগের ও বেশী। তারপর আছে দেশব্যাপী শ্রমিক অশান্তি. শ্রমিকেরা তাদের নায্য পাওনা পাচ্ছে না। আজকে প্রায় প্রতিটি শিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে ফলে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে, উৎপাদন বাড়ছে না। কাজেই সব মিলিয়ে কি শ্রমিক কর্মচারী, সাধারণ মানুষও তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কেন না, আজকে যে বন্দরে ধর্মঘট চলছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ধর্মঘটিদের দমন করবার জন্য নানা জায়গাতে সেনা নামানো হয়েছে। কাজেই সারা দেশ ব্যাপী যদি এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে আমাদের করণীয় কি? এই অবস্থার মধ্যে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারও একটা বাজেট তৈরী করেছেন, যেটাকে বলা হচ্ছে হাসি খুসী বাজেট। তাতে আয়কর ৫ ভাগ

কমানো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যাদের এক লক্ষ টাকার উপর আয় হবে, তাদের শতকরা ১৫ ভাগ সার সার্জ দিতে হবে। এর পরেও এটাকে হাসি খুসী বাজেট বলা হবে না তো কোনটাকে বলা হবে। এর ফলে অতিরিক্ত ২'৭২ হাজার কোটি টাকা আদায় করা হবে এবং এর সবটাই কেন্দ্র পাবে, রাজ্য সরকার এর থেকে একটি পয়সাও পাবে না। এই তো অবস্থা চলছে। রাজ্য সরকার আগে যেটা পেত, সেটাও যাতে না পেতে পারে, তারই ব্যবস্থা করছে। আর এসব করার পরেও কেন্দ্রীয় বাজেটে ১ হাজার ৬২ কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু এই ঘাটতি পুরণ হবে কোথা থেকে? নিশ্চয়ই এই ঘাটতি কারেন্সী নোট ছাপিয়ে পুরণ করা হবে, কারণ নোট ছাপানোর মেসিনটা যে তাদের হাতে রয়েছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য করার বিষয়, কেন্দ্র যে মোট বরাদ্দ করেছেন, তার ৪০ ভাগই ঘাটতি, নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পুরণ করলেও তার একটা কু-ফল রয়েছে সেটা হচছে আরও বেশী করে মুদ্রাস্ফীতি হবে। আর এই মুদ্রাস্ফীতির বহরটা ভারতবাসীর সবাইকে বহন করতে হবে, তখন চাউলের দাম বাড়বে, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বাড়বে। কাজেই এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে রাজ্য সরকার আর কি করবে, তাদেরও তো একটা বাজেট করতে হবে। আজকে সেই বাজেটই এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, এটাকে অবশ্য অনেকে বৃহত্তম বাজেট বলছেন। কিন্তু আমি মনে করি, এই যে বাজেটটা এখানে পেশ করা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজন, উন্নতি এবং অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন।

এই বাজেট সামগ্রিকভাবে মানুষের উপকারে এসেছে। তবে ঘরে ঘরে গরীবি ঘুচে যাবে এ কথা বলার সাধ্য আমার নাই। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজ পর্য্যন্ত কোন জিনিষের উপর কর বসায়নি। আমার দেখেছি, খাদ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার নুতন করে কর বসিয়েছেন। রেশনের চালের উপর, কেরোসিনের উপর, চিনির উপর প্রভৃতির উপর কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর কর বসাচ্ছেন। রেলের মাসুল বাড়িয়েছেন, টিকিটের দাম বাড়িয়েছেন। বাজেটে ১৩'৫০ পয়েন্ট টাকা খাদ্য ইত্যাদি আনার ব্যাপারে রাখা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষ অনেক বেশী বেনিফিটেড হবেন। মাইনর ইরিগেশন এণ্ড ফ্লাড কণ্ট্রোলের জন্য রাখা হয়েছে ৫'১৪ পার্সেণ্ট টাকা। প্রতি বছর সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ বন্যার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ঋণগ্রস্ত হচ্ছেন। এই বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের কাজে লাগানোর জন্য

এই সরকার ত্রিপুরায় ৩টি ব্যারেজ করেছেন এবং আরও ২টি করার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। সিজন্যাল বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বহারা মানুষদের স্বার্থে যখন এই সরকার চোরাকারবারী, সুদখোর, কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে আঘাত হানছে তখন তাদের ও বিরোধীদের স্বার্থে লাগছে। গ্রামে-গঞ্জে শত শত মানুষ এইজন্য বাম-ফ্রন্টের ডাকে সামিল হচ্ছে। সিডুল্যাল কাষ্ট ও সিডুল্যাল ট্রাইবের জন্য এই সরকার অনেক কল্যাণমূলক কাজ করছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ১০ বছরের মধ্যে অনগ্রসর জাতিকে অগ্রসর করে আনার কথা ছিল কিন্তু বিগত ৪০ বছরেও তা হল না। আমরা দেখছি মন্দিরে ও পবিত্র স্থানে তারা যেতে পারেনা। আজকেও হরিজনদের উপর, এত অত্যাচার হচ্ছে যে তাদেরকে বাধ্য হয়ে মুসলমান হতে হচ্ছে। আজকেও হরিজন মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে সিডুল্যাল কাষ্ট ও সিডুল্যাল ট্রাইবদের জন্য আগে ১টা দপ্তর ছিল এখন ২টা দপ্তর হয়েছে। এই খাতে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার বেশী রাখা হয়েছে যাতে সিডুল্যাল কাষ্ট ও সিডুল্যাল ট্রাইবদের আরও কল্যাণ করা যায়। আজকে আমরা দেখছি বোর্ডিং এর ছাত্ররা ১৫০ টাকা করে ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে। যারা বাড়ী থেকে আসছে তারা ৫০ টাকা করে পাচ্ছে। অন্ততঃ ১জন করে প্রতি বোর্ডিং-এ ইংরেজী শিক্ষক রাখা হয়েছে। কাজেই কংগ্রেসের কায়েমী স্বার্থে যখন আঘাত আসছে তখন তারা বিরোধিতা করছে। আজকে এই হাউজের টি, ইউ, জে, এসের সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখলের বক্তব্য শুনে এটা পরিষ্কার হল যে, তারা কাদের স্বার্থ চান। তিনি বলেছেন তিনি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না যেহেতু এই বাজেটে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কথা আছে। কংগ্রেসের সদস্যরা বলছেন, আমরা কি বিধান সভায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি, না পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এত সংকীর্ণ তাদের মনোভাব। তারা আজকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন না, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন না। তারা ত দেশদ্রোহী, সমাজ দ্রোহী, তাই আমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি আরও করব। তাদেরকে জন বিচ্ছিন্ন করব। তারা বলছেন, ত্রিপুরার কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেবার কথা। গতকালকেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বলেছেন যে, ৬০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের অতিরিক্ত ডি, এ, দেওয়ার জন্য। কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ৫ কিস্তি মহার্ঘ ভাতা বাকী আছে। তিনি বলেছেন বাজেটের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটার উপর নির্ভর করছে দেওয়া না দেওয়া।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ কারোর বক্তব্যে বিঘ্ন ঘটাবেন না।

শ্রীনকুল দাস :— আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে অগণতান্ত্রিক অবস্থা চলছে। কর্মচারীদের উপর যে আক্রমণ চলছে তা কোন কর্মচারী ভুলতে পারবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের উপর কংগ্রেস আমলে যে আক্রমণ হয়েছিল তা তারাও কোনদিন ভুলতে পারবে না। তাদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এই সরকার সর্বদা সচেষ্ট। আজকে আবার তারা ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলার কথা বলছেন। উগ্রপন্থীরা আত্ম সমর্পণ করেছেন সেটা তাদের ভাল লাগছে না। কালকে আমরা দেখলাম মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যখন বললেন যে টি, এস, এফের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই বলাতে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা বলতে আরম্ভ করলেন যে আপনি কেন এই কথা বলতে গেলেন। ওদের মধ্যেই ঝগড়া।

(গণ্ডগোল)

ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদেরকে যেভাবে সরকার আত্মসমর্পণ করাতে পারলেন এবং উগ্রপন্থীরা যেভাবে সরকারের কথায় সাড়া দিলেন সেটা ভারতবর্ষের মধ্যে নজির-বিহীন। আজকে মণিপুরে কি অবস্থা চলছে? ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন কি অবস্থা চলছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারকে এই দিক থেকে প্রশংসা করতে হয়। যারা এখনও আত্মসমর্পণ করেননি তাদেরকেও আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব ওনারাও যাতে ঐ উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করেন। তাদের অগণতান্ত্রিক পথ পরিহার করার জন্য বলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি কয়েকদিন আগে দেখলাম এখানের ১টা হোষ্টেলের মিজো ছাত্ররা যারা পড়াশুনা করছে ওরা শহরে এসেছে সিনেমা দেখার জন্য। ওরা দুজনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল, কিন্তু একজন লোক থানায় গিয়ে খবর দিল উগ্রপন্থী বলে।

এই মিজো ছেলেগুলি শহরে এসেছিল পড়াশোনা করতে। তারা এখানে আগরতলা আক্রমণ করতে আসেনি। সেদিন পুলিশের সঙ্গে তাদের জন্য একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। অথচ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে দেওয়া হলো সারা শহরে যে মিজো আগরতলা আক্রমণ করছে। আর পরদিনই মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোকবাবু বুলেটের মতো এই হাউসে মিজো আক্রমণ বলে ঘটনাটিকে তুলে ধরলেন। সুতরাং এই হলো তাদের চরিত্র। এরা সাধারণ মানুষকে ভাল বাসেনা, দেশকে ভাল বাসেনা, তাই এরা এই ধরনের একটা সামান্য ঘটনাকে বিরাট আকৃতি দিয়ে একটা অশান্তির সৃষ্টি করতে চায়। এর কারণ, এই রাজ্যে একটি অ কংগ্রেসী বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত

রয়েছে। শুধু তাই নয় আমরা দেখছি, সেই কাশ্মিরে এবং পশ্চিমবঙ্গে যেখানে অ-কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সেখানেও নানা ধরনের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থেকে তারা সেখানে একটা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করতে চাইছে। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বাজেট হলো একটা মেকানিজম যার মাধ্যমে একটা দেশের সম্পদকে এক এক জায়গা থেকে সম্প্রসারিত করে অন্য জায়গায় নেওয়া যায়। কিন্তু এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মাননীয় সকল সদস্যদের জানা দরকার।

প্রথমতঃ, এটা এমন একটা বাজেট যার টাকা আসবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে। আর সেই টাকা রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হয়· যাতে রাজ্য সরকার সেই টাকা বাজেটের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য ব্যয় করবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই বাজেটের থিয়রির মধ্যে ডাইভারজেন্ট দেখা যায়। এখানে যে খাতে অর্থ ধরা হয়েছে সে অর্থ এই উদ্দেশ্যে খরচ না করে অন্য আরেকটা উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়। ঐ উদ্দেশ্য দেখা যায় না, বা বলা যায় না সেটা ইনভিজিবল আইটেম।

আজকে বামফ্রণ্ট সরকার বার বার চিৎকার করছেন যে, বেকারদের চাকরী দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কাদের চাকরী দেওয়া হচ্ছে? যাদের বয়স ৩৫ বৎসর পার হয়ে যাচ্ছে তাদের চাকরী না দিয়ে যারা সদ্য পাশ করেছে তাদের চাকরী দেওয়া হচ্ছে। এর কারণ হলো, যাদের বয়স ৩৫ পার হয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে হয়তো আর কেডার পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং যারা সদ্য পাশ করেছে অথচ কেডার তাদের চাকরী দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গত বাজেটের সময় এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বামফ্রণ্ট সরকার প্রচার করেছেন যে তিন হাজার বেকারকে চাকরী দেওয়া হবে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, তারা মাত্র এক হাজার শিক্ষকও নিয়োগ করতে পারেননি। এর কারণ হলো আগে তারা তিন হাজার বলেছিলেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এক হাজারও কেডার পাওয়া যাচ্ছে না, তাই

শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। শুধু তাই নয় প্রমোশন এর ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। কয়েকদিন আগে পুলিশ বিভাগে আট জন পুলিশ অফিসারকে প্রমোশন দেওয়া হলো ১৭ জন সিনিয়র অফিসারকে ডিঙ্গিয়ে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এদের এ, সি, আর, নাকি খারাপ। কিন্তু আসলে তা নয়। এই অফিসাররা পরিমল হত্যা মামলার তদন্ত করে আসল খুনীকে খোঁজ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের এই কর্তব্য পরায়নতায় বামফ্রন্ট সরকার খুশী হতে পারেন নি। তাছাড়া সি, পি, এম, সরকারের নির্দেশমত কাজ করেননি বলেই তাদের শায়েস্তা করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তারা নাকি ককবরক ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রাথমিক স্তরে কারা ককবরক ভাষা শিক্ষা দিচ্ছে। যাদের বামফ্রন্ট সরকার ককবরক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেছেন তাদের কারো কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। এরা নিজেদের নাম পর্য্যন্ত লিখতে পারেন না। অথচ তাদের ককবরক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। আবার দেখা যায়, যাদের শিক্ষাগত যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। এরা বামফ্রন্টের সমর্থক নয়, এরা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রশাসন সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রশাসনিক নীতি নির্দ্ধারণ করবেন মন্ত্রীরা, আর তা ইমপ্লিমেণ্টেসন করবেন অফিসাররা। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি ঠিক তার উলটোটা। প্রশাসনের অফিসাররা নীতি নির্দ্ধারন করেন আর তার ইমপলিমেন্টেসন করেন মন্ত্রীরা। আমরা দেখেছি যত প্রকার নিয়োগ বা প্রমোশন রয়েছে তার জন্য অফিসাররা নীতি নির্দ্ধারন এবং সুপারিশ করে ফাইলটা পাঠিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আর মুখ্যমন্ত্রী তার পছন্দমত নিয়োগ করেন বা প্রমোশন দেন।

এবং যে আইনী ভাবে—কোন দপ্তর থেকে যত এপয়েন্টমেন্ট হবে যত প্রমোশন হবে তার সমস্ত নাম আমার কাছে আসতে হবে। ডিপার্টমেণ্ট থেকে বিচার বিবেচনা করে তাদের নাম লিষ্ট করা হল সেগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তারপর যখন সেই ফাইল ফিরে আসল তখন দেখা গেল যে সমস্ত নাম কেটে দেওয়া হল—সেখানে ওদের মনোনীত নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হল যাদের সেই সব পদে প্রমোশন পাওয়ার কোন যোগ্যতা আছে কি নাই সেই সব জিনিষ বিবেচনা করার দরকার মনে করলেন না। সেখানে শুধু বিবেচনা করা হল যে, সে, সি পি, এম'র মেম্বার কি না অথবা সে সমন্বয়ের মেম্বার কি না, তারা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল

করে কি না, তারা খুন সন্ত্রাস করে কি না, দূর্নীতি করে কিনা, এই হচ্ছে তাদের বাজেটের মূল প্রয়োগ। কাজেই এই যেখানে প্রশাসনিক অবস্থা সেখানে সেই সমস্ত অফিসাররা কি করে সাংবিধানিক দায়িত্ব নিয়েও নিরপেক্ষভাবে প্রশাসনিক কাজ কর্ম চালাবে। সেটা তারা আজকে পারছে না বলে প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ছে। কাজেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন উন্নয়ক মূলক কাজ হচ্ছে না। শুধু টাকাই খরচ হচ্ছে তাতে ত্রিপুরার উন্নয়ন হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আরও দেখতে পাচছি, এখানে বলা হয়েছে ল্যাম্প পেক্সের কথা, বলা হয়েছে প্যাক্সের কথা, টি, আর, টি, সি র কথা, বলা হচ্ছে জুট মিলের কথা। কিন্তু আমি জিজ্ঞাস করতে চাই, সেগুলি কি ভায়েবল? সেখানে আজকে লুঠের রাজত্ব চলছে, সেখানে চোরের রাজত্ব চলছে, ডাকাতের রাজত্ব চলছে। বাজেটের টাকা শুধু নিজেদের আর দলীয় কেডারদের পকেটেই চলে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ডিজেলের খুব অভাব চলছে। কিন্তু আমরা সারা ভারতবর্ষের এমন কোন রাজ্য দেখছি না যেখানে অভাব চলছে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই ডিজেল পাওয়া যায়। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই পাওয়া যায় না-কিন্তু কালোবাজারীতে বেশী দাম দিলে যত খুশী পাওয়া যায়। কালোবাজারীতে শুধু ডিজেলই নয় সব জিনিষ পাওয়া যায়, স্যার, এটা হচ্ছে একটা কালোবাজারীর সরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে শুধু মুখেই বলা হচ্ছে যে এটা গরীব অংশের মানুষের বাজেট কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষের কোন উপকারে আসবে না, সেজন্য আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট দলীয় বাজেট এবং সেই বাজেটের মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক চিন্তা ধারা নাই, সেজন্য আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী কেন এই দলীয় বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন। স্যার, এখানে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য নকুল দাস বলেছেন যে, সারা দেশের ৯০ পার্সেন্ট সম্পদ ২০/২৫ জন মানুষের হাতে জমা পড়ছে। কিন্তু আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে ৯৯ পার্সেন্ট সম্পদ দলীয় কেডারদের হাতে জমা পড়ছে আর সামান্য কিছু আমরা যারা এম, এল. এ. আছি তাদের কাছে আসছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যদি এই বাজেটের পারফর্মেন্স দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এই বাজেট হচ্ছে

একটা উপনিবেশিক বাজেট। আফ্রিকাতে যে ধরনের বাজেট তৈরী করা হয় এখানেও এই রকম বাজেটই করা হয়েছে । সেজন্য আমরা দেখছি যে, ফুড ফর ওয়ার্ক এর ক্ষেত্রে সেখানে আমরা দেখছি যে, লেবার কার্ড পেলেও ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ পায় না। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রীর মিটিংয়ে গেলে, সমবায় মন্ত্রীর মিটিংয়ে গেলে, মাননীয় মন্ত্রী দিনেশ দেববর্মার মিটিংয়ে গেলে তখন কাজ পাওয়া যায়। তাছাড়া আমরা আরও দেখছি পুলিশ দিয়ে আজকে উপজাতি এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যারা টি, ইউ, জে, এস, করছে তাদের শায়েস্তা করার জন্য পুলিশ তাদের এরেষ্ট করছে। এখানে উপনিবেশিক শাসন কায়েম করার জন্য চেষ্টা চলছে। স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, এই সরকার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্ব রাখতে চান না। কিছু মিজো ছাত্র আগরতলায় এসেছিল পড়াশুনা করার জন্য' তাদের এরেষ্ট করা হয়েছে—এখান থেকে যদি কোন ছেলে শিলংয়ে পড়তে যায় তাহলে দেখা যাবে যে, সেখানে তাদেরও এরেষ্ট করে তাদের হয়রানী করা হচ্ছে। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে এই ভাবে উপজাতি ছাত্রদের উপর পুলিশী হামলা, যাতে বন্ধ হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে বাজেট এই বাজেট দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না, এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরার সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচছি যে, দলবাজী করতে গিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত সম্পদের অপচয় হচছে। এ'জুট মিল, খানদেশ্বরী সেগুলির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকশান হচ্ছে, অথচ দলীয় স্বার্থে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, পি, ডাবলিউ, ডি, এবং রিহেবিলিটেশান ডিপার্টমেণ্টে সেখানেও লক্ষ লক্ষ টাকা দলীয় স্বার্থে ব্যয় করা হচ্ছে। আর অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচছি ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়ে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ কাজের জন্য ঘুরছে, তাদের কাজ দেওয়া হচছে না। সেখানে দেখা হচছে কে সি, পি, এম, করছে আর কে টি, ইউ, জে, এস, করছে। সেখানে বেছে বেছে কাজ দেওয়া হয়, যারা টি, ইউ, জে, এস, করে তাদের কাজ দেওয়া হয় না, তাদের লেবার কার্ড থাকলেও তাদের কাজ দেওয়া হয় না। এই ভাবে আমরা দেখতে পাচছি যে ত্রিপুরাতে একটা উপনিবেশিক শাসন কায়েম হতে চলছে—এবং আফ্রিকাতেও মানুষকে এত কষ্টের মধ্যে থাকতে হয় না।

কাজেই, আমরা দেখতে পাচছি এই যে বাজেট এই বাজেট দ্বারা যে টাকা ব্যয় করা হবে সেই টাকা সি, পি, এম'র দলীয় ফাণ্ডেই জমা পড়বে, দলীয় সম্পদই বাড়বে,

এর দ্বারা ত্রিপুরার কোন উপকারে লাগবে না ।। সেজন্য এই বাজেটকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীবিমল সিন্‌হা ।।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৪—৮৫ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। বাজেটের প্রথম দিকে তিনি কতকগুলি কথা বলেছেন যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বব্যাপী একটা যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করার জন্য একটা চেষ্টা করছেন। এই কথা তো মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুরা জেনে হোক আর না জেনে হোক, এটাকে স্বীকার করছেন না। কেন স্বীকার করছেন না সেটা জানি না আজকে বলতে হচ্ছে যে, সমস্ত ভারতবর্ষকে আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ রাখতে, ভারতবর্ষের অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে, ভারতবর্ষের যে একটা বিরাট ম্যাপ সেটা যাতে টুকরা টুকরা না হয় সেই জন্য ভারতবর্ষের মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গর্জে উঠুক। আজকে এই অবস্থার মধ্যে গতকালকে ২২শে মার্চ প্রণব মুখার্জী রাজ্য সভায় একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, বিবৃতি দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষের ১৯৮০ ইংরাজীতে ঋণ ছিল ১০০ টাকা। এই বৎসর ১৯৮৪—৮৫ সালে সেই ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮২ টাকা। ভারতবর্ষের সেই মানুষটির জন্ম লঙথরাই, ১৮ মুড়া, পাঞ্জাবের একজন কৃষক পরিবারে, আসামে যেখানে তার জন্ম হোক ভূমিষ্ট হোক এই ঋণের বোঝা নিয়েই তাকে জন্ম নিতে হবে। বিদেশী কোটীপতীদের কাছে ২৮২ টাকা। মাথা পিছু ঋণ চেপে যাচছে। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মানুষ, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক যে জাতি বা ধর্মের হোক প্রতিটা মানুষ ২৮২ টাকা ঋণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করছে। তাই আজকে আমরা চাইব, ভারতবর্ষের মানুষ ঋণ থেকে মুক্ত হোক। যারা ভারতবর্ষের ৬০/৬৫ কোটি মানুষকে কৃতদাসে পরিণতঃ করতে চায়, বংশানুক্রমে ঋণী রাখতে চায়, তারা ভারত বর্ষ ঐক্যবদ্ধ হোক সেটা চাইবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে আজকে চারদিকে যুদ্ধের উন্মাদনা চলছে এবং তারই ফলশ্রুতি হল আজকের ইরাণ—ইরাক যুদ্ধ। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী জেহাদ ঘোষণা করেছেন নন্‌অ্যালাইনমেণ্ট কান্ট্রিগুলির তরফ থেকে, সেটা স্বার্থের জন্যই হোক আর যে কারণেই হোক। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের অনেক সদস্য বলবেন যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ বলবার কি দরকার ছিল। তারা নানা কথা বলতে পারেন। যারা আমেরিকান 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা পুষ্ট হয়ে স্বাধীন ত্রিপুরার পতাকা গোপনে গোপনে বহন করে তারা নানান কথা বলতে পারেন। তারা চায় ভারতবর্ষকে টুকরা টুকরা করতে এবং ভারতবর্ষের দীর্ঘ-

দিনের যে ঐতিহ্য অখণ্ডতা সেটাকে ধ্বংস করতে চায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা এখানে যে বাজেট দেখলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন ২০৮ কোটি টাকার বাজেট এর মধ্যে দেখছি পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের জন্য ৬·২৭ পার্সেণ্ট বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমি মনে করি, এটা কম হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষেই নিরাপত্তার অভাব। আজকে সেণ্ট্রাল ষ্ট্যাট রিলেশন পুনর্বিবেচনার দরকার হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের সংবিধানকে নূতন করে লিপিবদ্ধ করার দরকার হয়ে পড়েছে। একটা গাছ তার পাতা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে গাছটা বাঁচতে পারে না। ষ্ট্যাটের শক্তি অর্থ নৈতিক শক্তি যদি না থাকে তাহলে ভারতবর্ষের শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে না। তাই সেনট্রাল—ষ্ট্যাট রিলেশন নুতন করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আজকে আমরা বিরোধী দলের সদস্যদের নানান কথা দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছি। আজকে ত্রিপুরাতে শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে, স্বাধীন ত্রিপুরা। রিচার্স অ্যাণ্ড অ্যানালাইটিক্যাল উইং বলে একটা উইং আছে যেটা প্রতি মূহূর্তে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের রিপোর্ট দিচ্ছে। যে উগ্রপন্থী বাংলাদেশের চিটাগাং হিল এলাকাতে বসে ভারতবর্ষকে টুকরো করবার চেষ্টা করছে। আজকে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সেই ষড়যন্ত্রগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এদের জন্য আমরা উদবিগ্ন। এম, এন, এফ, বিজয় রাংখল এবং আরও অনেকে মিলে ১২ জনের একটা স্কোয়ার্ড তৈরী করেছে এবং হুমকি দিচ্ছে সি, পি, আই (এম) নেতাদেরকে হত্যা করবে। সি, পি, আই (এম) নেতা যারা গরীব মানুষের কথা ভাবছে, ভারতবর্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করছে তাদেরকে হুমকী দিচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে বিরোধী দলের নেতারা বলছেন যে, এটা বামফ্রণ্ট সরকার সৃষ্টি করেছে। এই ধরণের স্থূল কথাবার্তা ওরা বলছেন। আমি তাদেরকে বলছি যে, আপনারা বিরাট দায়িত্ব নিয়ে জনগণের আস্থা নিয়ে এখানে এসেছেন। এই জন্য আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। আপনারা মনে রাখবেন যে, কংগ্রেসের যে জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা সারা ভারতবর্ষে জাতীয় পতাকা হিসাবে ঝুলছে সেই পতাকা যখন নেমে আসবে এবং তার জায়গায় স্বাধীন ত্রিপুরার দুইটা টাক্কালওয়ালা পতাকা উড়বে তখন কিন্তু আপনাদের অস্তিত্ব থাকবে না। এটা আপনারাও বুঝেন কিন্তু ভুল করে হোক শুদ্ধ করে হোক আপনারা তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আজকে বামফ্রণ্ট সরকারকে টেক্‌ল করার চেষ্টা করছেন। আজকে বামফ্রণ্ট সরকারকে অনেক কাজকর্ম আপনাদের পছন্দ নাও হতে পারে, তার নেতাদেরকে আপনাদের পছন্দ নাও হতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে, ভারতবর্ষের ঐক্যকে রক্ষা করার স্বার্থে আপনাদের উচিত বামফ্রণ্ট সরকারের সাথে কণ্ঠ

মিলিয়ে তার কাজকর্মকে সমর্থন করা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি যুব সমিতির দুটো টাক্কালওয়ালা পতাকা বলে যুব সমিতির যে পতাকা এটা সম্পর্কে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীবিমল সিন্হা : - আমি মাননীয় সদস্যের কাছে অনুরোধ করছি, বিনম্র অনুরোধ করছি যে দুটো টাক্কালওয়ালা পতাকার কথা যেটা বলেছি সেটা যুব সমিতির পতাকা নয়। উগ্রপন্থীদের স্বাধীন ত্রিপুরার যে পতাকা সেই পতাকার রং এর সংগে আপনাদের পতাকার কোন মিল নেই।. কিন্তু টাকাল দুটো কমন। আস্তে আস্তে আপনাদের পতাকার বাকী রংগুলি মুছে এই টাকাল দুটো রাখবেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে কাটাকাটি করবার জন্য। এটা হচ্ছে আমার বলার মূল ভিত্তি। আগে আমার বক্তব্যটা শুনুন।

প্লীজ আমার বক্তব্য ফলো করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে এই ধরনের চক্রান্ত চলছে। হাউস চলার জন্য সাংবাদিক থাকার দরকার। আমি গোটা সাংবাদিক দলকে দায়ী করি না, এই সাংবাদিকদের মধ্যে কয়েক জন সাংবাদিক আছে যেমন, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সাংবাদিক, যাকে বিধান সভায় একদিন ছবির মত এক নজর দেখেছিলাম বলে মনে হয় বিধান সভা চলার দিন থেকে আজকের দিন পর্য্যন্ত। যে দিন দেখলাম, সেদিনই তিনি সংবাদ পরিবেশন করলেন, মিজো উগ্রপন্থী আগরতলা শহরের মধ্যে আক্রমণ করেছে। এটা তিনি অশোক বাবুর ষ্টেটমেন্ট হিসাবে দিতে পারেন। কিন্তু পাশাপাশি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দিলেন। হয়ত তারা চায়, এই দেশটাকে টুকরো করার জন্য। আজকে এখানে কথা ছিল, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর মাধ্যমে রাজ্যের প্রোগ্রামগুলি বিকাশ লাভ করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন, ত্রিপুরায় বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কেবিনেটে যে প্রেস কনফারেন্স করেন সেখানে তিনি যান না। উনার নাকি ষ্টাফ নেই। আবার বি, এস, এফ, কিংবা সি, আর, পি, এর কনফারেন্সে উনি যান। কেন যান তিনি? তিনি যান, তাদের মিটিংয়ের মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা, মুভমেন্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে। যা গোপনে গোপনে উগ্রপন্থীদের কাছে প্রচার করে যাচ্ছেন। এই সব রেগুলার দিয়ে যাচ্ছেন। গত ২৩শে জুলাই বিনন্দ জমাতিয়া সারেণ্ডার করল।

(ভয়েসস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :—বিনন্দ তো বিমল বাবুর বন্ধু)

হ্যাঁ বিজয় বাবু যে অর্থে আমার বন্ধু সেই অর্থে লালডেঙ্গা ইন্দিরা গান্ধীর বন্ধু। সেই বিনন্দ জমাতিয়া সারেণ্ডার করল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সাংবাদিক নিউজ নিতে গেলেন না। সেখানে পাঠালেন "দৈনিক সংবাদের" সাংবাদিককে। দেখা গেল, দৈনিক সংবাদের যে খবর তাই অল ইণ্ডিয়া রেডিও পরিবেশন করল। বলা হল, ১১ জন উগ্রপন্থী নাকি সারেণ্ডার করেছে। অর্থাৎ ওরা চান না, সঠিক খবর পরিবেশন করতে। কংগ্রেসীরা মনে করছেন, "দৈনিক সংবাদ" তাঁদের বন্ধু। কিন্তু জেনে রাখুন, "দৈনিক সংবাদ" আপনাদের বন্ধু নয়। ওরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু। ওরা দালালের কাজ করছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ওরা আজকে ত্রিপুরাকে টুকরা করতে চায়। ভারতবর্ষকে টুকরা করতে চায়। এই জন্য পার্টির এজেন্টের কাছে রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। আজকে আমরা আতংকিত, আমরা আজকে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন এতে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য কেন সমগ্র ভারতবর্ষকে রক্ষার প্রশ্ন বড হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই অবস্থার মধ্যে মাননীয় একজন বিরোধী সদস্য বলেছেন, ত্রিপুরায় ট্রাইবেলদের জন্য কিছু হয়নি। কিছু হয়েছে কি হয়নি সেটা বিচার করার ক্ষমতা আমি মনে করি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী দলের সদস্যদের কারো আছে। একমাত্র বিচার করবে ট্রাইবেল জনগণ। আজকে আমি বিনম্র ভাবে অনুরোধ করব, আপনারা ট্রাইবেল অঞ্চলে আসুন, দেখুন, ট্রাইবেলরা কি ভাবে চলছে। অনেকে বলেন, বন আলু খায়, অমুখ খায়, তমুক খায়। বন আলু খায় সেটা আমরাও স্বীকার করি। আমরাও চেষ্টা করি তাদের জন্য কিছু কাজ করতে। আমরা আপ্রান চেষ্টা করছি সেই সব অঞ্চলের মধ্যে কাজ করে তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে। বামফ্রন্ট সরকার তাদের বড় লোক করার চেষ্টা করছে না। কোন রকমে তাদের এক বেলা খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু, সেই চেষ্টা-বন্ধ করে দিচ্ছে উগ্রপন্থীরা। গুলি করে বলছে, টিউব ওয়েল দিতে পারবে না, স্কুলের মাষ্টারকে বলছে, স্কুল ছেড়ে চলে যাও, ফুড ফর ওয়ার্কের লোকদের বলছে, তোমরা রাস্তা করবে না, এতে আমাদের হাটতে অসুবিধা হয়, তোমরা জঙ্গল রেখে দাও। ওরা গিয়ে বলছে, ফিসারী করতে পারবে না। বি, ডি, ও, রা যে রেশন নিয়ে যাচ্ছে সেগুলি দুস্কৃতকারীরা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এমনও ঘটনা আছে দুই দিন খায় নি এই বাড়ীতে বনের আলু সেদ্ধ করছে উগ্রপন্থীরা গিয়ে বলছে সেই বাড়ীতে, আমাদের ভাত দাও। বলছে চাল নেই। বলছে, আমরা চাল দিচ্ছি, রেধে দাও। ভাত রান্না হয়েছে। চালের কট কট শব্দে বাচ্চারা যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা উঠে এসে ভাতের সামনে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। এমনি দেখ, মিরিবিদি খাবার উপায়

নেই। এই রকম কাঙ্গালের দেশ, এই হচ্ছে পরিস্থিতি। আর ওদের কাছে গোপনে গোপনে আপনারা সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। সব সদস্য না, টি, ইউ, জে, এস, এর একজন সদস্য আমি নাম বলব না, অস্বীকার করলে চ্যালেঞ্জ করে আমি প্রমাণ করব, তাঁদের সমস্ত রকম খবরা খবর, নিউজ "দৈনিক সংবাদ" তিনি রেগুলার দিয়ে যাচ্ছেন। ও'রা নাকি গণতন্ত্রের পূজারী। গোপনে গোপনে ফ্যাসিষ্টের পতাকার নীচে আশ্রয় নিচ্ছেন। আমরা ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য ক্যাপসুল চাল পর্যন্ত দিল্লী থেকে আনতে পারছি না। ক্যাপসুল হলেও সেটা দিল্লী থেকে নিতে পারব না। আপনাদের বন্ধুরা আঙ্গুল ঢুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তা ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আপনারা সমর্থন করুন। ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করুন। আমি বিনম্র ভাবে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা উল্টো পাল্টা বলবেন না। ত্রিপুরার মুখের দিকে চেয়ে আপনারা সমর্থন করুন, ত্রিপুরার মানুষের মুখের দিকে চেয়ে এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করুন।'

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮৪—৮৫ সালের যে বাজেট গত ১৬ই মার্চ্চ বিধান সভায় উৎথাপন করেছেন এই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা নানা ভাবে আখ্যা দিয়েছেন। কেহ বলেছেন, গতানুগতিক, কেহ বলেছেন দলীয়, কেহ বলেছেন, ম্যালেরিয়া রোগীর মত। যে যে ভাবে বলে খুশী হউন তাতে আমাদের এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কিছু যায় আসে না। অনেক অনেক কথা বলেছেন আমি খুব বেশী বলব না তবে, ২।১টা কথা বলতে চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট উপস্থিত করেছেন অর্থ তথা মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এই বাজেটে এমন কিছু উপস্থিত করেন নি যার দ্বারা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের খাওয়া-পড়া, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সমস্ত কিছুর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এই বাজেটের মধ্যে তিনি এই কথাই বলতে চেষ্টা করেছেন যে এই বাজেটে বহুমুখী ক্ষমতা আছে। তাই আমাদের হাতে যে অর্থ আছে, তা দিয়ে আমরা চেষ্টা করব সামগ্রিক ভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা যায় কিনা। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব এই অর্থের যারা অধিকারী তাদের হাতে গিয়ে যেন তা পৌঁছে। যে কাজ-

গুলি সর্বাগ্রে করা দরকার সেটাই আমরা আগে করতে চেষ্টা করব। এই বক্তব্যই তিনি বিধান সভায় উপস্থিত করেছেন তথা রাজ্যের জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। স্যার, আমরা জানি এই রাজ্যে ১২ কোটি টাকারও বাজেট হয়েছে, কিন্তু এই ১২ কোটি টাকার মধ্যেও দেখা গেছে সব খরচ হয়নি, সামান্য কিছু খরচ করার পর বাজেটের একটা বিরাট অংশ ফেরৎ গেছে। কিন্তু এ রাজ্যের তো সমস্যা আছে, যোগাযোগের সমস্যা আছে, যাতায়াতের সমস্যা আছে, এমপ্লয়মেণ্টের সমস্যা আছে, শিক্ষার সমস্যা আছে, স্বাস্থ্যের সমস্যা আছে। সাধারণ মানুষের এই সমস্যাগুলি মেটানোর জন্য যদি সরকারের পলিসী হয় তাহলে এই সমস্যাগুলি সমাধান করা যায়। সাধারণ মানুষের সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করা যদি সরকারের মানসিকতা হয়, তাহলে রাজ্যের মানুষের কল্যান কোনদিন সাধিত হয় না। বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেস একটানা এ রাজ্য শাসন করেছে। কিন্তু তাদের রাজত্বকালে ত্রিপুরাতে একটা রাস্তা কি হয়েছে? কোথাও হয়নি। একমাত্র আসাম-আগরতলা রোড আর দক্ষিণ ত্রিপুরার রাস্তা ছাড়া গ্রামে কি একটা রাস্তা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, উনার এলাকায় মানুষ কি কখনও কল্পনা করেছে রাস্তা হবে, হাইস্কুল হবে, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হবে? এ রকম আশা কি উনারা কখনও করতে পেরেছিলেন? কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে উনার এলাকাতে এ গুলি হয়েছে কাজেই বাস্তব দৃষ্টিভংগী থাকতে হবে। মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল বলেছেন কংগ্রেসী আমলে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটু কলংক ছিল, আর বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে সেটা হয়েছে কলংকময়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে উনারা এই ধরনের কথা বলতে পারেন। স্যার, আমাদের অনেক সমস্যা আছে এটা আমরা সবাই জানি। আমাদের এক টুকরা কয়লা বাইরে থেকে না আসলে চুল্লী জ্বলবে না, অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের কথা বাদই দিলাম। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি বাইরে থেকে না আসলে এ রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের প্রয়োজন মিটবে না। স্যার, লবন তো সবাই খান। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও খান, আমরাও খাই, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকও খান। এই লবনে তো আমরা সাবসিডি দিচ্ছি। বাইরে এই লবনের কে, জি, এক টাকারও উপর; সেখানে ন্যায্য মূল্যের দোকানে ৭০ পয়সা করে লবন পাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু বলেছেন যে, বাজেটের ৯৯ পার্সেণ্ট টাকা বামফ্রণ্টের ফাণ্ডে চলে যায়। একমাত্র বেতন আর ভাতাটুকুই উনারা পান। একজন দায়িত্বশীল সদস্যের পক্ষে এই ধরনের কথা বলা কি সাজে? ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলি হচ্ছে, তার টাকা কোথা থেকে আসে? টাকাগুলি কি আকাশ থেকে পড়ে, নাকি গাছ থেকে পড়ে। উনারা উনাদের দৃষ্টি ভঙ্গী অনুপাতেই

কথা বলবেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। টি, ইউ, জে, এস. ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদেরই জন্ম দেওয়া সন্তান টি, এস, এফ, থেকে। তাদের জন্য আমার দুঃখ লাগে। উনারা আজকে বলেছেন্ টি, এস, এফ, আমাদের দলের নয়। ১৯৮১ ইং সালের ডিসেম্বর মাসে শ্যামাচরন বাবু টি, এস, এফের সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে গিয়েছিলেন কামালঘাটে। সঙ্গে নগেন্দ্র বাবু এবং উনার স্ত্রীও গিয়েছিলেন। আর আজকে এখানে বলেছেন তাদের সন্তান ত্যাজ্য পুত্র হয়ে গেছে। কি কারণে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন সেটা কিন্তু এখানে উনারা বলেন নি। আরেকজন মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন—বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারতাম, বিধান সভা হচ্ছে পবিত্র স্থান, গণতন্ত্রের পীঠস্থান, কিন্তু এই বাজেটে বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা বলা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের কোন কথা নেই, এখানে বৈষম্য মূলক কথা বলা হয়েছে, তাই বিধান সভা অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই উনি বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। অদ্ভুদ উনাদের দৃষ্টিভঙ্গী স্যার, আমি দুইটা দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে আছি। সেই দপ্তরগুলি সম্পর্কে কোন কোন মাননীয় সদস্য নানান মন্তব্য করেছেন। যেমন, কেউ বলেছেন - পশু পালন দপ্তরে সুষ্ঠভাবে কোন কাজ হয় না। ডলুমা ব্রীডিং ফার্মে পশুর চাইতে নাকি কর্মীর সংখ্যা বেশী। ফার্মে শুধু পশু উৎপাদন করলেই তো চলবে না, এগুলির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। একদিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবিকার জন্য যেমন আমরা পশুর উৎপাদন বৃদ্ধি করছি, তেমনি অপরদিকে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও আমরা করছি। ১২ মাসই সেখানে ৫০।৭৫ জন লোক সেখানে কাজ করছে। এই জন্যই তো উনাদের গাত্রোদাহ। উনারা চান ত্রিপুরার মানুষ না খেয়ে থাক, ওরা অভাবীই থাক। উনাদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীই তার প্রমান। মানুষ যদি অভাবে না থাকে তাহলে তো উনারা কম মুজুরী দিয়ে তাদেরকে দিয়ে কাজ করাতে পারবেন না। মানুষকে উনারা দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে রেখে দিতে চান। কিন্তু আমরা চাই তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক, তারা সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করেন। এই খানেই তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা পশু চিকিৎসাক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করেছি এবং তার জন্য ব্রীড ইত্যাদি করার চেষ্টা করেছি। যেমন পল্‌ট্রি ফার্ম গান্ধীগ্রাম, পানিসাগর এবং উদয়পুরে করেছি। কংগ্রেসের ৩০ বছর রাজত্বে ফার্ম গঠিত হবার পর আজকে বাকী খাতায় নেতাদের নাম শ্রীঅশোক বাবুর নাম জল জল করে লেখা আছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা যা করতে চেষ্টা করছি সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থের

দিকে লক্ষ্য রেখেই করার চেষ্টা করি। আমরা শুধু পলটি কাৰ্ই করি নি, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পর্ব, উৎসবে সবাইকে দেবার চেষ্টা করি, যতটুকু সম্ভব ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করি মানুষকে সরকারী মূল্যে ডিম, মাংস ইত্যাদি দিয়ে। মিঃ স্পীকার স্যার, দুধ সাপ্লাই (সরকারী ডেয়ারী) বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসল তখন হিসাব নিয়ে দেখা গেল এই ডেয়ারী থেকে কয়েক শত লিটার ঘি তৈরী হয়েছে কিন্তু সেই ঘি গেল কোথায়? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কি সেই ঘি দেখতে পেয়েছেন? যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তখন ডেয়ারী থেকে বলা হলো অনেক নেতা, মন্ত্রী খবর পাঠিয়েছেন, স্লিপ পাঠিয়েছেন ঘি দেবার জন্য, না দিলে তো আমাদের চাকুরী যাবে, তাই দিয়েছি। আগরতলা শহরের মানুষ কি কোন দিন জানতে পেরেছিলেন এই দুধ দিয়ে ঘি তৈরী হয়? আমরা রেডিও, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি। আমরা সমস্ত মানুষকে ভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা কথা হচ্ছে সমবায় সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সমালোচনা করতে চেষ্টা করেছেন। আমি এই সমবায় সম্পর্কে এর আগেও আমার বক্তব্যের মধ্যে বলতে চেষ্টা করেছি। কারণ এটা তাদের আক্রমণ। সমবায়ের ঋণ আদায় হচ্ছে না, বকেয়া পড়ে আছে। ৩০ বৎসর কংগ্রেসের রাজত্বে যে সমবায় গঠিত হয়েছিল সেই সময়ের চেয়ে এই ৬ বছরের যে বকেয়া ঋণ তার চেয়ে অনেক বেশী। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে রামের নামে ঋণ দেওয়া হয়েছে সেই রাম এই এলাকার মধ্যে নেই, যার নামে টিপ সই আছে সে লিখতে পড়তে জানে শিক্ষিত লোক। এইভাবে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা সমবায়ের মাধ্যমে নিজের দলের লোককে তাদের হাতে টাকা তুলে দিয়েছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, ল্যাম্পস্-পেকসের মধ্যে চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, এটা আপনারা করছেন। আমি নগেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার এই বয়সে আপনি কি কোন দিন ভাবতে পেরেছেন এই লংতরাই পাহাড়ে জুমিয়ারা সমবায় থেকে ঋণ গ্রহন করতে পারবে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে? কোন দিনই কল্পনা করতে পারেন নি, কোনদিন এই সমবায়ের সদস্য হতে পারেন নি। অম্পি ল্যাম্পস্ ওটা-তো আপনাদের হাতে, আমাদের হাতে নেই। সেখানের টাকা তো ভাগ করে নিয়েছেন। নগেনবাবু তো এটার প্রেসিডেন্ট।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঙ্ক-কর্মচারী তো আপনাদের)

আমাদের কর্মচারী নয়, ল্যামপসের কর্মচারী, আপনারা যদি কর্মচারীদের চুরি করতে শিখিয়ে দেন তাহলে তো চুরি করবেই আপনারা টি, ইউ, জে. এসের সদস্যরা কি

বলছেন ? সেখানে মানুষ ঋণ দিতে চায়, আপনারা বলছেন, তোমরা কার হাতে ঋণ দেবে, বামফ্রন্টের হাতে ? এই টাকা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাঠিয়েছেন বামফ্রন্টের হাতে তোমাদের বিলি-বন্টন করে দেবার জন্য। এই ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। সে জন্য দায়ী টি, ইউ, জে, এস এবং কংগ্রেস (আই)। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এইভাবে যখন আমরা গরীব মানুষের সেবা করতে যাচ্ছি, উপকার করতে যাচ্ছি ওরা এইভাবে সেগুলিকে বানচাল করবার চেষ্টা করছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, সে দিন যেখানে ডাকাতি হয়ে গেল তার দেড় কিলোমিটার দূরে টি, ইউ, জে, এসের সেই সম্মেলন চলছিল। সেই সম্মেলন চলাকালীন সময়ে সেখানে ডাকাতি হয়ে গেল। তার কিছু দিন আগে তাঁরা হুমকি দিয়েছিলেন কি করে এখানে ল্যাম্পস-প্যাক্স হয় দেখবো, কি ভাবে তোমরা মানুষের উপকার কর দেখবো। সেখানে টেলিভিশন দেওয়া হয়েছিল, সেটা চুরি করে তুলে নিয়ে গেল। আবার বলছেন, সি, পি, এমরা করছেন, কেডাররা করেছেন। সেখানে আপনারাই গোলমাল করছেন। উপজাতিদের দরদী, উপজাতির সর্বনাশ করছেন। নগেন বাবু এখন গ্রামে যেতে পারেন না, কারণ টি, এইচ, পি, পি,দল গঠিত হবার পর নির্বাচনের সময় ৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ২ লক্ষ টাকার হিসাব দিয়ে ৪ লক্ষ টাকা গায়েব করেছেন নগেন বাবু।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার,

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—এটা আমার বক্তব্য নয়, টি, এইচ, পি, পিদের বক্তব্য।

মিঃ স্পীকার :—পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য: এটা স্যার, অত্যন্ত আপত্তিজনক কথা। একজন রেসপনসিব্যাল মিনিষ্টার এইভাবে কথা বলতে পারেন এটা আমি চিন্তাই করতে পারি না, স্যার, এই সমস্ত কথা এলাউ করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :—স্যার, এই ধরনের কথা যদি হয় তাহলে প্রত্যেকেই এই ধরনের কথা বলবে। হাউসের মধ্যে একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তাই আমি বলছি, এই ধরনের কথা মাননীয় মন্ত্রীই বলুন, আর সদস্যই বলুন, এই ধরনের কথা বলতে অ্যালাউ করবেন না। কাজেই এইটাকে অ্যাক্সপানজ করে সভার মধ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা অ্যাকসপানজড করা হবে না। অ্যাকসপানজড তখনই করা হয় তখন কোন সদস্য আন-পার্লামেন্টারী বক্তব্য রাখেন বা ডিফারমেটারী হয়।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য :- এটা কি ডিফারমেটারী হয় নি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীদশরথ দেব :- মাননীয় স্পীকার স্যার, পার্লামেন্টে যে নিয়ম আছে তা অ্যাসেমব্লিতে যখন কোন বক্তব্য হয় তখন সরাসরি কোন মেম্বারকে বলা যায় না, তাহলে সাবস্টেনশিয়েট করতে হবে। আর মেম্বারের বিরুদ্ধে যদি কাগজে পত্রে বা ফাইলে কোন অভিযোগ করা হয়, তখন মেম্বার বলতে পারে এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ? এই যে কাগজে বেড়িয়েছে এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এইভাবে হাউসের কাজকে বাধা দেওয়া যায় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া আমি রিকুয়েষ্ট করছি আপনি বসুন। এখানে মন্ত্রী একটি পত্রিকার কথা বলেছেন। সরাসরি মেম্বারের বিরুদ্ধে বলেন নি। আপনি হাউসের কাজে বাধার সৃষ্টি না করে আপনি বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- না উনি কোন পত্রিকার কথা বলেননি। আপনি এটাকে অ্যাকসপানজড করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মিঃ স্পীকার বলেছেন এটা অ্যাকসপানজড করা হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি চেয়ারের নির্দেশ মানবেন কিনা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—এই ভাবে হাউসের প্রসিডিংগসের কাজে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্যকে অনেকবার রিকুয়েষ্ট করেছি বসার জন্য। আমি এখন মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে নেইম করে দিতে বাধ্য হচ্ছি।

মাননীয় সদস্য Nagendra Jamatia is named for his behaviour, that do not suit for the Assembly session. He should not disturb the procedure. Proceedings of the home, Hence, I like to name him,

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার যেটা, মাননীয় সমবায় মন্ত্রী বলেছেন ইন্দিরা গান্ধী থেকে ৬ লক্ষ টাকা এনে হিসাব না দিয়ে ২ লক্ষ টাকার হিসাব দিয়ে ৪ লক্ষ টাকা মেরে দিয়েছেন, বলেছেন। এই কথাটা অ্যাকসপানজড করা হোক।

মিঃ স্পীকার :—না এটা অ্যাকসপানজড করা যেতে পারে না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য : মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হোক, আমরা এটা চাইনা। আপনি এই কথাটাকে অ্যাক্সপানজড করে হাউসের শান্তি ফিরিয়ে আনুন। আমরাও ত আপনাকে সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকার করেছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমি জানতে চাই, মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অ্যাক্সপানজড করা হবে কি না।

মিঃ স্পীকার :- অ্যাকসপানজড করা হবে না।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—আমরা সবাই সভার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রতিবাদে সভা ত্যাগ করছি।

[কংগ্রেস (ই) ও টি, ইউ, জে, এস সমস্ত সদস্য এবং দুইজন নির্দল সদস্য সভা ত্যাগ করে চলে যান]

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখতে বলছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার জবানী বক্তব্যে প্রথমেই মাননীয় বিরোধী দলের নেতাদের বিভিন্ন বক্তব্যের উপর বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব। মাননীয় বিরোধী দলের যারা এখানে বক্তব্য রেখেছেন, তার মধ্যে এক জন আছেন তিনি জন্মলগ্ন থেকেই বোবা। কাজেই তার কোন কথার জবাব আসে না। তাছাড়া কিছু আছে যারা শিশুর মত চিৎকার করতে পারেন, তাদের কোন ভাষা বোঝা যায় না। মাননীয় বিরোধী নেতা নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের রূপটাকে উপস্থাপিত করেছেন। সম্ভবত তার ধারনা হয়েছে যে লেফট ফ্রন্টের সমস্ত কাজের

বিরোধীতা করলেই বিরোধী ভূমিকা পালন করা হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিষ্টের পক্ষে আমরা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করি তখন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তাদের সঙ্গে আবার একমতও হই। যেমন, যুদ্ধ শান্তির প্রশ্নে, আফগানিস্থানের প্রশ্নে, এই রকম বহু প্রশ্ন আছে যে সব জায়গায় শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে, তার সরকারের সঙ্গে আমাদের মতের বিরোধ কম। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে আমরা মোরারজি দেশাইর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, চরণ সিং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, বি জে-পির সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। কিন্তু কখন মিলিয়েছি যখন জরুরী অবস্থা শ্রীমতি গান্ধী এনেছেন। আধা ফ্যাসিষ্ট শাসন কায়েম করেছেন, যখন গণতন্ত্র রক্ষা করা ছিল সব চেয়ে বড় কাজ, সেই সময় আমরা শ্রীমতি গান্ধীর বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তাদের সঙ্গে সাময়িকভাবে হাত মিলিয়েছি। কিন্তু মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন যে এই মোরারজি দেশাইকে সরানোর ক্ষেত্রেও আমরাই উদ্যোগ নিয়েছি সব চেয়ে আগে। উদ্যোগ নিয়েছি এই জন্য যে তিনিও শ্রীমতি গান্ধীর রাস্তায় চলেছিলেন গণতন্ত্র হত্যার রাস্তায়। সম্ভবত তাকে যদি আমরা না সরাতাম তাহলে শ্রীমতি গান্ধীর এত তারাতারি দিল্লীতে আসার সুযোগ হত না। এইটা কোন বি-জে-পি কে সমর্থন করার জন্য নয়, চরণ সিংকে সমর্থন করার জন্য নয়। অথবা ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করার জন্য নয়। ইস্যু টু ইস্যু, যখন তাদের মধ্যে কোন বিপদ আসে, তখন সেই সব অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সাময়িকভাবে হাত মিলানোর ভূমিকা গ্রহন করেন, কিন্তু তাদের স্বাধীন ভূমিকাকে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা স্বাধীন, সেটা আজকে সর্বস্বীকৃত। তাদের নিজেদের শ্রমিক শ্রেণীর যে আন্তর্জাতিক নীতি, শ্রমিক শ্রেণীর যে স্বাধীন নীতি, শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনের মোশনকে অবলম্বন করতে গিয়ে তারা তাদের সেই স্বাধীন ভূমিকা কখনও হারান নি। কখনও ইন্দিরা গান্ধীর লেজুর বৃত্তি করেন নি, বি-জে পি, চরণ সিং প্রভৃতি কারও লেজুর বৃত্তি এই কমিউনিষ্ট পার্টি করেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে ওরাতো সামন্ত তন্ত্রের প্রতিনিধি। কারা সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি না, বি-জে-পি বলুন, চরণ সিং বলুন, মোরারজি দেশাই বলুন, এমন কি শ্রীমতি গান্ধীর দলটা কি? ওরা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করেছে বলে কয়টা আইন পাশ করিয়েছেন, জমির একচেটিয়া মালিকানাকে বন্ধ করতে পেরেছেন, তাহলে ভূমিহীনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে কি করে? জমি অল্প লোকের হাতে চলে যাচ্ছে কি করে? যারা কালোবাজারী করে তারা জমি কিনে কি করে এবং

ক্যাপিটালিষ্ট ফার্মে থেকে ট্রাকটার প্রভৃতি দিয়ে কাজ শুরু করছে কি করে ? এ দিকে যারা চাষী তাদের হাতে জমি বণ্টন করা হয় না। এইটা থেকে দেখা গেছে যে শ্রীমতি গান্ধীর দল কিভাবে রাজ্য সভা ও লোকসভার মধ্যে রাজা মহারাজাদের জমিদারী প্রথা স্থাপন করে দিয়েছেন। বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে গণতন্ত্র আমরা নষ্ট করে দিয়েছি। আর আজকের কাগজে দেখলাম তাদের লোকেরা সেই কাশ্মীরের এম-এল-এ কে চড় মেরেছে. এই ঘটনা প্রতিদিন তারা করছে। কংগ্রেস (ই) যখন যেখানে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে, ঐ পশ্চিম বাংলায় দেখুন, কাশ্মীরে দেখুন।

এখানেও সে ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। গণতন্ত্র কি রকম প্রত্যেক রাজ্যে গভর্নর নিয়ে রেখেছেন। এই গভর্নররা কার নীতি অনুসরণ করেন ? কাদেরকে গভর্নর করা হয় ? যারা রাজনৈতিক নেতা আজকে তাদেরকে গভর্নরের পদে বসিয়েছেন। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কতগুলি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়েছে। গভর্নরদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে জরুরী অবস্থা জারি করার এবং বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে বাতিল করার। সে সমস্ত ক্ষমতাগুলি আজকে কেড়ে নেওয়া দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে আমরা দেখেছি, কিভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে আজকে স্তব্ধ করা হচ্ছে। পোর্ট শ্রমিকদের ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য পুলিশ বসানো হয়েছে। পার্লামেন্টে তারজন্য একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান আনা হয়েছিল কিন্তু সেটা মানা হয় নাই। ওরা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ দেখেন না। আমরা দেখছি, আসামের ১৭ লক্ষ লোক যারা মুসলমান, পাহাড়ি, নেপালী এবং অন্যান্য অংশের লোক, তারা ভারতের নাগরিক তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেটা কে করেছে? সেটা কি শ্রীমতি গান্ধীর লোকেরা করছে না ? মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা দেখলাম শ্রীমতি গান্ধীর দল যেখানে সংখ্যালঘু মুসলমান সেখানে সংখ্যাগুরু হিন্দু ঘেষা হয়েছে আবার যেখানে অন্যান্য সংখ্যাগুরু সেখানে তাদের ঘেষা হয়েছে। একজন সদস্য অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী কেন সংখ্যালঘুদের সাথে মিটিং করলেন। আমরা মিটিং করেছি যেখানে শতকরা ৭ জন লোক মুসলমান সেখানে তাদের স্বার্থ ও উন্নতির জন্য কি করা যায় তারজন্য। আমরা আসামে নেলির হত্যাকাণ্ড দেখেছি। সেখানে মুসলমানদের ২য় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গার দাঙ্গা হাঙ্গামায় তারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। ওখানকার সরকার তাদের জন্য কিছুই করছেন না। ওখানকার ট্রাইবেলদের দমন করার জন্য জমিদার বাহিনী গঠন করা হয়েছে। ট্রাইবেলদেরকে ভূমি দিয়ে সেনা আক্রমণ করা

হচ্ছে। ওখানকার আদিবাসীদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল যিনি আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম শ্রী বি, ডি, শর্মা সেখানে সিড্যুল কাষ্টের একটা সম্মেলন হয়েছে, সে সম্মেলনের বক্তব্যের রিপোর্ট বেরিয়েছে তাতে দেখা গেছে, উনি রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন। আজকে যেখানে রিজার্ভেশনের জন্য সংগ্রাম করা হচ্ছে সেখানে তাঁর এই বক্তব্য। আরও দেখছি আজকে রিজার্ভেশনের বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করা হয়েছে। জমিদারদের তরফ থেকে অলরেডি আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন লেফট ফ্রন্ট সরকার নাকি দুর্নীতিতে ডুবে আছে। এটা ঠিক ২ ধরণের সরকার ২টি নীতিতে বিশ্বাসী। এখানে যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি রয়েছে তারা ডিসেন্ট্রালাইজ পলিসিতে বিশ্বাসী। শহরের টাকা যতখানি পার গ্রামে-গঞ্জে গরীব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দাও এবং সকলকে সমান সুযোগ দাও। আরেকটি সরকার যেটা কেন্দ্রে রয়েছে তাদের সেন্ট্রালাইজ পলিসি। অল্প লোকের কাছে ধন সম্পদ রাখ, তাদের হাতে বেশী ক্ষমতা দিয়ে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দাও আর ফরিয়া, জমিদার, সুদখোর, মুনাফাখোর সৃষ্টি কর। শতকরা ৫ জন লোক তারা, আর তাদের হাতে শতকরা ৯০ ভাগ টাকা জমা আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এ, আর আনতুলেকে নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মিঃ আনতুলে বলেছেন, আমি যদি জেলে যাই তাহলে আর যারা বাহিরে থাকার চেষ্টা করছে তাদেরকেও জেলে যেতে হবে। সাকরেদরা জেলের বাহিরে থাকবে আর আমি জেলের ভিতরে থাকব সেটা হবেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কোথায় চুনোপুঁটি আছে সেটা ওনারা ধরতে চান, কোথায় ল্যাম্পস, প্যাক্সে কি হচ্ছে সে ব্যাপারে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা লুঠ হচ্ছে সে দিকে তারা নজর দিচ্ছেন না। অথচ নজর ফিরিয়ে দিয়েছেন এই সাধারণ দিকে। পত্র পত্রিকায় এ সম্পর্কে অনেক বেরিয়েছে। ভারতবর্ষে ৫০ হাজার কোটি টাকা কাল টাকা হয়ে রয়েছে সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এটাও কি ত্রিপুরা থেকে হচ্ছে, না দিল্লী থেকে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওনারা বলছেনঃ পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে কংগ্রেস(ই)র বিরুদ্ধে। আমি বলব, যদি ওনারা সমস্ত গুণ্ডাদের তাদের লোক বলে মনে করেন তাহলে ত পুলিশ ওখন তাদের কাজ করবে। কংগ্রেস শিবির-ত একটা গুণ্ডা শিবিরে পরিণত হয়েছে। আজকে দেখছি বিশালগড়ে ও চড়িলামে তাদের গুণ্ডারা কিভাবে অরাজকতার সৃষ্টি করছে। পুলিশকে ত আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেই হবে, সেটা তাদের দায়িত্ব ও কাজ। কোথায়, পুলিশ ত আমাদেরকে তাড়া করেন না। তাহলে কেন

তাদেরকে করছেন সেটা বুঝতে হবে

সুতরাং তারা যে রাস্তা ধরেছেন সেটা ভাল নয়। তারা এখন ট্রাইবেলদের যে সকল প্রকৃত দাবী দাওয়া তা অস্বীকার করেছেন। এখন তাদের একটা দাবী হলো কর্মচারীদের ডি, এ, এর টাকা ফেরত দিয়ে দাও। এতে করে তারা কর্মচারীদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারনার সৃষ্টি করতে চাইছেন। এদের এখন প্রধান লক্ষ্য হলো এখানে একটি সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে দেওয়া। যেটা টি, এন, ভি,র সমর্থকরা করতে চাইছে। এই সন্ত্রাস এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। এই উগ্রপন্থীরা আকাশ থেকে সৃষ্ট হয়নি। এখানে একটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে যে, মধ্যবিত্তরা এমন একটা শ্রেণী যাদের কোন না কোন দলের সঙ্গে হাত মিলাতে হবে। এরা সর্বদা আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। তাই তাহাদের হয় শাসক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলাতে হবে, না হয় তাদেরকে শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলাতে হবে। আজকে টি, এন, ভি,র যে সদস্যরা রয়েছে তারাও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ। আজকে সারা ভারতবর্ষে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি রয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায়ও রয়েছেন। কিন্তু কেউ কখনো বলতে পারেন না যে, এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি কখনো রিজার্ভেশন নিয়ে লড়াই করেছে, ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে—যে মুসলিম হিন্দু দাঙ্গা হয়ে গেছে তাতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি রয়েছে। এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বিভিন্ন প্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, যেমন খলিস্থান আন্দোলন, বাঙ্গালীস্থান এর জন্য আন্দোলন স্বাধীন ত্রিপুরা গড়ার জন্য আন্দোলন, বা আসামের আন্দোলন কোনটাকে সমর্থন করেনি। সবগুলিরই বিরোধীতা করে এসেছে। সেই কারণে আজকে সারা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির উপর তাদের একটা আস্থা এসেছে। সুতরাং এই মধ্যবিত্তদের একটা অংশ হচ্ছেন টিচার এবং কর্মচারী। যাদের এই ডি, এ, এর ব্যাপার নিয়ে খেপাবার জন্য বিরোধী দলগুলি চেষ্টা করছে। কিন্তু এরা হলো সেই বুর্জোয়া শ্রেণী যারা সাধারণ মানুষকে রুটি দেখিয়ে পরে তাদেরকে শোষণ করে। এই হাউসের মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা, বলেছেন যে, তিনি কংগ্রেস আমলে একজন শিক্ষক ছিলেন। তখন তিনি দেখেছেন যে কর্মচারীরা সেই কংগ্রেসী সরকারের হাতে ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সরকার ইচ্ছামত রুলস ৫ এ ফেলে দিয়ে কর্মচারীদের ছাটাই করে দিতেন এবং ইচ্ছামত ফোর্স রিটায়ারমেণ্ট করাতেন। সেই অত্যাচার থেকে কর্মচারীরা আজকে মুক্তি পেয়েছেন।

বামফ্রন্ট সরকার এসে দ্বিতীয় পে-কমিশন বসিয়ে কর্মচারীদের বেতন পুনর্বিন্যাস করেছেন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আগেই আমরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিয়েছি। আজকে আমরা শিক্ষক কর্মচারীদের যে পে স্কেল এবং গ্রেডেসন এর সুযোগ দিয়েছি তা ভারতবর্ষের আর যে কোন রাজ্য অপেক্ষা বেশী। এখানে আমি শুধু কেরেলার বেতন এবং ত্রিপুরার কর্মচারীদের বেতন এর পার্থক্য তুলে ধরছি।

আমাদের এখানে একজন প্রাইমারী স্কুলের টিচার প্রথমে তার বেতন হবে ৪৩০-থেকে ৮৫০ টাকা। তার সেটা বাড়তে বাড়তে তিনি গ্রেডেসনে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত পাবেন ১০০০ থেকে ১৭০০ টাকা। একজন প্রাইমারী স্কুলের হেডমাষ্টার এর প্রথমে স্কেল হবে ৫৫৫ টাকা থেকে ১২৪৫ টাকা এবং পরে সেটা বাড়তে বাড়তে হবে ১৯০০ টাকায়। কিন্তু কেরেলার একজন প্রাইমারী স্কুলের এ্যাসিষ্টেন্ট টিচার পান ৩৪০ টাকা থেকে ৫৩৫ টাকা এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি পান ১২৮৯ টাকা। একজন প্রাইমারী স্কুলের হেডমাষ্টার পান ৪৭০ টাকা থেকে ১৪৭৮ টাকা। তার উপর আমরা এই স্কেলের উপর যে ডি, এ, ইত্যাদি দিয়েছি তা ধরলে আরো অনেক বেশী হবে। আমাদের এখানে এইচ, এস, বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের গ্রেজুয়েট শিক্ষক পান ৫৬০ টাকা থেকে ১৩০০ টাকা। এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি পান ১৯৫৫ টাকা। আবার একজন হাইস্কুলের হেডমাষ্টার এর বেতন আরম্ভ হয় ৭৫০ টাকা থেকে ১৭৫০ টাকাতে এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি পান ২৪০৫ টাকা। একজন এইচ, এস, স্কুলের হেডমাষ্টার প্রথমে পান ৮৫০ টাকা থেকে ২৫০০ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু কেরেলার একজন গ্রেজুয়েট টিচার পান ৪২০ টাকা থেকে ৭২০ টাকা এবং শেষ হয় ১৭৫২ টাকা। একজন হেডমাষ্টার পান ৭০০—১২৭০ টাকা এবং শেষ হয় ২১০৭ টাকাতে। এইভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাব যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের যে পে স্কেল রয়েছে ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে তা রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু তাই নয় আমরা কর্মচারীদের লাইফ ইন-সুরেন্স চালু করেছি। এই লাইফ ইনসুরেন্স চালু করার দাবী কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের। এটার দ্বারা যদিও রাজ্য সরকারকে কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে, তবু সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে রাজ্য সরকার এটা চালু করেছেন।

এই যে আমরা কেন্দ্রীয়হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং দিয়েছি সেটা বুঝতে হবে এই হাউসে আমরা বারবার বলেছি যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অর্থ

দাবী করে আমরা অর্থ পাইনি। আমরা অষ্টম ফিনান্স কমিশনের কাছে দিয়েছি এবং অষ্টম ফিনান্স কমিশন আমাদের যে বরাদ্দ দিয়েছিল সেখানে আমরা যে দিয়েছি সেটার টাকা কোথা থেকে আসবে তার কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নেই। এ সত্ত্বেও এই দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। যারা আজকে কর্মচারীদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করছেন, তাদের মনে রাখতে হবে যে, তারা যেসব ব্যবস্থার ফলে কর্মচারীদের এখানেও দুর্দশা হয়েছে, জিনিষ পত্রের দাম বৃদ্ধি বা অন্যান্য দুর্বলতর শ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে আক্রমণ হচ্ছে, সেই সব ক্ষেত্রে তারা প্রতিবাদ করেন না। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক কাজে যারা অংশ গ্রহণ করছেন, আপনারা লক্ষ্য করেছেন ৯ ডিসেম্বরের বন্ধ পালন করা হয় ত্রিপুরা রাজ্যে কি করে বেকার সমস্যার সমাধান হবে, কি করে এখানে ষষ্ঠ তপশীল চালু হবে, এই সমস্ত দাবী শিক্ষক কর্মচারী সব অংশের দাবী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এটাই হচ্ছে বৈশিষ্ট। শ্রীমতি গান্ধীর নীতি হচ্ছে একটা অংশের মানুষকে আর একটা অংশের মানুষের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দাও। ঐক্যকে নষ্ট করে দাও। এটা হচ্ছে কংগ্রেস (আই) এর শাসক গোষ্ঠির নীতি এবং সেই নীতি এখানে চালু করার জন্য এরা লেগেছে। বিভিন্ন জায়গায় তারা উস্কানীমুলক কাজ করছে। এটা বুঝতে হবে যে আমাদের রাজ্যে গরীব অংশের মানুষের যে দাবী আছে সেটা থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করছেন। অথচ আমরা দেখেছি বিভিন্ন আইন কানুন শ্রীমতি গান্ধী তৈরী করছেন—এসমা, নাশা ইত্যাদি। মাননীয় সদস্যদের মনে আছে ১৯৮১ সালে এসমার বিরুদ্ধে সারা ভারতের জনগণ সোচ্চার হয়, তখন জোলাইবাড়ীতে কি করেছিল। তারা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে, জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে, মানুষকে খুন খারাপি করার জন্য সন্ত্রাসমুলক কাজ করে, দোকান লুঠ করেছে। কারণ এই আইনটা যাতে পাশ হয়। ওরা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে গোপন রিপোর্ট লিখে থাকে। আমার মনে আছে, এখানে যিনি চীফ সেক্রেটারী ছিলেন, আমাকে তিনি দিল্লী যাওয়ার আগে চিঠি দিলেন যে আপনি যদি আমাকে একটা চিঠি না দেন, কারণ আমরা লিখি না, গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে কাজ করায় আমরা বিশ্বাস করি না। ওরা এই অস্ত্র দিয়ে প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করে রাখেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কাজেই এই সন্ত্রাস বিভিন্ন জায়গায় সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই বাজেট আলোচনার সময়ে তাদের মুখেই গণতন্ত্রের কথা শুনতে হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে প্রশ্নটা নিয়ে আজকে ধূলি উড়াচ্ছেন সেই সম্পর্কে

আমি দুই একটি কথা বলতে চাই যে বিরোধী দলের নেতা হয়ত আমার বক্তৃতা বুঝেন নি আর নয়ত এটাকে ডিষ্টর্টেড করেছেন। যদি ডিষ্টর্টেড করে থাকেন, এটা অতি দুর্ভাগ্যের কথা। আরও সময় আছে, তিনি এই বক্তব্য সংশোধন করে নিতে পারেন। আমার বক্তৃতার ১৬নং প্যারাগ্রাফে দেখিয়ে বলেছেন যে আমি সেখানে নাকি বলেছি, আমি পড়ে দিতে পারি সেই জায়গাটা—"১৯৮৪ – ৮৫ সালের জন্য অর্থ কমিশন কোন ভিত্তিতে ৫৩'৬৪ কোটি টাকা সুপারিশ করেছেন তা আমাদের নিকট এখনও পরিষ্কার নয়। আমরা অবশ্য আশা করব যে কমিশন তাঁর চূড়ান্ত রিপোর্টে ত্রিপুরার জন্য আরও বেশী অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করবেন। "আমরা যখন ৮ম কমিশনের কাছে দাবী পেশ করি তখন আমরা যা চেয়েছিলাম এবং আমাদের যা দিয়েছেন, তাতে আকাশ জমিন ফারাক। আমরা বিশেষ বিশেষ কাজে চেয়েছিলাম। তার মধ্যে সেণ্ট্রাল ডি, এ, একটা মাত্র। বাকী আরও অনেক ছিল। কিন্তু এখনও বলেছেন, এই ক্ষেত্রে সেটা তারা বিচার বিবেচনা করেন নি। "বেতন সংশোধনের তারিখ নির্বিশেষে ১৯৮২ সনের ১লা এপ্রিলের পর বেতন সংশোধনের যে সব আদেশ জারী হয়েছিল, তার জন্য অর্থ কমিশন তার অন্তবর্ত্তী রিপোর্টে অতিরিক্ত খরচের কোন সংস্থান রাখেন নি। আমাদের সরকারী কর্মচারীদের জন্য ১৯৮২'র এবং ১লা জানুয়ারী থেকে বেতন সংশোধন কার্য্যকরী করে সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসে আদেশ জারী করা হয়েছিল। এই আদেশটি ১৯৮২'র ১লা এপ্রিলের পর জারী হওয়ায় ৮ম অর্থ কমিশন ১৯৮২'র, ১লা জানুয়ারী থেকে সংশোধিত হারে বেতন বাবদ অতিরিক্ত খরচের কোন সংস্থান রাখেন নি।

এর জন্য অর্থ কমিশন সেণ্ট্রাল রেটে ডি, এ, অতিরিক্ত ডি, এ, খরচ করার কোন সংস্থান রাখেন নি। আমরা ত্রিপুরাতে কর্মচারীদের যে বেতন সংশোধন করেছি, তা কেন্দ্র করেন নি, এমন কি অন্যান্য রাজ্য সরকারও করেন নি। কাজেই আমরা যে বেতন সংশোধন করেছি, তার ফলে যে অতিরিক্ত খরচ বেড়েছে, সেটা কোথায় থেকে আসবে, যদি ৮ম অর্থ কমিশন সেটা না দেয়। স্যার, ৮ম অর্থ কমিশনের যে রিপোর্ট, সেটা আমি এখানে পড়ে দিলে সহজে বুঝতে পারা যাবে, সেই রিপোর্টে এটা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আমরা এর মধ্যে এটা ধরতে পারছি না, তাতে বলা হয়েছে,—"In estimating the emoluments of the State Government employees we have at present excluded" এই কথাটা সামনে থেকে চলে গেল যে আমরা এটা ধরি নি, কি ধরিনি? এ্যাক্সক্লুডেড ফ্রম দি বেইস

এ্যাক্সপেণ্ডিচার ফিগার অব ১৯৮২ এ্যাফেকটিভ অব অল দি অর্ডারস আফটার ফাষ্ট এপ্রিল ১৯৮২। স্যার, আমরা বেতন পুনর্বিন্যাস করেছি কবে, আমাদের অর্ডার পাশ হয়েছে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ ৮ম অর্থ কমিশন বলছে, ফাষ্ট এপ্রিলের পর আমরা যে সব দায় দায়িত্ব নিয়েছি, তারা সেটা বহন করতে পারছেন না। এর সম্পর্কে আর কোন টাকাই এখানে ধরা হয়নি। কাজেই এটা পরিষ্কার যে এখানে ইরেসপেক্‌টিভ অব দি ডেইট ফ্রম হুইচ সাচ রিভিশান হ্যাজ বীন মেইড এ্যাফেক্‌টিভ ফ্রম ১ ১ ৮২ আমরা ধরি নি। অথচ উনারা এখানে বলেছেন যে, ৮ম অর্থ কমিশন সব টাকাই দিয়েছেন, কিন্তু এখানকার বামফ্রণ্ট সরকার কর্মচারীদের এই সব টাকা দিচ্ছেন না। কোনটা দিতে পারছি না, তারাই পরিষ্কার করে দিল যে ৮ম অর্থ কমিশন এর যে বরাদ্দ ৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। কিন্তু আমি বলছি যে এর মধ্যে কর্ম্মচারীদের এসব খরচ নেই। স্যার, আমরা ৮ম ফিনান্স কমিশনের কাছে যে মেমোরেনডাম সাবমিট করেছি তাতে এ্যাডিশন্যাল ডি, এ, যেটা আমাদের অতিরিক্ত দিতে হবে বেতন পুনর্বিন্যাসের ফলে, তা আমরা চেয়েছি যদি আমরা সেন্ট্রাল ডি, এ, চালু করতে যাই, তার জন্যই বাড়তি টাকাটা চাওয়া হয়েছে। কাজেই উনারা যে বলছেন এটা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করছেন, তা এর মধ্যে নেই। সেজন্য আমি চেয়ারম্যান, ৮ম অর্থ কমিশন, মিঃ চরণের কাছে একটি ডি, ও, লেটার লিখেছি যে আপনারা যে টাকাটা আমাদেরকে দিলেন, ৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, তা কি কি বাবদে দিয়েছেন, এটা যদি না লেখেন, তাহলে আমাদের শিক্ষক কর্ম্মচারীদের কাছে সেটা উপস্থিত করতে অসুবিধা হচ্ছে। এমন কি আপনি যদি এটা এখনি না জানান, তাহলে মুল রিপোর্ট যেটা ৮ম অর্থ কমিশন বের করবে, তাতে যেন আমাদের এই বক্তব্যটা পরিষ্কার ভাবে লেখা থাকে। স্যার, আমরা ৮ম অর্থ কমিশনের কাছে চেয়েছিলাম ১৭৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, আর সেই জায়গাতে আমরা পেয়েছি ৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। স্যার, যে কোন লোক এটা বুঝতে পারবে, যেটা আমি একটু আগে পড়েছি, তার থেকে যে কোনটা ইনক্লুডেড হয়েছে, আর কোনটা এক্সক্লুডেড হয়েছে, রিভাইজড পে-স্কেলের ফলে আমরা যে টাকা খরচ করেছি, তারা সেগুলি মেনে নিতে পারেন নি। অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রে এটা ইনক্লুডেড হয়েছে কিনা সেটাও এখানে পরিষ্কার নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি আমার বাজেট বক্তৃতার ১৬নং প্যারা থেকে তুলে দিয়ে বলেছেন যে যদিও পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, তবু এখানকার সরকার সেটাকে গোপন করে রাখার চেষ্টা করেছেন। এটা আদৌ সত্য নয় এবং আমি এটাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এখন প্রশ্ন থেকে যায় আমরা

যে ডি. এ দিচ্ছি এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যে ডি, এ দিচ্ছে তার বেইসটা কি ? সেটা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য যখন বৃদ্ধি হয়, তখন প্রতি ২০০ পয়েন্ট ধরে সেন্ট্রাল যখন তার কর্মচারীদের বলে যে আমরা তোমাদের ডি, এ, দিচ্ছি ৪৯৬ পয়েন্ট পর্য্যন্ত। ২০০ পয়েন্টকে বেইস ধরে ৪৯৬ পয়েন্ট পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় হারে আমরা ডি, এ দিচ্ছি। আর আমরা যখন পে-রিভিশন করলাম, তখন তো আমরা ৪৪০ পয়েন্ট ধরে আমাদের কর্মচারীদের বেতন বিন্যাস করেছিলাম। আমাদের কাছে এখন যে দায়িত্ব সেটা হল ৪৪০ পয়েন্ট থেকে ৪৯৬ পয়েন্ট পর্য্যন্ত ইউনিফাইড করতে হবে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে ···স্যার, আমার ইচ্ছা ছিল যে এই জিনিষটাকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব, কিন্তু হাউসে এর মধ্যে কিছু গোলমাল হওয়াতেই, আমি সেটাকে সংক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে এই যে পে-স্কেল যেটা সেন্ট্রাল এখনও রিভাইজড করে নি, তার ভিত্তিতে তারা আরও কয়েকটা ডি, এর কিস্তি পাওনা হয়েছে। আর সেটা হিসাব করলে দেখা যাবে, যে সেটা এখন আর ৪৯৬ পয়েন্টে নাই, তার চেয়েও অনেক উপরে উঠে গেছে। তার অর্থ হচ্ছে আরও কয়েকটা কিস্তির ডি, এ, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা পাওনা হয়ে গিয়েছে, যেটা আপনারা দেখছেন যে কেন্দ্র সেই টাকাটা তাদের কর্মচারীদের দিতে পারছেন না, যদিও সেটা বাজেটে রেখে দিয়েছেন। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা হিসাব করি পে-কমিশন আমাদেরকে যে ভাবে বলে দিয়েছেন, সেটাই উল্লেখ করলে আপনাদের কাছে পরিষ্কার হবে, বর্তমানে যেহেতু আমাদের কর্মচারীদের পে স্কেল রিভাইজড হয়েছে, কাজেই সেন্ট্রাল যে হারে দিচ্ছেন, তার সঙ্গে কোন তুলনা নেই, আমরা তাদের চাইতে অনেক বেশী দিচ্ছি। কারণ আমরা ২০০ থেকে অগ্রসর হয়ে ৭৪০ পয়েন্ট পর্য্যন্ত আমরা দিয়ে দিয়েছি, কাজেই তাদের সংগে তুলনা করা যায় না। আমাদের পে-কমিশন আমাদেরকে ৩৩৬ পয়েন্টকে বেইস ধরে হিসাব করতে বলেছেন, সেখানে আমরা দেখছি নীচের তলায় যারা আছেন, আমরা তাদেরকে যেটা দিয়েছি, তাতে প্রায় সেন্ট পার্সেন্ট নিউট্রেলাইজ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য কোথাও এমন কি সেন্ট্রালও সেন্ট পার্সেন্ট নিউট্রেলাইজড করেন না, সেখানে ৭০ থেকে ৮০ পার্সেন্ট নিউট্রেলাইজড করে থাকেন। কাজেই এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে রাজ্য সরকার ৪৯৬ পয়েন্ট পর্য্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে, কি বেসিসে হবে, সেটা আমাদের হিসাব করে বের করতে হবে। যেহেতু আমাদের কর্মচারীদের বেতন পুনর্বিন্যাসে কিছু ডি. এ, ইনটিগ্রেড হয়েছে, যদিও পুরো ডি এটা ইনটিগ্রেড হয় নি সেটাও আমাদের বিচার

করতে হবে। ধরুন যারা নতুন আজকে চাকুরীতে আসবেন পে-স্কেল রিভাইজড হওয়ার পর যেটা আমি আমার বক্তৃতায় ১৮ নং প্যারাগ্রাফে বলেছিলাম যে ৮ম অর্থ কমিশন অবশ্য তার অন্তবর্ত্তী রিপোর্টে বলেছেন শিল্প শ্রমিকদের সর্ব ভারতীয় ভোগ্য দ্রব্যমূল্য সূচক (ভিত্তি ১৯৬০— ১০০) সংখ্যা।

৪৯৬ পয়েন্ট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার যতগুলি কিস্তি দিয়েছেন সেই পরিমাণ মহার্ঘ ভাতার জন্য যথেষ্ট সংস্থান রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদেরকে উপরোক্ত সূচক সংখ্যার ৪৪০ পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা দিয়েছিলেন রাজ্য সরকারও ১৯৮২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রাজ্যের কর্মচারীদের প্রাক-সংশোধিত বেতন স্তরের উপর সেই পরিমাণ অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা দিয়েছেন। মূল্যসূচক ৪৪০ ছাড়িয়ে আর বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের উপরোক্ত সূচক সংখ্যার ৪৯৬ পর্য্যন্ত আরও ৮টি অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার কিস্তি মঞ্জুর করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা তাদের বেতন হারের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই বেতন হার ১৯৭৩'র ১লা জানুয়ারী থেকে কার্যকরী আছে এবং সেই সময় শিল্প শ্রমিকদের সর্ব ভারতীয় ভোগ্য দ্রব্য মূল্যসূচক সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ — ১৯৬০ সাল ভিত্তি ধরে। ১৯৮৩র ২০শে ডিসেম্বর এই বিধান সভায় প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম যেহেতু রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার ১৯৮২'র ১লা জানুয়ারী থেকে সংশোধিত হয়েছে। সেহেতু তাদের এই সংশোধিত বেতন হারের উপর প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা বা অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা তার কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ৪৯৬ সূচক সংখ্যা পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতার কিস্তিগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কেননা, কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের বেতন হার ১৯৭৩'র ১লা জানুয়ারীর পর আর সংশোধিত হয়নি। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরকে আরও মহার্ঘ ভাতা দানের প্রশ্নটি নির্ভর করছে তাদের সংশোধিত বেতন হার মূল্যসূচকের কোন সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেই প্রশ্নটির উপর মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখন বলতে চাই যে প্ল্যানিং কমিশনের কাছে যখন আমরা যাই তখন তাঁরা আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাজ্য কর্মচারীদের যে ডি, এ,র জন্য দাবী করছে সেই ডি, এ, র টাকাটা যেন আমরা নগদে না দিই। আমরা তাদের সংগে একমত হতে পারি নাই। কাজেই যারা চিৎকার করছে তাঁরা যেন বুঝার চেষ্টা করেন যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যাতে আমরা টাকাটা নগদে না দেই এবং আজকে যেটা সব চেয়ে বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কেন আমরা টাকাটা পি, এফ ফাণ্ডে এক বছরের জন্য জমা রাখতে বলেছিলাম। স্যার, আমরা সেখানে পরিস্কার বলেছিলাম যে এটা কোন ইম্পাউণ্ডিং নয়, আমি তাদের

কাছে আবেদন রেখেছিলাম যে আপনারা টাকাটা রাখুন রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থে নইলে বামফ্রন্ট সরকার অসুবিধায় পড়বে, সেই অসুবিধায় আমরা পড়তে চাই না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধী দলের মাননীয় নেতা আমরা যে মন্ত্রী সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তিনি সেই সিদ্ধান্তকে এখানে বিকৃত করে দেখিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্ত মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারেন নি। আমি এখানে এই কথা বলতে চাই যে, আমি তাদের এই কথা বলি নাই যে তারা সেই টাকাগুলি তুলতে পারবে না। পি, এফ র যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী তারা তাদের টাকাগুলি তুলতে পারবেন শুধু আমি তাদের কাছে আবেদন করেছি যে, তারা যেন তাদের সেই টাকাগুলি তুলে না নেন। বলা হয়েছে - ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—গত ১-৩-৮৪ ইং তারিখে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে এই রকম কোন কথা নাই। সমগ্র নির্দেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে department are requested to take necessary action accordingly. P. F সম্পর্কে বলা হয়েছে—সমগ্র সিদ্ধান্তটি শুধু সেণ্ট্রাল ডি, এ, সম্পর্কেই নয় এডিশনাল ডি, এ, সম্পর্কেও বলা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে এটা কোন বাধ্যবাধকতার ব্যাপার নয়। বলা হয়েছে রাজ্যের সামগ্রীক স্বার্থে তারা যেন টাকাটা তুলে না নেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ছাড়াও আমি বলতে চাই যে শুধু যে আমাদের কর্মচারীদের দিয়েছি তাই নয়—যদিও এখানে বলা হয়েছে যে টাকা পয়সা আমাদের অনেক আছে—আমরা কিছু টাকা রেখে দিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকার যদি তার কর্মচারীদের আরও মহার্ঘ ভাতা দেন- কারণ জিনিষ পত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং এই এক বছরের মধ্যে যদি আমাদের রাজ্য কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়াতে হয় সে জন্যও আমরা কিছু অর্থ রেখে দিয়েছি। ৮ম অর্থ কমিশন আমাদের কি অর্থ দেবেন সেটা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না, এই ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে মহার্ঘ ভাতা দেবেন সেই হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা রেখেছি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বলেছিলাম যে এক বছর পর আমরা তাদের টাকাগুলি নগদে দেওয়া আরম্ভ করব এবং সেই সিদ্ধান্ত যে আমরা কার্য্যকরী করতে পেরেছি তার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে কর্মচারীরা গ্রহণ করেছে। এটাও ঠিক যে আমরা শুধু স্থায়ী কর্মচারীদেরই নয় যারা অস্থায়ী, পার্ট টাইম, কন্টিনজেন্ট ইত্যাদি সবার জন্যই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গত ২২শে মার্চ, '৮৪ ইং সেখানে আমরা বলেছি যে এই রকম যারা অস্থায়ী কর্মচারী আছেন তারা

মাসে আরও ৬০ টাকা করে বেশী পাবেন এবং যারা ডেইলী রেটেড তারা দৈনিক এক টাকা করে পাবেন অর্থাৎ ভিলেজ চৌকিদার ইত্যাদি পোষ্টের জন্য যাদের রেগুলার পে-স্কেল নাই তাদের দৈনিক এক টাকা করে বেশী দেওয়া হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি সর্বশেষে আমি এই কথা বলতে চাই যে, ত্রিপুরার শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারীই নয় গ্রামাঞ্চলে যে সব শ্রমজীবি মানুষ আছে এবং দুর্গম অঞ্চলে যে জুমিয়ারা আছে এবং সারা রাজ্যে যে সব বেকাররা আছে বামফ্রন্ট সরকার সবার কথা চিন্তা করেই যখন যে রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার তা নেন। এবং সই ভাবে যারা দেখেন না, তারাই এক অংশের মানুষকে আর এক অংশের মানুষের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে চান, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যদি আমরা সেই ভাবে নজর না রাখি তাহলে আমাদের অসুবিধা হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার,

মূল বিষয়ের উপর যে, বিতর্ক উঠেছে যে ৫৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এটা কি বাবত দেওয়া হয়েছে। এটার উপর বিতর্ক উঠেছে। কি সেন্ট্রাল ডি, এ সেন্ট্রলা ডি, এ সম্পর্কে ফাইনেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে যে রিপোর্ট বেড়িয়েছে এটা তার মধ্যে নেই। এই কথাটা ঠিক যে কর্মচারীদের পে স্কেল আমরা যে রিভিশন করেছি সেই পে স্কেল যে তারিখ থেকে রিভিশন হয়েছে তার দায় দায়িত্ব ১৯৮৪ সালের আর্থিক যে বরাদ্দ করেছেন তার থেকে তারা করেছেন। পে স্কেল রিভাইজ হয়েছে আমাদের যে ৩৩৬ পয়েন্টে ডি, এ যেখানে দেওয়া হয়েছ ৪৪০ পয়েন্টে এবং যেহেতু আমরা পে স্কেল রিভিশন করেছি এবং ডি,এ ৪৪০ পয়েন্ট পর্য্যন্ত ইউটিলাইজ করেছি। কাজেই সেন্ট্রাল গভান মেন্ট ২০০ পয়েন্টকে ভিত্তি করে যে ডি এ, কেলকুলেট করবেন সেটা ত্রিপুরার জন্য প্রযোজ্য না। এ কথাটা পরিস্কারভাবে বুঝতে হবে যে এখনও যাদের পে রিভিশন ৩৩৬ পয়েন্টে হয় নি, ২০০ পয়েন্টে রয়েছেন সেখানে সেই সব জায়গায় ২০০ পয়েন্ট হিসাব করে তারা ৪/৫/ ৮টা ডি,এ, কেলকুলেট করেন। আমরা দেখছি ৪৪০ পয়েন্ট পর্য্যন্ত অলরেডি কাভার করেছি। এটা আমাদের এখানে অটোমেটিকেলী প্রযোজ্য হতে পারে না। কতটা কি হারে কোন অংশের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে সেটা আমরা বলতে প্যারছি না। এই যে ৮৪০ পয়েন্ট পর্যন্ত আমরা যেটা করেছি তার উপর আমরা যেটা করেছি দুটো ডি, এ, নুতন করে দিলাম। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ৪৯৬ পয়েন্ট হওয়ার পথে আরও অনেকখানি ইউটিলাইজ হয়েছে। এই জন্য আমরা বলেছি যে এমন হয়তো হতে পারে কিছু অংশের নীচু তলার সঙ্গে ওয়ান এবং টুতে যে সমস্ত লোক আছে তাদের জন্য ৩৮ পার্সেন্ট আমরা ইউটিলাইজ করতে পেরেছি। এই ব্যাপারে আমরা অনেক ঘটনার কথা বলতে

পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের পে- রিভিশনের সময়েতে আমরা কিছু ডিএ, ইনটিগ্রেটেড করেছি। অবশ্য অনেক জায়গাতে ডি এ, ইনটিগ্রেটেড হয় নি। সেগুলি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা এই সেন্ট্রাল ডি, এ, সম্পর্কে যে সমস্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে সেগুলি অনুধাবন করবেন এবং শিক্ষক কর্মচারীদের ঐক্য বজায় রাখবার জন্য সব রকমের চেষ্টা করবেন এবং যারা নাকি এই সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা করছেন তারা এই সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে দুর্বল করে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতকে শক্তিশালী করেন। এই সব কথা বলে আমার যে বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করা হয়েছে সেটা যাতে হাউসে অনুমোদিত হয় সেই জন্য হাউসের কাছে আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ— এই সভায় ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা শেষ হয়েছে। এই সভা আগামী ২৬শে মার্চ বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 166

Name of member :—Sri Jawhar Shaha, M.L.A

Will the Hon'ble Minister of Agriculture Department be pleased to state—

১। ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসের বন্যায় অমরপুর মহকুমায় কত পরিমাণ জমি বালুর চর পড়ে নষ্ট হয়েছে।

২। ১৯৮৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত পরিমাণ জমির বালু সরকারী উদ্যোগে সরানো হয়েছে, এবং

৩। এতে কত শ্রম দিবস ব্যয় করা হয়েছে।

৪। বাকী জমি থেকে বালু সরানোর কাজ কবে নাগাদ শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১। ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাসের বন্যায় অমরপুর কৃষি মহকুমায় ১৫০ হেক্টর চাষের জমি বালি পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২। ১৯৮৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত অমরপুর কৃষি মহকুমায় সরকারী উদ্যোগে ৬০.৫০ হেক্টর জমির বালি সরান হইয়াছে।

৩। এই কাজে মোট ১৯,৭৪৯ শ্রম দিবস ব্যয় করা হইয়াছে।

৪। বাকী জমি হইতে বালি সরানোর কাজ শতকরা ৩০ ভাগ ভর্তুকীতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে শেষ করিবার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

Starred Admitted Question :119.

Name of member : Sri N... Das.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Industry Department be pleased to State—

১) বর্ত্তমান অর্থবর্ষে রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

২) এর মধ্যে কেন্দ্রের ও রাজ্যের অর্থের পরিমাণ কত ?

৩) বর্ত্তমান বর্ষে কোন কোন প্রকল্পে মোট কতজন বেকারের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৫ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২) কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও জাতীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যয় হইবে। রাজ্য সরকারের দেয় অংশ ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৩) কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ৯০০ জন এবং রাজ্য প্রকল্পে ১৫০ জন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 196

Name of member :—Sri Matilal Sarker.

Will the Hon'ble Minister incharge of Agriculture Department be pleased to state—

১। ১৯৭৭ ইং সন পর্য্যন্ত কয়টি সরকারী পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র ছিল
(পাওয়ার টিলারের সংখ্যা সহ)

২। বর্ত্তমানে কয়টি সরকারী পাওয়ার টিলার ভাড়া কেন্দ্র আছে
(পাওয়ার টিলারের সংখ্যা সহ)

৩। ইহা কি সত্য যে, প্রায় সময়ই পাওয়ার টিলারগুলি অচল অবস্থায় থাকে ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১। ১৯৭৭ ইং সন পর্যন্ত মোট ৮টি ভাড়া কেন্দ্রে ২৬ (ছাব্বিশটি) পাওয়ার টিলার ছিল।

২। বর্ত্তমানে ২০টি ভাড়া কেন্দ্রে মোট ৯০টি পাওয়ার টিলার দেওয়া হইয়াছে।

৩। প্রায় সময়ই অচল থাকে ইহা সত্য নহে।

Admitted Starred Question No. ১৯৭

Name of the M.L.A. : শ্রীমতি লাল সরকার

Will the Minister Incharge of the Animal Husbandry Department be pleased to State—

প্রশ্ন :

১। ১৯৭২ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কয়টি শুকর, হাঁস ও মোরগের জন্য ব্লকের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য দেয়া হয়েছে।

২। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হতে ১৯৮৩ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কতটি শুকর, হাঁস ও মোরগের জন্য ব্লকের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য দেয়া হয়েছে।

উত্তর : Minister Incharge Shri Abhiram DebBarma.

১ । উত্তর সংগ্রহাধীন আছে।

২ । উত্তর সংগ্রহাধীন আছে ।

Admitted Starred Question No :—**213**

Name of M. L. A:—Sri Samir Kr. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PWD be pl ased to State :—

১ । প্রঃ ইহাকি সত্য সরকার কদমতলায় (ধর্মনগর) একটি ডাক বাংলা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েছেন ।

১ । উঃ হ্যাঁ ।

২ । প্রঃ যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাহার কাজ কবে পর্যন্ত শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২ । উঃ প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলে এবং অর্থের সংস্থান হইলে কাজটি আরম্ভ করা যাইতে পারে ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. **216**

Name of member : Shri Kali Kumar DebBarma.

Will the Hon'ble Minister incharge of Agriculture Department be Pleased to state—

১ । ফুস্কি বাজারে শেড করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২ । যদি থাকে কবে নাগাদ শেডের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ।

৩ । না থাকলে তার কারণ কি ?

A N S W E R

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SRI BADAL CHOUDHURY)

১ । হ্যাঁ ।

২ । বর্তমান আর্থিক বৎসরই শেডের কাজ আরম্ভ করার চেষ্টা করা হইতেছে ।

৩ । প্রশ্ন উঠে না ।

ADMITTED STARTED QUESTION NO. 217

Name of member : Shri Kali kumar DebBarma,

Will the Hon'ble Minister incharge of Agriculture Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য তেলিয়ামূড়া বাজারে কৃষি সুপার মারকেট শেড করা হবে ?

২। যদি সত্য হয় কবে নাগাদ উক্ত কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং

৩। সেই শেড করার জন্য অনুমান কত টাকা প্রয়োজন ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১। না ।

২। প্রশ্ন উঠেনা ।

৩। প্রশ্ন উঠেনা ।

Admitted Starred Question No. 233

Name of M.L.A. :— Sri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the PWD be pleased to State :—

১। প্রঃ অমরপুর মহকুমার গণ্ডাছড়া হইতে কালাঝরি হয়ে অমরপুর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

১। উঃ হ্যাঁ । গণ্ডাছড়া হইতে কালাঝরি পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈরীর প্রস্তাব পুর্তদপ্তরের বিবেচনাধীন আছে। কালাঝরি হইতে আমবাসা বগাফা রাস্তার মইন টিলা পর্য্যন্ত একটি রাস্তার কাজ বন দপ্তর হাতে নিয়েছে ।

২। প্রঃ যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে ?

২। উঃ কালাঝরি হইতে মইন টিলা অংশের রাস্তার কাজ বন দপ্তর ইতিমধ্যে হাতে নিয়াছে ।

গণ্ডাছড়া হইতে কালাঝরি অংশের জন্য এস্টিমেট তৈরী করা হইয়াছে । এস্টিমেটটির আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেলে এবং বাজেট বরাদ্দ হইলে কাজটি হাতে নেওয়া যাইবে।

Admitted Starred Question No. ৩৪•

Name of M.L.A. :— শ্রী নকুল দাস

Will the Minister incharge of the Animal Husbandry Department be pleased to State :—

প্রশ্ন :

১। রাজ্যে পলট্রি ফার্মগুলিতে গড়ে মোট কত পরিমাণ শুকনা মাছ পশু পাখীদের খাদ্য হিসাবে খরিদ করা হয় তার পরিমাণ এবং কি পদ্ধতিতে ঐ শুকনা মাছ ক্রয় করা হয় তার বিবরণ,

২। পলট্রি ফার্মগুলিতে শুকনা মাছ আদৌ খরিদ না করে ভুয়া নামে বিল করে ঐ দপ্তরের কয়েকজন অফিসার লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে এই মর্মে কোন অভিযোগ পশুপালন দপ্তরে দায়ের করা হয়েছে কি না,

৩। যদি করে থাকে তদনুযায়ী তদন্ত করা হয়েছে কি না, এবং

৪। যদি তদন্ত করা হয়ে থাকে, তবে সেই তদন্তের ফলাফল

উত্তর : MINISTER INCHARGE SRI ABHIRAM DEBBARMA

১ রাজ্যে গড়ে পলট্রি ফার্ম গুলির জন্য বৎসরে ২০ (বিশ) মেট্রিকটন শুকনা মাছ খরিদ করা হয়। দরপত্র আহ্বানক্রমে অনুমোদিত দরে খরিদ করা হয়। তদুপরি স্থানীয় মৎস সমবায় সমিতি হইতেও নির্দিষ্ট মুল্যে প্রয়োজন অনুসারে খরিদ করা হয়।

২। এইরূপ কোন অভিযোগ দপ্তরে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE -'B'

Admitted Unstarred Question No. 28

Name of member :—Shri Shyama Charan Tripura, MLA,
Shri Nakul Das, MLA, &
Shri Dhirendra Debnath. MLA,

Will the Hon'ble Minister incharge of the Panchayat Raj Department be Pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি পঞ্চায়েত আছে ?

উত্তর

১ ।১৯৪৭ সনের ইউ,পি আইনঅনুসারে গাঁও পঞ্চায়েতের সংখ্যা ছিল ৬৮৯টি । বর্তমান ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন অনুসারে গাঁও এলাকা পুনর্গঠনে ও পুনর্বিন্যাসের ফলে গাঁওয়ের সংখ্যা হল মোট ৭০৪টি। তম্মধ্যে ১৫টি নুতন গাঁও আছে । ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের ৪নং ধারার ১নং উপধারা মতে ৭০৪টি গাঁও পঞ্চায়েত আছে ।

প্রশ্ন

২ । ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কোন কোন গাঁওসভাকে পুনর্গঠন এবং সীমানা পুনর্নির্দ্ধারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

২ । কমলপুর ব্লকের -১ । কাটাসুতমা, ২ । আভাঙ্গা, ৩ । ছোট সুরমা, ৪ । মহাবীর, ৫ । ছনকাপ, ৬ । মেছুরিয়া, কুমারঘাট ব্লকের-৭ । ইরানী, ৮ । দেওছড়া, আর, এফ ৯ । সোনাইমুড়ি । ১০ । দক্ষিণ উনকোটী, পানিসাগর ব্লকের— ১১ । পেকুয়াছড়া, উদয়পুর ব্লকের— ১২ । পিত্রা ১৩ । দক্ষিণ বড়মুড়া, ১৪ । বাগমা, ১৫ । ধুপতলী, ১৬ । তুলামুড়া ১৭ । শ্যমুকছড়া, ১৮ । পুর্ব মগপুষ্করীনি, ১৯ । হোলাখেত, ২০ । গর্জী ২১ । কালাবন, অমরপুরপুর ব্লকের— ২২ । বামপুর, ২৩ । সোনাছড়া ২৪ । দেববাড়ী ২৫ । রাজকাং, সাতচাঁন্দ ব্লকের— ২৬ । আমলিঘাট, ২৭ । হারবাতলী, ২৮ । পশ্চিম সাক্রম ২৯ । পুর্ব— লুধুয়া, ৩০ । কালাপানিয়া, ৩১ । সিন্দুকপাথর ৩২ । উত্তর ভুরাতলী, ৩৩ । ফুলছড়ী ৩৪ । শাখবাড়ী ৩৫ । মনুবাজার । ৩৬ । কালাডেফা, ৩৭ । শ্রীনগর রাজনগর ব্লকের— ৩৮ । অভয়নগর, ৩৯ । কৃষ্ণনগর, ৪০ । ইষ্ট পিপারিয়া খোলা, ৪১ । মতাই, ৪২ । দেবীপুর ৪৩ । হৃষ্যমুখ, ৪৪ । হরিপুর, বগাফা ব্লকের— ৪৫ । বীরচন্দ্রনগর, ৪৬ । কাঞ্চনপুর ৪৭ । কাঠালিয়াছড়া, ৪৮ । শান্তিরবাজার, ৪৯ । ইষ্ট বগাফা, ৫০ । চরকবাই, ৫১ । লক্ষীছড়া, ৫২ । ইষ্ট পিলাক, ৫৩ । মধ্য পিলাক, ৫৪ । দেবীপুর জিরানীয়া ব্লকের— ৫৫ । মান্দাইনগর, ৫৬ । পুর্ব বড়জলা, ৫৭ । দুর্গানগর, ৫৮ । মজলিসপুর, ৫৯ । লক্ষীপুর, ৬০ । রাধাকিশোরনগর, ৬১ । জয়নগর, ৬২ । রাধামোহনপুর, ৬৩ । পুর্ব নোয়াগাঁও ৬৪ । পশ্চিম বড়জলা, মোহনপুর ব্লকের— ৬৫ । বড়কাঠাল, ৬৬ । নোয়াগাঁও, খোয়াই ব্লকের— ৬৭ । তকসাইয়াবাড়ী ৬৮ । পুর্ব্ব গণকি, ৬৯ । সমতল পদ্মবিল, ৭০ । গৌরনগর, তেলিয়ামুড়া ব্লকের— ৭১ । সরহুকরকরী, ৭২ । হাওয়াইবাড়ী ৭৩ । ইষ্ট তেলিয়ামুড়া আর, এফ, ৭৪ । উত্তর ঘিলাতলী, ৭৫ । দুর্গাপুর ৭৬ । পশ্চিম কল্যানপুর, ৭৭ । উত্তর পুলিন

পুর ৭৮। উত্তর গকুলনগর ৭৯। দক্ষিণ গকুলনগর, ৮০। তুইচীংগ্রামবাড়ী, ৮১। মহারানী পুর ৮২ ।পূর্ব লক্ষীপুর, ৮৩। আঠারমূড়া, বিশালগড় ব্লকের— ৮৪। গোপীনগর ৮৫। মোহনপুর, ৮৬। দক্ষীণ চড়িলাম, ৮৭। বাসতলী, ৮৮। সুতারমুড়া ৮৯। রামছড়া, মেলাঘর ব্লকের ৯০। কুলুবাড়ী, ৯১। আনন্দনগর, ৯২। শিবনগর, ৯৩। কামরাঙ্গতলী ৯৪। চন্দুল ৯৫। তৈবান্দাল, ৯৬। ধনপুর, গাঁও গুলিকে পুর্ণগঠন করা হয়েছে।

প্রশ্ন

২। বর্ত্তমানে কোন কোন ব্লকে কোন কোন গাঁওসভাকে পুনর্গঠন করা হইতেছে?

উত্তর

২। ২নং উত্তরে উল্লিখিত ব্লকে গাঁওগুলিকে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। কোন কোন ব্লকে কোন কোন গাঁওসভা জেলা পরিষদেব অর্ন্তভুক্ত হইতেছে?

উত্তর

৩। নিম্নলিখিত গাঁওগুলির জেলা পরিষদ এলাকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

বিশালগড	:	১। সুতারমূড়া
মেলাঘর	:	১। বিজয়নগর (নুতন)
জিরানীয়া	:	১। মান্দাইনগর
		২। দুর্গানগর
		৩। লক্ষীপুর
		৪। রাধামোহনপুর
		৫। পশ্চিম বড়জলা
		৬। রবিয়া সরকার (নুতন)
খোয়াই	:	১। তাকছাইয়াবাড়ী
		২। সমতল পদ্মবিল
তেলিয়ামূড়া	:	১। সরত্নকরকরি
		২। উত্তর ঘিলাতলী
		৩। উত্তর গকুলনগর
		৪। দক্ষিণ গকুলনগর
		৫। তুইস্নিংগ্রামবাড়ী

মোহনপুর	:	১ ।	বড়কাঁঠাল
রাজনগর	:	১ ।	কাশারী আর, এফ, (নূতন)
		২ ।	কৈলাশনগর (নূতন)
		৩ ।	মোহিনীনগর (নূতন)
বগাফা	:	১ ।	পুর্ব পিলাক
		২ ।	বীরচন্দ্রনগর
		৩ ।	কাঠালিয়াছড়া
		৪ ।	দক্ষিণ হিচাছড়া (নূতন)
উদয়পুর	:	১ ।	বাগমা
		২ ।	ধুপতলী
		৩ ।	শামুকছড়া
		৪ ।	পুর্ব মগপুস্কুরিনী
		৫ ।	গর্জি
		৬ ।	কলাবন
সাতচাঁদ	:	১ ।	শাখবাড়ী
		২ ।	টেক্কাতুলসী আর, এফ, (নূতন)
পানিসাগর	:	১ ।	জুরি আর, এফ, (নূতন)
কমলপুর	:	১ ।	কাটালুংমা
		২ ।	সেতরাই (নূতন)
		৩ ।	জমথুবাড়ী (নূতন)

Admitted Unstarred Question No. 29

Name of the M.L.A. : Sri Fayzur Rahaman.

Will the Minister In-charge of the PWD be pleased to State—

১ । প্রঃ ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বৎসরে ধর্মনগর মহকুমার কোন কোন পি, ডব্লিউ, ডি, মাটি কাটা ইট সলিং, মেটেলিং কার্পেটিং হবে বলে আশা করা যায় ।

১ । উঃ ধর্মনগর মহকুমার নিম্নলিখিত রাস্তাগুলিতে মাটি কাটা ইট সলিং, মেটেলিং

ও কার্পেটিং এর কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে অথবা ১৯৮৩-৮৪ ইং সনেই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় ।

মাটি কাটার কাজ

১। এ এ রোড হইতে লালছড়া এবং লাতুগাং হইয়া ডি, টি, রাস্তা ।

২। কদমতলা হইতে কালগাং হইয়া তারকপুর রাস্তা ।

৩। পানিসাগর ধর্ম্মটিলা রাস্তা হইতে পিফুছড়া ভূমিহীন কলোনী ।

৪। কাকড়ীপাড় হইতে টাঙ্গীবাড়ী গ্রামীণ রাস্তা ।

৫। ধর্মনগর হইতে রাধানগর জুনিয়ার বেসিক স্কুল হইয়া তিলথৈ হইতে কালিকাপুর রাস্তা ।

৬। ধর্ম্মনগর হইতে সোনারাপাশা হইয়া কদমতলা রাস্তা ।

৭। নয়াপাড়া রাস্তা হইতে জামিরয়ালা হইয়া কলেজটিলা রাস্তা ।

৮। হাফলংছড়া সিনিয়র বেনিক স্কুল হইতে মাধববাড়ী ।

৯। রোয়া হইতে রামনগর ভূমিহীন কলোনী ।

১০। পানিসাগর হইতে পশ্চিম দলুবাড়ী রাস্তা ।

১১। তিলথৈ আনন্দবাজার রাস্তা ।

১২। জলেবাসা রাস্তা হইতে মাধবপুর হালামবস্তী রাস্তা ।

১৩। ডি, কে রোড হইতে -বৈতাংবাড়ী শ্রী ভূমি স্কুল পর্য্যন্ত এবং শ্রী ভূমি স্কুল হইতে -দেওয়ানপাশা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

১৪। লক্ষীনগর হইতে কালাছড়া এবং দীঘলবাগ হইয়া ধর্মনগর রাস্তা ।

১৫। চন্দ্রপুর হইতে গচাপুর হইয়া রাঘনা রাস্তা ।

১৬। দামছড়া বাজার হইতে দামছড়া সিনিয়ার বেসিক স্কুল রাস্তা ।

১৭। এ, এ, রোড হইতে শনিছড়া —বাগিছড়া ট্রাইবেল কলোনী ।

১৮। ডি, নানবাম্পা রাস্তা হইতে মহেশপুর চা বাগান ।

১৯। ভুমচরাইপাড়া হইতে জয়শ্রী বাজার ।

২০। ধর্মনগর কদমতলা রাস্তা, ইছাই নূতন বাজার মহাদেব দীঘি হইতে লক্ষীনগর ও ফুলবাড়ী হইয়া চুরাইবাড়ী ।

২১। পিয়াছড়ী হইতে হালামবস্তী

২২। পানিসাগর শৈলেনবাড়ী রাস্তা

২৩। পানিসাগর ব্লক অফিস হইতে বিটি কলেজ এবং কুনিলালা সিনিয়ার বেসিক হইয়া জলেবাসা পর্য্যন্ত।

২৪। নোয়াগাং এবং জলেবাসা রাস্তা।

২৫। ধর্মনগর শহর রাস্তার উন্নতিকরণ।

২৬ দামছড়া হইতে খেদা ছড়া রাস্তা।

ইট সলিং

১) প্রত্যেকরায় হইয়া নূতন বাজার হইতে কালাছড়া রাস্তা।

২) পানিসাগর শৈলেংবাড়ী রাস্তা

৩) দামছড়া মনপই রাস্তা।

৪) রামনগর জনতা কলেজ হইতে পদ্মবিল রাস্তা।

৫) তিলথৈ আনন্দ বাজার রাস্তা।

৬) এ, এ, রোড হইতে দোগংগা।

৭) তিলথৈ চন্দ্রপুর হইতে পালগাও পর্য্যন্ত রাস্তা।

৮) রোয়া হইতে রামনগর ভূমিহীন কলোনী।

৯) ডি, কে, রাস্তা হইতে শ্রীভূমি স্কুল হইয়া বৈঠাংবাড়ী রাস্তা।

১০) পদ্মপুর এলাকায় হরিচাঁদ রাস্তা।

১১ দীঘলবাগ হইতে কালাছড়া হইয়া লক্ষীনগর রাস্তা।

মেটেলিং

১) দামছড়া মনপই রাস্তা।

২) ধর্মনগর কৈলাসহর রাস্তা (১৬ কি, মি,—২৪ কি, মি,)

৩) ধর্মনগর এপ্রোচ রাস্তা (০ কি, মি, ৪ কি, মি)

কার্পেটিং

১) দামছড়া—মনপই রাস্তা।

২) কদমতলা - মহেশপুর রাস্তা।

৩) ধর্মনগর সংযোগকারী রাস্তা।

৪) ধর্মনগর শহর রাস্তা।

৫) ধর্মনগর কৈলাসহর রাস্তা (১৬ কি,মি, হইতে ২৪ কি মি,)

২) প্রঃ ধর্মনগর হইতে কদমতলা পর্য্যন্ত পি, ডব্লিউ, ডি রাস্তায় জুরী নদীর উপরে পাকা ব্রীজ তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) উঃ এরূপ পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

৩) প্রঃ থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহার কাজ শুরু হইবে বলে আশা করা যায় ?

৩) উঃ ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—C



ত্রিপুরা সরকার

দ্রব্য মূল্যের উপর
স্মারক লিপি

আগরতলা

মার্চ ১৯৮৪ ইং

দেশে আবার মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা কিছু দিন ধরেই খুব উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সংসদে ১৯৮৩-৮৪ সালের যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা উপস্থাপন করেছেন তাতে স্বীকৃত হয়েছে যে : ১৯৮৩-৮৪ সালে দ্রব্যমূল্যের গতিবিধি উদ্বেগজনক ছিল কারণ ১৯৮২-৮৩ সালের শেষ দিকেই দ্রব্যমূল্যের চাপ পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়তে থাকে। ১৯৮৪'র ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত পাইকারী মূল্যসূচক ৯,৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এর আগের বছর অনুরূপ সময়ে এই সূচক বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫,২ শতাংশ। ১৯৮৪-র ১৪ই জানুয়ারী পাইকারী মূল্যসূচকের পরিমাপে মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৭ শতাংশ হয়েছে। ১৯৮৩'র ডিসেম্বর মাসে ভোগ্য দ্রব্যের মূল্য সূচকের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ১২,৫ শতাংশ।

২। মুদ্রাস্ফীতিকে শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে চলবে না, এর সামাজিক দিকটাও দেখতে হবে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে গতানুগতিক আর্থিক নীতি চালু আছে বলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৮৩-৮৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেছেন যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অতিরিক্ত লিকুইডিটির মধ্য দিয়ে বছরটি শুরু হয় এবং নতুন টাকার দ্রুত বৃদ্ধির পাশাপাশি এই লিকুইডিটি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এই কারণেই মুদ্রাস্ফীতিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। এই অতিরিক্ত লিকুইডিটি মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করেছে। ১৯৮২-৮৩ সালের প্রকৃত অর্থের জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয়েছিল ১,৮ শতাংশ এবং টাকার যোগান বেড়ে ছিল প্রায় ১৫ শতাংশ এবং এই কারণেই আর্থিক ব্যবস্থায় লিকুইডিটি তুলনামূলকভাবে বেশী।

৩। মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কারণও রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতির জন্য ১৯৮২'র খরাকেও কিছুটা দায়ী করে বলেছেন যে পরবর্তী বছর অর্থনীতিতে এই খরার ফলশ্রুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই খরায় কৃষি উৎপাদন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাব সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৩-তে বর্ষা দেরীতে আসায় সমস্যাটি আরও প্রকট হয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দুষ্প্রাপ্যতা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্যনির্ধারণ নীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য অনেকখানি দায়ী। এটা সবাই জানেন ভারতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টিতে সরকার নির্ধারিত মূল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সর্বোপরি একথা সবাই স্বীকার করে যে কালো টাকা, যার আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা, একটি সমান্তরাল অর্থনীতি সৃষ্টি করেছে যার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রন নেই। অপর পক্ষে মূল্যের ক্রমাগত উর্দ্ধগতি বিপুল

পরিমাণ জিনিষপত্রের মজুতে উৎসাহ যোগায় যার ফলে মূল্যস্তর আরও বৃদ্ধি পায়।

৪। কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার এজেন্সিগুলি বহু সংখ্যক অন্ত কাঠামো তৈরীর সামগ্রী উৎপাদন ও যোগানের সংস্থা নিয়ন্ত্রন করেন। এইসব সামগ্রীর দাম বাড়লে উৎপাদিত সামগ্রীর দামও বাড়ে। সরকার পরিচালিত এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পগুলিতে অ-লাভজনক মূল্য নির্দ্ধারণ করলে পুনরায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতি হয় বলে সরকার নির্দ্ধারণ মূল্য সংশোধন করা হয়েছে। শিল্প সংস্থাগুলির স্বচ্ছলতা অর্জন এইং জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগের জন্য বাড়তি সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনেক সামগ্রীর মূল্য সংশোধন করা হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা)। মূল্যবৃদ্ধিব এই সিদ্ধান্তগুলি দ্রব্যমূল্য এবং মূদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির জন্য অনেকখানি দায়ী। ১৯৮৩-৮৪'র অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি লম্বা তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ক) ১৯৮৩'র ২রা জুলাই থেকে লেভি সিমেন্টের পরিবহন ব্যয় প্রতি টনে ৫২ টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়। এই মূল্য বৃদ্ধি হল রেল ভাড়া এবং প্যাকিং এর খরচ বৃদ্ধির ফলশ্রুতি।

খ) উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াকরণ এবং বন্টন, পেট্রোলিয়াম সেক্টারে সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং বৈদেশিক মূদ্রাব লেনদেনের পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৯৮৩'র ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে কিছু সংখ্যক পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৮৩'র ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে কেরোসিনের দ্বৈত মূল্যনীতি প্রবর্তন করা হয়েছিল কিন্তু প্রশাসনিক কারণে ১৯৮৩র ১৮ই মার্চ্চ থেকে তা তুলে নেওয়া হয়। এই নীতি তুলে নেওয়ার পর কেরোসিনের ইস্যুমূল্য লিটার প্রতি ১০ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়।

গ) যৌথ প্ল্যান্ট কমিটি (জি, পি, সি,) ১৯৮৩'র ১লা এপ্রিল থেকে রেল ভাড়া বৃদ্ধির ফলশ্রুতি স্বরূপ কাঁচা লোহার দাম টন প্রতি ১০৫ টাকা এবং ইস্পাত সামগ্রীর দাম টন প্রতি ১৬০ টাকা বৃদ্ধি করেন। জে, পি, সি, আবার ১৯৮৩'র ২৩শে জুলাই থেকে কয়েকটি লোহা এবং ইস্পাত সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি করেন এবং কাঁচা লোহার দাম প্রতি টনে ১৮৫ টাকা বৃদ্ধি করেন। ইস্পাত সামগ্রীর মূল্য ১.১ শতাংশ থেকে ৩২.৭ শতাংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রেলের সরঞ্জাম এবং জি, পি/জি, সি, শীটের মূল্য সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি করা হয়।

ঘ) ১৯৮২'র ২৭শে মে কয়লার মূল্য সংশোধিত হয়েছিল এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং কয়লা শিল্প শ্রমিকদের মজুরী ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৪'র

৮ই জানুয়ারী কয়লার মূল্য আবার বৃদ্ধি করা হয়। কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কয়লার পিটহেড মূল্য টন প্রতি ১৪৫'৯০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৮৩ টাকা করা হয় বা প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। অনুরূপভাবে সিঙ্গারেণি কোলিয়ারিস কোম্পানী লিমিটেডের কয়লার দামও টন প্রতি ১৫৪'৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯২ টাকা করা হয়েছে বা ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ঙ) ভারত সরকার ১৯৮৩'র ১১ই এপ্রিল থেকে কাগজ (উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ) নিয়ন্ত্রাদেশ সংশোধন করেন এবং মুদ্রণের সাদা কাগজের দাম টন প্রতি ৪,২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,৪০০ টাকা করা হয় অর্থাৎ টন প্রতি ১২০০ টাকা বা ২৮,৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। এর আগে ১৯৮১'র ২৪শে ডিসেম্বর কাগজের মূল্য সংশোধন করা হয়েছিল।

চ) ওষুধের কাঁচা মালের মুল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ওষুধ উৎপাদকদের ক্ষতিপুরণের জন্য অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি ওষুধের দাম একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৮০০ রকমের প্রধান ফরমূলায় তৈরী ওষুধের এবং প্রায় ১০ হাজার অন্যান্য রকমের ওষুধের মূল্যও বৃদ্ধি করেছেন।

ছ) ১৯৮৭'র ১৬ই জানুয়ারী থেকে চালের নির্দ্ধারিত মুল্য কুইণ্টল প্রতি ২০ টাকা বাড়ানো হয়।

জ) ১৯৮৩ র ১৫ই এপ্রিল থেকে সরকারী বণ্টন ব্যবস্থায় গমের নির্দ্ধারিত মূল্য কুইণ্টল প্রতি ১২ টাকা এবং ময়দার কলের জন্য কুইণ্টল প্রতি ২৩ টাকা বৃদ্ধি করা হয়।

ঝ) ১৯৮২'র ১লা ডিসেম্বর থেকে লেভি চিনির মূল্য বৃদ্ধি করে ৩'৭৫ টাকা করা হয়। ১৯৮৪'র ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে এই চিনির মূল্য আবার বাড়িয়ে কে, জি, প্রতি ৪ টাকা করা হয়।

জাতীয় এবং রাজ্য পর্য্যায়ে কতটা মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে তা অনুমান করার জন্য যে সব তথ্য আছে সেগুলি লক্ষ্য করা যাক। জাতীয় ও রাজ্যস্তরে শিল্প শ্রমিকদের ভোগ্য সামগ্রীর মূল্যসূচকের পরিবর্তনের হার নীচে দেওয়া হল :—

	ত্রিপুরা		ভারত	
বছর	শিল্প (বাগিচা) শ্রমিক ত্রিপুরা ১৯৬১ = ১০০	পুর্বের বছরের তুলনায় ভোগ্য সামগ্রীর মূল্য	শিল্প শ্রমিক ১৯৬০ = ১০০	পুর্বের বছরের তুলনায় ভোগ্য সামগ্রীর মূল্য

	সূচকের হার (%)			সূচকের হারের পরিবর্ত্তন হার (%)
১৯৭৭	২৭৯	—	৩২১	—
১৯৭৮	২৯৭	৬'৪	৩২৯	২'৪
১৯৭৯	৩২৬	৯'৭	৩৫০	৬'৩
১৯৮০	৩৫৪	৮'৫	৩৯০	১১'৪
১৯৮১	৩৯৬	১১'৮	৪৪১	১৩'০
১৯৮২	৪৩২	৯'০	৪৭৫	৮'২
১৯৮৩	৪৬০	৬'৪	৫৩১	১২'০

১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ পর্য্যন্ত
বৃদ্ধির শতকরা হার—৬৪'৮

১৯৭৭ থেকে ১৯৮৩ পর্য্যন্ত
বৃদ্ধির শতকরা হার—৬৫'৭

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে সারা দেশের তুলনায় ত্রিপুরায় পরিবর্তনের হার অনেককম।

৬) জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্য্যায়ে কৃষি শ্রমিকদের মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা পরিমাপ করা যেতে পারে এবং সেরূপ একটি হিসেব নীচে দেওয়া হল :—

বছর	আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় (১৯৬০-৬১=১০০) সূচক সংখ্যা	%পরিবর্তন	সারা ভারত (১৯৬০-৬১=১০০) সূচক সংখ্যা	%পরিবর্তন
১৯৭৫	৩৩৮	—	৩৬৮	—
১৯৭৬	২৮২	(—) ১৬'৫	৩১৭	(—) ১৩'৮
১৯৭৭	৩১১	১০'২	৩০২	(—) ৪'১
১৯৭৮	৩১৯	২'৫	৩২৩	৬'৯
১৯৭৯	৩৫৪	১০'৯	৩১৭	(—) ১'৮
১৯৮০	৩৯৬	১১'৮	৩৬০	১৩'৫
১৯৮১	৪১১	৩'৭	৪০৯	১৩'৬
১৯৮২	৪৫৫	১০'৭	৪৫৮	১১'৯
১৯৮৩	৫১১	১২'৩	৪৮১	৫'০

(—) এই চিহ্ন নিম্নমুখী প্রবণতা বুঝায়।

এই হিসেব শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়—আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের। উত্তর পূর্বাঞ্চল তার প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিষপত্রের জন্য দেশের বাকী অংশের উপর নির্ভরশীল, তাই এই অঞ্চলটি মুদ্রাস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই অঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরার অবস্থা আরও খারাপ কারণ ত্রিপুরার আবস্থানগত অসুবিধাগুলি এই অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশী। এই রাজ্যটি চারদিক দিয়ে বাংলাদেশ দ্বারা আবদ্ধ। ত্রিপুরার অভ্যন্তরে ধর্মনগর পর্যন্ত প্রায় ১২ কিলোমিটার রেলপথ আছে যার দূরত্ব আগরতলা থেকে ২০০ কিলোমিটার। এই রাজ্যটি উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনিশ্চিত রেল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এই রেলপথের শিলিগুড়িতে যে বাধা রয়েছে তা উত্তর পূর্বাঞ্চলে পণ্য পরিবহনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং তদুপরি ব্রডগেজ থেকে মিটার গেজে পরিবর্তনের সময় আরও দেরী হয় এবং জিনিষপত্র নষ্ট হয়। মিটারগেজ পথে লামডিং বদরপুরঘাট অংশে দিনে মাত্র ১৫০ ওয়াগন আসতে পারে এবং এর ফলে ত্রিপুরা, কাছার এবং মিজোরামের জন্য খুব অল্প পরিমাণ পণ্য আনা যায়। এই অঞ্চলের রেল পথের পরিবহন ক্ষমতা যাই হোক না কেন লামডিং বদরপুরঘাট বিভাগের সীমিত পরিবহন ক্ষমতা ত্রিপুরার পক্ষে একটি মস্ত অসুবিধা। ত্রিপুরার জন্যে যতই খাদ্য শষ্য, নির্মাণ সামগ্রী বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আসুক না কেন এই বিভাগে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ ওয়াগনে যে স্বল্প পরিমাণ সামগ্রী পরিবহন করা যায় সেটুকুই আনতে হয়। পরিবহনের এই সীমিত সুযোগ এবং অনিশ্চয়তার ফলশ্রুতি বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭। ১৯৮৩'র জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাসের শিল্প শ্রমিক, কৃষিশ্রমিক এবং শহরাঞ্চলের (আগরতলা) বুদ্ধিজীবিদের ভোগ্য সামগ্রীর মূল্যসূচক নীচে দেওয়া হল।

মাস	ত্রিপুরার শিল্প শ্রমিক বাগিচা) (১৯৬১—১০০)	সারা ভারত শিল্প শ্রমিক (১৯৬০—১০০)	আঞ্চলিক কৃষি শ্রমিক (১৯৬০—১০০)	সারা ভারত কৃষি শ্রমিক (১৯৬০—৬১—১০০)	শহরাঞ্চলের (আগরতলা বুদ্ধিজীবিদের ১৯৬১—১০০
জানুয়ারী	৪৩৪	৪৯৭	৪৫৯	৪৭৫	৪৪৪
ফেব্রুয়ারী	৪৩৫	৫০০	৪৬৯	৪৮২	৪৪৮
মার্চ	৪৪৪	৫০২	৪৭৭	৪৮৮	৪৪৯
এপ্রিল	৪৬০	৫০৮	৪৮৪	৪৮৯	৪৫৬

মে	৪৭১	৫২১	৪৯৬	৫০০	৪৭৩
জুন	৪৬৮	৫৩৩	৫১১	৫০৯	৪৭০
জুলাই	৪৬২	৫৪১	৫১৯	৫২১	৪৭৩
আগষ্ট	৪৬৩	৫৪৯	৫২৬	৫৩৫	৪৮৭
সেপ্টেম্বর	৪৬৩	৫৫৪	৫৪২	৫৪২	৪৯৩
অক্টোবর	৪৭৩	৫৫৮	৫৫৪	৫৩৭	৪৯৬
নভেম্বর	৪৬৯	৫৬১	৫৫৫	৫২৯	৪৮২
ডিসেম্বর	৪৭৪	৫৫৯	৫৪২	৫২১	৪৭৭

১৯৮৩'র জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্প শ্রমিকদের সূচক সংখ্যার পরিবর্তন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ৯'২ শতাংশ এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১২.৯ শতাংশ থেকে পূর্বের প্রবণতা বুঝা যায়। কৃষি শ্রমিকদের জন্য জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অঞ্চলে পরিবর্তনের হার ১৮.০৮ শতাংশ যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাত্র ৯.৬৮ শতাংশ। বুদ্ধিজীবিদের ক্ষেত্রে ত্রিপুরাতে পরিবর্তনের হার মাত্র ৭.৪৩ শতাংশ। ত্রিপুরায় শিল্প শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ডিসেম্বরে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যা পরিলক্ষিত হয় নভেম্বর মাসে। এই অঞ্চলে কৃষি শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সূচক সংখ্যা পরিলক্ষিত হয় নভেম্বর মাসে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর মাসে আর ত্রিপুরার বুদ্ধিজীবিদের জন্য সর্বোচ্চ সূচক সংখ্যা পরিলক্ষিত হয় অক্টোবর মাসে।

৮। ১৯৮২'র নভেম্বর থেকে ১৯৮৩'র নভেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরা, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্বাচিত শহর এবং সারা ভারতের শিল্প শ্রমিকদের ভোগ্যসামগ্রীর মূল্যসূচকের পরিবর্তনের হার নীচে দেওয়া হল :—

ত্রিপুরা	নভেম্বর ১৯৮২	নভেম্বর ১৯৮৩	পরিবর্তনের শতকরা হার
ত্রিপুরা (১৯৬০—১০০)	৪৩৪	৪৬৯	৮.০
আসাম (১৯৬০—১০০)			
ডিগ্‌বয়	৪৭৫	৫৪৭	১৫'১
পশ্চিমবঙ্গ (১৯৬০—১০০)			
আসানসোল	৫০৭	৫৪৬	৭'৬

জলপাইগুড়ি	৪০০	৪৪৭	১১.৭
সারা ভারত			
(১৯৬০—১০০)	৪৯৬	৫৬১	১৩.১

এই সময়ে কৃষি শ্রমিকদের সূচক সংখ্যা পরিবর্তনের হার নীচে দেওয়া হল :

	নভেম্বর ১৯৮২	নভেম্বর ১৯৮৩	পরিবর্তনের শতকরা হার
আঞ্চলিক (১৯৬০ — ০০)	৪৭৫	৫৫৫	১৬.৮
পশ্চিমবঙ্গ (১৯৬০-৬১—১০০)	৫০৯	৫২৫	৩.১
সারা ভারত (১৯৬০-৬১—১০০)	৪৮০	৫২৯	১০.২

৯। রাজ্য সরকার মূল্য বৃদ্ধি রোধে যে সীমিত প্রয়াস নিতে পারেন তা হল সুষ্ঠু জন সংভরণ ব্যবস্থা বজায় রাখা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে রাজ্য সরকার যে কয়েকটি নীতিগত ব্যবস্থা নিতে পারেন তার মধ্যে একটি হল এই ব্যবস্থা। আগেই বলা হয়েছে এখানেও দ্রব্যমূল্য কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্য নির্দ্ধারণ নীতির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। ১৯৮৭'র ১৬ই জানুয়ারী থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সাধারণ চাল দেওয়া হয় সেই চালের দাম কেজি প্রতি ২০ পয়সা করে বৃদ্ধি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ঐ তারিখ থেকে মিহি এবং অতি মিহি চালের দামও বৃদ্ধি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৪'র ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে লেভি চিনির দাম বাড়িয়ে ৪ টাকা করেছেন। কেরোসিন, তেল, সিমেন্ট, ভোজ্য তেল ইত্যাদির দামও কেন্দ্রীয় সরকারের মূল্য নির্দ্ধারণ নীতির উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে রাজ্য সরকার একটি শক্তিশালী জনসংভরণ ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন আছেন। একটি সুষ্ঠু জনসংভরণ ব্যবস্থা কেবল চালু রাখাই হচ্ছে না ক্রমাগত সম্প্রসারিতও করা হচ্ছে। সারা রাজ্যের মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে প্রচুর ন্যায্যমূল্যের দোকান রয়েছে। এইসব দোকানের সংখ্যা যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা

নিম্নলিখিত হিসেব থেকে বোঝা যাবে :

ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা

বছর	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	মোট	সমবায়ের মাধ্যমে চালিত	ব্যক্তি চালিত
১৯৭৯-৮০	৮০	৬১২	৬৯২	৭৪	৬১৮
১৯৮০-৮১	৭২	৬৭৩	৭৪৫	৮৮	৬৫৭
১৯৮১-৮২	৮৪	৭৪৩	৮২৭	২২৭	৬০০
১৯৮২-৮৩	৮৯	৮১৮	৯০৭	৩০২	৬০৫
১৯৮৩-৮৪	৯০	৮৩০	৯২০	৩১৭	৬০৩

(৮৪'র জানুয়ারী পর্যন্ত)

এই ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে চাল, গম, লবন, কেরোসিন এবং চিনি বণ্টন করেন। মাঝে মধ্যে অন্যান্য সামগ্রীর বণ্টন করা হয়। রাজ্য সরকার সম্প্রতি ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ আরও কয়েকটি সামগ্রী বণ্টনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভোজ্য তেল, খাতা, জনতা কাপড়, মোম, সাবান, চা, দিয়াশলাই ইত্যাদি জিনিসপত্র বণ্টনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

১০। ন্যায্য মূল্যের দোকানে জিনিষপত্রের বিক্রি বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিম্নলিখিত হিসেব থেকে দেখা যাবে :—

বিক্রি সংক্রান্ত তালিকা

	চাল: (মে: ট: হিসেবে)	গম: (মে: ট: হিসেবে)
১৯৭৭	২০,৭৫৭	৪,০১৮
১৯৭৮	২৪,৬৬৮	৮,৮৮৫
১৯৭৯	৭৩,৫০৫	৫,০২৫
১৯৮০	৫৯,২৫২	২.৫৫৯
১৯৮১	৬১,৬৯৯	২,৪৩৩
১৯৮২	৮৪,৬৩১	৫,৪৫১
১৯৮৩	৯৩,০২২	৯.৩৮৫

	লেভি চিনি বিক্রি	কেরোসিন বিক্রি
১৯৮০	৭.৪০৫'৭ মেঃ টঃ	১০,৮৫০ কিঃ লিঃ
১৯৮১	৭,৬৮৮'১ মেঃ টঃ	১৩,৭৫০ কিঃ লিঃ
১৯৮২	১০,৭৪০'৫ মেঃ টঃ	১৩,৯৮৬ কিঃ লিঃ
১৯৮৩	১০,৬৯৩'৯ মেঃ টঃ	১৩,৬৮৭ কিঃ লিঃ

১১। কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজ্য সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী খাদ্যশস্য ইত্যাদির বরাদ্দ বাড়িয়ে দেন এবং পণ্য পরিবহন যদি সুষ্ঠুভাবে হয় তাহলে এই বিক্রি আরও বাড়বে। ১৯৮৩'তে কেন্দ্রীয় সরকারের চালের বরাদ্দ এবং ন্যায্যমুল্যের দোকান মারফৎ বিক্রির একটি হিসেব নীচে দেওয়া হল :—

	কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ	বিক্রি
জানুয়ারী ১৯৮৩	৭,০০০ মেঃ টঃ	৬,০৯১ মেঃ টঃ
ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩	৭,০০০ মেঃ টঃ	৬,৪২৪ মেঃ টঃ
মার্চ ১৯৮৩	৭,০০০ মেঃ টঃ	৭,৫২৩ মেঃ টঃ
এপ্রিল ১৯৮৩	৭,০০০ মেঃ টঃ	৭,৯১৩ মেঃ টঃ
মে ১৯৮৩	৭,০০০ মেঃ টঃ	৮,৯৮১ মেঃ টঃ
জুন ১৯৮৩	৭,৫০০ মেঃ টঃ	৯,৭৫৬ মেঃ টঃ
জুলাই ১৯৮৩	৭,৫০০ মেঃ টঃ	৮,৮৪৫ মেঃ টঃ
আগষ্ট ১৯৮৩	৮,০০০ মেঃ টঃ	৮,৫৩৪ মেঃ টঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৩	৭ ৫০০ মেঃ টঃ	৮,৮৪৭ মেঃ টঃ
অক্টোবর ১৯৮৩	৭.৫০০ মেঃ টঃ	৮,৬৩২ মেঃ টঃ
নভেম্বর ১৯৮৩	৭,৫০০ মেঃ টঃ	৬,৯৫৩ মেঃ টঃ
ডিসেম্বর ১৯৮৩	৭,৫০০ মেঃ টঃ	৫,১৪৩ মেঃ টঃ

রাজ্য সরকার মাসিক চালের বরাদ্দ ৯ হাজার থেকে ১০ হাজার মেঃ টঃ করার ক্রমাগত দাবী জানিয়ে আসছেন। ভোক্তারা যে পরিমাণ চাল নিচ্ছেন তার হিসেব থেকে দেখা যায় আমাদের মাসিক প্রয়োজনের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের চালের বরাদ্দ অনেক কম। বর্তমানে ভোক্তারা ন্যায্য মুল্যের দোকান থেকে যে পরিমাণ চাল নিচ্ছেন তাতে তাদের প্রয়োজন মেটে না। সময়মত খাদ্যশস্যের যোগান না পাওয়ায় রাজ্য সরকার দ্বারা গৃহীত এস আর ই পি, এন আর ই পি, আর এল ই জি পি ইত্যাদি

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের বৃহৎ প্রকল্পগুলি প্রায়শই বিঘ্নিত হয়েছে। যদি সে বরাদ্দ পাওয়া যেতো তাহলে বছরে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে হলেও খাদ্যশস্যের দাম কমতে পারত।

১২। রাজ্যের উৎপন্ন চাল এবং কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত চাল থেকে এই রাজ্যে মাথাপিছু মাসিক চাউলের যোগান দাঁড়ায় ১৫ কেজি। কোন কোন মহল থেকে যে ১৭ কেজি চালের হিসেব দেখানো হয়েছে তা ঠিক নয়। ত্রিপুরার মানুষের প্রধান খাদ্য চাল। তাই মাথাপিছু অন্ততঃ দৈনিক ৫০০ গ্রাম চাল প্রয়োজন। খাদ্যের প্রয়োজন পুরোপুরি মেটাতে হলে এ রাজ্যের বছরে প্রায় ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টন চালের বরাদ্দ প্রয়োজন। রাজ্যের মানুষের বিশেষত উপজাতিদের চালই প্রধান খাদ্য। তাই গমের বরাদ্দ যতই বাড়ানো হোক না কেন তা বিশেষ কোন কাজে আসেনা

১৩। রাজ্য সরকার শুধু চালের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্যই অনুরোধ করছেন না। বর্তমানে কেরোসিন তেলের মাসিক বরাদ্দ ১২৮৪ কিলোলিটার যদিও আমাদের প্রয়োজন ২০০০ কিলো লিটার। প্রতিটি পরিবারকে মাসে অন্ততঃ ৪ লিটার কেরোসিন দিতে হলে আমাদের দাবি অনুযায়ী কেরোসিন প্রয়োজন। কেবল যে বরাদ্দ কম তাই নয় যেসব কেন্দ্রীয় সরকারী এজেন্সীর উপর এইসব সামগ্রী ত্রিপুরায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে তারা এই বরাদ্দের জিনিসপত্র ঠিকমত পৌঁছাতে পারছেন না যা নীচের হিসেব থেকে বোঝা যাবে ঃ

১৯৮০ থেকে কেরোসিন বরাদ্দ এবং যোগানের হিসেব ঃ

বছর	বরাদ্দ	যোগান
১৯৮০	১৩,৪৭১ কিঃ লিঃ	১০,৮৫০ কিঃ লিঃ
১৯৮১	১৩,৩৫৮ কিঃ লিঃ	১৩,৭১০ কিঃ লিঃ
১৯৮২	১৬,৯৮০ কিঃ লিঃ	১৫,৯৮৬ কিঃ লিঃ
১৯৮৩	১৭,৫৭৮ কি লিঃ	১৩,৬৮৭ কিঃ লিঃ

হাইস্পীড ডিজেল এবং সিমেন্টের অবস্থাও একই রকম ঃ

সিমেণ্ট

বছর	বরাদ্দ	যোগান
১৯৮০	১৫০৬৫ মেঃ টঃ	২৪২০,০ মেঃ টঃ
১৯৮১	১৮০৭৮ মেঃ টঃ	৮১৮৫,৮ মেঃ টঃ
১৯৮২	১৯৯১০ মেঃ টঃ	৫১৭৪,৫ মেঃ টঃ
১৯৮৩	২০০৪০ মেঃ টঃ	৬০১২,৫ মেঃ টঃ

হাইস্পীড ডিজেল

বছর	বরাদ্দ	যোগান
১৯৮০	১৬৭১৮ কি: লি:	১১৯২৭ কি: লি:
১৯৮১	১৪৫৪১ কিঃ লি:	১২৭৮০ কিঃ লি;
১৯৮২	১৫০০০ কি: লি:	১৪৬২৩ কিঃ লিঃ
১৯৮৩	১৭৬৬২ কি: লি:	১৬৯১৫ কি লি:

১৪। এইসব বাধাবিপত্তি সত্বেও রাজ্য সরকার একটি শক্তিশালী জন সংভরণ ব্যবস্থা বজায় রাখার এবং যখনই মুল্যবৃদ্ধির ফলে জিনিসপত্রের অভাব সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন সেক্ষেত্রে মুল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিছুদিন আগে সারা ভারতে সরিষার তেলের মুল্যবৃদ্ধি হচ্ছিল। রাজ্য সরকার তখন ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ভোক্তা ফেডারেশনকে যথেষ্ট পরিমাণ সরিষার তেল এনে এমনভাবে বাজারে ছাড়ার নির্দেশ দেন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সরিষার তেল পাওয়া যায়। তারপর রাজ্য সরকার আমদানিকৃত রেপসিড তেল এবং পামঅয়েল বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কোন সাড়া দেননি। এখন লিটার প্রতি ৯,৬০ টাকা করে রেপসিড তেল এবং প্রতি কেজি ১০,১০ টাকা করে পামঅয়েল বিক্রি হচ্ছে। যে কেন্দ্রীয় সরকার এজেন্সীর উপর রেপসিড তেল এবং পামঅয়েল ত্রিপুরায় পৌছে দেবার দায়িত্ব আছে তারা যদি বরাদ্দমত তেল আনতে পারতেন তাহলে এইসব তেল আরও বেশী করে বন্টন করা যেত। ১৯৮০'র নভেম্বর মাসের কোটার তেল এই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ পুরোপুরি পাঠান হয়েছে।

১৫। লেভি চিনির ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সময়মত বরাদ্দের আদেশ দেওয়া সত্বেও চিনি ছাড়তে চিনিকলগুলির অনীহা এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে মাঝে মধ্যে বুকিং নিয়ন্ত্রণ করেন তারফলে মাঝে মাঝে চিনি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে। চিনিকলগুলির এই আচরণ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহা খুবই তাৎপর্যপুর্ণ। বিগত উৎসব মরশুমে রাজ্য সরকার চিনি সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। রাজ্য সরকার তখন সড়ক পথে লেভি চিনি এনে সময়মত বন্টন করেছিলেন। কার্ড হোল্ডারদেরকে ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের চিনি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার এরূপ ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

১৬। রাজ্য সরকার ন্যায্যমুল্যের দোকানগুলিকে পর্যায়ক্রমে সমবায়ের হাতে তুলে দিয়ে জনসম্ভরণ ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সমবায়গুলি

যাতে সুষ্ঠুভাবে জনসংভরণ ব্যবস্থা চালু রাখতে পারে তারজন্য সেগুলিকে উপযুক্ত সাহায্য এবং সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসংভরণ ব্যবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতির একটি কার্যকরী প্রতিরোধক হিসেবে গড়ে তোলা।

১৭। শেষ করার আগে আমরা আবার বলতে চাই মুদ্রাস্ফীতি রোধে রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুবই সীমিত। গত কয়েক বছর রাজ্য সরকার এই সীমিত ভূমিকাই অত্যন্ত কার্যকরী ভাবে পালন করছেন।

এই রাজ্যের অবস্থানগত অসুবিধা এবং অপ্রতুল পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য মাঝে মধ্যে জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মূল্যবৃদ্ধি হলেও রাজ্য সরকার একটি শক্তিশালী জনসংভরণ ব্যবস্থা চালু রাখতে পেরেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

—C—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, on Monday, the 26the March, 1984 at 11 A. M.

PRESENT

Sri Amarendra Sarma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 1o (Ten) Ministers, the Deputy Speaker and 41 Members

Questions and Answer

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্য সূচীতে—

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, সভা শুরু করার আগে আমি একটি বিষয় এখানে উপস্থিত করতে চাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—সভার কাজ শুরু করতে দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—স্যার, আমার কথা শুনুন।

মিঃ স্পীকার :—এখন প্রশ্নোত্তরের সময়।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—সেটা আমরা জানি। চন্দন সাহাকে গুলি করা হয়েছে বিশালগড়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য আমরা দাবী করছি। এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা এক্ষনি চাচ্ছি। চন্দন সাহার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা নগদে দেবার ব্যাপারে এই হাউসে এখনই মুখ্যমন্ত্রীকে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—চন্দন সাহার হত্যার আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এখন প্রশ্নোত্তরের সময়।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—এটা আমরা এখান আলোচনা করতে চাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগন, আপনারা সুযোগ পাবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—আমরা সুযোগ পাইনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—আমরা সুযোগ পাই না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা সভার কাজ শুরু করতে দিন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—আমরা অনেক অনুরোধ আপনার শুনেছি। আমাদের বক্তব্য শুনা হয় না। জনসাধারণের ন্যায্য দাবীতে এখানে আমরা বহু দাবী করেছি, কিন্তু সে দাবী মানা হয় নি। চন্দন সাহার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা নগদে দেবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা এখানে মুখ্যমন্ত্রীকে দিতে হবে হাউসের কাজ আরম্ভ হবার আগেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি, হাউস চলার নিয়ম আছে, সে নিয়ম অনুযায়ী আমাকে চালাতে দিন হাউস।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— নিয়ম তো অনেক কিছুই আছে। খুন করে হত্যা করা কোন নিয়ম সেটা আমাদের জানা নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মি. স্পীকার স্যার, সভার কাজ শুরু করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করব, আপনারা সভার কাজ শুরু করতে দিন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— আগে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুস্পষ্ট ঘোষণা দিন এই দুটি বিষয় সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্য—সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায় ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যদিগের প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০।

(গণ্ডগোল)

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৫০।

(গণ্ডগোল)

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমায় পানিসাগর ব্লকের পদ্মবিল এল, আই, স্কীম এবং উত্তর পূর্ব্ব পানিসাগর এল, আই, স্কীমের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি, এবং

২। ঐ স্কীম গুলির কাজ সম্পন্ন করতে আর কতদিন লাগবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত পদ্মবিল এল, আই, স্কীম ও উত্তর পূর্ব্ব পানিসাগর এল, আই, স্কীমের কাজ বন্ধ হয় নাই।

(গণ্ডগোল)

২। ঐ স্কীম গুলোর কাজ আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

[গণ্ডগোল]

মি: স্পীকার :— শ্রী নকুল দাস, শ্রী সমর চৌধুরী।

[গণ্ডগোল]

শ্রী নকুল দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৮০

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৮০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ১৮০

(গণ্ডগোল)

প্রশ্ন

১। বর্তমানে বছরে রাজ্যের কোন্ কোন্ নদীতে ভাঙ্গন রোধ এবং জল স্ফীতি ও বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,

২। তার মধ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিকল্পনা কি কি, এবং

৩। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কি কি সাহার্য্য চাওয়া হয়েছিল, এবং

৪। উক্ত বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকার কি কি সাহায্য বারাদ্দ করেছিলে ?

উত্তর

বর্ত্তমান বৎসরে ভাঙ্গন রোধ এবং জলস্ফীতি ও বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলি হাতে নেওয়া হইয়াছে :—

নদী	কাজ
খোয়াই)	১। রামাছড়াতে বাঁধ নির্ম্মান।
খোয়াই)	২। রামাছড়াতে বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ।
হাওড়া)	৩। গজারিয়াতে বাঁধ ও স্লুইচ গেইট নির্ম্মান।
গোমতী)	৪। সোনামুড়া বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি ও মজবুত করণ।

(গণ্ডগোল)

গোমতী)	৫। শীলঘাটি বাঁধের উচ্চতাবৃদ্ধি ও মজবুত করণ।
গোমতী)	৬। ডাক্‌মাজলা বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধিও মজবুত করন।
গোমতী)	৭। উদয়পুর শহরের বন্যার হাত হইতে সংরক্ষণ
মুহুরী)	৮। বল্লামুখা বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ।
মুহুরী)	৯। বিলোনীয়া বাঁধের উচ্চতাও প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ।
খোয়াই)	১০। পদ্মাচেপা বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ।
ফেণী)	১১। গোবিন্দমঠের বাঁধের উচ্চতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধি করণ।
মনু)	১২। কৈলাসহর টাউনে বাঁধ নির্মান।
লক্ষীছড়া)	১৩। লক্ষীছড়ার উভয় তীরে বাঁধ নির্মান।
মনু)	১৪। গৌর নগর হইতে কৈলাসহর পর্যান্ত বাঁধ নির্মাণ।
মনু)	১৫। সত্তের মিঞা হাওরে বাঁধ ও স্লুইচ নির্ম্মাণ।
মনু)	১৬। খাওরাবিলে বাঁধ ও স্লুইচ গেইট নির্মাণ।
মনু)	১৭। সমরুর পাড়ে বাঁধ ও স্লুইচ গেইট নির্ম্মাণ।
মনু)	১৮। রাঙ্গাউটী কৈলাসহর বাঁধ ও নির্ম্মাণ।

(গণ্ডগোল)

অস্থায়ী পরিকল্পনা

উত্তর ত্রিপুরা—, ১৯টি, পশ্চিম ত্রিপুরা-৮টি ও দক্ষিণ ত্রিপুরা ১৫টি।

(গণ্ডগোল)

১নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হইয়াছে।

(গণ্ডগোল)

বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় ৭কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে চাওয়া হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ৮৩-৮৪ সালে আরও এক কোটি টাকা লোন অ্যাসিস্টেন্স চাওয়া হইয়াছে।

(গণ্ডগোল)

৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং ৮৩-৮৪ সালে লোন অ্যাসিস্টেন্স হিসাবে ২৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(গণ্ডগোল-গণ্ডগোল-গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, সভার কাজ চালাতে দিন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করছি আপনাদের, আপনারা প্রশ্নোত্তরে কাজ চলাতে দিন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা শান্তি পূর্ণ ভাবে বাঁধা দিচ্ছি। এই হাউসের বর্ত্তমান মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবু যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তখন তিনি হাউসের বিশৃঙ্খলা কি ভাবে করতেন তা কি তিনি ভুলে গেছেন ? নৃপেন বাবু স্পীকারকে মারতে গিয়েছিলেন তখনকার এই মুখ্যমন্ত্রীকে জোক্যালিনির্যাতন পর্য্যন্ত করেছেন।

মি. স্পীকার :—এভাবে এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির জন্য সভার কাজ চালন সম্ভব নয়। আমি পাঁচ মিনিট সভার কাজে মুলবতুীঘোষণা করলাম।

(The House met again at 11—15 A.M.)

(Interruption)

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ১৬৬ স্যার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১৬৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য (এ,টি-পি,এল,প) উগপন্থী বিনন্দ জমাতিয়ার গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য এবং টি এন.ভি. সংগঠনের কিছু সংখ্যক সদস্য রাজ্য সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করেছেন.

২) সত্য হইলে কতজন এ টি পি,এল ও) সদস্য আত্মসমর্পন করেছে ও কতজন টি, এন.ভি সদস্য রয়েছে

৩) উপরিউক্ত আত্মসমর্পনকারী উপন্থীদের পুনর্ব্বাসনের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা,

৪) ইহা কি সত্য (এ টি,পি,এল,ও) সংগঠনকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে,

৫) ইহা ও কি সত্য যে রাজ্য সরকার টি,এন,ভি, সংগঠনকে বে-আইনী সংগঠন বলে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ,

২) ২৫৯ জন এ,টি,পি,এল,ও, সদস্য এবং ২৫ জন টি,এন,ভি, সদস্য সহ মোট

২৮৪ জন।

৩) আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের প্রত্যেককে বাড়ীঘর মেরামতীর জন্য সমান দুই কিস্তিতে মং ৪০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ২৭৮ জন প্রথম কিস্তির টাকা পাইয়াছেন।

১০৫ জনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ পত্র দেওয়া হইয়াছে। বাকীদের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে।

যাহারা সরকারী চাকুরী গ্রহনে অনিচ্ছুক তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রকল্প তৈয়ারী করা হইতেছে।

৪) হাঁ।

৫) এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার :— কোয়েশ্চান নং ১৯৪ স্যার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১৯৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় এ পর্য্যন্ত সীমান্ত এলাকায় পুলিশ ও বি এস. এফ. এর উপর কতবার উগ্রপন্থীদের আক্রমন হয়েছে,

২) এসব উগ্রপন্থীদের আক্রমন বন্ধের জন্য সীমান্ত সম্পূর্ন বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্তের কথা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি ?

উত্তর

১) ১৯৮০ইং হইতে অদ্য পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের দ্বারা পুলিশ এবং বি. এস এফ এর উপর ৪ বার আক্রমন হয়েছে,

২) জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা ও শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নং ১০০ স্যার।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ১০০ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৮১ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৪ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা সমূহ থেকে কোন বছর কত সংখ্যা সীমান্তের অপরাধ ডাকাতি, গরু চুরি ও পাচার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয়েছে,

২) গরু চুরির ঘটনা প্রতিরোধ করে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এবং

(ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—ওকে হাউস থেকে বেড় করে দিন স্যার, ও খুন করবে। ওকে নেম করুন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আমি শ্রীমতিলাল সাহার অভদ্রোচিত আচরণের জন্য নেম করছি, উনি যেন হাউস থেকে বেড়িয়ে যান। আমি মার্শালকে বলছি শ্রীমতিলাল সাহাকে হাউস থেকে বেড় করে দেওয়ার জন্য এবং মার্শাল দরকার হলে অন্য কারো সাহায্য নিতে পারেন।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকারঃ—আমি সভার কাজ ১৫ মিনিটের জন্য মূলতুবী ঘোষনা করলাম।

(The House met again at 11— 40 A.M)

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর কুমার নাথ।

শ্রীসমীর কুমার নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার; এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১১।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের জুরি অথবা কাকড়ি নদী থেকে কোন মাঝারী সেচ প্রকল্পের কাজ হাতে নেবার কোনো পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকলে তা করে পর্যন্ত শুরু হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১। বর্তমানে এরকম কোন পরিকল্পনা নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং প্রশ্ন আসে না।

৩। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি হেতু ত্রিপুরার সব নদীতে একসঙ্গে প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

শ্রী সমীর কুমার নাথ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জুরুয়া কাকড়ী নদীর তীরবর্ত্তী এবং আজকে প্রায় ৩ ৪ বছর ধরে বার বার যোগাযোগ করা সত্বেও এটার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে না, এটার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা কৃষকদের স্বার্থে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার — মিঃ স্পীকার স্যার, সেপারেট প্রশ্ন করলে উত্তর দেব। কারন জুরুয়ার কোন প্রশ্ন নেই প্রশ্ন আছে জুরি অথবা কাকড়ি নদী থেকে কোন মাঝারী সেচ প্রকল্প নেওয়া হবে কিনা কাজেই আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু ধর্মনগর বিভাগের প্রায় ৭০ ভাগ

লোক এই দুটি নদীর পাশাপাশি বাস করে কাজেই আজকে সেখানে মাঝারি সেচ প্রকল্প হাতে নেবার জন্য এখন পর্যন্ত কোন সার্ভে করা হয়েছে কিনা, না হয়ে থাকলে অবিলম্বে এই কাজে হাত দেওয়া হবে কিনা. মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমর চৌধুরী — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০ কম প্লট, হয় নি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি আথিক সঙ্গতির সঙ্গে রক্ষা করে আমাদের কাজ হাতে নিতে হয়। আমরা প্রথমতঃ তিনটি মাঝারি সেচ প্রকল্প হাতে নিয়েছি গোমতী, খোয়াই মনু এবং এখন আমরা মুহুরী সার্ভেটা কমপ্লিট করেছি। গোমতী, খোয়াই, মনু স্যাংশান হয়েছে। গোমতীর কাজ চলছে। খোয়াইয়ের কাজ আমরা আগামী বছর শুরু করতে পারবো বলে আশা করি। শুধু আথিক সঙ্গতির প্রশ্ন নয়, তার পরিকল্পনা তৈরীর কারিগরি ব্যবস্থা ইত্যাদি, সেই নদীতে মাঝারী সেচ প্রকল্পের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা এবং প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব কিনা সব কিছু নিভরশীল। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে আমাদের হাতে তিনটি কাজ প্রধানতঃ মূল কাজ। তারপর আমরা মুহুরী দেখবো। এক্ষন পর্যন্ত কোরী নদী সম্পর্কে কিছু বলার নেই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কিছু বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন এখন প্রশ্নোত্তরের সময়।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল—অনুপস্থিত।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার আমার বক্তব্য আছে এই সভায়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন প্রশ্নত্তরের সময় বাধা দেবেন না।

মাননীয় সদস্য শ্রীকালি কুমার দেবরর্মা।

শ্রীকালি কুমার দেবর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ২০৭

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কিছু বলার আছে এই সভায়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন প্রশ্নোত্তরের সময় বাধা দেবেন না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০০।

শ্রীসুধীর রঞ্জনমজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আপনাকে আমার বক্তব্য শুনতে হবে বলুন আপনি আমাদের কথা শুনবেন কিনা ? এই সভায় আমাদের কোন নিরাপত্তা নেই, বিধায়কদের কোন নিরাপত্তা নেই, আমাদের বিধায়কদের হত্যা করতে এসেছে।

(গণ্ডগোল)

(মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ও রসিক লাল রায় ওয়াক আউট করলেন)।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া নিকটবর্ত্তী চাকমাঘাটে খোয়াই নদীর উপরে যে ব্যারেজ হইতেছে তাহা কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২। খোয়াই নদীর ব্যারেজের জল দ্বারা কোন কোন রেভিনিউ মৌজা উপকৃত হবে এবং

৩। উক্ত খোয়াই নদীর ব্যারেজের জল দ্বারা কত একর জমিতে জল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৭-৮৮ সাল নাগাদ মূল ব্যারেজের কাজ সম্পন্ন হইবে বলে আশা করা যায়। ২। উক্ত ব্যারেজের জল দ্বারা ১২টি মৌজা উপকৃত হইবে বলে আশা করা যায়। মৌজাগুলির নাম নীচে দেওয়া হইল— (ক) বাম পার্শ্বস্থিত জলদ্বারা উপকৃত হইবে। এখন মৌজার নাম— ১) উত্তর গোকুল নগর ২) ব্রহ্মছড়া ৩) তেলিয়ামুড়া (রিজার্ভ ফরেষ্ট) ৪) তেলিয়ামুড়া ৫) তুই-সিন্দ্রাই ৬) মোহরছড়া ৭) দক্ষিণ পুলিনপুর ৮) কমলনগর।

খ) ডান পার্শ্বস্থিত জল দ্বারা উপকৃত হইবে—এখন মৌজার নাম :

১। লক্ষ্মীপুর

২। কৃষ্ণপুর

৩। ঘিলাতলী

৪। উত্তর ঘিলাতলী

৩। ব্যারেজের জল দ্বারা মোট ১১১৭২ একর (৪৫১৫ হেকটর) সেচ যোগ্য জমি জল সেচা আওতায় আনার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াই ব্যারেজের দ্বারা যে সমস্ত মৌজা উপকৃত হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন সেই সমস্ত মৌজার মধ্যে কল্যাণপুরের যে এলাকা সেই এলাকা পড়বে কিনা এবং পশ্চিম কল্যানপুর এবং উত্তর কল্যানপুরে এইগুলি একাটেনশান করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ? শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, এটা তো বস্তুনিষ্ট আছে, কতটা জল এভেলেব্যাল হবে তার উপরে সবটা নির্ভর করে। আমরা এটাতো মোট ৩৮.৮ কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ধরেছি। তার বেশী যাওয়া যাবে না।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান ২৩৯।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৯।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের কোন কোন উন্নয়ন প্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য কত টাকা অনুদান দিয়েছেন

২। জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীতে আরো বেশী অনুদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অধিক বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছিল কি না,

৩। চাওয়া হয়ে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার এই জন্য কত বরাদ্ধ করেছেন ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ব্যায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ৫ কোটি ৮২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দিয়েছেন। এই ৫,৮২,৭০,০০০ টাকার মধ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য মোট ১,৮৭,০৭,০০০ টাকার স্কীম জেলা পরিষদকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ঐ সব কাজ চলছে যথা :—

১) উপজাতি উন্নয়ন	—৮ লক্ষ
২) পশু পালন	—১৭ লক্ষ
৩) মৎস্য	—১১ লক্ষ
৪) শিক্ষা	—৬ লক্ষ
৫) শিল্প (যন্ত্রনবাড়ী আই, টি, আই, বাবদ)	—৪ লক্ষ
৬) কৃষি	—৩ লক্ষ
৭) সামাজিক উন্নয়ন	— ৩ লক্ষ
৮) জুমবীজ বিতরন	— ৮ লক্ষ
৯) সুতা বন্টন	— ৩ লক্ষ
১০) জুমিয়া পুনর্বাসন	— ১৫০ লক্ষ
১১) শিক্ষা (সাবুয়াল ও জগবন্ধু পাড়া বোর্ডিং এর জন্য)	— ৩'০০ লক্ষ
১২) এস. আর. ই. পি	— ৫'০০ লক্ষ
১৩) শিক্ষা	— ১৩'০৭লক্ষ
১৪) গ্রামীন জল সরবরাহ	— ৫০'০০ লক্ষ
১৫) শিল্প (প্যাকেজ স্কীম)	— ২'০০ লক্ষ
১৬) রেশম চাষ	— ২'০০ লক্ষ

১৭) জল সেচ — ৭·০০ লক্ষ
১৮) ভূমি সংরক্ষন (বন) —১০·০০ লক্ষ
১৯) বন (প্ল্যান্টেসন —৫০০ লক্ষ
২০) বন (বাগান জ্বালানী ও পশু খাদ্যে চাষের জন্য) —৬·০০ লক্ষ
২১) বাজার উন্নয়ন ১১-০০ লক্ষ
২২) মরশুমী বাঁধ — ৬·০০ লক্ষ

জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলে রাজ্য সরকার মোট ২, ৩৪, ০০ ০০০ টাকা দিয়েছেন, তা নিম্নে বর্ণিত উন্নয়ন খাতে ব্যায় করা হচ্ছে,

১)	কৃষি	— ৩০·০০ লক্ষ
২)	পশু পালন	— ১৫·০০ লক্ষ
৩)	জল সেচ, ভূমি সংরক্ষন	— ১০·০০ লক্ষ
৪)	শিক্ষা ও সমজা শিক্ষা	— ১০·০০ লক্ষ
৫)	স্বাস্থ্য	— ১০ ০০ লক্ষ
৬)	শিল্প	— ১০·০০ লক্ষ
৭)	উপজাতি উন্নয়ন	— ১৫·০০ লক্ষ
৮)	নারী ও শিশু কল্যান	— ৫ ০০ লক্ষ
৯)	যোগাযোগ	— ৩০ ০০ লক্ষ
১০)	সমবায়	— ১০·০০ লক্ষ
১১)	জন সংযোগ	— ১০·০০ লক্ষ
১২)	গ্রোথ সেন্টার	— ১০ ৫০ লক্ষ
১৩)	বন	— ০·৫০ লক্ষ
১৪)	প্রশাসন	— ১৮ ০০ লক্ষ
১৫)	মৎস্যচাষ	— ১০·০০ লক্ষ
১৬)	জেলা পরিষদ ভবন নির্মান	— ৩০·০০ লক্ষ
		মোট ২৩৪·০০ লক্ষ

তদুপরি বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যো ও প্রশাসনিক বায়ের জন্য মোট ১, ৫১, ৬৩, ০০০ টাকা রাজ্য সরকারের উপজাতি কল্যান বিভাগ থেকে দেওয়া হয়েছে। ঐ টাকাও অনুরূপ ভাবে বায় করা হচ্ছে।

২। হাঁা মহাশয়।

৩। রাজ্য সরকারের ১৯৮৩ ৮৪ সালের খসড়া পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত মোট ২৯৪·০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে শাসিত জেলা পরিষদের জন্য ১৫০ ০০ লক্ষ টাকা চাওয়া

হয়েছিল কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন মোট বরাদ্ধ থেকে ৩২.৬০ লক্ষ কমিয়ে অনুমোদন করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে জেলায় প্রসাশিত ব্যয়ের জন্য আর্থিক অনুমোদক পেয়েছেন। জেলা পরিষদের কোন প্রশাসনিক বিভাগীয় স্তর বা ব্লক স্তরে তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব—এখন ফুলফ্লেজেড হয়নি। প্রশাসনের যে বিভিন্ন দপ্তর আছে তার যোগিতার এ, ডি সি তাঁর কর্মসূচী রূপায়ন করেনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানেন কিনা যে জেলা পরিষদের যারা একজিকিউটিভ মেম্বার রয়েছেন, শাসক দলের যারা মেম্বার রয়েছেন, জেলা পরিষদের যেহেতু তাদের নিজস্ব কোন প্রশাসনিক কাঠামো নেই সেই কারণে তাঁরা নিজেরাই সেই টাকা বিলি বন্টন করেন। এবং প্রায় ক্ষেত্রেই উনারা এটা দিয়ে অনেক সময় সি. পি. এম দলের একজন কনট্রাকটারকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছেন এবং এ. ডি. সির চেয়ারম্যান নারায়ন রুপিনী অম্পিতে প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ করে একটা সম্মেলন করেছেন ?

শ্রীদশরথ দেব—প্রথমতঃ জেলা পরিষদের টাকা বি. ডি. সি ব্লক বা বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে খরচ করা হয় জেলা পরিষদের যারা মেম্বার আছেন তাদের মাধ্যমে খরচ হয় না এতে বুঝা যায় তিনি সি পি এমের জলাতংকে ভুগছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৭ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী দমনের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

২। আত্মসমর্পনকারী কতজন উগ্রপন্থীকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে এবং

৩। কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টে এই চাকুরী দেওযা হয়েছে ?

উত্তর

১। উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ দমনে রাজ্যের অভ্যন্তর বিভিন্ন স্থানে পুলিশ সি আর পি বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। পুলিশ এবং সি আর পি বাহিনী সন্দেহ জনক অঞ্চলে নিয়মিত কম্বিং অপারেশন চালাইয়া যাইতেছে। গোয়েন্দা সংস্থানে বিশেষভাবে জোরদার করা হইয়াছে। উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপ দমনে রাজ্য পুলিশকে সহায়তা করার জন্য রাজ্যে ৪ (চার) বেটেলিয়ন সি আর পি বাহিনী

নিয়োগ করা হইয়াছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ছাড়াও যেসব অঞ্চল দিয়ে এই উগ্রপন্থীর বাংলাদেশে প্রবেশ করে সেই সব অঞ্চলগুলি অর্থাৎ বর্ডারগুলি যাতে আরো স্টেংগ্‌দেন করা যায় তার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বি, এস, এফ, চাওয়া হয়েছে থিলো থেকে রইস্যাবাড়ী পর্যান্ত ১০০কিলোমিটার রাস্তা। এই রাস্তাটা বাংলাদেশের বর্ডারের সঙ্গে সীমান্ত। এই সীমান্তদিয়ে উগ্রপন্থীদের টি, এন, ভির সশস্ত্র বাহিনী ত্রিপুরার মধ্যে ঢুকেন এখান দিয়ে আবার বাংলাদেশে চলে যান। শুধু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে নিয়, বাজার দোকান লুট করে, সেই লুটের সম্পত্তিগুলি নিয়ে চলে যান। যেহেতু এইটা দুর্গম এলাকা এইটা খুব দুর্ভাগ্যজনক অন্যান্য বর্ডারে বি, এস, এফরা বেআইনী জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারেন, এই বর্ডার থেকে কোন বেআইনী জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা নাই। এইটা বি, এস, এফের দোষ নয়। এখানে রাস্তাঘাট হয়নি। প্রতি ২০ কিলোমিটারে একটি বি, এস, এফ পোষ্ট। সুতরাং তাদের পেট্রোলিং করবে কি করে, সুতরাং সেটা তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লিখেছি যাতে আরো ১টি ব্যাটেলিয়ান বি এস, এফ পাঠান, বিশেষভাবে ঐ এলাকায় নিযুক্ত করা যায়।

২। এখন পর্যন্ত ১৭০ জন আত্মসমর্পন কারী উগ্রপন্থীকে তৃতীয় এবং ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করা হইয়াছে। এদের মধ্যে ১০৫জনকে ইতমধ্যে নিয়োগ পত্র দেওয়া হইয়াছে। বাকী ৬৫জনের বিষয় বিবেচনা হইতেছে।

৩। নিম্নলিখিত দপ্তরগুলি চাকুরী দেওয়া হয়েছে:—

১। পূর্ত দপ্তর।

২। কৃষি দপ্তর।

৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তর।

৪। পঞ্চায়েত দপ্তর।

৫। মৎস্য দপ্তর।

৬। শিক্ষা দপ্তর।

যে ১৭০ জনের ইনটারভিউ নেওয়া হয়েছে আমি আশা করবো তাতে তাদের তাড়াতাড়ি নিয়োগ করতে পারা যায়।

মিঃ স্পীকার:— যে সমস্ত তারা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারাকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES – A“6B)”

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র মহাশয়ের নিকট হইতে একটি নোটিশ পেয়েছি নোটিশটির বিষয়বস্তু হল' গত ১৯শে মার্চ থেকে ত্রিপুরায় গ্রামীন ব্যাংক কর্মচারীদের রিলে অনশন অবস্থান আন্দোলন সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাসকে উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার আমার নোটিশটি হল "গত ১৯শে মার্চ থেকে ত্রিপুরার গ্রামীন ব্যাংক কর্মচারীদের রিলে অনশন অবস্থান আন্দোলন সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয় উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি একদিন বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকে তবে সময় চাইতে পারেন এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, আমি এই বিষয়ে ২৮শে মার্চ বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার:— আমি আজ একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর নিকট হইতে। বিষয়টি হল :— "গত ২৩শে মার্চ কংগ্রেস (ই) রাজ্য সম্পাদক ভোলানাথ দের সাথে আগরতলায় অরুন্ধতীনগরে পুলিশ লাইনের সন্নিকটে এস, আই মুকুন্দ ঘোষের কোয়াটারে কিছু সংখ্যক পুলিশ অফিসার কর্মচারীদের সাথে বৈঠক সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরীকে আহ্বান করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে উনার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল গত ২৩শে মার্চ কংগ্রেস (ই) রাজ্য সম্পাদক ভোলানাথ দের সাথে আগরতলায় অরুন্ধতীনগর পুলিশ লাইনের সন্নিকটে এস, আই, মুকুন্দ ঘোষের কোয়াটারে কিছু সংখ্যক পুলিশ অফিসার কর্মচারীদের সাথে বৈঠক সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার:—আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার আমি এ বিষয় আগামী ২৮শে মার্চ বিবৃতি দিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকারের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "সদরের নেপালী বস্তিতে গত ২৫শে মার্চ রাত্রিতে একদল সশস্ত্র ডাকাত কর্তৃক প্রাক্তন সৈনিক শ্রীপদক বাহাদুর ছেত্রীর বাড়ীতে হামলা এবং তার স্ত্রীকে খুন ও তাকে জখম করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্যকে আহ্বান করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে উনার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

শ্রীমানিক সরকার:—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের-বিষয়বস্তু হল" সদরের নেপালী বস্তিতে গত ২৫শে মার্চ রাত্রিতে একদল সশস্ত্র ডাকাত কর্তৃক প্রাক্তন সৈনিক শ্রীপদম বাহাদুর ছেত্রীর বাড়ীতে হামলা এবং তার স্ত্রীকে খুন ও তাকে জখম করা সম্পর্কে।"
মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তা অনুগ্রহ করিয়া জানান।
মিঃ স্পীকার :—শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আগামী ২৯শে মার্চএবিষয়ে বক্তব্য রাখব।

গত ১০-৩-৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকৃতি হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো:—"গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ইং অমরপুর মহকুমার অক্ষয় কলোনীতে বিধায়ক জওহর সাহাকে হত্যার চেষ্টা করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবতী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি হল-গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ইং আমরপুর মহকুমার অক্ষয় কলোনীতে বিধায়ক জওহর সাহাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করার ঘটনা সম্পর্কে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী গত .৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ৭টার সময় বিধায়ক শ্রীজওহর সাহা বীরগঞ্জ থানাধীন অক্ষয় কলোনীতে অমরপুরের যুব কংগ্রেস (ই)র কর্মী শ্রীনিরঞ্জন দাসকে দেখিতে গিয়াছিলেন। শ্রী দাস পায়ে ব্যাথা পেয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ ঘরে অসুস্থ ছিলেন। বিধায়ক শ্রী সাহা শ্রী দাসকে দেখিয়া এবং তাহার বাড়ীতে চা পান করিয়া রাত্রি প্রায় ৭-৫০ ঘঃ সময় স্থানীয় সরবং সাকিনের চন্দ্রশেখর কলোনীতে শ্রীচন্দ্রশেখর দেবনাথের বাড়ীতে রওনা হইয়া যান গ্রুপ মিটিং-এ যোগ দিতে।

অক্ষয় কলোনীতে বিধাযক শ্রী সাহাকে ঐদিন হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল ইহা মোটেই সত্য নয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যেগত ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ইং অক্ষয় কলোনীর অধিবাসী শ্রী নিরঞ্জন দাসের স্ত্রী শ্রীমতি মানদা সুন্দরী দাস বীরগঞ্জ থানায় এই মর্মে অভিযোগ করেন যে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ইং রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় কতিপয় দুস্কৃতকারী একটি দেশী বন্দুক হইতে তাহাকে গুলি করে এবং তাহার ঘরে প্রবেশ করে। দুস্কৃতকারীরা কোন জিনিষপত্র ঘর হইতে নেয় নাই। এই অভিযোগের

ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬০ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় বীরগঞ্জ থানায় মোকদ্দমা নং ৪ (২) ৮৪ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন। তদন্তকালে অভিযোগ ভাষ্য সম্বন্ধে পুলিশের সন্দেহের উদ্রেগ হয়। কারণ দেশী বন্দুক হতে অভিযোক রীনির উপর গুলি, বর্ষণ করা হয়েছিল এমন কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাহার শরীরে একটি আঁচড়ের দাগ দৃষ্ট হয়। চিকিৎসকের অভিমত চাওয়া হইয়াছে যে এই আঁচড়ের ক্ষতচিহ্ন যাহা শ্রীমতি মানদা সুন্দরী দাসের দেহে দৃষ্ট হয় তাহা গুলির আঘাতের ক্ষতচিহ্ন কিনা। দুর্বৃত্তরা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল বলে অভিযোগ করা হইয়াছে অথচ দুর্বৃত্তরা ঘর হইতে কোন কিছু লুট করিয়া নিয়ে যায় নাই। তদন্তে ইহাও প্রকাশ পায় যে বীরমণি পাড়ার ৩ জন রিয়াং এই সময় অভিযোগকারীনির বাড়ীতে ছিলেন কিন্তু অভিযোগকারীনি তাহার অভিযোগ লিপিতে ঐ ৩ জন রিয়াং লোকের কথা উল্লেখ করেন নাই প্রকৃত ঘটনা বাহির করার জন্য পুলিশ ঐ ৩ জন রিয়াং ব্যাক্তির খোঁজ করিতেছেন।

অভিযোগ লিপিতে বিধায়ক শ্রী জওহর সাহা অভিযোগ কারীনির বাড়ীতে গিয়াছিলেন এমন কথাও অভিযোগকারিনী উল্লেখ করেন নাই। উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ কলোনী ও সংলগ্ন এলাকার অ-উপজাতি বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা হয়

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ ৩টার বেশী, ক্লেরিফিকেশান চাইতে দেওয়া যাবেনা, কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, বিভিন্ন পুলিশ মহল থেকে, সি, আর, পি থেকে বার বার মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহাকে জানান হয়েছে যে কিছু সি, পি, এম কর্মী তাকে হত্যা করতে চায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন এ খবর জানেন কিনা। নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে যখন গোপন খবর এল তার ঠিক কয়েক মিনিট ব্যবধানে এই ঘটনা হয়। যদি ডাকাতির উদ্দেশ্য থাকে তাহালে কেন জিনিষপত্র নিলনা, এটা যে হত্যার উদ্দেশ্যেই সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা দুঃখজনক যে মাননীয় সদস্য আমার বিবৃতি হয়ত বুঝতে পারেন নি আর না হয়ত বুঝতে চেষ্টাও করেননি। বলেছি যে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা ঐ বাড়ীতে গিয়েছিলেন রাত্রি ৭টার সময় আর ডাকাতি হয়েছে রাত্র ১১টার সময়ে। সেখানে ডাকাতরা গিয়ে জওহর সাহাকে খোঁজ খবর করেনি। ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। জওহর সাহাকে হত্যা করার প্রশ্নটা আসে কোথা থেকে এটা সন্দেহের ব্যাপার। জওহর

সাহাকে হত্যার কোন ব্যাপার নাই বরং পুলিশ অন্যটা সন্দেহ করছে। বাঙ্গালী এবং পাহাড়ীদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা যায় কিনা এরকম সন্দেহ করছে। অমরপুরে এর আগে পাহারী বাঙ্গালীর মধ্যে সৃষ্টি করা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহাকে আমি অনুরোধ করব তিনি যেন আগুন নিয়ে খেলা না করেন। অমরপুর ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিধায়ক শ্রী জমাতিয়ার মত একজন লোক কি করে পাহাড়ী ও বঙ্গালীর ও মধ্যে এই উস্কানীমূলক কাজে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন বুঝা যাচ্ছে না। সি, পি, এমের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। আমি মাননীয় জমাতিয়াকে অনুরোধ করব এসব থেকে বিরত থাকুন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহাকে জিজ্ঞাসা করছি, তিনি যদি অস্বীকার করতে পারেন ত করুন যে এই কথা ঠিক কিনা তিনি যখন বৈঠক করছিলেন তখন ৩ জন লোক দৌড়তে দৌড়তে এসে বলেছিল আপনারা কিছু গোপন খবর আছে, আপনি একটু আসুন। মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে তিনি গুলির শব্দ শুনতে পেলেন, আর যারা এসেছিল তারা বললেন না যে ওনাকে খুন করতে এসেছিল। ডাকাতদের কথা কি কেউ কানে কানে বলে, ?

শ্রী জওহর সাহা : মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য নয়

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী মাননীয় স্পীকার স্যার, ডাকাতি কথাত মানুষে চীৎকার করে বলে। আসলে ব্যাপাটার তা নয়, এটা একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় যে উংশ্বলা সৃষ্টি হয়ে ছিল, মানুষকে রক্ত দিতে হয়েছিল জিনিষ আবার সে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি, মানুষের ভাগ্য নিয়ে রাজনীতি করবেনা, মানুষকে বিপন্ন করে রাজনীতি করা যায়না। যেসব লোক দলের পর দল পাল্টায়, যারা আজকে আমরা বাঙালী, কালকে কংগ্রেস হয় তারাই এসব উস্কান দিচ্ছেন, তারাই এসব করছেন। তাই আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়াকে এ ব্যাপারে একটু স্থির চিন্তা করতে বলব। এসব কার্যকলাপের মাধ্যমে পাহাড়ী বা-স বাঙালীর কারুই কোন মঙ্গল হয়না। তারপরেও যদি তারপরেও যদি তারা এসব করতে চানত করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার ক্লেরিফিকেশনের কোন উত্তর দেন নাই। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা সেখানে পাহাড়ী ও বাঙালীর মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করেছিলে। সেদিন ঐ ঘটনার পরে পুলিশ যাতে যেতে না পারে তারজন্য রাস্তায় গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খুন করার কোন পরিকল্পনা হয়েছিল কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা মোটেই সত্য নয়।

শ্রী জওহর সাহা :—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি অত্যন্ত অবাক হচ্ছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মত একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল লোক কি করে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনাকে এভাবে বিকৃত করছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। মাননীয় স্পীকার স্যার ঐদিন ঘটনা হয়েছিল রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। অক্ষয়পল্লী পরে যেটা নেতাজী পল্লী হয়েছিল, সেখানে নিরঞ্জন দাস, সে অসুস্থ ছিল। সেখানে আমার রাত্রিবেলায় মিটিং করার কথা ছিল, কিন্তু আমি ঠিক সময়ে আসতে পারিনি।

আমরা আলোচনা করার জন্য আরেকটি গ্রামে যাই। সেটা হচ্ছে চন্দ্রশেখর কলোনী। এই স্থানটি ঘটনাস্থল থেকে এক ফার্লং কিম্বা দেড় ফার্লং হবে। কিন্তু এখানে পুলিশ কি লিখেছে তা বুঝতে পারি নাই। কারন যে মানদা সুন্দরী দাসের নিকট থেকে পুলিশ অভিযোগ এনেছে সে মানদা সুন্দরী নিজে লেখাপড়া জানেনা, এমনকি সে তার নিজের নামও লিখতে পারে না। আমি যখন সেখানে যাই তখন সেই এলাকার বাসিন্দা হরলাল দাস, হরেকৃষ্ণ দাস এবং শুকলাল দাস এরা ছিল। আমি যখন সেখানে মিটিং করি তখন তারা আমাকে এসে বললো যে উগ্রপন্থীরা এই পাড়া আক্রমন করেছে। এবং গুলির শব্দও শোনা গেল। চারিদিকে গুলির শব্দে লোকজন ছোটাছুটি শুরু করে দিল। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিলাম আমি। তারা নিঃশ্চয়ই জেনেছিল যে আমি সেখানে আছি। এই উগ্রপন্থী কারা তা আর কারো বুঝতে বাকি নেই। এরা সি. পি, এমের সঙ্গে যুক্ত।

এই ঘটনার পর কিছু লোক থানায় যায়। কিন্তু থানায় সেই সময় ডিউটি অফিসার নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রিপোর্টে এই তথ্য থাকা উচিত ছিল যে, থানাতে সে সময় ডিউটি অফিসার ছিলেন না। এদিকে মানুষ উগ্রপন্থীদের আক্রমনে দিশাহারা প্রাণের ভয়ে কেউ জঙ্গলে, কেউ পুকুরের জলে কেউ বা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেন। এই অবস্থায় আমি অন্য পথে থানায় আসি সেখানে এস, ডি. ও। উপস্থিত ছিলেন। আমি থানার ডিউটি অফিসারকে বলায় তারা ঘটনাস্থলের দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু পথে কাঁঠালিয়া নামক স্থানে রাস্তার উপর একটা বড় গাছ ফেলে পুলিসের গাড়ীর গতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ সেখানে উগ্রপন্থী রয়েছে মনে করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে গিয়ে নিরাপদভাবে পজিসান নেয়। এই ভাবে প্রায় দশ মিনিট থাকার পর পুলিস গাছটি সরিয়ে আবার গাড়ী করে ঘটনাস্থলের দিকে যায়। সেখানে দুইজন আহত হয়েছিল। তাদেরকে নিয়ে পুলিস চলে আসে। কিন্তু আহতদের চিকিৎসার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরের দিন পুলিশ যখন সেই জায়গা কম্বিং করে তখন সন্দেহক্রমে একজনকে গ্রেপ্তার

করা হয়। যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তার বিরোদ্ধে আগে পুলিসের নিকট ওয়ারেন্ট ছিল। এবং পরে দেখা যায় যে, সেই লোকটি সেই এলাকার সি. পি এমের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে পুলিশ হাজত থেকে ছাড়া পায়। সুতরাং এই যে ঘটনা সেটা সি, পি, এমের একটা পরিকল্পিত ঘটনা। তাদের উদ্দেশ্য বিরোধী দলের সদস্যদের হত্যা করা। কারণ, আমি আরো লক্ষ্য করলান যে, আমাদের যে সিকিউরিটি দেবার কথা ছিল তা আমাদের দেওয়া হয়নি। সুতরাং বিরোধী দলের সদস্যদের হত্যা করবার সি, পি এমের একটা পরিকল্পিত ঘটনা তা বুঝা যায়। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন তা উক্ত ঘটনার সঙ্গে কোন মিল নেই। তবে শেষে যে একটা কথা বলেছিলেন যে তাদেরকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমি হাউসকে জানাতে চাই যে, সম্প্রতি সদস্যদের দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : গত ২২ ৩, ৮৪ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা মহোদর কর্তৃক উথ্থাপিত নিম্নলিখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্র মহোদব অদ্য একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :— গত ২০শে মার্চ, ৮৪ ইং বিলোনিয়া মহকুমার জোলাই বাড়িতে কংগ্রেস (ই) সমর্থকদের দ্বারা বগাফা ব্লকের বি, ডি ও কে ঘেরাও এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে বাধা দান সম্পর্কে

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : বিগত ২০, ৩৮৪ইং তারিখ বগাফা ব্লকের বি, ডি, ও, সরকারী কার্যোপলক্ষে জোলাই বাড়ীতে যান। সেখানে কংগ্রেস (আই) এর কয়েকজন সমর্থক মানিক দত্ত এবং সুব্রত চৌধুরীর নেতৃত্বে বি ডি, ও এর সঙ্গে স্বাভাবিক আলাপ আলোচনা করিবাব জন্য যান। তারা সেখানকার মাখন সাহার চায়ের দোকানে বসে আলাপ আলোচনা করেন এবং সেখানেই কংগ্রেস (আই) এর সমর্থকরা তাকে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখেন। পরে বিলোনীয়া মহকুমার এস ডি ও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান। বিলোনীয়ার এস ডি পিও কিছু পুলিস নিয়ে সেখানে যান। কংগ্রেস আই এর সমর্থকরা দাবী করেন যে, বৈরাগী পাড়া কে আশ্রম পাড়া নামে করতে হবে। এবং বিশালগড়ের একটি ভোট কেন্দ্রকে উপজাতি কেন্দ্র হিসাবে না রেখে সাধারণ কেন্দ্র করার জন্য দাবী করেন। পরে এস, ডি, ও এর মধ্যস্থতায় বি, ডি, ও, কে ঘেরাও মুক্ত করা হয়। উক্ত ঘটনার জন্য বি, ডি, ও পুলিসের নিকট কোন অভিযোগ করেন নি।

শ্রীভানু লাল সাহা : — পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফেকসন স্যার, কোন আশ্বাসের ভিত্তিতে পরে এই ঘেরাও তুলে নেওয়া হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার কংগ্রেস (আই) এরসদস্যরা নিশ্চয়ই এই আশ্বাস পেয়েছে যে তাদের দাবীগুলি পরে বিবেচনা করা হবে। মিঃ স্পীকার —মিঃ স্পীকার গত ২৩-৩-৮৪ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিমনো উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শ্রম মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিমনো কত বিষয় বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :— গত ১৭ই মার্চ সিনেমা শ্রমিকদের রাজ্যব্যাপী একদিনের সফল প্রতীক ধর্মঘটের নোটিশ সম্পর্কে।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা সিনেমা ওয়ার্কস এসোসিয়েসন গত ১৪-৩-৮৪ ইং নূতন বেতন হার দাবী করিয়া একটি দাবী পত্র অল ত্রিপুরা সিনেমা ওনার্স এসোসিনের সেক্রেটারীর নিকট দাখিল করেন। উক্ত দাবী পত্রের প্রতিলিপি বিভিণনে সিনেমা হলের মালিক ও শ্রম বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। সিনেমা ওয়ার্কাসদের বর্তমান বেতন হার গত ১৯৭৫ ইং এর এপ্রিল মাসে চালু হয় এরপর ১৯৭৮ ইং এর ২৪শে মার্চ ত্রিপুরা সিনেমা ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন বেতন হার পুনর্বিন্যাসের দাবী করেন। দাবী পূরণ না হওয়াতে সিনেমা ওয়ার্কাস গণ বাধ্য হইয়া ধর্মঘট করেন। তৎপর ১৯৭৮ ইং ১০শে জুলাই তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে উক্ত বিরোধের মীমাংসা হয়। মীমাংসার সর্তানুযায়ী ওয়ার্কসগণ ১০ দশ টাকা মূল বেতন ও ২৫ (পঁচিশ) টাকা মূল্যভাতা ভাতা পাওয়ার অধিকারী হন।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮১ ইং র ২৭শে এপ্রিল তারিখে ওয়ার্কস এসোসিয়েশন নূতন বেতন হার দাবী করেন। এবার ও একটি ইনীক্রমেনট ও স্পেশাল ডিনারনেস এলাউন্স ২৫ (পাচশ) টাকা পাওয়ার সর্তে এই শ্রম বিরোধের মীমাংসা করা হয় ইহা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ১৯৭৫ ইং বেতন হার চালু হওয়ার পর ১৯৮১ ইং পর্যন্ত দুইবারই বেতন হার পূর্ণাবাস্যাসের দাবী সত্বেও তাহাদের মূল দাবী পূরণ হয় নাই।

পরবর্তী অধ্যায়ে ১৯৮২ ইং ২রা নভেম্বর সিনেমা ওয়ার্কস এসোসিয়েশন নূতন হার দাবী করেন। ১৯৮২ইং র নভেম্বর হইতে ১৯৮৩ ইংর ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক শ্রম দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠকে অল ত্রিপুরা সিনেমা ওনার্স এসোসিয়েনের সেক্রেটারী মোটামুটি ভাবে পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধির সুযোগ সহ একটি নূতন বেতন হারের প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাব সিনেমা ওয়ার্কস এসোসিয়েশন

গ্রহণ করিতেন অসম্মত হন এবং দাবী করে যে ওয়াকার্স এসোসিয়েসন তাহাদের দাবী পত্রের সংগে যে বেতন হার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতেই আলোচনা চলা সম্ভব। মালিক উহাতে অস্বীকৃত হন। সিনেমা ওয়ার্কার্স এসোসিয়েসন তাহাদের ১৯৮৪ ইং এর ৮ই মার্চ এক চিঠিতে অল ত্রিপুরা সিনেমা ওনার্স এসোসিয়েসনকে জানান যে দাবী পূরণের জন্য তাহারা ১৭ই মার্চ ১৯৮৪ ইং তারিখে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করিবেন এবং ২৩শে মার্চ ১৯৮৪ইং পর যে কোন দিন হইতে লাগাতার ধর্মঘট শুরু করিবেন।

উপরোক্ত অবস্থায় ১৫ই মার্চ, ৯৮৪ ইং তারিখে ধর্মঘট এড়ানো ও আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠ মীমাংসার জন্য আমার উদ্যোগে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে অল ত্রিপুরা সিনেমা ওনার্স এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশানের দাবী অধিকতর সহানুভূতির সহিত বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং শীঘ্রই পরবর্তী বৈঠকে তাহাদের সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করিবেন বলিয়া সম্মতি জানান।

সরকার সর্বাত্মভাবে যে উভয় পক্ষের সমঝোতার জন্য প্রচেষ্টা নিয়াছেন। আশা করা যায় উভয় পক্ষ একটি গ্রহণ যোগ্য সমাধানে পৌছিতে পারিবেন। শিল্পে শান্তি ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী পূরণ দুই-ই সরকারের নিকট কাম্য।

সরকার আশা করেন, তারা যেন ইতিমধ্যেই মীমাংসার জন্য অগ্রসর হন। শ্রমিকদের দাবী অত্যন্ত ন্যায্য।

শ্রীমানিক সরকার—১৯৭৫ সনের যে বেতন হার ছিল এবং যার পুনর্বিন্যাসের জন্য শ্রমিকেরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছেন এখন যে বেতন কাঠামো সেটা ১৯৭৫ সনের বেতন কাঠামোর চেয়েও খারাপ কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত—গেটকিপার, নাম্বার ম্যান, দারোয়ান, পিওন, নাইটগার্ড পোষ্টার ম্যান, সুইপার, হাউসক্লীনার তাদের বেতনের বর্তমান স্কেল—৯০ থেকে ২০৫ টাকা অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার ড্রাইভার, অ্যাসিস্টেন্ট ইলেকট্রিসিয়ান, তাদের সকল—১১৫ থেকে ২২৫ টাকা, বুকিং অ্যাণ্ড আদার্স ক্লার্ক—তাদের বেতনের সকল—১২৫ থেকে ২৬০। ইঞ্জিন ড্রাইভার ইলেকট্রিসিয়ানদের বেতনের হার—১২৫—২৭০ টাকা। সুপারভাইজার অ্যাকাউন্টেন্টদের বেতনের হার—১৫৫—২৭৫ টাকা। চীফ অপারেটার — ২০৫ থেকে ৩৭৫ টাকা, অপারেটরের ১৬৪—৩০২০ টাকা, ১৪৫—২৯০ টাকা। এবং ১৪০—২৭৫ টাকা

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ আজ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীদেববর্মা উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। শ্রীদেববর্মার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে আজ বিবৃতি দিতে না পারলে তিনি কোন দিন দিতে পারবেন তা জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে ২৯শে মার্চ একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৯শে মার্চ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহার নিকট হইতে আজ আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটিতে আমি আমার সম্মতি দিলাম। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (অগ্নিনির্বাপক) মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে। যদি আজ তিনি বিবৃতি দিতে না পারেন তবে পরবর্তী একটি তারিখ তিনি আমাকে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই সম্পর্কে ২৯শে মার্চ একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—৩০শে মার্চ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাসের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আজ পেয়েছি। মাননীয় নারায়ণ দাস উপস্থিত নেই। সুতরাং নোটিশটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইল।

আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। "আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মহোদয়ের কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ১৫ই মার্চ ১৯৮৪ইং গভীর রাতে রমেশ হাইস্কুলের (উদয়পুর) প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এর বাড়ীতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা নিক্ষেপের ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রকাশ গত ১৫ই মার্চ ১৯৮৪ইং তারিখ রাত্রি আনুমানিক ১২টার পর যে কোন সময়ে কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতিকারী উদয়পুর রমেশ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাসগৃহের বাহিরে দেওয়ালে একটি পটকা নিক্ষেপ করে। ঐ বোমার আওয়াজ প্রধানশিক্ষক মহাশয় প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য টর্চ বাতি জ্বালাইয়া ঘরের বাহিরে আসেন এবং

যে স্থানে বোমার আওয়াজ উপলব্ধি করা গিয়েছিল ঐ সন্ধান পরিদর্শন করা কালীন কোন দুষ্কৃতি কারীদের দেখিতেপান নাই।

উপরুক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উদয়পুর থানায় ১৬-৩-৮৪ইং তারিখে থানার রোজ নামচায় ৭৪২ নং ডাইরীভুক্তক্রমে উদয়পুর পুলিশ ফৌজদারী কার্যনির্ধির ১৫৭ ধারা অনুস্থিতিতে তদন্তকার্য্য শুরু করেন।

প্রাথমিক তদন্তে ইহা প্রাতিয়মাণ হয় যে আগামী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কোন পরীক্ষার্থী প্রধানশিক্ষক মহাশয়কে নলক ধরা হইতে বিরত থাকার জন্য ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের বাড়ীর বাহিরের প্রাচীরে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। বোমা নিক্ষেপের ফলে কেহ হতাহত হইয়াছিল। এরূপ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ স্থানে অস্থায়ীভাবে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকরের সহযোগীতায় পরীক্ষা শান্তি ভাবে গৃহীত হয়েছে। এই ঘটনায় এখানো কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীজওহর সাহা—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। গত ১৫ই মার্চ তারিখে উদয়পুর রমেশ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে বোম নিক্ষেপের ব্যপারে আজ পর্য্যন্ত কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা? এবং এই ঘটনা যে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কারণ শ্রীদত্ত মহাশয় ত্রিপুরার মধ্যে একজন প্রখ্যাত শিক্ষক, কাজেই উনার নিরাপত্তার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি বলেছি যে এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে সেখানে পুলিশ পিকেট বাসনো হয়েছে। স্যার মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় অবগত আছেন যে গত মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র করে আগরতলা এবং আরোও কয়েকটি জায়গাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আর এই সমস্ত ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য এস, এফ, আই, ডি, ওয়াই এফ, প্রভৃতি ছাত্র সংগঠনগুলি, অভিভাবকবৃন্দ এবং শিক্ষক সংগঠনগুলি সব জায়গাতে সভা-সমিতি এবং মিছিল ইত্যাদি করে ঐ সব সমাজদ্রোহী কাজ থেকে নিবৃত হওয়ার জন্য রাজ্যের সকল অংশের মানুষের কাছে আবেদন রেখে চলেছেন। তাদের এই উদ্যোগ অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য কারণ আমরা শুধুমাত্র পুলিশকেই শান্তি স্থাপনের হাতিয়ার বলে মনে করি না, জনসাধাণ নিজেরাই সচেতন ব্যবস্থার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হয় তাহাই শ্রেয় বলে আমাদের গভর্ণমেন্ট মনে করেন।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ঘটনা ঘটার পর আর, কে

পুর থানায় অভিযোগ করার ১০ ঘণ্টা পরেও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছান নি এবং এই ঘটনার তদন্ত করেন নি, তার কারণ জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি যে তদন্ত-কার্য্য হচ্ছে আর উনি যে অভিযোগ করেছন পুলিশ সময় মতো ঘটনাস্থলে যান নি, তার সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ঘটনা রাত্রি ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে ঘটেছে এবং আর, কে, পুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরের দিনই পুলিশ ঘটনাস্থলে যান এবং সেখানে একটি পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। সেখানকার স্থানীয় মানুষ এই ঘটনাটিকে এভাবে না নিয়ে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গাতে সমাজদ্রোহীরা যে এটাকে ভণ্ডুল করতে যে চক্রান্ত চলছিল, তারই একটি অঙ্গ হিসাবে ধরে নিয়েছে। আর পরীক্ষা ব্যবস্থাকে শান্তি পূর্ণ রাখার জন্য প্রশাসন, ছাত্র শিক্ষক সকল অংশের মানুষ এগিয়ে এসে যে রকম সহযোগীতা করছেন, তা নিশ্চয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, মননীয় সদস্য নিজেই সেই স্কুলের একজন শিক্ষক. কাজেই উনি যে বক্তব্য এখানে রেখেছেন, তাকে আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— গত মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে আগরতলা শহর ও অন্যান্য অঞ্চলে যে সব বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটছে. তার পিছনে যে একটা চক্রান্ত আছে, তা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষ করে উদয়পুরে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে আগে থেকেই একটা কমিটি হয়েছিল, যাতে পরীক্ষা ব্যবস্থাটা শান্তিপূর্ণ ভাবে চলতে পারে। এবং ১৫ই মার্চ তারিখে সেই কমিটির. একটি মিটিং হয়, যেখানে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি কোন কোন স্কুলে পড়বে, তা ঠিক করার জন্য এবং মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি কোন স্কুলে পড়বে, তার একটা সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু চক্রান্ত কারীরা তাদের সুবিধা মত স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র না পড়ায় কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠে এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু অবগত আছেন কি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার পরীক্ষা কেন্দ্র কোনটি কোথায় হবে তা যে সব শিক্ষকরা পরীক্ষা নেবেন তারাই ঠিক করবেন। তবে পরীক্ষাটাকে ভণ্ডুল, করার যে চক্রান্ত হয়েছিল তা ঠিক।

মিঃ স্পীকার :— আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতী গীতা চৌধুরী মহোদয়কে কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ইং তারিখে খোয়াই মহকুমা দুর্গাপুর গাঁওসভার প্রধান শ্রীপ্রদীপ কুমার রায়-

মহোদয়কে পঞ্চায়েত অফিসে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতকারী কর্তৃক আক্রমন করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ইং তারিখ সকাল ৮—৩০ মিনিটের সময় কল্যানপুর থানাধীন দুর্গাপুর গাঁওসভার প্রধান শ্রীপ্রদীপ কুমার রায়, পিতা মৃত যোগেন্দ্র কুমার রায়, সাং দুর্গাপুর, স্থানীয় বীজ ভাণ্ডারের ভি, এল, ডাবলিও। শ্রীহারাধন ভৌমিক সহ তাহার বাড়ী হইতে শান্তিনগর পঞ্চায়েত অফিসের দিকে রওয়ানা হয়। শ্রীপ্রদীপ কুমার রায় যখন দুর্গাপুর সাকিনের শ্রীঅবিনাশ মোহন রায়ের বাড়ীর নিকটে পৌঁছনি তখন অতর্কিত ভাবে দুর্গাপুর সাকিনের শ্রীসত্য মোহন রায় পিতা শ্রীঅবিনাশ রায় (১) শ্রীপবিত্র মোহন রায়, পিতা শ্রীঅবিনাশ রায় এবং দুর্গাপুর, পার্শ্বের দিক থেকে তাহার উপর হামলা চালায় প্রথম উভয়ে ধরে তাকে রাস্তার উপর ফেলিয়া দেয়। তারপর শ্রীসত্যমোহন রায় তাহার গলায় টিপ দিয়া ধারে ও শ্রীপবিত্র মোহন রায় কিল ঘুষি মারিতে থাকে। তাহার চিৎকার শুনিয়া আশে পাশের লোকজন আসিলে আক্রমনকারীরা চলিয়া যায়।

উক্ত জবানপন্দীমূলে কল্যানপুর থানায় ১(২) ৮৪নং মোকদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৪১/৩২৩ ধারা মতে রুজু করা হয় এবং সাব ইন্সপেক্টার দুলাল পালক তদন্ত করার জন্য দেওয়া হয়। তদন্তকারী অফিসার তদন্ত কালে আক্রমনকারী দুইজনকে গ্রেপ্তার করেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয় বর্তমানে আক্রমনকারী দুজনে জামিনে মুক্ত আছেন।

ঘটনার তদন্তে সাক্ষ্য বাক্যে জানা যায় উক্ত ঘটনা পূর্ব শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমন করিয়াছে।

উক্ত মোকদ্দমার তদন্ত চলিতেছে এবং অভিযোগ পত্র আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে সত্বর দাখিল করা হইবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দুর্গাপুর গাঁওসভার প্রধান শ্রীপ্রদীপ কুমার রায় ও আক্রমনকারী শ্রীসত্যমোহন রায় দুজনই কংগ্রেস(ই)র লোক এবং গত নির্বাচনে কংগ্রেসের(ই)র অফিস সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এটা ব্যক্তিগত ভাবে হয়েছে এবং পত্র পত্রিকায় ঘটনাটি এইভাবেই প্রকাশিত হয়েছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি যে গাঁওসাভার উন্নয়নের জন্য যে সব টাকা দেওয়া হয়েছিল তার থেকে কিছু টাকা এই প্রধান গায়েব করেছে ?

শ্রীনৃপেন, চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, সব কিছুই পুলিশ তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে, যখন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষ সি, পি, এম, র দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখনই সেই এলকার চক্রান্ত দ্বারা হয় কি ভাবে মানুষের মনে সন্ত্রাষ সৃষ্টি করা যায়—কিছুদিন যাবত সত্যমোহন রায় এবং গবিন্দ রায় এই ধরনের সন্ত্রাষ সৃষ্টি করে যাচ্ছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, তদন্ত চলেছে, নিশ্চয় এই সব বিষয়ের তদন্ত হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ঐদিন চক্রান্ত করে সকাল থেকে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ ভৌমিক, শ্রীরবীন্দ্র দাস, শ্রীগোপেন্দ্র দাস, শ্রী মহেন্দ্র দাস শ্রীমনীন্দ্র দাস, শ্রীদেবেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীনৃপেন্দ্র দাস শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীব্রজেন্দ্র দ'স শ্রীনিশিথ দাস, শ্রীগো পন্দ্র দাস, শ্রীরঞ্জিত সরকার, শ্রীহরেন্দ্র দাস, বিধুভ ভূষণ দাস শ্রীপীযুষ চৌধুরী এরা সকলে ভোর ৭টা প্রধানের বাড়ীতে আসে এবং সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে রাধারমন রায়কে আক্রমন করে এবং তাকে শাসন হয় যে তোমাকে সি, পি, এর, ছাড়তে হবে এবং তাকে আটকে রেখে তার কাছ থেকে মুচলেয়া আদা করা হয়। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে। এই প্রণাকৃষ্ণ চৌধুরী সে বছরের ৬মাস বাংলাদেশে কাটায় আর বাকী সময় দূর্গাপুরে এসে এই ভাবে সন্ত্রাষ চলায় সি, পি, এম,র লোকেরা কোন মিছিল মিটিং করতে পারে না। এলাকার জনসাধারনের উপর হুমকী দেয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার,—মাননীয় সদসকে অনুরোধ করব এই সব ব্যাপারে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করুন, পুলিশ নিশ্চয় এই সম্পর্কে ব্যবস্থার নেবেন।

'বিজনেস এডভাইজারী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট সভায় উত্থাপন, বিবেচনা ও পাশ করা'

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল বিজনেস এডভাইজারী কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট সভায় পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।

বর্তমান অধিবেশনের ২৮শে মার্চ, বুধবার, ১৯৮৪ইং তারিখ হইতে ৩০শে মার্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি পূর্বে ঘোষিত সময় সূচীর পরিবর্তন করিয়া বিবেচনার জন্য বিজনেস এডভাইজারী কমিটির যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই দ্বিতীয় রিপোর্টটি সভায় পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবিমল সিংহ (উপাধ্যক্ষ) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার বর্তমান অধিবেশনের ২৮শে মার্চ বুধবার হইতে ৩০শে মার্চ শুক্রবার, ১৯৮৪ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচীর পূর্ব ঘোষিত সময়সূচীর পরিবর্তন করিয়া আলোচনার জন্য বিজনেস এডভাইজারী কমিটি যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন। তার দ্বিতীয় রিপোর্ট আমি এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার—এখন রিপোর্টটি সভার বিবেচনায় জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবিমল সিংহ (উপাধ্যক্ষ)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করিতেছি যে "বিজনেস এডভাইজারী কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের এই সভা একমত।"

মিঃ স্পীকার—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "বিজনেস এডভাজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘনেটর সহিত এই সভা একমত।"

(প্রস্তাবটি সভায় ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

Discussion Voting on the Demands for Grants for the year 1984—85

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভার সামনে উত্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কর্যাসূচীতে মোট ১৫টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলি উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলিও (কাট মোশান) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমষ্টি ব্যায় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলির (কাট মোশান) উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলির (কাট মোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূলব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আর এখন যে সমস্ত মাননীয় সদস্য হাউসে অনুপস্থিত তাদের ছাটাই প্রস্তাবগুলি বাতিল বলে গণ্য করা হল। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছ থেকে তাঁর দলের যে সকল মাননীয় সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি তালিকা আমাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য রতি মোহন জমাতিয়াকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমার যে দুটো ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলি হল—ডিমাণ্ড নং ৩, মেজর হেড ২১৫, ডিমানড নং ১০ মেজর হেড ২৭৭ ক, সেগুলিকে আমি সমর্থন করে খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমার বক্তব্য পেশ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩, মেজর হেড ২১৫তে দেখা যাচ্ছে মোট টাকা ধরা হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা। আমরা দেখছি। লক্ষ লক্ষ টাকা বাইট্যাট ইলেকশনের জন্য চাওয়া হয়েছে সেটা যুক্তি যুক্ত মনে করি না ম্যাটেনেনসে ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। বিগত ১৯৮৩—৮৪ সালে এখানে ধরা হয়েছিল ৪লক্ষ টাকা। এবার ১৯৮৪—৮৫ সালে ধরা হয়েছে ২৫ টাকা। কাজেই এখানে যে ইলেকশনের জন্য যে টাকাটা ধরা হয়েছে আমি মনে করি শাসক দলের নিজেদের লোকদেরকে সমস্ত টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য বিরাট একটা অংক এখানে

রাখা হয়েছে। কাজেই এটা যুক্তি গ্রাহ্য বলে মনে করি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরেকটা হল ডিমাণ্ড নং ২০; মেজর হেড ২৭৭ এখানে আমরা দেখছি বিরাট একটা অংকের টাকা প্ল্যান এবং নন্ প্ল্যানে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি প্রাইমারী, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলি বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে স্কুলগুলির স্কুল ঘর নেই, তরজা নেই, ছানি নেই. জানালা নেই। যেমন কোয়াই-মুড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল সেটা বিগত বন্যায় পড়ে যায়। কিন্তু অনেক আবেদন নিবেদন করেও সেখানে কিছু করা হয় নি। এটা লক্ষ্পতি গাঁও সভাতে অবস্থিত দেবতামুড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল। সেটার ঘর নেই স্কুল ইন্সপেক্টর, এডুকেশন মিনিষ্টারের কাছে আবেদন করেও হয় নি। এখানে ধলামারবুম, নোয়াবাড়ী যে সমস্ত স্কুল রয়েছে সেখানে স্কুলের কোন সরঞ্জাম নেই, শিক্ষক নেই, এরকম একটা অবস্থা। তারপরে দেখেছি মাতাবাড়ী ব্লক স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে থাকা স্বত্বেও এটাকে এ, ডি, সির বাহিরে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে তারা বিভিন্ন-ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতার জন্য চক্রান্ত করছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা টাকা আতম্সাত করার জন্য এ টাকাটা এখানে ধরা হয়েছে। সেই জন্য এই বাজেট গ্রহণ যোগ্য নয়। কাজেই আমার যে কাট মোশনগুলি এখানে উল্লেখ করলাম সে-গুলকে আমি সমর্থন করে এবং বাজেট প্রাস্তবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

AFTER RECESS AT 2 P M.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলব না। আমার পরিবর্তে নগেন্দ্র বাবুকে বলতে দেওয়া হউক।

শ্রীরশীন্দ্র দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের আর কতটুকু সময় আছে?

মিঃ স্পকারঃ—রতিবাবু পাঁচ মিনিট বলেছেন বাকী ১২ মিনিট আপনাদের আছে। ঠিক আছে, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার মধ্যে আমি আমার কাট মোশন এনেছি এবং বিরোধী দলের তরফ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন আনা হয়েছে তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং-৪৫, মেজর হেড-২৬৮ ষ্টেট লটারীর জন্য ধরা ৪০ লক্ষ টাকা। ৩৫ লক্ষ টাকা প্রাইজের জন্য এবং ৫ লক্ষ টাকা অফিস অ্যাকস্পেনসের জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ঘোষণা দিয়েছেন, ষ্টেট লটারী হচ্ছে, ব্ল্যাক মানিকে সাদা করার একটি ভাল পথ।

এটা যেহেতু বে-ম ইনী এব স্বার্থে বিরোধী সে ক রনেই নাকি এটা টোটেলি বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আবার রাজ্য বাদীর মাথায় ৪০লক্ষ টাকার বোঝা কেন দেওয়া হল সেটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। আমি লক্ষ্য করেছি, এখানে ষ্টেট লটারীতে কিছু দলীয় ব্যাপার আছে। এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের দলীয় লোকদের রক্ষার জন্য অফিস আকমেপ্নসের ব্যবস্থার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। নাহলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন না, যেখানে অফিস ঘরই নেই সেখানে অফিসের বাড়ীর জন্য ভাড়া দেওয়া হচ্ছে কি না? মিঃ স্পীকার স্যার, এ-খানে আমার আর একটি কাট মোশান আছে, অম্পিনগরে একটি আাডল্ট স্কুল সেন্টার খোলার জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬, মেজর হেড-৩৬৩ Compensation and Assignments to Local bodies, and Panchayat Raj Institutions মিঃ স্পীকার স্যার, এই পঞ্চায়েত রাজ সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার অনেক কথা বলে থাকেন, বামফ্রন্ট সরকার নাকি এদের হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার তুলে দিয়েছেন গ্রামের মানুষের জন্য এবং গ্রাম্য লেভেলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছেন ইত্যাদি সোচ্চার হন। কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, এইবার যখন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিলেন দেখা গেল, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং সুপরিকল্পিত ভাবে সরকারী নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ৯ তারিখে প্রকাশ করা হল; ১১ নবেম্বর তারিখের মধ্যে আপত্তি জানাতে হবে এবং তারপরে ফাইনাল হয়ে যাবে। ৯ তারিখে অনেক অফিসে গিয়ে কাগজই পৌঁছয় নি। ১০ তারিখে রবিবার, অফিস বন্ধ ছিল। ১১ তারিখে খবর দেওয়া হল, পাবলিকেশন চলছে। সি পি, এমদের হাতে হাতে ডিলিমিটেশন এর পাবলিকেশন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এর থেকে আর অগণতান্ত্রিক কাজ কি হতে পারে? ১২ তারিখ সোমবার অফিসিয়াল ডেতে আমি নিজেও অমরপুরে হাজির হলাম, অবজেকশান গুলির হিয়ারিং পর্যন্ত হল না। বার বার বলা হয়েছে, বার বারই সমর্থন করা হয়েছে। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে অফিসারদের আলাপ আলোচনা হয়েছে, চক্রান্ত কনস্টিটুয়েন্সি তৈরী করেছেন। অমরপুরের গোবিন্দটিলা একটি টিলা। সেখানে আগে চুয়েন্সি ছিল। কিন্তু এইবার যখন দেখা গেল গোবিন্দটিলার একটি অংশে কিছু মাত্র সি, পি, এম, রয়েছে, তখন সেই সি, এম সমর্থিত অংশ টুকু রেখে বাকী অংশ টুকু আর একটি কনসটিটিযেন্সির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। অর্থ্যাৎ, ভাগ করে বলে দেওয়া হল, এটা আর গোবিন্দটিলার অন্তর্গত নয়, এটা অন্য কনসটিটিউয়েন্সিতে চলে যাবে। পশ্চিম সংবং এ পুরান কসকো এবং নূতন কসকো যেহেতু টি, ইউ জে, এস এর সম্পর্ক বেশী তিন মাসেরার আছেন, কাজেই আগে ভাগে থাকা সত্বেও জুড়ে দেওয়া হল। চক্রান্ত করে এই ডিলিমিটেশান তৈরী করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে বহু প্রমান আছে, সি, পি, এম, সরকার

এলাকায় গিয়ে আলাপ আলোচনা না করেই, এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ না করে, প্রধানদের সঙ্গে, মেম্বারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেই কাউকে জানতে না দিয়ে চক্রান্ত করে কন্সিটিয়েন্সি করে ফেললেন শুধু মাত্র দলীয় লোকদের এবং অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করেই। এইভাবে ডিলিমেন্টশনের মাধ্যমে বিরোধী দলের শক্তিগুলিকে ভেঙ্গে দেবার যে চক্রান্ত বামফ্রন্টে সরকার করছেন রাতের অন্ধকারে তার জন্য প্রশংসা করা যায়। অবজেকশন আমা সত্বেও বন্টিল করা হয় নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আর এমন ভাবে তারিখ দেব হয়েছে যা সত্যিই চমৎকার হয়েছে। ৯ তারিখ শুক্রবার, ১১/১২ সেকেণ্ড সেটারডে ও রবিবার, কাজেই সি, পি. এম, এর যেসব ওয়ার্কার আছে তাদেরই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার এত বড় অগণতান্ত্রিক কার্যাকলাপ এবং বিরোধী দলের শক্তিকে নষ্ট করে দেবার যে চক্রান্ত সেই চক্রান্তের কথাই এখানে এই ডিমান্ড নাম্বার ২৬. মেজর হেড — ৩৬৩ এর মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। এটা চক্রান্ত করেই করা হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। যে সমস্ত অবজেকশান করা হয়েছিল এই গুলির হিয়ারিং হয় নি বাতিল হয়েছে। পশ্চিম ডলুয়া— সেখানে ডিলিমিটেশন হয়েছে সেখানে সবাই সমর্থন করেছে কিন্তু মাত্র দুই জন সি, পি. এম, সমর্থন করে নি। কিন্তু রাতারাতি পালটে গেছে। সমস্ত জায়গায় এই রকম চলছে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার বিন্দু মাত্র রক্ষা করা হয় নি। মিঃ স্পীকার স্যার, সে দিন সাক্রান গিয়েছিলাম সেখানেও ঠিক একই অবস্থা। কাজেই আমি বলব, বামফ্রন্ট সরকার আজ এখানে যে সব কথা বলছেন যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছুই করছেন, তা মিথ্যা।

আজকে গনতন্ত্র রক্ষার জন্য, গনতন্ত্রকে প্রসারের জন্য না হোক অন্ততঃ স্থিতিশীলতার জন্য সদস্যদের যে অবজেকশান রয়েছে সেগুলি মানতে হবে এবং আমাদের দাবী হচ্ছে যে, ডিলিমিটেশান করা হয়েছে, সেটাকে বাতিল করা হোক এবং নুতন করে করার জন্য নির্দেশ জারী করা হোক। বিরোধী দর অবজেকশানগুলি যাতে সময় মত হিয়ারীং হতে পারে তার জন্য গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেওয়া হোক, ফাইনাল পাবলিকেশনের ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু এই প্রশাসনকে সম্পূর্ন কবজায় রেখে বিরোধী দর কোনঠাসা করে দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচন যে কালো উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, যে ঘৃনা উদ্দোগ্য নেওয়া হয়েছে আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি এই হাউসে এই আলোচনার আগে এটা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রী এবং লীডার অবুকে হাউসকে তাদের বক্তব্য রাখার জন্য দাবী জানাচ্ছি এবং আমাদের এই দাবী মানতে হবে। গনতন্ত্রকে কন্ঠরোধ করে প্রশাসন স্তরে পঞ্চায়েত গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তছনচ করে সম্পূর্ন বিধ্বস্ত করা হয়েছে। আজকে

এই পাঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকার এখানে বাজেট পেশ করছেন। কাজেই এই বায় বরাদ্দের দাবী নিয়ে আলোচনার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে হবে। যে ডিলিমিটেশান তৈরী করা হয়েছে এটা গনতন্ত্র স্বার্থবিরোধী হয়েছে। তাই এই ডিলিমিটেশান নুতন করে করতে হবে। সরকারী আইনমত আমাদের অবজেশান গুলির কোন হিয়ারীং হলো না, কেন আমাদের অবজেকশান গুলিকে ফেলে রাখা হলো? কেন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দলবাজী করে গনতন্ত্রের ভাবমুর্ত্তিকে নষ্ট করা হলো? এরই প্রতিবাদে আমরা দাবী করছি ডিলিমিটেশানকে বাতিল করতে হবে। উনারা কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে দিতে রাজী নন। তাদের দলীয় সমর্থকরা বাড়ী বাড়ী বলছে—তোমাদের কাগজ পত্র নেই, লিষ্টে তোমাদের নাম তুলব না। কিন্তু সি, পি, আই (এম) সমর্থকদের বাড়ী গিয়ে ১০ বছরের শিশুটির নাম পর্য্যন্ত ওরা তালিকা ভুক্ত করছে। দলীয় ক্যাডাররা বেছে বেছে কংগ্রেস (আই), টি, ইউ, জে, এস, ঘর গুলি বাদ দিয়ে যাচ্ছে। স্যার, আমি দাবী জানাচ্ছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এখানে ঘোষণা দিতে হবে যে — এই অগনতান্ত্রিক কার্য্য কলাপের তিনি সমর্থন করেন না এবং যেটা করা হয়েছে সেটাকে বাতিল করে ডিলিমিটেশান করবেন। এই ঘোষণা হাউসে আমরা চাই স্যার, আজকে গ্রামে গ জ্ঞ বিক্ষোভ চলছে, বিডিও ঘেরাও হচ্ছে, অমরপুরে মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হচ্ছে। গনতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ চলছে, আমরা যে সমস্ত দরখাস্ত দিয়েছি সেগুলির প্রতি কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। আমরা দাবী জানাচ্ছি এই ডিলিমিটেশানকে বাতিল করতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নূতন করে পঞ্চায়েত গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবেন কিনা, আমরা জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, আপনি বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, আমি জানতে চাই, পঞ্চায়েতকে ধ্বংস করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা বাতিল করা হবে কিনা পঞ্চায়েতকে বিদ্রোহের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এটা গনতান্ত্রিক পঞ্চায়েত নয়, এটা সম্পূর্ন ভাবে দলীয় পঞ্চায়েত।

মিঃ স্পীকার :—সদস্য আপনি বসুন। সভার একটা কানুন আছে, সেটা মেনে চলতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র :—এই ডিলিমিটেশান বাতিল করা, আমি জানতে চাই?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময়ে শেষ হয়েগেছে, আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—না বসব না। পঞ্চায়েতকে রক্ষা করতে হবে। গনতান্ত্রিক কাঠামোকে রক্ষা করতে হবে। মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী পঞ্চায়েতকে রক্ষা করবেন কিনা আমি জানতে চাই ?

মিঃ স্পীকার :—আপনি বসুন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানু লাল সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :—স্যার, হয় মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে বক্তব্য রাখতে দিন, নয় মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী এখানে ঘোষনা দিন যে, ডিলিমিটেশান করা হয়েছে সেটাকে বাতিল করা হবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই ভাবে আপনারা হাউসের কাজে বাধার সৃষ্টি করতে পারেন না। আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা বসুন।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী সময়মত তাঁদের বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমরা এই ব্যয় বরাদ্দের আলোচনার আগে এ সম্পর্কে বিবৃতি চাই।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীভানুলাল সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন করেছেন, ব্যয় বরাদ্দ গুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নং ৩ নির্বাচন খাতে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে বাজেটের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচন বিভিন্ন খরচের জন্য এই অর্থের সংস্থান এখানে রাখা হয়েছে এই ছাঁটাই প্রস্তাব এনে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা পুরো টাকাটাই বাতিল করতে চেয়েছেন। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, আমি জানি না এই নির্বাচন সুষ্ঠভাবে হবে কিনা। ডিমাণ্ড নং ১১, ফায়ার প্রোটেকশান এ্যাণ্ডকনট্রোল খাতে ১, ১০, ৫২, ০০০ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যাতে পুলিশ কমিশান যে রিকমণ্ডেশান করেছেন, তাদের রিকমণ্ডেশান বাস্তবায়িত করা যায় সাথে, ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস বাহীনি উগ্রপন্থী দমনে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে, তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা সেখানে রাখা হয়েছে। গত বৎসরের তুলনায় এই খাতে ২.৩ কে শতাংশ টাকা বেশী ধরা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা প্রচুর কাটমোশন এনে পুলিশ বাজেটের বিরোধীতা করার চেষ্টা করছেন।

কংগ্রেস (আই) এবং টি,ইউ,জি,এস পুলিশ বাজেটের বিরোধীতা করছেন। আমরা

দেখেছি সকাল বেলা অধিবেশনের সময় কংগ্রেস (আই) এই বিধান সভার আইন-শৃংখলাকে বানচাল করার জন্য এক পক্ষে কংগ্রেস (আই) এবং এখন অপর পক্ষে টি.ইউ,জি,এস আমরা জানি না, বার বার এই বিরোধী দলগুলি দায়িত্বহীন ভাবে রাজ্যের আইন-শৃংখলাকে অবনতি করার মধ্য দিয়ে পুলিশ বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে বাধা করছেন এক দিকে আর অন্য দিকে যখন বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে তখন পুলিশ খাতে কেন বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে তা নিয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যারা বিরোধীতা করছেন। আজকে তাঁরা জন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বিধান সভার ভিতরে আলোচনায় পর্য্যন্ত অংশ গ্রহন করার ধৈর্য্য নেই তাঁদের। তাঁরা এণ্টিশোস্যাল বা

(গণ্ডগোল)

আমরা দেখেছি সেখানে উগ্রপন্থীরা তাদের জামা-কাপড় পালটিয়ে ভদ্র পোষাক পরে এসে বিধান সভার ভিতরে উগ্রতা শুরু করেছেন, তার জন্য মনে হয় এই পুলিশ বাজেটকে আরও বাড়াতে হবে। কারন বিধান সভার ভিতরে আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য আরও কয়েক লক্ষ টাকা হয়তো খরচ করতে হবে। আমরা দেখছি এখানে গণতন্ত্র বলতে কিছু দেখা যাচ্ছে না—

(গণ্ডগোল)

কারন জনগণ আমাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছিল এখানে জনগণের সেবা করা জন্য।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় সদস্যরা আপনারা বাধার সৃষ্টি করবেন না। আপনাদের বসার জন্য অনুরোধ করছি, আপনারা বসুন।

শ্রীভানু লাল সাহা—ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ এর মধ্যে যে টাকা পয়সা ধরা হয়েছে আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং এই ডিমানেডর উপর যে কাট মোশান এসেছে তার বিরোধীতা করছি। এছাড়া আমরা দেখেছি ডিমান্ড নাম্বার ৩, সেখানে নির্বাচন খাতে টাকা ধরা হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় করে সেখানে নির্বাচন হবে।

এই সময় বিকাল ৪ ঘটিকায় টি.ইউ,সি.এস এবং নির্দল সদস্যরা ওয়াক-আউট করলেন

শ্রীভানু লাল সাহা - বিধান সভার নির্বাচন হবে, লোক সভার নির্বাচন হবে, পঞ্চায়েতের নির্বাচন হবে তার জন্য প্রয়োজন অর্থের। সেই প্রয়োজনের জন্য যখন অর্থ রাখা হয়েছে তখন আমরা দেখছি বিরোধী সদস্যরা সমর্থন করেছেন না। তাঁরা বলছেন নির্বাচন চাই না, কারন নির্বাচন তাঁদের আতংক হয়েছে, নির্বাচনে গেলে তাঁরা জনসাধারনের সমর্থন পান না, তাই নির্বাচন খাতে কোন টাকা রাখতে তাঁরা রাজী নয়। কিন্তু আমরা দেখছি পঞ্চায়েত নির্বাচন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা শুধু কাট মোশানের মধ্য দিয়েই বিরোধীতা করছেন না, । ওরা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এবং ওয়াক-আউটের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাবে তাঁরা প্রমান করছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচন

হয়ে যাবে, কারন নির্বাচন তাঁরা করতে দেবেন না' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন করতে হবে। হয়তো বা আজকে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে বছরের শেষে আবার সাপ্লিমেন্টারী করে এই ডিমাণ্ডের টাকা বাড়াতে হবে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা পরিকল্পিত ভাবে এইগুলি করছেন আইন-শৃংখলাকে বিপন্ন করার জন্য। বছরের প্রথম থেকে এটাই তাঁরা শুরু করেছেন। এছাড়াও পঞ্চায়েত রাজের টাকা কামানোর জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলছেন, কারন বক্তব্য রাখতে গিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন, এটাই তাঁদের মাথার মধ্যে চলে এসেছে। আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আছে এবং এটা যাতে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে না থাকে সে চেষ্টা করেও যখন এই রাজ্যে আইন-শৃংখলা বিপন্ন করা যাচ্ছে না, তখন তাঁরা বিধান সভার ভিতরে বিরোধীতা করছেন। কিন্তু আমরা কি দেখছি? সারা ভারতবর্ষে যেমন, পাঞ্জাবে আজকে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রন করা যাচ্ছে না, প্রতি দিন উগ্রপন্থীদের হাতে, খালিস্থানীদের হাতে লোক নিহত হচ্ছে মন্দিরের পুরোহিত নিহত হচ্ছে, রেল লাইন উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে রোজ ২।৩ টা করে। পার্লামেন্টে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীর বিবৃতির মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের যে আইন-শৃংখলার অবনতির দিক দিয়ে তাঁরা শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছেন এই রকম ঘোষনা করেছেন। আমাদের রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা যতই নিয়ন্ত্রনের রাখার চেষ্টা করা হয় না কেন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সেখানে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা নিশ্চয়ই ডিমাণ্ড নং ১১ - এ পুলিশ বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি এবং আমরা চাই না যে প্রতি বছরই পুলিশখাতে বাজেটে টাকা বাড়ুক, কিন্তু পুলিশকে যে ভাবেই হোক আইন শৃঙ্খলার মোকাবিলা করতে হবে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন তাঁরা করতে দেবেন না এবং ডিমাণ্ড নং ৩ এর সঙ্গে ডিমাণ্ড নং এলিভেটন সংযুক্ত এর দাবি, এটা প্রতিটি ব্লক হেডকোয়াটারে এখনও করা যায় নি। শুরু করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার ভাষণে বলেছেন যে ফায়ার ব্রিগেড দেওয়া হবে এই বছরে গণ্ডাছড়া এবং তার একটি জমগায়, তার জন্য কিছু টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেই বরাদ্দেরও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করছেন এবং মিড-ডে মিলের জন্যও যে টাকা ধরা হয়েছে তার জন্য তাঁরা বিরোধিতা করছেন .কিন্তু তাঁরাই আবার দাবী করছেন আরও নূতন স্কুল চাই, আরও শিক্ষক চাই শিক্ষাকে সম্প্রসরন করার জন্যও কিন্তু তার জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হবে সীমিত ভাবে সেই বরাদ্দের জন্যও তাঁরা বিরোধিতা করছেন এবং কাট মোশান আনেন। আমরা শিক্ষা খাতে নূতন স্কুল এর আসবাব পত্র কেনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার দাবী করে আসছি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি নাচক করে দিয়েছেন।

৪ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল সেটাও তাঁরা দিচ্ছেন না। শিক্ষা খাতে যা প্রয়োজন তার অধিকাংশ অর্থই এখানে ধরা সম্ভব হয়নি। সেই অবস্থার মধ্যে যা কিছু হচ্ছে শিক্ষা সংপ্রসারনের জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরোধী মনোভাব নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন ভাবে সমাজ বিরোধী, কাজ করছেন যেমন, স্কুল ঘরগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে' গত জানুয়ারী মাস থেকে এই পর্যন্ত অন্তান্ত: পক্ষে ২০ থেকে ২৫টি স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার জন্য সেখানে নূতন করে ঘর তুলতে হয়েছে।

শিক্ষার ব্যাপারে আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন আছে কারন নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ করতে হচ্ছে। যে স্কুল ঘর করতে হচ্ছে। যে স্কুলগুলি পোড়ানো সেগুলিকে আবার মেরমত করতে হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা খাতে টাকা বাড়ানোর জন্য তারা সেটাকে বিরোধিতা করছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার চায়না মানুষকে আর অন্ধকারের মধ্যে রাখতে। তারা জনগণকে আলোর দিকে নিয়ে যেতে চায়। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের তরফ থেকে যে, কাট মোশানগুলি আস ছ সেগুলি বিরোধিতা করে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। মিঃ স্পীকার স্যার আজকে যে সমস্ত বায় এখানে আনা হয়েছে আমি তাকে সমর্থন করি। ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য, ত্রিপুরার জনগনের অগ্রগতির জন্য এই ডিমাণ্ডগুলি এখানে আনা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী গ্রুপ থেকে যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে। আমি তার বিরোধীতা করি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যখন যেভাবে অগ্রগতির দিকে চলে যচ্ছে তাতে তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার যেখানে যেখানে উন্নয়নমূলক কাজ করতে যাচ্ছে, সেখানে তার বাধার সৃষ্টি করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ডিমাণ্ড ধরা হয়েছে তারা তাকে বিরোধিতা করছেন। তারা চাননা ত্রিপুরার মানুষ শিক্ষিত হোক। শিক্ষিত হলে পরে তাদের আর ত্রিপুরার বুকে চলবে না। তারা গনতন্ত্রকে ভালবাসেনা, ভালবাসতে পারে না। উনারা গনতন্ত্রকে হত্যা করে চলেছে। বিদ্রোহী বাহিনীয়া আত্মসমর্পন করার পর তারা যেন সহ্য করতে পারছেন যারা যারা আত্মসমর্পন করছেন তাদের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সবসময়ের জন্য দরজা খোলা আছে। আজকে পঞ্চায়েত ইলেকশান হতে চলেছে। সেখানে যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে না পারে তার জন্য মানুষকে উস্কিয়ে, মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না ত্রিপুরার মানুষ অত্যন্ত সচেতন। তারা তাদের সন্ত্রাসবাদীতে ভুলবেনা। আজকে তাদের গ্রামেও স্থান নেই শহরেও নেই; যার জন্য আজকে তারা উত্তেজিত। আজকে দেখা যায় তারা বিধানসভার ভিতরেও উত্তেজিত। কারণ তারা যখন দেখছেন সন্ত্রাস চালিয়েও মানুষকে বুঝতে পারছেনা, মানুষকে হাতে আনতে পারছেনা তখন তারা স্বাভাবিক কারনেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে হত্যা করাই তাদের কাজ। আমরা

চাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি চালু করতে। কিন্তু তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পছন্দ করেন না। কারণ তারা হচ্ছে ধনিক গোষ্ঠীর দালাল। তারা গরীব জনগনের হয়ে কাজ করতে পারেন না। কারণ কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে যে ত্রিপুরার জনগনের সার্বিক স্বার্থে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, তা তারা সমর্থন করতে পারেন না তারা ত কেবল প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন বিরোধিতা করার জন্যই। আমরা এই বিধানসভায় অনেক আগে থেকেই নির্বাচিত হয়ে আসছি। আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম, তখন তাদের মত কেবল হৈ চৈ করতামনা। যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে আমরা তর্ক করতাম। কিন্তু তাদের একই মুখে দুরকম কথা বোনা যায়। কথায় এক কাজে আর এক। সুতরাং তারা কতটুকু ভেলকবাজী জানেন তা তাদের কাজেই বুঝা যয়। আজকে আমরা যখন ক্ষমতাসীন তারা আজকে ভিতরে বাইরে সমানে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। স্কুল পুড়িয়ে দিচ্ছে, মানুষ খুন করছে রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ তাদের এখন বেশী সুবিধা হচ্ছেনা। সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশান তারা চাইছে এই ইলেকশানে সময় যদি কিছু করা যায়, তাহলে পরে ইলেকশানটাকে বাতিল করা যাবে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে করতে যাচ্ছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে আমি তাকে বিরোধীতা করে, ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস। শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেট আলোচনায় ডিমাণ্ডগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। যে ডিমাণ্ডগুলি আজকে হাউসে উৎথাপিত করা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা লক্ষ্য করছি বিরোধী পক্ষ থেকে ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে ডিমাণ্ড নং ১০, মেজর হেড ২২৭, ডিমাণ্ড নং ২০, মেজর হেড ৫০১, স্কুল সংক্রান্ত ব্যাপারে। শিক্ষার তারা বিরোধীতা করছে। বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করছে তারা তা বিরোধীতা করছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে শিক্ষার কি হাল ছিল। ইদানীং কালে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেল। আগে যখন পরীক্ষা হত, আমরা দেখেছি ৭২ এ, ৭৩ এ, ৭৪এ, ৭৫এ তখন গণটোকাটুকি চলত, শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ছিল। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, এবার ছাত্রদের মধ্যে একটা পরিকল্পিত ভাবে পরীক্ষার সময় গণ্ডগোলের সৃষ্টি করার জন্য তারা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ছাত্র, অভিভাবক, মাস্টার মশাই সবাইর

সহযোগিতায় তা শেষ পর্য্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে। এই ত এখন টুয়েলভ ক্লাস পরীক্ষা চলছে শান্তিপূর্ণ ভাবেই। তারা চাইছে এই ব্যবস্থাকে নষ্ট করার জন্য।

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক প্রসার ঘটিয়েছেন। শিক্ষা খাতে ১৩'৭৬ শতাংশ টাকা রেখেছেন। বামফ্রন্ট সারকারের লক্ষ্য আরও অনেক বেশী কিন্তু অর্থের অভাবে হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যদি প্রয়োজনী অর্থ পাওয়া যেত তাহলে আরও বেশী করা যেত। ১৯৮৩-৮৪ সালে শিক্ষা খাতে স্কুলঘর মেরামত করার জন্য, ছাত্রদের বসবাস সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য ৪ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল. কিন্তু শ্রীমতি গান্ধীর তরফ থেকে পাওয়া যায়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশরা যে নীতি অনুসরন করেছিল সে নীতির বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছিল, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছিল অন্ন, বস্ত্র চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি ভোগ করার জন্য আজকে স্বাধীন হওয়ার ৩৭ বৎসর পরও তার প্রয়োজনীয় উন্নতি হলনা। শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পা শেষ হয়েছে তাতে দেখা গেছে ১ম পরিকল্পনায় ৭.২১ শতাংশ টাকা বাজেটে রাখা হয়েছিল ৬.১৬ শতাংশ সেখানে খরচ হয়েছে ৫ ৮৩ শতাংশ, ৩য় পরিকল্পার রাখা হয়েছিল ৭.৪৭ শাতাংশ খরচ হয়েছে ৬ ৮৭ শতাংশ, ৪র্থ পরিকল্পনায় ধরা হয়েছিল ৫ ১৬ শাতাং খরচ হয়েছিল ৪.৪৯ শাতাংশ, ৫ম পরিকল্পনা রাখা হয়েছিল ৪ ৮৬ শতাংশ খরচ হ'য়ছিল ৩ ৩০ শতাংশ। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় যেটা মাত্র শেষ হল তাতে ধরা হয়েছিল ২-২০ শতাংশ সেখানে খরচ হয়েছে অনেক কম ১'১০ শতাংশ। ১৯৮৩ সালের বাজেট দেখা গেল প্রায় ০ ৯৯ শতাংশ শিক্ষা খাতে খরচ ধরা হয়েছে। কংগ্রেসের পূর্বসুরীদের এই শিক্ষার ব্যাপার জোরালো দাবি ছিল, কিন্তু তাদের সে দাবি কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও পালন করেনি। কংগ্রেস নেতা গোখলে ১৯৮০-৮১ সালে আইন সভায় বিল আনল যে শিক্ষা খাতে খরচ করতে পারছে না। অথচ এই বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা খাতে এখানে ২০ ভাগের বেশী খরচ করতে চেষ্টা করছে। শিক্ষা খাতে এই সরকার পর্যাপ্ত টাকা পাচ্ছেনা যদি পেত তাহলে শিক্ষার আরও উন্নতি ঘটত। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ত্রিপুরায় প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হয়েছে। ত্রিপুরায় মিডডে মিল চালু করায় ত্রিপুরায় ঘরে ঘরে গরীব ছাত্ররা উপকৃত হচেছ। বামফ্রন্ট সরকারের এই কল্যাণমুখী শিক্ষা নীতি বিরোধীরা বরদাস্ত করতে পারছেনা। তারা এটাকে বানচাল করতে চাইছে। আজকে আমরা দেখলাম অধিবেশনের শুরুর সময় থেকে বিরোধী কংগ্রেসীরা সভায় হৈ চৈ করে ওয়াক আউট করল। তারা চায় এই সরকার যাতে কোন অবস্থাতেই কল্যাণমুখী কাজগুলি করতে

না পারে। তাই শিক্ষার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তারা বিরোধীতা করছে, কাটমোশান আনছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সমস্ত কাট-মোশানগুলিকে বিরোধীতা করে এখানে যে আর্থিক বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন চক্রবর্তী

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণ যেসমস্ত ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে এবং সমস্ত কাটমোশানগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে যে ছাটাই প্রস্তাবগুলি এসেছে সেগুলি দেখে মনে হচে্ছ এটা একটা বামফ্রণ্ট সরকারের উপর আক্রমণ। শিক্ষা খাতে ২৭৭ ও ২০৯ যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে তারউপর কেন যে এইমোশাগুলি এসেছে তা আমরা জানি। শিক্ষার ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস আছে। রাজার আমল থেকে শুরু করে কংগ্রেস আমল পর্য্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অব্যবস্থা চলে আসছিল। ট্রাইবেলরা রাজার আমল থেকে শুরু করে কংগ্রেস আমল পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে বঞ্চিত ছিল। রাজার আমলেই বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তারপরে আমরা যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি তারাও এই আন্দোলনের প্রতি ঝাপিয়ে পড়েছি। এই কংগ্রেস আমলেও শিক্ষার ব্যাপারে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। ৮ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে গেলে বেতনের জন্য অনেক ছাত্রকে লাঞ্চনা সহ্য করতে হত। তারজন্য আমরা আন্দোলন করেছিলাম। আমাদের খোয়াইতে কলেজের জন্য আন্দোলন করাতে যে রক্ত ঝড়েছিল তা আজও আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে, কিভাবে আমাদের উপর পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করেছি। তাই সে সমস্ত ইতিহাসকে সামনে রেখে এই বামফ্রণ্ট সরকার শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করছেন। আজকে গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার আলো-গিয়ে পোঁছছে। দীর্ঘদিন কংগ্রেস সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে যে অনধকারে রেখেছিল আজকে এই সরকার তা থেকে মুক্ত করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অর্থ ধরা হয়েছে তাও অপ্রতুল। কারন বামফ্রণ্ট সরকার যে সকল নতুম নতুন শিক্ষা মূলক, সমাজ শিক্ষার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন। তবু সীমিত ক্ষমতার মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকার এই বাজেট করেছেন। আমরা দেখেছি যে আজকে বামফ্রণ্ট সরকার সকল স্কুলে মিড-ডে মিল চালু করেছেন। এইভাবে শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করবার জন্যে বামফ্রণ্ট সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন। সুতরাং বিরোধীরা এখানে যে কাট মোশান এনেছে তা রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বিরোধী। সুতরাং এই বাজেটকে সারা

ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সমর্থন করবেন ?

আজকে আমরা দেখতে পাই, গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত বিভিন্ন ভাবে বামফ্রন্টের কর্মসূচীকে রূপ দান করছে। আজকে গ্রামের পঞ্চায়েতকে গ্রামের সাধারন মানুষের সামনেই তাদের সারা বছরের হিসাব পত্র দিতে হয়। আমি সেদিন মোহরছড়া পঞ্চায়েত মিটিং এ উপস্থিত ছিলাম। আমি দেখলাম যে, সেই গ্রামের প্রধান গ্রামের উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে তার পূর্ণ হিসাব দিয়েছেন। তিনি যখন উল্লেখ করেন যে, গ্রামের বিভিন্ন স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের জন্য ১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে, তখন সেখানে উপস্থিত জনসাধারন হাততালির মাধ্যমে সহ প্রধানকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু আজকে এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে বামফ্রন্ট সরকার যে বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছেন তা বিরোধী দলের সদস্যরা সহ্য করতে পারছেন না তাই তারা এই কাট মোশান এনেছেন।

সুতরাং আজকে এখানে যে বাজেট আনা হয়েছে সেই বাজেট ত্রিপুরার ২১ লক্ষ মানুষের আশা আকাংক্ষাকে কিছুটা পূরন করতে পারবে। সুতরাং এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এবং স্বৈরতান্ত্রিক শক্তিগুলির সদস্যদের কর্তৃক আনীত কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্যে অনুরোধ করছি।

শ্রী বীরেন দত্ত : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ডিমাণ্ডের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই

আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে দ্রব্যমূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারন করা হচ্ছে। আগে যেখানে ন্যূনতম মজুরী ছিল ৫ টাকা সেখানে সে মজুরী ৪০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই ওয়েজ এ্যাক্টের আওতায় আনা হয়নি তাদেরকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মিষ্টির দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ইত্যাদি। মোটর শ্রমিকদের ও মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, এই সকল শ্রমজীবি মানুষ তাদের বাঁচার জন্যে ন্যূনতম মজুরীর জন্য সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন করছেন। বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের এই সকল ন্যায্য দাবী দাওয়া বিবেচনা করেই তাদের মজুরী বৃদ্ধি করেছেন। তার কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে এবং এটা প্রয়োগ করা হচ্ছে ত্রিপুরায়। মিনিমাম ওয়েজ এ্যাকটের কতগুলি ধারা আমরা সংশোধন করেছি। সেই বিলটি মধ্যে বলা হয়েছে। যে যদি কেউ মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট ভায়লেট করে তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপুট অ্যাক্ট আমরা অ্যামেনডমেন্ট করে পাঠানো। এটা কনকারেন্ট লিষ্টে আছে। সেজন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো। হয়েছে খোনাস

হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্ট স্বীকার করে নিয়েছে। এটা না হলে আন্দোলনের চেষ্টা চলছে। সেটা যাতে সংশোধন করা যায় তার জন্য একটা বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৬ হাজার করখানা কে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহতদের কমপেনসেনান দেওয়ার জন্য আমরা কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাতে দ্রুত কমপেনসেসান পওয়ার সুযোগ হবে। শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার জন্য আমরা ইতিমধ্যে কয়েকটি ক্লাস খোলার ব্যবস্থা করেছি। দ্বিতীয়তঃ কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যাতে তাদের নাম নথীভুক্ত করা যায়, সেই কাজ চলছে। প্রতিবন্ধীদের বেলায়ও আমরা ব্যবস্থা করেছি। সপনসরিং এর ব্যাপারে, নামযাতে পাঠানো হয় সেই ব্যাপারে নূতনভাবে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে, আমাদের নিয়োগ নীতি অনুযয়ী যাতে তাদের নাম যথাযথভাবে যায় তার জন্য নূতনভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেলফ্ এমপ্লয়মেন্ট স্কীম, তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগের ব্যপারে যে স্টাফ সিলেকশান বা ঐ জাতীয় পরীক্ষার জন্য আগরতলায় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টা এখানে কয়েকটা পরীক্ষা হয়। এছাড়া সামরিক বিভাগে কর্মসংস্থানের জন্য এখানে ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রায় ১৫৫ জন এবার কাজ পেয়েছেন। ভোকেশনাল গাইডেন্সের ইউনিট খোলার জন্যও ব্যবস্থা, আমরা আশা করছি, হয়ে যাবে। বামফ্রন্ট সরকারের এই যে সামান্য ক্ষমতা রয়েছে এখানকার শ্রমিকদের অবস্থা অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নিয়েছে, আমি বিশ্বাস করি এর বিরুদ্ধে কারো মতামত থাকতে পারে না। কাজেই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি যথাযথভাবে উত্থাপিত হয়নি। আমি তাই আমার বাজেটকে সমর্থন করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীদশথ দেব—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, শিক্ষা খাতে আমাদের বাজেট ৩৬, ০৩, ৯৫, ০০০ টাকা, সোশাল সিকিউরিটি তে আ, ও ৭ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার সুপারিশ করা হয়েছে। আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রাখছি যাতে এই ডিমাণ্ডটা পাশ করে দেওয়া হয়। বামফ্রন্ট সরকার এর আমলে শিক্ষার ব্যাপারে যে অগ্রগতি হয়েছে এই সম্পর্কে আমাদের তথ্যই প্রমাণ করে। ১৯৭৭ সালে ত্রিপুরায় হায়ার সেকেণ্ডারী ছিল ২৯ টি ১৯৮৪ সালের আজ পর্য্যন্ত সেটা হয়েছে ৮৪। হাইস্কুল ছিল ১৯৭৭ সালে ২৮১ টি এখন সেটা হয়েছে ১৯৮২ সালে ৩১৯টি। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছিল ১৫২৮। এটা এখন ১,৯৯৯ টি। বালোয়াড়ী ছিল ৫৯০টি, এখন ১,৫৯৭টি। অ্যাডাল্ট এডুকেশান প্রায় ছিলই না কিন্তু এখন আমাদের প্রায় ২৬০০ এর কাছাকাছি আছে। কাজেই এই ফিগার থেকে এটাই বুঝা যায় যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে

শিক্ষার প্রতি খুব নজর দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলাফল ও আপনারা দেখছেন। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে একটি কাট মোশান এনেছেন, হয়তো এই সম্পর্কে তারকিছু বকতব্য ছিল। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার আমরা যে ষ্টাইপেন্ড দিচ্ছি, তা অপব্যয় নয়। কারণ ১৯৭৯ - ৮০ সালে স্টাইপেন্ড প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,৫৬৭ জন, ১৯৮০ ৮১ সালে সে সেচ্ছা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫,৫৫৯ জন। শুধু স্টাইপেন্ড পাওয়া ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাই বাড়ে নি, সেই সংগে স্টাইপেন্ডের হারও বেড়েছে। ত্রিপুরার ভিতরে যে সব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করবে, তাদের স্টাইপেন্ডের হার হচ্ছে ১৫০ টাকা আর ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে যে সব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে, তারা স্টাইপেন্ড পাচ্ছে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত। কাজেই আমাদের যদি আর্থিক সঙ্গতি থাকতো, তাহলে আরও বেশী পরিমান ছাত্র-ছাত্রী যাতে স্টাইপেন্ডের আওতায় আসে, তার জন্য অবশ্যই আমরা চেষ্টা করতাম। কিন্তু বর্তমান আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সেই অবস্থা নেই। তবু গতবারের যেখানে এর জন্য বরাদ্দ ছিল ৩১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, এবারে তার বরাদ্দ বাড়িয়ে আমরা চেয়েছি ৩৪ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। স্যার, এখানে শিক্ষা সম্পর্কে বাইরে কিছু বিভ্রান্তি সৃটি করবার চেষ্টা হচ্ছে, বলা হচ্ছে য বামফ্রন্ট সরকার ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু এটা ভুল ধারণা, আমরা পরীক্ষা নেব না, সেই কথা বলি নি। আমরা বলেছি ৩য় শ্রেণীর পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং সেজন্য তাদের পরীক্ষার খাতায় মার্কসও দেওয়া হবে; কিন্তু কারো প্রমোশন আটকানো হবে না। এখন সেই পরীক্ষায় যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী ফেলও করে, তাহলে তাকে আবার ৩য় শ্রেণীতে আটকিয়ে রাখা হবে না। উপরের শ্রেণীতে তাকে উঠিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সে নিজেকে মেইক আপ করে নেওয়ার সুযোগ পায়। আমরা ৩য় শ্রেণীতে আটকে রেখে কোন ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত নষ্ট করতে চাই না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে আরও একটা ছাটাই প্রস্তাব এসেছে, পাঠ্য পুস্তক তৈরীর সংকট সম্পর্কে। পাঠ্য পুস্তক রচনা প্রকাশনা সবই আমাদের শিক্ষা বিভাগের সাহায্যে করা হয়, এর জন্য বর্তমানে আমাদের তিনটি কমিটিও আছে, তার একটা হচ্ছে ত্রিপুরার পাঠ্য পুস্তক রচনা কমিটি, যেটা বাংলাতে হবে. তার একটা হচ্ছে কক-বরক ভাষায় পাঠ্য পুস্তকরচনার কমিটি এবং তৃতীয়টি হচ্ছে চাকমা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনার কমিটি। এই কমিটিতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়এবং মহ বিদ্যালয় [illegible] সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে করা হয়েছে। ১৯৫৭ সাল থেকে [illegible] মোট ৭ বার পাঠ্য পুস্তক গুলি পরিবর্তন করা হয়েছে, এই পর্য্যায় মোট ১৮ [illegible]

টেস্‌ট বুক সরকারী উদ্যোগে রচনা ও প্রকাশনা করা হয়েছে। তার মধ্যে কক—বরক ভাষার পাঠ্য পুস্তকও রয়েছে। তবে একথাটা স্বীকার করা ভাল যে আমরা এই সবগুলির সবটার ক্ষেত্রেই এখন পর্য্যন্ত সফল হয় নি। আজকে হয়তো এই প্রশ্‌ন উঠতে পারে যে এই সব গুলিতে কি লেখা থাকবে? এগুলিতে কি সেই আগের মতই লেখা থাকবে যে 'লেখা পড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে সে'। আজকাল তো দেখা যায় যে এম, এ, পাশ ছেলেকেও আত্মহত্যা করতে হয়, কারণ সে চাকুরী পায় না, বেকারত্বে রজ্বালায় তাকে আত্মহত্যা করতে হয়। কাজেই লেখা পড়া শিখে গাড়ী ঘোড়ায় চড়ার স্বপ্ন দেখবে, কি করে? তাই আজকে আমাদের বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গি নিতে হবে এবং এটা অনেক চিন্তার ব্যাপার। ভাষার বিকাশ সাধন করবার জন্য আজকে আমাদের টাকার অভাব। চাকমা ভাষা এবং মনিপুরী ভাষা সম্পর্কেও আমাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কারণ বিজাতীয় ভাষা দিয়ে তো আর শিক্ষার বিস্তার হতে পারে না, শিক্ষার বিস্তার একমাত্র মাতৃ-ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। ভাষা কোন ভাব আদান প্রদানের মাধ্যমেই নহে ভাষা চিন্তারও মাধ্যমে বটে। কারণ আপনাদের এটা অজানা কিছু নয় যে বাঙ্গালীর ছেলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজী ভাষায় কবিতা লেখার জন্য বিলাতেপাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আবার যখন বিলাত থেকে ফিরে এসে নিজের মাতৃভাষায় কাবিতা লিখলেন, তখন জগতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাহলে। বঝুন ভাষা একটা চিন্তারও মাধ্যমে এবং সেই ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমা দর ভাবের আদান প্রদান করতে পারি আর ভাবের আদান প্রদানে আমাদের চিন্তা শক্তিও সংগঠিত হয়। কাজেই সে দিক থেকে আজকে আমাদের যে সমস্ত জাতি গোষ্টি আছে তাদের মাতৃ ডায়েলেক্ট আছে, অথচ লিখিত ভাষা নেই। সেগুলিকেও রূপ দেওয়ার জন্য আমরা প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারনা ও চিন্তা নিয়ে। আর এর জন্য আমরা নিশ্চয় গণতান্ত্রিক মানুষের কাছ থেকে সমর্থন পাব। এরপর মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া একটা ছাঁটাই প্রস্তাব এনে তার এলাকা অম্‌পিতে একটি পলিটেক্‌নিক স্থাপন করবার দাবী জানিয়েছেন। পলিটেকনিক স্কুল স্থাপন করা যাবে না, সেই কথা আমি বলছি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের ত্রিপুরাতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, একটি পলিটেক্‌নিক ও তিনটি আই, টি; আই, আছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্র পড়াশুনা করছে, পলিটেক্‌নিকে ছাত্র পড়াশুনা করছে, ইন্দ্রনগর আই, টি, আইতে ছাত্র পড়াশুনা করছে, যতনবাড়ী আই; টি; আইতে ১৬০ জন এবং কৈলাশহর

আই, টি, আইতে ১৫৬ জন ছেলে পড়াশুনা করছে। এগুলির জন্য এবারের বাজেটে ধরা হয়েছে ৪৯ লক্ষ ৮৮ হাঁজার টাকা। কাজেই আমাদের বাম-ফ্রন্ট সরকারের যে আর্থিক অবস্থা, তা দিয়ে এখনই অম্পিতে আর একটি পলিটেক্নি খোলা সম্ভব নয়। তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা একটি কাট মোশান এনে অমরপুরে একটি কলেজ স্থাপন করার দাবী জানিয়েছেন। আমাদের আরও কলেজ স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু বত্তমান আর্থিক অবস্থার মধ্যে অমরপুরে আর একটি কলেজ স্থাপন করা এখনি সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে যদি সম্ভব হয়, তা আমরা ভেবে দেখব ? তবে কলেজ আরও হবে কি না হবে, সেটা এখন বলতে পারছি না, কিন্তু বত্তমানে আমাদের পোস্ট গ্রেজুয়েট সেন্টার আছে, সেটা যাতে একটা পুর্ণাঙ্গ ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তরিত হতে পারে, সেজন্য আমাদের চেষ্টা আছে। কারণ ইউ, জি, সি আমাদের এজন্য ৪৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা আছে, তার মধ্যে এই বৎসরেই ১৪ লক্ষ টাকা আমাদেরকে দেবে বলে জানিয়েছেন, আমরা সেই টাকা পেলে পুর্ণাঙ্গ ইউনিভার্সিটি করার কাজ শুরু করব। তারপর এখানে দেখছি উইম্যান হোম সম্পর্কে আপত্তি তুলে একটা ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে। কিন্তু এটা আপনাদের সবারই জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে আর এর মধ্যে সবচাইতে যারা বেশী দুস্থ তারা হল; মহিলা। কাজেই তাদের সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন করবার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের ইচ্ছা থাকলে, বর্তমানে টাকার অভাবে, সেটা বেশী করে যাচ্ছে না। তবে এর মধ্যে আমরা বেশ কয়েকটা চিল্ড্রেন্স হোম্স স্থাপন করেছি, যদিও এগুলি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কাজেই সেদিক থেকে এগুলির বিরোধীতা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। বর্ত্তমানে ১৪০ মহিলা আমাদের বিভিন্ন হোষ্টেলে আছে এবং তাদের মধ্যে অনেককেই আমরা ইতিমধ্যে পুর্ণবাসন দিয়ে দিয়ে দিয়েছি। কাজেই এটা জন্য আমরা এবারের ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা চেয়েছি। এরপর অন্ধদের শিক্ষা দেওয়ার সম্পর্কে আপত্তি তুলে এখানে কাট মোশান আনা হয়েছে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় জানেন যে ইতিমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২০ জন অন্ধ ব্লাইন্ড এডোকেশনের মাধ্যমে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে। আমাদের ব্লাইন্ড স্কুলগুলিতে এই পর্যান্ত ৭৫ জনের মতো ছেয়ে-মেয়ে লেখা পড়া শিখ্ছেন ব্রেইল সীষ্টেমে। আমরা এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও অর্থ সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পেলে যাতে আরও বেশী সংখ্যক অন্ধ ছেলে মেয়ে ব্রেইল সীষ্টেমে

লেখা পড়া শিখতে পারে, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারববলে আমরা আশা করছি। তারপর এডাল্ট এডুকেশান সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলে গিয়েছিল যে অম্পি এলাকাকে যাতে একটা এডাল্ট সেন্টার খোলা হয়, আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখব। অম্পিতে মোট ১৬৮টি এডালট্ সেন্টার আছে, তার মধ্যে সোসিয়েল এডুকেশান ৬৬টির পরিচালনা করছেন। আর এডাল্ট স্কুলে যে সব লোক শিক্ষকতা করেন, তারা এত যাবত ৫০ টাকা মাস মাহিনা পেয়ে থাকেন, আমরা অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক করছি যে তাদেরকে শীঘ্রই মাসে ১০০টাকা করে দেওয়া হবে। তারপর আলোচনা করতে গিয়ে এখানে সমন্বয় কমিটি সম্পর্কে একটা বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেই বক্তব্য থেকে আমার মনে হয়েছে যে সমন্বয়ী বন্ধুদের সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের কিছু না কিছু বলার একটা বাতিক বা এলার্জি আছে এবং তারা সবসময়েই সমন্বয়ী এলার্জিতে ভোগছেন। কর্মচারীদের একটা বিরাট অংশ আজকে গণতান্ত্রীত্রিক চেতনায় উদ্বোধ্য আর সেই কারণেই তারা সমন্বয়ীদের সম্পর্কে আবোল তাবোল বলে বেড়াচ্ছেন। এতে আর আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে। আগে তো তাদের আমলে কর্মচারীদের জন্য না ছিল কোন্ রিয়েটমেন্ট রুল্স, না ছিল কোন প্রমোশনের নিয়ম-বিধি, না ছিল সিনিয়রিটি লিষ্ট, না ছিল কনফামেশনের কোন ব্যবস্থা। এক কথায় সেই আমলে কর্মচারীদের নিরাপত্তা বলে কোন কিছুই ছিল না, কিন্তু আমাদের বামফ্রন্টের আমলে কর্মচারীরা নিরাপত্তা বোধ করছে, কারণ তাদের চাকুরী সংক্রান্ত সব কিছু, যেটা আগে কোন দিনই ছিল না, তা এখন সবই হয়েছে। কাজেই গণচেতনায় উবুদ্ধ কর্মচারীদের সম্পর্কে বিরোধী দলের একটা ভয় বা আতঙ্ক থাকবেই, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

একটু আগেও বলেছেন যে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হতে পারতাম। তাছাড়া এখানে কোন কোন মাননীয় সদস্যগন বলেছেন স্কুলগুলিতে উপকৃত ফার্নিচারের অভাব আছে। আমরা স্বীকার করছি যে ফার্নিচারের অভাব আছে এবং অভাব থাকবেও। কারন আমরা দেখছি প্রতি বছরই এক একটা স্কুল কয়েক বার করে পুড়ে যাচ্ছে—কিছু দিন আগে ময়নারমা স্কুলঘরটি আগুনে পুড়ে যায়। ময়নারমা স্কুলটি চার বার পুরিয়ে দেওয়া হল। প্রতি বছর যদি এই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার ফার্নিচার পুড়ে যায় সেই সব স্কুলে প্রয়োজনীয় ফার্নিচার দেওয়া কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই ভাবে চললে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে সব স্কুল এই ভাবে আগুনে পুড়ে যায় সেগুলি আদৌ চলু রাখা যাবে কিনা, সেগুলি বন্ধ করে দিয়ে বা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও দেওয়া যায় কি না যেখানে আগুনে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এই বিষয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে। আর এখানে মাননীয় সদস্য জহর সাহা বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থাটা এখন

ম্যালিরিয়া রোগীর মত্ত হয়েছে—পেট মোটা হাঁটতে পারেন না এই রকম কিন্তু আমি বলব যে তিনি এখন মেলিগন্যান্ট মেলিরিয়ায় আক্রান্ত কিনা যার জন্য তিনি এই রকম প্রলাপ বকছেন তা বোধ হয় পরীক্ষা করার সময় এসেছে, মাননীয় স্পীকার স্যার, বলেছিলাম যে আমরা তিন হাজার শিক্ষক নিয়োগ করব। সরকার তার নিয়োগ নীতি থেকে সরে যাবে না। কিন্তু যেহেতু পঞ্চায়েত নির্বাচন সামনে আবার কিছু সংখ্যক প্রার্থী সম্পর্কে পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে তার জন্য তদন্তের কাজ চলছে ঠিক এই সময়ে যদি শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তাহলে এর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত এহয়ে যেতে পারে সে জন্য আমরা এখন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রেখেছি। আর নিয়োগ সম্পর্কে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলি ঠিক নয়। কারন কংগ্রেসে আমলে যেমন টাকার বিনিময়ে চাকরী পাওয়া যেত কোন নিয়োগ নীতি ছিল না এলাকা দালাদের মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে চাকুরী দেওয়া হত কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে সেই রকম হওয়ার কোন সুযোগ নাই। আমরা আমাদের নীতির উপর ভিত্তি করে চাকরী দিচ্ছি—সেখানে কে কংগ্রেস করছে কে টি, ইউ জি, এসর, আর কে আমরা বাঙ্গালী করছে সেই সব আমরা দেখি না আমরা শুধু দেখি আমাদের নিয়োগ নীতির আওতার ভিতর তারা আছে কি না। আর এখানে ককবরক মাষ্টার নিয়োগের ব্যাপারে কোন কোন মাননীয় সদস্য মন্তব্য করেছেন যে ককবরক শিক্ষক নিয়োগ করতে হল টি. ইউ. জে এস এর সমর্থকদের থেকে নিয়োগ করা দরকার তাহলে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হবে। আমরা এই কথায় কোন যুক্তি আছে বলে মনে করি না কোন একটা রাজনৈতিক দলের কর্মী হলেই তারা কক-বরক ভাষা শিক্ষা দিতে পারবে, আর অন্যেরা তা পারবে না। এই কথায় মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না। যাদের যোগ্যতা আছে সেটা দেখেই আমরা তাদের নিয়োগ করি। আর এখানে মাননীয় সদস্য নগেনদ্র জমাতিয়া বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকার বাইরের রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছেন না এখানে মিজোরাম থেকে কটি ছেলে ত্রিপুরায় ফার্মসিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিশানে পড়াশুনা করতে এসেছে এবং তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই যে কোন ছাত্র যদি আইন শৃঙ্খলার প্রসঙ্গে জড়িত হয়ে পরে তারা মিজোরামেরই হউক আর মেঘালয়ে বা অন্য যে কোন রাজ্যের হউক পুলিশের কর্তব্য সেখানে হস্তক্ষেপ করা। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাননীয় সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য মহোদয় এই হাউসে মুলতুবী প্রস্তাব আনছিলেন এবং মাননীয় স্পীকার তাঁর সেই দাবী মেনে না নেওয়ার তিনি হাউস থেকে বেড়িয়ে গেলেন। যেদিন তাঁরাই চেয়েছিলন বাইরের রাজ্যগুলির সংঙ্গে সম্পর্কে নষ্ট করতে। এবং সেদিন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সকলকে অনুরোধ জানিয়ে

ছিলেন যে এই ঘটনাকে নিয়ে যে কোন রাজনীতি না করা হয়। কারণ আমাদের ত্রিপুরার ছেলেরাও বাইরের রাজ্যগুলিতে পড়াশুনা করতে যায় -এখানে এটা নিয়ে রাজনীতি করা হলে সেখানেও আমাদের ছেলেদের অসুবিধার কারন হতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে টি, এস এফের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নাই। যদি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে তা হলে বলতে হবে খুব ভাল কথা আসলে নগেন্দ্র বাবুর এই কথার উপর কতটুকু বিশ্বাস যায় তা ঠিক করা কঠিন ব্যাপার তারা বলেন যে ত্রিপুরার ইনার লাইন চাই বিধান সভার জন্য ফিফটি পার্সেণ্ট আসন সংরক্ষিত চাই তাদের ইন্দিরা গ ন্ধিরকুলে স্থান দেওয়া হলে কাজেই এই টিএস এফরসঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই এই কথা বলা ছাড়া নগেন্দ্র বাবুদের কোন উপায় নাই। তবে ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে তাঁদের এই কথার পিছনে কোন মতলব আছে কিনা। যখন কোন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে তখন তারা বলবেন যে এই টি এস এফ, সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। এই মুহূর্তে তাঁরা চিংকার করছেন কিন্তু আমরা জানি যে বিশ্রামগঞ্জে টি, এস, এফর যখন মিটিং হয়েছিল সেই মিটিংয়ে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সেখানে ভাষন দিয়েছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রীর বাজেট ভাষনে সাম্রাজ্যবাদ দেশের বিচ্ছেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য আছে মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল সেজন্য আমাদের বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন তিনি উপজাতি যুব সমিতি প্রতিনিধি হিসাবে এই বিধান সভায় প্রতিনিধিত্ব করছেন এখানে উপজাতি যুব সমিতির কোন সদস্য উপস্থিত নাই তবু আমি আপনার মাধ্যমে দাবী করছি যে সম্পর্কে দিবাচন্দ্র রাংখল নন আমি এই সম্পর্কে মাননীয় কর্তব্য জানতে চাইছি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রজমাতিয়া বা মাননীয় সদস্য শ্যামাচরন ত্রিপুরার কাছ থেকে তাঁরা যেন এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখলের এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা এই হাউসে রাখেন। মাননীয় সদস্যরা বলেন এই বক্তব্য সাম্রাজ্যবাদ এবং বিচ্ছেদকামী শক্তিগুলির পক্ষে উকালতী করছেন কিনা এবং এটাই তাদের দলীয় নীতি কিনা। তার জবাব আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বা শ্যামাচরন ত্রিপুরার কাছ থেকে চাইছি কারণ তাঁরাই টি ইউ জে এসব নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কাজেই আজকে ত্রিপুরার মানুষকে বুঝতে হবে সংসদীয় গনতন্ত্রকে কারা ধ্বংস করতে চায় যারা বিধান সভায় চেয়ার ছুড়ে মারে বা যারা মাইকের ডাণ্ডা ছুড়ে মারে তারা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চায় কিনা আজকে ত্রিপুরার মানুষকে এটা ঠিক করতে হবে এটা সংসদীয় গনতন্ত্র। কিন্তু ওরা যা করল এটা কি গণতান্ত্রিক চিন্তধারা প্রসূত? এটা হচ্ছে পোশা শক্তির বহিপ্রকাশ। এটা কিসের প্রতিধ্বনি? এটা ফ্যাসিস্ট কায়দায় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার এটা প্রচেষ্টা। পশু শক্তির জয় হতে পারে না।

মাইকের স্ট্যাণ্ড ভেঙ্গে গণ্ডগোল করা এটা শণ্ড শক্তির পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে ? কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ আজ খুব সচেতন। আজকে আমার কতকগুলি বক্তব্য আমি রাখলাম। এখানে যে বাজেট উথ্থাপন করা হয়েছে, যে সমস্ত কাট মোশন এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার জবাব দিলাম। কংগ্রেস সদস্যদের কাট মোশন উথ্থাপিত হলেও তার উপর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। হাউসের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ আপনারা কাটমোশনগুলি বাতিল করুন এবং হাউসের সামনে যে বাজেট উপস্থিত হয়েছে তার মঞ্জুরী দিয়ে পাশ করুন। বামফ্রণ্ট সরকার যে কাজগুলি হাতে নিয়েছেন আগামী দিনে সেই কাজগুলি করার সুযোগ দেন। সবাইকে ধন্যবাদ। এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, খুব দুঃখজনক যে, বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে উপস্থিত নেই। তারা তিন দফায় বিরোধী দলের তিনটি অংশ এই হাউস থেকে নিজেদের তুলে নিলেন। কি কি বিষয়ে তারা এই হাউস আজকের জন্য বর্জন করেছেন খুব সুস্পষ্ট নয়। তবে এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর ধ্বনি দিয়ে মাইকের মাউর্থ স্পীচ ভেঙ্গে মন্ত্রীদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হল। তার আগে তারা মাইকের ষ্ট্যাণ্ড ভেংগে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, বন্দেমাতরম শ্লোগান দেন। এই শ্লোগান শ্রীমতি গান্ধীর কাছে পৌঁছবে কি না, জানি না। অনেক দূর। দূরত্ব অনেক বেশী। তবে আমাদের ২১ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছবে। তারা বুঝতে পারবেন কি কায়দায় ওরা বামফ্রন্ট কে মোকাবিলা করছেন। এই হাউসের বাহিরে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং ভিতরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তারা আসার চেষ্টা করেছেন। রুলিং পার্টি'র সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ দেই তারা এত উস্কানীমূলক বক্তব্য সত্বেও তারা যে ভাবে ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন, যেভাবে সমস্ত হাউসেকে শান্তিপূর্ণ রেখেছেন ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এর তুলনা হয় না। এর কোন তুলনা নাই। এটা বুঝতে হবে যে; এখানে রুলিং পার্টি'তে বাম-ফ্রন্ট সরকার, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আস্তা রেখে কাজ করছেন। আজকে পরিষদীয় পায়ের নীচে দলিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছে। এই পরিষদীয় গণতন্ত্রের পতাকা উর্ধে তুলে ধরার দায়িত্ব বামফ্রণ্ট সরকারের। কি ভিতরে কি বাহিরে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, কি বিষয়ে গনডগোলটা করল ? দুর্ভাগ্য, গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি চালনা করতে হয়েছিল। তার আগে ১৩ তারিখ মিছিল যোগদানের জন্য বাসের উপর গোলাঘাটি এলাকায় দিন মজুর, ক্ষেতমজুর; জুমিয়া ভূমিহীন, মনিপুরী, মুসলিম, হিন্দু ত্রিপুরী এবং বাঙ্গালী সবাই মিলে আগরতলা

আসছিল জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাবার জন্য, সর্ব ভারতীয় দাবী দিবস পালন করার জন্য মিছিলে অংশ গ্রহণ করবে। কংগ্রেস (আই) এর ভূমিকাটা কি হল ? তাদের উপর ইট পাটকেল ছোঁড়া হল সংগে সংগে বোমা নিক্ষেপ করা হল। ড্রাইভার, তাকে ধন্যবাদ।

তার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে আনতে পেরেছেন। ২৭ জন আহত হয়েছেন। তার মধ্যে দুইজন মুসলমানের বাঁচার আশা ছিলনা। বোমার আঘাতে গাল উড়ে গেছে। কারা করেছে ? তারপরে পুলিশ যেখান দেখল দিনের বেলা ঘটনা ঘটেছে তারা যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করল, কিছু গ্রেপ্তার করতে লাগল। বিধায়ক মতিলাল সাহা তিনি প্রতিবাদ করার জন্য সময়মত গোণ্ডা বাহিনী দিয়ে পুলিশকে মোকাবিলা করেছেন তাকে এখনই ছেড়ে দিতে হবে। থানা এলাকায় ছিল ১৪৪ ধারা। ১৪৪ ধারা তারা ভেঙ্গে তাকে জোর করে নিয়ে আসবে। তারপরে পুলিশ অনেক সাবধান করে দিয়েছে। কোন কথা শুনে নাই। উল্টো পুলিশের উপর বোমা ছুড়তে আরম্ভ করল। আমাদের পুলিশ অফিসার, পুলিশ কনষ্টেবল আহত জি বি তে মতি লাল সাহা তিনি কোথায় ছিলেন ? এই সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অনেক হুশিয়ারী হয় পুলিশকে। মতিলাল সাহা গ্রেপ্তার হন নি। যারা এখান থেকে চীৎকার করছেন তাদের রাজত্বে গুলি হয়। সেখানে পুলিশের কি ব্যবহার ? পাখীর মত ছাত্র, যুবক, কৃষকদেরকে পাখীর মত গুলি করা হয়। গুলি করা হয় শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী দেরকে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, পারাদ্বীপে শতাধিক শ্রমিকদের খুন করা হয়েছে। সেখানে একটা জালিওয়ানাবাগের সৃষ্টি হয়েছে, হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হয়েছে, বসতিতে বস্তিতে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা বলছেন যে কংগ্রেস(আই) লাগিয়েছে। যে ছেলেটি খুন হল তার সঙ্গে তার ভাই এবং আরো দুইজন সঙ্গী দিয়ে কলকাতায় পাঠান হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনারা কি করেন ? বলেছি চা,পান বিক্রী করে খাই। বাবা অসুস্থ। আমরা দুভাই পান বিক্রী করি। পান বিক্রী করেন, আর তো খুন হওয়ার কথাই নয় ? সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল, গ্রামের বাড়ীর কথা। যখন জমিদারীর লাঠিয়াল সংগ্রহ করত দু টাকা দিয়ে গ্রামের গরীব কৃষকদের জমি দখল করার জন্য। বড় বড় জমিদার জোৎদার লাঠিয়াল দিয়ে ক্ষুধার্থ কৃষকদের জমিছাড়া করত। আজকে জমিদারীদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, যারা বাংলাদেশের সঙ্গে ব্লক মার্কেট করে যে সমস্ত লোক, কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা যারা বার বার ট্রাইবেলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বড় হয়েছে সেই সমস্ত মুষ্টিমের লোককে বাঁচানোর জন্য একটি ছেলেকে খুন হতে হল. একটি গরীবের ছেলেকে জীবন দিতে হল। এর থেকে ত্রিপুরার সমগ্র মানুষ বুঝতে পারবে কংগ্রেস (আই) তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাঁরা এই সব ছেলেদের গুলির মুখে পাঠাচ্ছে। কার স্বার্থে ? এই ছেলেদের নয়, আশোক বাবু

সার্থে, মতি সাহার স্বার্থে ও টি ইউ জে এস এর লোকদের সার্থ। মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। বিশালগড়ের মানুষের অভিযোগ কি? ঐখানে কি গভর্ণমেন্ট আছেন? বামফ্রন্টের পুলিশ আছে. বামফ্রন্টের গভর্ণমেন্ট আছে। কিছুইতো করে না পুলিশ? না পুলিশ করে না, আদালত করে। ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, অগ্রিম জামিন দিয়ে দেয়, খুনের আসামীকে পর্যন্ত আদালত থেকে জামিন নিতে এক ঘন্টাও লাগছেনা, ছেড়ে দেয়। একদিকে পুলিশ আর একদিকে আদালত তাদের এলাকা রাজত্ব করছে। বাজারে যেতে পারে না জিনিষ কেনার জন্য, শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারে না। শিক্ষয়েত্রীরা বলেছে, ট্র্যান্সফারের সুবিদা আমাদের নেই, কাজেই আমাদের চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে। গুণ্ডাদের কাছে মান ইজ্জত কিছুই নেই। চাকুরী ছেড়ে দিয়ে যাবে তবু স্কুলে যেতে পারছে না। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যদি সত্যি সত্যি কিছু থাকে তারা কাজ করেছেন একটা। এই সর্ব প্রথম তারা প্রতিবাদ করেছিলেন. না আর সহ্য করা যায় না। আমি যখন দিল্লী থেকে আসলাম তখন আমাকে জানতে হয়েছে, পুলিশকে অভিনন্দন। কারণ, আত্ম রক্ষার অধিকার পুলিশের আছে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে। সে দিন আই. জি. পি. এর গাড়ীর সামনে বোমা নিক্ষেপ হয়েছিল। ভদ্রলোক বাজা ছেড়ে চলে গেছেন। কারণ, ওরা জানতেন এ রকম হবে। মিঃ স্পীকার স্যাব, তারপরেও এই ঘটনার বিচার হচ্ছে। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত ঘটনার জেলা শাসক পর্যায়ে তদন্ত করে আমাদের কাছে রিপোর্ট দিতে। মনিপুরে তো মিলিটারী হাতে খুন হয়? সুপ্রীম কোর্টে যেতে হয় ছেলের বাবাকে ছেলের কি হয়েছে জানতে। মনিপুরের মিলিটারী জানায়ই না, মনিপুরের কংগ্রেস (ই) সরকার জানায় না। বাবা-মা জানতেও পারেন না, ছেলে কোথায় কি ভাবে খুন হল। সে রাজত্ব বামফ্রন্ট করবেন না। তার জন্য বামফ্রন্ট উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার বিরুদ্ধে, রাজ্যে মিলিটারী আনার বিরুদ্ধে। তার জন্যই পুলিশকে প্রমাণ করতে না দিয়ে জনসাধারণকে দিয়ে আমরা যদি সমস্যার সমাধান করতে পারি সেখানে আমরা পুলিশকেও ডাকি না। এই হচ্ছে আমাদের নীতি। সে জন্যই আমরা জানি, বিশালগড়ে কারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন শুধু কি বিশালগড়? মিঃ ডেপুটি স্পীকার বলেছেন, অন্যান্য নেতারা. বলেছেন স্কুল ঘর পুড়ান হচ্ছে। আজকের খবরের কাগজে দেখলাম, ময়নামা স্কুল পুড়ান হয়েছে। দু, বছরে এই ময়নামা স্কুল চার বার পুড়ল। এর জন্য কারা দায়ী? এটা কার এলাকা? টি. ইউ. জে. এস আনন্দমার্গীর এলাকা। ওরাই দায়ী। আজকে আপনারা দেখেছেন, জনসাধারণকে নড়ান যায় না বলে সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয় নিয়েছেন। স্কুল ঘর

পুড়ান হচ্ছে। একটা হাইস্কুলও আপনারা করেন নি। বামফ্রন্ট হাইস্কুল বাড়াচ্ছে ওরা তো একটা হাইস্কুলও দিতে পারেন নি। মতবাদ ছাত্র, যুবককে কত আন্দোলন করতে হয়েছে হাইস্কুলের জন্য। বামফ্রন্ট সরকারের এসে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে তপশীলি এলাকার মধ্যে হাইস্কুল দিয়েছেন। আজকে সেই সব স্কুলের ভবিষৎ হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নেব না। টি, ইউ, জে, এস একটি প্রশ্নের উপরে, কংগ্রেস (আই) আর একটি প্রশ্নের উপরে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছেন। কিছু কিছু আওয়াজ তাঁদের আমি শুনেছিলাম। পরিষ্কার হয় নি। সরকারী কর্মচারীদের ডি. এ. দেবার দাবী যুক্ত করেছেন। একদিকে পুলিশের গুলি চালনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন আর এক দিকে কর্মচারীদের ডি, এ. দেবার দাবী। এর জবাব দেবার কোন প্রয়োজনই। কেন না. গত শুক্রবার ১০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী বামফ্রন্ট সরকারের নীতিকে সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা তাদের অভিনন্দন জানিয়েছি। কংগ্রেসের এখানে এ কথা বলার কোন অধিকার নেই। যে কথা আমাদের ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার বলেছেন, অন্ধকার থেকে, দাসত্ব থেকে কর্মচারীদের আমরা মুক্তি দিতে পেরেছি। মিঃ স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েৎ ইলেকশন সম্পর্কে প্রতিবাদ করে টি, ইউ, জে, এস, তাঁদের নেতৃত্ব হয়ে বিধান সভার কক্ষ ত্যাগ করেছেন। কি তাঁদের অভিযোগ? ঘাটে- ময়দানে এই সে দিনও বলেছেন এখনও/সম্ভবত বলছেন, বামফ্রন্ট সরকার ইলেকশান করবে না। ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ইলেকশন করতে হবে। এখন বামফ্রন্ট ইলেকশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাননীয় সদস্যারা জানেন, মে মাস পর্যন্ত এই পঞ্চায়েতের লাইফ টাইম আছে। মে মাসের পরে যদি নির্বাচন না করতে পারি, তাহলে আরো এক বছর বা আরো কিছু কিছু সময় বাড়িয়ে দেব। কংগ্রেস রাজত্বে ১০ বছর কোন নির্বাচন হয় নি। এটা ঠিক এক বছর সময় আমাদের বাড়তে হয়েছে যেহেতু আমরা নূতন পঞ্চায়েত আইন করতে চেয়েছিলাম. পঞ্চায়েতকে আরো বেশী ক্ষমতা আমরা দিতে চেয়েছি। সে জন্য এই নূতন পঞ্চায়েত আইন বিধি করতে সময় লেগেছে। আমরা তো বিধি অনুসারে নির্বাচন করছি। যখন আইন হয় তখন তো বলতে পারতেন কনস্টিটিউয়েন্সি এইভাবে হবে। তখন তো বলেন নি। এই বিধান সভার সিলেক্ট কমিটিতেও বলার সুযোগছিল, কিন্তু বলেন নি। আজকে আইন এবং বিধি তৈরী হয়ে গেছে এবং সেটা নির্বাচন দপ্তর যখন প্রয়োগ করছে তখন উনরা এখানে হৈ চৈ চীৎকার করছেন। বিধি অনুসারে যায়া এ ডি ও তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনারা। এই কনষ্টিটিউয়েন্স গঠন করেন ওদের কাছে মতামত কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা। আমি জিজ্ঞেস করি যে সব জায়গায় সীমা নির্দ্ধারণ

কমিটি গঠিত হয় তাদের সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্তই নয়, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। এখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে হলেও, তাদের মতামত দিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধন্ত নিবেন যিনি ডিলিমিটেশানের ভারপ্রাপ্ত আছেন, তিনি। তার মধ্যে কোন লোকচুরি নেই। বামফ্রন্ট সরকারের কোন হস্তক্ষেপ নেই। কাজেই এই সমস্ত প্রশ্ন আসে না। যদি এই কথা থাকত যে সব লোকের মতামত নিয়ে এই সব গটন করতে হবে, তাহলে এক বছরের মধ্যেও গঠন করা যেতো না। মোট ৭০৪ টা পঞ্চায়েত আসন সংখ্যা আছে। সুতরাং উনাদের দাবী মত করা হলে ছয় মাসেও এই ডিলিমিটেশানের কাজ শেষ হত না। আসলে এই নির্বাচন তারা চায় না, ভোটারদের কাছে যেতে পারে না। সেই জন্যই উনারা আজকে এই প্রশ্ন তুলছেন। স্যার পশ্চিমবংগেও উনারা দাবী তুলেছে যে ১০ লক্ষ ভোটার জাল, আমাদের আদালতে যেতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট অভিমত প্রকাশ করছেন আদালতে যদি যেতে হয়, তাহলে ইলেকশান তুলে দিতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে ইলেকশান লে দিতে হবে। এটা হয় না। ইলেকশান নিয়ম অনুসারেই পরিচালিত হয়। ইলেকশানর পরেতো আদালতে সুযোগ আছে। এখানে একটা কনষ্টিটিউন্স এই ভাবে গঠিত হয়েছে, ইলেকশানের পরে আদালতে গিয়ে বলতে পারেন যে ইলেকশান অবৈধভাবে হয়েছে। তার সুযোগ রয়েছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের হস্তক্ষেপে কোন প্রশ্ন এখানে আসে না। স্যার, আরেকটা বিষয় এখানে আনা হয়েছে, সেটা লাটারী সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই লটারীর শেষ খেলাটি হয়েছে ১৯৮৩ইং সনের ৪ অক্টোবর এবং তার পর আমরা লটারী খেলা বন্ধ করে দিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন যে এর পর কারা কারা প্রাইজ পাবে সেগুলি সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। কিছু ক্লেম আছে, যেগুলি কোর্টে আছে। তারপর একই টিকেটে দুজন দাবীদার আছে, তারপর ইনকাম টেক্স ক্লীয়ারেন্স নাই, তাকে পেমেন্ট করা যাচ্ছে না একটা অফিস বন্ধ হয়ে যাবার পরও তার অসমাপ্ত কাজগুলি থেকে যায়, সেগুলি তো করতে হবে। এমন কি যিনি এজেন্ট তার ক্লেম আছে আমাদের আছে, আবার আমাদেরও কেলম আছে এজেন্টের কাছে। তার জন্য ছোট একটা ষ্টাফ রাখতে হবে। তার জন্য আমরা এখানে বরাদ্দ রেখেছি ৩৫ লক্ষ টাকা। স্যার, মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল এখানে একটা কাটমোশান রেখেছেন যে- ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশানের দিকটা শক্তিশালী করা হচ্ছে কিনা? আমি হাউসের সামনে বলতে চাই স্পেশাল ব্রানচকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। গোপন তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যাপার আছে, তাই আমরা চেষ্টা করছি আমাদের প্লানিং ও রিসার্চ মত

সেটাকে যাতে শক্তিশালী করা যায় এবং এটার কাজকর্ম যাতে তারও উন্নততর করা যায়। ফিংগার প্রিন্ট বারোকে আমরা শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি, ফটোগ্রাফি স্কোলেও আমরা শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। তারপর একটা কুকুর স্কোয়াড আমরা রেখেছি, সেটাকেও শক্তিশালী করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তাছাড়া আমাদের পুলিশ দপ্তরের কাজকর্মকেও আরও আধুনীকিকরনের জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেই সব দিকে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। স্যার, উক্ত সদস্য মোবাইল টাস্ক ফোর্স সম্পর্কেও একটা কাটমোশান এনেছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বাংলাদেশ থেকে যারা অবৈধ ভাবে এখানে প্রবেশ করে, তাদেরকে পুনরায় বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য এই মোবাইল টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে এবং এটি গঠিত হয়েছে ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ। এরপর যারা এখানে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করেছেন তাদেরকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে এটি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় এটির ক্যাম্প আছে, যথা সোনামুড়া, কাঞ্চনমাড়া খোয়াই, ধর্মনগর, কৈলাশহর, বিলোনিয়া। ডিসেম্বরের ১০ তারিখ পর্য্যন্ত তারা ৩২, ৫০৮ জনকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এই কাজটিকে আরও উন্নত করার দরকার আছে। বিরাট বড় বর্ডার এরিয়া আমাদের, তাই এখানে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটা অসম্ভব নয়। তাই এর প্রতি আমাদের আরও বেশী নজর রাখতে হবে। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এখানে একটি কাটমোশান এনেছেন হোমগার্ড বর্ডার উয়িং বেটেলিয়ন সম্পর্কে বি, এস এফ এর আগে এখানে কোন হোমগার্ডস উয়িং ব্যাটেলিয়ন ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এটা সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মি: স্পীকার স্যার, একটা ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই টি এস এফ এখানে গন ডেপুটেশানে এসেছেন, এবং এব্যপারে মাননীয় চীফ মিনিষ্টারকে ইনটিমেশান দেওয় হয়েছে। তিনি তাদের এই ডেপুটেশানকে আমল না দিয়ে এখানে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। তিনি পরেও আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন। টি এস এফ গনতান্ত্রি সংস্থা। তারা তাদের ২৯ দফা দাবী নিয়ে সরকারের কাছে এসেছেন। এখন তিনি বলছেন তাদের মিটিং এ যেতে পারবেন না।

মি: স্পীকার:- মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। সভার কাজে এ ভাবে বাধার সৃষ্টি করবেন না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী- মি: স্পীকার স্যার, এই সভায় যে সমস্ত বরাদ্দ রয়েছে তার মধ্যে মাননীয় জেল মন্ত্রীর জেল বরাদ্দ রয়েছে তার উপর কোন কাট মোশান নেই, আমি সেই বরাদ্দকে সমর্থন করছি এবং আমি যে সমস্ত বরাদ্দ এখানে উপস্থিত করেছি সেই বরাদ্দ

গুমির সমর্থন করছি এবং যে সব কাট মোশান এসেছে সেই সব কাটি মোশানের আমি সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি।

Mr speaker — Now, the debate the on Demand scheduled for' today in respect of Budjet Estimat for the year 1984-85 is over. Now I am puting the demand to vote separately one after another of course. I will fistt put to vote the cut motians seperally relating to the above said demand.

There is no cut motion on Demend No .2, Major Head 213

It was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister the a sum not exceeding Rs.11, 55, 000 (excluding charged amount of Rs.8,40,000) be granted to defray the chazges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No.2 under the following major Heads:-

213-Councit on Rs. 11,55,000/=

(It was put to voice vote and passed.)

There is a cut motion on Deamnd No: 3 major Head,- 215 moved qy Sri Ratimohan Jamatia

" That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disaproval of the policy underlying the demand viz.

Disapproval of govt. policy on Election (mainteanc)"

It was put to voice vote and lost.

There is another cut-motion on Demand No/3 Major Head 215 moved by sri Jawhar Saha "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to pepresent the economy that can be effected on the particular viz.- "Failure to control and eliminate wasteful expenditure or charges for conduct of election to State Legislatures"

(It was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceedint Rs.1,75,78,000 (excluding the charged amount of Rs.8, 17,000) be granted to defray the charges which will come in course of paymeut during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No.3 under the following major Heads :-

214	Administation of Justice	Rs. = 1,04, 36,000
215	Election	Rs. = 70, 00, 000
265	Othr administfative Services	Rs. = 1,42,000

(It was Put to voice vote and passed-)

There is No cutmation on the dimanb No 7

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs,10,52,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the Period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No 7 under the following Major Heads :—

265-Other Administrative Services . Rs/10,52,000,

(It was put to voice vte and passed)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs.1,57,15,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No,9, under the following Major Heads :—

252-Secretariat -General Services Rs = 1,41,38,000/ =

265-Other Administrative Services
(Guest House, Govt, Hostel etc and training
of TCS/Secretariat officers) Rs = 15,77,000/ =

(It was put to voiee vote and passed)

There is a cut-motion or Demand No 11 Major Head 255 moved by sri Dibhachandra Hrangkhawl" That the amount of the demand be reduced to Re,1/— represent disapproval of the policy underlying the demand viz Disapproval of govt. policy on criminal investigation"

(It was put to voice vote lost)

There is another cut motion On Demand No. 11 Major Heap 260 moved by Sri Manoranjan Majumder

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specified griance that —Need to open a new Fire station at Rojnagr and Hrshyamukh".

[It was put voice vote and lost.]

There is a cut motion on . Demand No 11 Major Head 265 moved by sri Rabindra Deb Barma

"That the amount of the demand be reduced By Rs,10,00 000/—to represent the economy tnat be effected on the particular matter viz,—

Failure of the Govt. to control and elimi-nate wasteful expenditure on Home Guards Border wing Battelion"

(It was put to voice vote and lost,)

There is another cut motion on Demend No Major Head 255 moved by Sri Buddha Deb Barma "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful exbenditure on Lobile Task Force".

(It was put to voice vote and lost.)

Now the question defore the House is the motion moveb by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 16, 72, 89,000/—be granted to defray the charges which will come in course of

payment buring the period from the lst April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :—

255—police	13,35,50,000/—
160—Fire protection and Control	1,10,52,000/—
265—Other Admiuistrative Services (Civil Defence)	4,26,000/—
265—Other Administrative Services. (Home Guard/Training)	1,46,96,000/—
344—Other Transport and Communication Services. (Mireless planning and—Co—ordination)	75,65,000/—

(It was put to voice vote and passed.).

Mr speaker :—Now the questiou before the house is that a "Cut Motion" is movd by Shri Diba Chandra Hrangkbawl to Demand No 25 major Head 288

"That the amount of the demand to Re.1/—to represent disapprovnl of the policy viz.—

Disapproval of Govt. policy on Rajya Sainik Board."

(The Cut motion was lost by voiee vote)

moved by Ho'ble Minister

Mr. Speaker :— Now vuestion before the house is that a sum not excedding Rs. 9,85,000/— be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the period from the lst April. 1984 to 3lts March, 1985 in respect of Demand No. 25 under the followlog Major Heads —

965—Other Administrative Services	10,000/ –
288 –Social Seeurity Welfare	8,73,000 –
295—Other Social and Community (Services (Celebratiou of) Reblic day).	1,02,000 –

(Frmand was passed by voice vote)

:— No the question before the house is that a Cut Motion moved by Shri Nagenbra Jamatia to Demand No. 45 major Head—265

"That the amount of the demand be reduced by Rs, 1000/— to represent the economy that cau be effected on the particmlar matter viz—

Failure of the Govt.to contzol and eliminate the and wasteful expenditure on state Lottery."

(The Cut Motion was lost by votce voteo)

Mr. Speaker :— Now the question before the house is that a sum not exceeding Rs. 12,70,02,000 (excluding charged amount Rs. 10, 24,17,000) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No 45 under the following Major Heads :—

247—Other Fiscal Services (promotion of Small Savings) Rs. 4,52,000/=

265 — Other Administrative Services (State Lottery, A.F C aud D.A,etc) Rs.- 9,52,00,000/ -

266 — pension and other Retirement Benifit, Rs. 2,70,00,000/=

268 — Miscellaneous General Services Rs.-43,50,000/–

(Demand was Passed by voice vote)

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 8, 31, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from the 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :-

314 - Commiunity Development — Rs. 8,31,000/—

(Demand was passed by voice vote)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,47,00,000 (Excluding charged amount of Rs. 6,61,00,000, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 46 under the following Major Head :—

766 —Loans to Government Servants. Rs. 2,47,00,000/

(The Demand was Passed by the House)

:— Now the questions before the house is that a "Cut Motion" moved by Shri Monoranjan Majumder to Demand No. 20.

That amount of the demand be reduced to Re.1/to represent disapproval of the policy viz.—

Disapproval of Govt. policy on Text Books in primary Schools."

(The Cut Motion was lost by voice vote)

Now the question before the house is that a "Cut Motion" is moved by Shri Rabindra Deb Barma to Demand No. 20,

Major Head 277.

"That the amount of the demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy viz,

Disapproval of govt. policy on Scholarship and Stipends."

(The cut Motion was lost by voice vote)

:—Now the question pefor the house is that a "Cut Motion is moved by Shri Nagenpra Deb Barma to Demand No.20, MaJor Head 277

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/ to ventilate the specific grievance that.

Need to open a Technical Education Centre at Ampinagar."

(The Cut Motion was lost by voice vote)

:— Now question before the house is that a "Cut Mation" moved by Shri jawhar Shaha to Demand No. 20, Major Head 277

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to stablish a College in Amarpur."

(The Cut motion was lost by voice vote)

:— Now the question before the house is that a ' Cut motion" is moved by Shri Ratimohan Jamatia to Demand No. 20, Major Head 277

"That the amount of the demand be redueed by Rs. 100/ — to represent the economy that Can be effecteb on the particular matter viz.—.

Failure of the Govt, to eontrol and eliminate wasteful-expenditure on primary and Secondary Schools"

(The Cut Motion was lost by voice vote)

Mr. Speaker :— Now the question befor the house is that a" Cut Motion" movd by Shri Rabindra Deb Barma to Demand No,20, Major Head 309

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz— "Failure of the govt, to control and elimenate wasful expenbitive on Mid-day meals."

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the "Cut motion" moved by Shri Rabindra Deb Barma 20, Major Head-277

"That the amount of the demand be reduced by Rs,100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz,—

Failure of the Govt, to control of eliminate wasteful expenditure on inspextion of primary schools"

(The Cut Motion was lest by voice vote)

Mr. Speaker :— Now the question before the house is that a "Cut Motion" is moved by Shri Diba Chandra Hrangkhawl to Demand No, 20, Major Head 309.

"That the amount of the demand be reduced by Rs, 100/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of govt. policy to control and eliminate wasteful expenditure on food and nutrition."

(The Cut motion was lost by voice vote)

Now the question before the house is that a sum not exceeding Rs. 30, 78, 37,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st, April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

265—Other Administrative Services	Rs. 98,000/—
277—Education	Rs 29,38,89,000/-
299—Special and Backward Areas	Rs. 13,50,000/—
309—Food and Nutrition	Rs 1,25,00,000/—

(Demand is passed by voice vote)

Mr. Speaker Demand No, 21,Major Heads-277, 278, & 288, that a sum not exdeeding Rs. 5,25,58,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April,1984 to 31st March, 1985 in respect of Demane No. 21 under the following Major Heads:-

277—	Education	— 2,44,47,000/—
278—	Art and culture	— 30,73,000/—
288—	Special Security and welfare (Social welfare)	2,50,38,009/—

There is one cut-motion on this Demand moved by Nagendra Jamatia.

(The cut-motion is lost by voice vote and The Demand is passed by voice vote.)

Demand No 26, Major Heads— 276, 288, 309 & 363, that a sum not exceeding Rs. 8,07,44,000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :—

276 — Secretariate Social and Community Services—Rs 3,47,000/-
288 — Social Security and welfare Rs — 6,15,35,000/-
309 — Food and Nutrition Rs — 68,62,000/—
363 — Compensation and Assignment to local Rs. 1,20,00,000/— Bodies, and panchayet Raj Institutions.

There is no cut-motion-

(The Demand is passed by voice vote.)

Demand No. 43; Major Heads 287, & 683, that a sum not exceeding Rs. 42,53,000/— be granted to defray the charges whico will come in course of payment during the period

period from 1st April to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 43 under toe following major

287 — Labour and Employment Rs. 39, 53,000/—
683 = Loans for Housing Rs. 3, 00, 000/—

There is no cut-motion.

(The Demand is passed by voice vote.)

Demand No. 42, Major Head — 256, that a sum not exceeding Rs. 49, 82,000/— be granted to defray the charges which will come in course of Payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 42 unber the following Major Heads

256 —Jail Rs.49, 82, 000/—

There is one cut-motion on this Demand move by Jagendra Jamatia.

(The cut-motion is lost by voice vote, and The Demand is Passed by voice vote.)

Demand No. 29, Major Heads—288 & 688, that a sum not exceeding Rs. 11,80,000/— be granted to defray the charges which, will come in course of payment during the period from 1st April 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads

288 - Social Security and welfare 10,75,000/-
688- Lons for Social Security and welfare — 1,05,000/—

There is no cut-motion.

(The Demand is Passed by voice vote.

এই সভা আগামী ২৭শে মার্চ, মঙ্গলবার। ১৯৮৪ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE "A"

Admited Starred Question No 125.

Name of Member : Shri Syamacharan Tripura

will the Hon'ble Minister-in-charge of Tribal Welfare to pleased to seate

প্রশ্ন

১। এ; ডি, সি এলাকায় কয়টি গ্রোথ সেণ্টার করার প্রস্তাব ছিল,

২। উক্ত বিষয়ের উপর কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা এবং

৩। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ সেগুলি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। ৪টি

২। নেওয়া হয়েছে।

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে শিকারী বাড়ী গ্রোথ সেণ্টারের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। বাকী ৩টি গ্রোথ সেণ্টারের কাজ শেষ হতে কিছু সময় নেবে।

Admitted Starred Qnestion No 133.

Name of Member—Smti Gtia Choudhury

১। ইহা কি সত্য ২৬-১ ৮৪ ইং তারিখে দক্ষিন ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে Khalistan movement এর সমর্থনে পোষ্টার লাগানো হইয়াছে,

২। সত্য হইলে কাহারা এইরূপ পোষ্টার লাগাইয়াছে; এবং

৩। সরকার এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে ভাবছেন কি?

ANSWFR

Name of Minister : Shri Nripen Chakraborti, Chief Minister.

১নং ২ ২নং প্রশ্নর উত্তর: গত ২৬শে জানুয়ারী ১৯৮৪ইং তারিখে সকাল প্রায় ৮-১ মি: সময় কতিপয় সশস্ত্র উগ্রপন্থী দাঙ্গাবাড়ী সি আর পি ক্যাম্পের উপর গুলিবর্ষন করিয়াছিল। তদন্তকালে সি আর পি এর লোকজনেরা সাদা কাগজে লেখা নিম্নলিখিত পোষ্টার খোঁজে পায়। TNV Strugg for United KHALSTHAN For PUNJABIS দক্ষিন ত্রিপুরার অন্য কোথাও এই ধরনের খালিস্থানের সমর্থনে কোন পোষ্টার দেখা যায় নাই

৩। যাহারা এই সব কাজ করিতেছে তাদের খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 173

Name of Member— Shri Syamacharan Tripura, M. L. A.

১। রাজ্যের ভিলেজ চৌকিদারের চাকুরীর সর্ত পরিবর্তন ও বেতন বিন্যাসের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকিলে কবেপর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

গত ১লা জানুয়ারী ১৯৮৪ইং হইতে ভিলেজ চৌকিদারদের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের মত বেতন বিন্যাস এবং চাকুরীর শর্ত কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 199

Name of M, L. A. : Shri Narayan Das

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসনের মোট আবেদনকারীর সংখ্যা কত ?

২। কতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী উক্ত পেনসন পাচ্ছেন ?

৩। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর আবেদন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন ?

৪। ইহা কি সত্য বর্তমানে কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর আবেদন পত্র রাজ্য সরকারের নিকট পড়ে আছে ?

৫। সত্য হইলে কবে নাগাদ এই আবেদন পত্রগুলিকে প্রেরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৬। উক্ত আবেদনপত্র নাকচ করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের আছে কি ?

৭। থাকিলে কোন নীতির উপর ভিত্তি করে নাকচ করা হয় ?

Minister in-Charge of Political Department : Chief Minister.

ANSWER

১। ১৯৭২ ইং সনের Freedom Fighters' Pension Scheme অনুযায়ী পেনসন আবেদনকারীর সংখ্যা ১৫১৭ জন। ১৯৮০ ইং সনের Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme অনুযায়ী আবেদনকারীর সংখ্যা ৫২২ জন।

২। ১৯৭২ ইং সনের Scheme অনুযায়ী ৪০৩ জন ও ১৯৮০ ইং সনের Scheme অনুযায়ী ৬০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন পাচ্ছেন।

৩। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা আসার পর ২০১ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর আবেদনপত্র রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন।

৪। হ্যাঁ। ৩২০টি আবেদন পত্র।

৫। এই আবেদন পত্রগুলি রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। কমিটির মতামত পাওয়ার পর দরখাস্তগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠান হইবে। এই ব্যাপারে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য্য

করা সম্ভবপর নহে। তবে দরখাস্তগুলি তাড়াতাড়ি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

৬। না।

৭। প্রশ্ন উঠে না।

Admited Staired Question No — 214

Name of Member :— Sri Samir kumar Nath

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পানিসাগর ব্লকের শনিছড়া গাঁও সভায় একটি, চুড়াইবাড়ী গাঁও সভায় একটি এবং উপ্তামাল গাঁওসভায় একটি ডিপটিউবয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় এগুলি সংস্কার করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। উক্ত ডিপটিবওয়েলগুলি স্থাপনের জন্য মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। চুড়াইবাড়ী টিউবওয়েলের মোট ব্যয় পড়িয়াছে ১০০৮৩১ টাকা উপ্তামালি ও শনিছড়া টিউবওয়েল দুইটা কেন্দ্রীয় সংস্থা Central Ground water Boord কর্তৃক করা হয়েছিল। কাজেই এই দুইটাতে কত ব্যয় হয়েছে তা জানা নাই।

Admitted Sta;zed Question Not 218

Name of mamber :— Shri Diba chandra Hrangkhowl

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন সম্প্রদায়কে সিডুয়েল ট্রাইব লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ? (সিডিউণ্ড ট্রাইবস এর সম্প্রদায় ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। সিডিউণ্ড ট্রাইবস্ হওয়া সত্বেও এখনও লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই এমন এস টি আছে কি।

৩। যদি থাকে তাহলে লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি ?

৪। যদি করা না হয় তাহলে তার কারন কি ?

উত্তর

১। ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত দি সিডিউও কাষ্টম এণ্ড সিডিউও ট্রাইবস্ (এমেণ্ডমেন্ট) অর্ডারস এক্ট ১৯৭৬ (নং ১০৮ অব ১৯৭৬) এর সেকেণ্ড সিডিউলে বর্নিত সম্প্রদায়রাই ত্রিপুরা রাজ্যে সিডিউণ্ড ট্রাইবস্ লিস্টে অন্তর্ভূক্ত।

২। কোন ট্রাইবকে সিডিউণ্ড ট্রাইব হিসাবে গন্য করা হয় যখন সেই ট্রাইব সিডিউলে অন্তর্ভূক্ত থাকে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitteb Starred Question No — 224

Name of Memder —: Sri Samir Kr Nath.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগে কৃষ্ণপুর থেকে বাংলাদেশ বর্ডার পর্য্যন্ত কাকড়ী নদীর উভয় তীরে পাকা বাঁধ তৈরী করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কি ?

২। করে থাকলে এই কাজ কবে পর্য্যন্ত শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে অত্র এলাকার গ্রাম ও শহরের কি পরিমাণ জনসংখ্যা এর দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। নির্দ্দিষ্ট তারিখ এখনই বলা সম্ভব নয়।

৩। এ পরিকল্পনার অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে। পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ শেষ না হইলে এ তথ্য দেওয়া সম্ভব হইবে না।

Admitted Starred Question No- 231.

Name of member; Sri kali kumar DebBarma.

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লক অন্তর্গত সর্ব্বসেচ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে কি ? ;

২। হইলে উক্ত পরিকল্পনার কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। সেই পরিকল্পনার দ্বারা কত একর জমিতে সেচ করা সম্ভব হবে ?

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮৫ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৩। ১৮০ একর জমি সেচ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 237

Name of member :— Shri Samar Choudhury

will the Hon'ble minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত বছর জুম ফসল সম্পূর্ণভাবে বিনিষ্ট হওয়ার ফলে রাজ্যের জুমিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সারা বছর কাজের মাধ্যমে জুমিয়াদের খাদ্য দেবার জন্য উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এবং রাজ্য সরকার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন?

২। এই ধরনের কত সংখ্যক জুমিয়াকে কোন কোন গ্রামে চিহ্নিত করা হয়েছে?

৩। এই সকল জুমিয়াকে কি স্কীমের মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। কোথাও জুম ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় নাই। তবে গত বছর জুম ফসলের উৎপাদন অনেক স্থানে কম ছিল।

২। এই ধরনের সংখ্যা নির্ধারন করা হয় নাই।

৩। তবে সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলিতে সারা বৎসর কাজ চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তবে গত বছর জুম ফসলের ফলন আগের বছরের থেকে কম ছিল। জুম ফসল কম হওয়ায় সরকার এন, আর ই পি। এস আর ই পি মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের প্রকল্প পার্বত্য এলাকায় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারন করেছেন। এস আর ই পি প্রকল্পে প্রতিটি মজুর ২ কেজি চাল যার মূল্য ৪·৭০ টাকা এবং ৩ ৮০ টাকা নগদে পেয়ে থাকেন এবং এন, আর, ই, পি, তে ৪ ২০ টাকায় ২ কেজি চাল এবং নগদে ৩ ৮০ টাকা প্রতিটি শ্রমিক পান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এন,আর ই, পিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১ কেজি চাল ১,৮৫ টাকায় দিয়ে থাকেন। বাকি ১ কেজি চাল রাজ্য ২,৩৫ টাকায় হিসাবে

রাজ্যের খাদ্য মজুদ ভাণ্ডার থেকে দিয়ে থাকেন। শ্রমিক নির্বাচনের সময় যারা অতি দুঃস্থ তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 247

Name of Member : Shri Shyma Charan Tripura, M L A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :

১। ১৯৮০ সনের দাঙ্গায় জড়িত কতজন উপজাতি ও অ-উপজাতি কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে ; (পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

২। তার মধ্যে কতজন উপজাতি ও অ-উপজাতি কর্মচারীর সাসপেণ্ড উইড্র করা হয়েছে ;

৩। ইহা কি সত্য ১৯৮০-র দাঙ্গাজনিত কারণে এখনও অনেক উপজাতি ও অ-উপজাতি কর্মচারী নিরাপত্তার অভাবে কাজে যোগদান করিতে পারেন নাই।

৪। যদি সত্য হয় তবে তার সরকার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১নং, ২নং

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩নং। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Amitted Stared Question No. 274

Name of Member : Shri Monoranjan Majumdar

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমায় মনুরমুখ অঞ্চলে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প আওতাধীনে কোন প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছেন কি না ?

২। না করা হলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। আর্থিক সংগতির অভাবে সব জায়গায় একসাথে প্রকল্পের কাজ নেওয়া সম্ভব নয়।

(Question & Aaswars)

Admitted Starred Question Number : 303

Name of the M. L. A. : Shri Monoranjan Majumber,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Cofidential and Cabinet Department be pleaeed to state :

QUESTION

১। শান্তনম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের আয় ও সম্পদের হিসাব ঘোষণার বিধান চালুর কোন উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন কিনা ?

২। না নেওয়া হইয়া থাকিলে ইহার কারণ ?

Minister-in-Charge of the Confidential & Cabinet Department :— Chief Minister,

ANSWER

১। বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Starred Quesiion No. 518 (Admitted No. 320)

Name of the Member : Shri Resik Lal Roy, M.L.A,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be plesed to state :

১। ইহা কি সত্য ১৩-২-৮৪ইং তারিখে বিশালগড় অফিস টিলায় আগরতলা থেকে সোনামুড়াগামী মামুনি বাসটি থামিয়ে যাত্রীদের উপর যথেষ্টভাবে মারধর ও অত্যাচার করা হয়।

২। সত্য হইলে উক্ত ঘটনা কে বা কাহারা সংঘটিত করেছে।

৩। উক্ত ঘটনায় জড়িত কতজন আসামীকে এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister : Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। হাঁ।

২। কিছু সংখ্যক যুবক।

৩। ৭ জন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 332

Name of Member :— Shri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ইং সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী আগরতলা মটরষ্ট্যাণ্ডে জনৈক মোটর শ্রমিক

গোপাল বনিককে যারা খুন করেছে তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ সক্ষম হয়েছে কিনা ?

২। যদি হয়ে থাকে তাহলে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

৩। না করা হলে খুনীদের গ্রেপ্তারের জন্য কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে কিনা।

ANSWER

Name of Minister :— Shri ripen Chakraborty, Chief Minister.

উত্তর

১। হ্যাঁ

২নং এবং ৩নং

১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং বাকী ৩জন পলাতক আছে। পলাতকদের হাজির হইতে বাধ্য করার জন্য তাদের সম্পত্তি ক্রোক এবং গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারির জন্য মাননীয় আদালতে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 334,

Name of Member :— Shri Bhanulal Saha, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state:

১। গত ১৯৮৪ ইং সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ গাঁও সভার সুভাষ পল্লী গ্রামের নিরঞ্জন দাসের বাড়ীতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে সশস্ত্র দুবৃত্তের দ্বারা কোন আক্রমন সংগঠিত হয়েছিল কিনা ?

২। যদি হয়ে থাকে দুবৃর্ত্তদের আক্রমনে কেহ আহত হয়েছেন কিনা, এবং

৩। উক্ত বাড়ী থেকে ডাকাতরা কি কি সম্পদ লুট করেছে এবং অর্থমূল্যে তার পরিমান কত ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Nripen Chakraborty, Chief minister.

১। গত ১৯.২.৮৪ ইং তারিখ বীরগঞ্জ গাঁও সভায়

২। সুভাষ পল্লী গ্রামের শ্রী নিরঞ্জন দাসের স্ত্রী শ্রীমতি মানদা সুন্দরী দাস বীরগঞ্জ থানায় এই বলে অভিযোগ দায়ের করেন যে গত ১৮.২.৮২ ইং তাং রাত ১১টার সময় ২জন অচেনা দুষ্কৃতকারী যুবক তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহাকে গুলি করে যাহার ফলে তিনি আহত হন।

৩। কোন সম্পদ চুরি বা লুট হয় নাই।

Admitted Starred Question No 349

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhowl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to State :-

প্রশ্ন

১। কমলপুর মহকুমার শিকারীবাড়ী উপনগরী স্থাপনের জন্য আজ পর্য্যন্ত সর্বমোট কত টাকা খরচ হয়েছে, এবং

২। উক্ত খরচ এন, ই, সি এর প্রদত্ত অর্থ থেকে হয়েছে কি ?

উত্তর

১। আনুমানিক ৩১. ০৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

২। না।

Assembly Starred Question No 537 (admitted 352)

Name of the Member :- Sri Tarani Mohan Sinha M L A

Will the Honble Ministr in charge of the Home Department be pleased to state

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কুমারঘাটে অগ্নি নির্বাপক গাড়ী স্থায়ীভাবে রাখার জন্যে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কুমারঘাটে স্থায়ী অগ্নিনির্ব্বাপন গাড়ী থাকবে বলে আশা করা যায়

ANSWER

Name of the Minister : – Sri Nripen Chakraborty. CHIEF MINISTER

১নং ও ২নং

সমস্ত ব্লক হেড্‌কোয়াটারগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিস্‌ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকল্প ধাপে ধাপে হইবে। কুমরঘাটে ফায়ার সার্ভিস স্থায়ী ভাবে স্থাপনের প্রশ্নটি সরকার যথাসময়ে বিবেচনা করিবেন।

Admitteb Starred Question NO— 353.

Name of Member :— Sri Taranimohon Sinha

প্রশ্ন

১। বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর বিভাগে নালকাটা মনুনদীতে বাঁদ নির্মানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে কি ?

২। হইয়া থাকিলে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে ? এবং

৩। উক্ত বাঁধ কতদিনের মধ্যে সম্পন্ন হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মূল ব্যারেজ নির্মানের কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। আনুসাঙ্গিক কাজ শুরু হইয়াছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। মূব্যারেজের কাজ ১৯৮৫—৮৬ সালে শুরু করে ১৯৮৮—৮৯ সালে শেষ করা হইবে বলে আশা করা যায়।

ANNEXURE "B"

Admitted Starred Question No 36A

Name of Member Shri Subodh ch Das

will the Hondle Minister in Charge of the Tribal welfare Department pleased to state

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন কোন ব্লকে কতটি তপশিলী উপজাতি পরিবারের মধ্যে ছাগল ও শূকর বিতরন করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব এবং-

২। উক্ত পরিবারগুলি বি ডি সি এর দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

১।	পানিসাগর	—	১০ টি পরিবার
২।	কাঞ্চনপুর	—	৫৬০ " "
৩।	কুমারঘাট	—	১৬ " "
৪।	ছামনু	—	২৬ " "
৫।	সালেমা	—	১৫ " "
৬।	তেলিয়ামুড়া	—	৩০ " "
৭।	খোয়াই	—	১৭৩ " "
৮।	মোহনপুর	—	৪৫ " "
৯।	জিরানীয়া	—	১৮৯ " "
১০।	জম্পুইজলা	—	৩২ " "
১১।	বিশালগড়	—	× " "
১২।	মেলাঘর	—	৬৯ " "
১৩।	মাতারবাড়ী	—	৩৫৫ " "

১৪।	অমরপুর	—	৩৮৪ টি পরিবার
১৫।	ডম্বুরনগর	—	৩৮ " "
১৬।	বগাফা	—	৮০ " "
১৭।	রাজনগর	—	২০ " "
২৮।	সাঁত্‌চান্দ	—	১৮ " "

মোট: ২০২০টি পরিবার

২। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বি ডি সি অনুমোদন করেছেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস ফাণ্ডে যখন সাহায্য দেওয়া হয়েছে তখন পঞ্চায়েতর অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No. 56

Name of the member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Ministar-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৫-৭৬ইং সন পর্যান্ত ডম্বুর মেলার জন্য কোন কোন খাতে কত কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল (বছর ভিত্তিক হিসাব) —

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত টাকা বরাদ্দ করা সত্বেও মেলার ভিটি বন্টনের নামে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কাঁচা রসিদে জুলুম করে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩। ইহাও কি সত্য যে তীর্থযাত্রীদের জন্য সব শেড তৈরী করা হয়ে থাকে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য এবং অত্যন্ত নিম্নমানের ?

উত্তর

১। ১৯৭৫-৭৬ ইং সন থেকে ১৯৮৩-৮৪ইং সন পর্যান্ত ডম্বুর মেলার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার বছর ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হলো। বিভিন্ন খাতে আলাদাভাবে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই। মেলা অনুষ্ঠানের জন্য মোট বার্ষিক বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৭৫ ৭৬ সালে	৭,৮২৫,০০	টাকা
১৯৭৬ ৭৭ "	২০,৮৮০ ০০	"
১৯৭৭ ৭৮ "	২৯,৮৭৮, ০০	"

১৯৭৮ ৭৯ " ৩৮, ৮৯৫. ০০ টাকা

১৯৭৯ ৮০ " ৫১, ৭৮৮, ০০ "

১৯৮০ ৮১ " ৬১ ১৭৮, ০০ "

১৮৮১ ৮২ " ৮৬, ৮৬০ ০০ "

১৯৮২ ৮৩ " ৯৮, ০০০, ০০ "

১৯৮৩ ৮৪ " ১, ৩১, ৭৫০, ০০ "

২। এই রকম কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

৩। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে যে সব শেড তৈরী করা হয়েছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল না ঠিকই তবে নিম্নমানের ছিল না

Admitted Unstarred Question No—59

Name of the member :- Sri MaKnalal Chakraborty

প্রশ্ন

১। ৮৩-৮৪ সালের আর্থিক বৎসরে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে মোট কতটি সেচ প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে? যেমন ডিপটিউবওয়েল মাইনর ইরিগেশন, রিজভ'য়ার ইত্যাদি, (বিভাগ ভিত্তিক এ,ডি,সি ও এ,ডি,সি এরিয়া বহির্ভূত আলাদা হিসাব)

২। গত আর্থিক বৎসরে এই প্রকল্পে রাজ্যে যে সমস্ত স্কীম মঞ্জুর হয়েছিল তন্মধ্যে কতটির কাজ শেষ হয়েছে, এবং কতটির কাজ এখনও শেষ হয় নাই (ডিপটিউবওয়েল, মাইনর ইরিগেসন, রিজ'ভার)

উত্তর

১। ৮৩ ৮৪ সালের আর্থিক বৎসরে মোট ২৫টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ডিপটিউবওয়েল ১২টি ও লিফট (বার) ইরিগেশন ১২টি (বার) এবং ডাইভারশন ১টি। কোন রিজার্ভার মঞ্জুর করা হয় নাই। সংযোজনী "ক" তে বিভাগ ভিত্তিক এ ডি.সি, ও এ,ডি,সি, বহির্ভূত স্কীমের তথ্য দেওয়া হলো।

২। গত আর্থিক বৎসরে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে মোট ২৮টি স্কীম মঞ্জুর করা হয়েছিল।

যথা

১। ডিপটিউবওয়ে :- ৩টি

২। নূতন লিফট ইরিগেশন :-৮টি

৩। পুরাতন লিফট ইরিগেশনের উন্নয়ন—১৭টি মোট ২৮টি তার মধ্যে—

ক) কাজ শেষ হয়েছে —

১। ডিপটিউব ওয়েল —১টি

২। পুরাতন লিফট ইরিগেসনের উন্নয়ণ — ১২টি মোট ১৩টি

খ) কাজ শেষ হয় নি।

২। ডিপটিউব ওয়েল —২টি

২। নূতন লিফট ইরিগেশন —৮টি

৩। পুরাতন লিফট ইরিগেশনের উন্নয়ন ৫টি

মোট— ১৫টি

উক্ত ১৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টির কাজ চলিতেছে যথা

১। ডিপটিউবওয়েল —২টি

২। নূতন লিফট ইরিগেশন —৮টি

৩। পুরাতন লিফট ইরিগেশনের উন্নয়ন ৪টি

মোট—১৪টি

বাকী ১টির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি।

প্রশ্ন

৩। খোয়াই বিভাগের সর্ব ছড়ার সেচ প্রকল্পের কাজ এই বৎসরে শেষ হবে কি ?

৪। শ্যালো টিউবওয়েলের স্কীমটি সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহ করেছেন ?

উত্তর

৩। না।

৪। শ্যালো টিউব ওয়েল চালু করিয়া সংশ্লিষ্ট প্যাক্সকে হস্তান্তরিত করা হয়। তাহার পর ইহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্যাক্সই দায়িত্বে থাকেন তবে সমস্ত শ্যালো টিউব ওয়েলে পাম্প, মোটর ইত্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা চুরি গিয়াছে অথবা পরিমিত জল পাওয়া যাইতেছে না সেই পুলির মেরামতীর কাজ করে পুনঃ চালু করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন; তবে যেসব প্যাক্স নিজের খরছে ও দায়িত্বে এই সব অগভীর নলকূপের রক্ষনারেক্ষন করিবে সেই সব ক্ষেত্রেই এই মেরামতীর কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

সংযোজনী — ক

বিভাগ	প্রকল্পের নাম ডিপ টিউবওয়েল	লিফট ইরিগেশন	ডাইভারশন	এ.ডি.সি. অন্তর্ভুক্ত	এ ডি.সি বহির্ভূক্ত
ধর্মনগর	—	উত্তরপূর্ব্ব পানিসাগর	—	—	হ্যাঁ
কৈলাসহর	সৌরনগর	—	—	—	হ্যাঁ
”	কুকিদহর	—	—	—	হ্যাঁ
কমলপুর	পশ্চিম নাগিছড়া	—	—	হ্যাঁ	—
খোয়াই	চন্দ্রঠাকুর-পাড়া	—	—	হ্যাঁ	—
”	ছামুবস্তি	—	—	—	হ্যাঁ
”	—	সিপাইহাওড়া	—	হ্যাঁ	—
”	—	কমলনগর	—	—	হ্যাঁ
সদর	মাণ্ডাবাড়ী	—	—	হ্যাঁ	—
”	অজয়েন্দ্র নগর	—	—	হ্যাঁ	—
”	লেম্বুংগা	—	—	—	হ্যাঁ
”	গৌতম নগর	—	—	—	হ্যাঁ
”	মধুপুর	—	—	—	হ্যাঁ
”	ভেলুয়ার চর	—	—	—	হ্যাঁ
”		বিশ্বমনি পাড়া	—	—	হ্যাঁ
”		আসাম পাড়া			হ্যাঁ

সংযোজনী—ক

বিভাগ	প্রকল্পের নাম — ডিপ টিউবওয়েল	লিফট ইরিগেশন	ডাইভারশন	এ.ডি.সি অন্তর্ভুক্ত	এ.ডি.সি. বহির্ভুক্ত
সদর		জিরানীয়া	—	হ্যাঁ	—
,,		নারায়ন খামার	—	—	হ্যাঁ
,,	—		মোহন্তশিকারী পাড়া	হ্যাঁ	—
অমরপুর	—	জম্বুকছড়া	—	হ্যাঁ	—
,,	—	নতুনবাজার	—	হ্যাঁ	—
,,	—	একজন ছড়া (১)	—	হ্যাঁ	—
			—	হ্যাঁ	—
	—	একজন ছড়া (২)	—	হ্যাঁ	—
উদয়পুর	ধুচিনোলা	—	—	—	হ্যাঁ
সাব্রুম	—	বেতাগা	—	হ্যাঁ	—
	১২	১২	১	মোট—১২টি	মোট—১৩টি

Admitted Unstarred Question NO :- 70

Name of Member ;— Shri Keshab Majumder.

প্রশ্ন

১। হরিজনার (কাকড়াবন-উদয়পুর) বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য যে, পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তাহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ? এবং

২। কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

৩। উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য জমি অধিগ্রহনের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

৪। যদি অগ্রসর না হয়ে থাকে তাহলে তার কারন ?

উত্তর

১। বর্তমানে জমি অধিগ্রহনের পর্যায়ে আছে।

২। জমি অধিগ্রহনের কাজ শেষ হইলে আগামী ৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে শুরু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। জমি অধিগ্রহনের জন্য ক্ষুদ্র সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন বিভাগ-২ উদয়পুর হইতে দক্ষিন ত্রিপুরার এল. এ, কালেক্টারের নিকট তিনটি গ্রুপ এর প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে। কালেক্টরের নিকট হইতে জমির প্রতি গ্রুপের মালিককে নোটিশ ও (৪নং নোটিশ) দেওয়া হইয়াছে।

৪। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, on Tuesday the 27th. March, 1984 at 11.00 A.M.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Chief Minister, 10 (ten). Ministers, the Deputy Speaker and 39 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়-ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নম্বার ৩৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ৩৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য অষ্টম অর্থ কমিশন যে টাকা ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করেছে তাতে কর্মচারীদের ৮ কিস্তি ডি, এ, ধরা আছে?

২। যদি সত্য হয় তবে এই টাকার পরিমান কত?

৩। বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের কর্মচারীগণ কত কিস্তি কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্যভাতা পাওনা হইয়াছেন, এবং

৪। ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বৎসরেই এই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া হইবে কি না?

উত্তর

১। অষ্টম অর্থ কমিশনের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে কত কিস্তি ডি, এ, এর সুপারিশ করা হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই।

২। উপরোক্ত রিপোর্টে ডি, এ, এর জন্য কত টাকা ধরা হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই।

৩। কেন্দ্রিয় সরকারী কর্মচারীদের ৩১-১২-৮১ ইং পর্যন্ত যত কিস্তি ডি, এ, দেওয়া

হয়েছে রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের বেলায়ও তা দেওয়া হয়েছে।

১-১-৮২ ইং হতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকারী কর্ম্মচারীদের বেলায় সেরূপ কোন বেতন পুনর্বিন্যাস করা হয় নাই। সুতরাং কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রদেয় ডি, এ,র কোন তুলনা করা যায় না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা : মিঃ স্পীকার স্যার, সরকার কর্ম্মচারীদের ডি, এ,র টাকা নগদে দেবার জন্যে বিবেচনা করছেন এটা কি সত্য তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সত্য নয়।

শ্রীজওহর সাহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্য সরকার কর্ম্মচারীদের কি হারে কত টাকা ডি, এ, দিচ্ছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১২৭।

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১২৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক শিক্ষানীতি ঘোষণা করার পরও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাসিক বেতন বাবদ অর্থ সংগ্রহ করছে ?

২। সত্য হইলে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন ?

৩। বিদ্যালয়গুলিতে সরস্বতী পূজার চাঁদার হার বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কি না ?

উত্তর

১। কোন সরকারী স্কুল অথবা সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে মাসিক বেতন গ্রহন করা হয়না। সরকারী অনুদান গ্রহন করে না এবং মিশনারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রী-দের নিকট হইতে মাসিক বেতন গ্রহন করে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

শ্রীজওহর সাহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, দ্বাদশ

শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী এবং খেলাধুলা বাবদ যে চার্জ করা হয় তা মাসিক মায়নার মতই আদায় করা হচ্ছে—এইগুলি বন্ধ করে ছাত্রদের মুক্ত করে দেবার কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের এটা জানা উচিত যে, শিক্ষার জন্য বেতন আর খেলাধূলার জন্য বেতন এক নয়। দ্বিতীয়তঃ সরস্বতী পূজার চাঁদা শিক্ষার জন্য বেতন নয়।

শ্রী জওহর সাহা - এই সেপ্টলস যেটা বলা হয় সেটা শিক্ষার একটা ভাগ কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার - মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন আসে না। মাণনীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এটা মাসিক বেতন নয়।

শ্রী দশরথ দেব - সেপ্টলস ইজ এ সাবজেক্ট। ইট ইজ এন ইন্টিগ্রেল পার্ট অব দি সিলেবাস।

মিঃ স্পীকার - মাণনীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস - কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নামবার ১১৫।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে পণ প্রথা রোধ করার জন্য বর্ত্তমানে কি কি ব্যবস্থা চালু আছে, এবং

২। এ'ব্যবস্থাগুলির সাহায্যে ১৯৭৭-১৯৮৪ ইং জানুয়ারী পর্য্যন্ত কতজনকে সাহায্য করা হইয়াছে ;

৩। পণপ্রথা রোধ করার জন্য রাজ্যে কোন ব্যবস্থা চালু না থাকিলে এর জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে পণ প্রথা রোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের "দি ডাউরী প্রিভেনশান অ্যাক্ট, ১৯৬১" নামে একটি আইন চালু আছে। এ ছাড়া রাজ্য সরকারের এমন কোন আইন এ রাজ্যে চালু নাই।

২। এই ব্যাপারে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন আবেদন না পাওয়ায় রাজ্য সরকারের পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব হয় নাই।

৩। সরকার মনে করেন যে নিশ্চয়ই পণ প্রথা রোধ করার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তবে শুধু আইন দিয়েই এই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এটা সরকার মনে করেন না। প্রবল জনমত সৃষ্টি করতে হবে। আমরা দেখেছি দিল্লীতে বহু মেয়ে

আত্মহত্যা করেছে এই পণপ্রথার জন্যে। গত এক বছরে এইরূপ আত্মহত্যার যত ঘটনা ঘটেছে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ৩৭/৩৮ বৎসরের ইতিসাসে এর আগে এত সংখ্যক আত্ম-হত্যার ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং বিশেষ করে গণতান্ত্রিক নারী সমিতিগুলি মিটিং মিছিল করছেন। আমার মনে হয় এটা শুধু নারীদের ব্যাপার নয় সমগ্র সমাজকে এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের মধ্যে সোচ্চার হতে হবে। আমরা আগে জানতাম যে শুধু বাংগালীদের মধ্যেই পণ প্রথা চালু ছিল। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে ট্রাইবেলদের মধ্যেও এই ব্যাপারে মেয়েদের বাবা মা উদ্বেগ বোধ করছেন। কাজেই এর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে বামফ্রণ্ট সরকার প্রস্তুত আছেন। সরকারের কাছে নালিশ করলে সরকার আইনগতভাবে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেসব নিবেন।

শ্রীনকুল দাস :— খুব গরীব অংশের মানুষ যারা, তারাই এই ব্যাপারে বেশী অসুবিধা ভোগ করছেন। অনেক সময় পাড়া থেকে, গ্রাম থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পণের ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের সরকার থেকে সাহায্য করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— সাহায্য মানে যদি বলেন যে, সরকার থেকে পণটা দিয়ে দেওয়া হোক, সেটা পারা যাবে না।

শ্রীতরণী মোহন সিন্হা :—বিবাহের ব্যাপারে প্রচুর টাকা পয়সা খরচ হয়। এই ব্যাপারে বিয়ের মধ্যে একটা উর্ধতম ব্যয়সীমা ধার্য্য করার কোন চিন্তা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এইরকম কোন ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা সরকার করছেন না।

শ্রীজওহর সাহা :—পণ দিতে না পারার জন্য কোন বিবাহিত মহিলাকে নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে বা হয়েছে কিনা রাজ্যের মধ্যে, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— বহু ঘটনা আছে যেগুলি পুলিসের কাছে তারা জানায় না। এই রাজ্যেও কিছু কিছু আছে। অন্যান্য রাজ্যেও আছে। সেজন্য বলেছি প্রথমত দরকার সমস্ত সমাজকে সচেতন করা এবং সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—পণ প্রথা দুই রকমের আছে। একটা ডাইরেক্ট, আর একটা ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্টা আইন করে বন্ধ করা যায়। কিন্তু ইনডাইরেক্টা বন্ধ করা যায় না। বিশেষভাবে নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে জামাই থাকা ইত্যাদি। এইগুলি বন্ধ করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নেবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এইগুলি পণপ্রথা আইনের মধ্যে আসে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা এবং মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীজওহর সাহা :· অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা কত ? (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৯,১১০ জন শিক্ষিত বেকার ও ৩৩,০৫১ জন অর্ধশিক্ষিত বেকার আছে। নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হলো :—

মহকুমা	শিক্ষিত	অর্ধশিক্ষিত
সদর	১৬,৪৯৪ জন	১২,৩০৩ জন
সোনামুড়া	৪,২৪০ ,,	৩,১৯১ ,,
খোয়াই	৬,৮৭৬ ,,	৪,৯৫৬ ,,
কৈলাসহর	৩,৮১৮ ,,	২,৫৪১ ,,
ধর্মনগর	৪,৭৬৮ ,,	২,৫১৮ ,,
উদয়পুর	৪,৪৮৭ ,,	২,৯৬৬ ,,
বিলোনীয়া	৪,৩২০ ,,	১,৮২৮ ,,
অমরপুর	৬৮১ ,,	৬৬১ ,,
সাবরুম	১,৯১৫ ,,	৯৩৫ ,,

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—এই যে বিভাগ ভিত্তিক বেকারের তথ্য দেওয়া হলো তার মধ্যে বয়:সীমা পেরিয়ে গেছে এমন শিক্ষিত বেকারের বা অর্ধশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত এবং এবছর যাদের বয়:সীমা পেরিয়ে যাবে তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, এটা আর একটা প্রশ্নের উত্তরে আছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে তালিকা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকারের সম্পর্কে। কিন্তু যারা অশিক্ষিত বা নিরক্ষর তাদের নাম রেজিষ্ট্রি করার কোন সুবিধা আছে কিনা এবং থাকলে তার সংখ্যাটা কত জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, এখানে প্রশ্নটা ছিল শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে। কাজেই অশিক্ষিত বেকার সম্পর্কে আমি এক্ষুনি কোন তথ্য দিতে পারছি না।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে শিক্ষিত বেকারের যে হিসাব দিয়েছেন, তাদের কর্ম সংস্থানের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং

এ'সব পরিকল্পনার মাধ্যমে আজ পর্য্যন্ত কতজন্ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান করা হয়েছে দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, কর্মসংস্থানের ব্যাপারটা শ্রম দপ্তরের নয়, এটা অন্যান্য দপ্তরের বিশেষ করে শিল্প দপ্তরের। কাজেই আমি এই সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারছি না।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিভিন্ন দপ্তরের যে সব শিক্ষিত এবং অধ শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী দীর্ঘদিন হয়ে গেছে, অথচ তাদের নাম এখনও এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জে রেজিষ্ট্রিভুক্ত আছে, তাদের নামগুলি বাদ দেয়ার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা এবং সেই সংগে আরও যারা শিক্ষিত এবং অধ শিক্ষিত বেকার আছে, তারা যাতে তাদের নাম রেজিষ্ট্রি ভুক্ত করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, এই সম্পর্কে সরকার ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছেন, কারণ যারা নতুন চাকুরী পাবে, তাদের এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্চেঞ্জ কার্ড চাকুরী পাওয়ার সংগে সংগে জমা দেওয়ার নিয়ম আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, নিয়োগের ব্যাপারে শ্রম দপ্তরের কিছু করার নেই, এটা আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, কি কি ভাবে কাকে কোথায় নিয়োগ করা হবে, এটা শ্রম দপ্তরের বিষয়বস্তু নয়, এটা যে সব দপ্তর নিয়োগ করবেন তাদের ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৩।

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৩,

প্রশ্ন

১) বিলোনিয়া মহকুমায় বগাফা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উপজাতি ছাত্রীদের জন্য ছাত্রীবাস নির্মাণ করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে, কবে পর্য্যন্ত নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।

২) বর্তমানে বলা সম্ভব নয়। তবে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে এর জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই আশা করা যায় যে আগামী বছরের মধ্যে কাজটা শেষ করা যাবে।

শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই পার্কস বোর্ডিংটির ক্যাপাসিটি কত হবে জানতে পারি কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— ৪০ থেকে ৫০টি সীটের ব্যাবস্থা হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতি রত্নাপ্রভা দাস।

শ্রীমতি রত্নপ্রভা দাস :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৬।

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৬,

প্রশ্ন

১) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য সরকার যে নিম্নতম বেতন হার ঘোষণা করেছিলেন, তা কার্য্যকরী হয়েছি কি ?

২) না হয়ে থাকলে তার কারণ ; এবং

৩) সরকার তার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, কার্য্যকরী হয়েছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৮।

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৮,

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে কতজন শিক্ষিত বেকারের বয়:সীমা পার হওয়ায় চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ?

২) তাদের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন বা নিচ্ছেন কি ?

উত্তর

১) ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৫৭৮ জন শিক্ষিত বেকারের বয়:সীমা পার হওয়ায় সরকারী চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

২) হ্যাঁ।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পরিকল্পনাগুলি কি কি দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—চাকুরীর বয়:সীমা অতিক্রান্ত বেকারদের জন্য সরকার স্বয়ং নিযুক্তি প্রকল্প সমূহে সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের পরিকল্পনাতেই বয়:সীমা ১৮ হইতে ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা কেন্দ্রীয় সরকারের

পরিকল্পনায় মেট্রিক পাশ ও তদূর্ধ। কিন্তু রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাশ এইট পাশ পর্য্যন্ত শিথিল করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার-এর নিজস্ব স্বয়ং নিযুক্তি প্রকল্প সমূহে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়ঃসীমা একেবারেই না রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বয়ঃসীমা অতিক্রান্ত বেকার-দের পঞ্চায়েত স্তরে এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পি, প্রকল্প সমূহে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় ও অন্যান্য স্বয়ং নিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। যথা—ইট ভাটা স্থাপন, সমবায় ভিত্তিতে চা বাগান, রাবার শিল্প সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে রাবার প্ল্যান্টেশান, সব্জী উৎপাদকের্দ সমিতি গঠন ও সমবায় ভিত্তিতে মোটর পরিবহন সংস্থা গঠন, হস্ত ও তাঁত শিল্পীদের জন্য সহজ সর্তে ঋণ ও কাঁচা মালের বন্দোবস্ত ইত্যাদি। শিল্প বিভাগের অধীনে স্বয়ং—নিযুক্তি প্রকল্পে নিম্নলিখিত ২৫টি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে: ১) লন্ড্রি সপ স্থাপন করা; ২) সাইকেল রিক্সা মেরামতির প্রতিষ্ঠান, ৩) নাইলন দড়ি তৈরী প্রকল্প, ৪) কাচের আসবাব তৈরীর কারখানা, ৫) টিন ও ঝালাই কাজের প্রতিষ্ঠান, ৬) রেডিও তৈরী ও মেরামতির সংস্থা স্থাপন, ৭) রুটি ও বিস্কুট তৈরীর কারখানা, ৮) বাঁশ ও বেত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ৯) মোটর কারখানা স্থাপন, ১০) কমার্শিয়াল আর্ট, ১১) মোমবাতি তৈরীর কারখানা স্থাপন, ১২) বেটারী তৈরীর দোকান, ১৩) ফটোগ্রাফির দোকান, ১৪) ষ্টীল ট্রাঙ্ক তৈরীর কারখানা স্থাপন, ১৫) টার্ণার, ফিটার ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প স্থাপন, ১৬) ঝালার দোকান স্থাপন, ১৭) কর্মকারের দোকান স্থাপন, ১৮) ইলেকট্রিক তার ও বিদ্যুৎ কাজ, ১৯) তন্তু ও বয়ণ শিল্প স্থাপন, ২০) সেলুন স্থাপন, ২১) হাঁস মুরগী পালন, ২২) দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্প, ২৩) দরজীর দোকান স্থাপন ইত্যাদি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—১৯৮৪ সালের মধ্যে আর কতজন বেকার এভাবে বয়ঃ-সীমা পার হওয়ার ফলে সরকারী চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, এটা যেহেতু পরের বছর সংক্রান্ত প্রশ্ন, কাজেই এটার উত্তর পরের বছরেই দেওয়া যাবে, এখন দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই পর্য্যন্ত বয়ঃসীমা পার হয়ে যাওয়া বেকারদের কতজনকে স্বয়ং নিযুক্তি প্রকল্পে নিযুক্ত করা হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, এই প্রশ্নের আগেই বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— তার মানে তো এই, যে ৫৭৮ জন শিক্ষিত বেকার যাদের সরকারী চাকুরী পাওয়ার বয়ঃসীমা পার হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে মাত্র ৭৯ জনকে স্বয়ং

নিযুক্তির প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আর বাকী ৪৯৯ জনকে ডিপ্রাইভড্ করা হয়েছে। কাজেই বাকীদের জন্য কর্ম সংস্থানের কোন সুযোগ সৃষ্টি করা হবে কিনা এবং ১৯৮৪ সালের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষিত বেকারদের সরকারী চাকুরী পাওয়ার বয়ঃসীমা পার হয়ে যাবে, তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি গত কালও বিস্তারিত বলেছি এবং এখনও বলছি যে, তাদের জন্য আমাদের সরকার অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, স্বনিযুক্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে যে কথা বললেন এই স্কীমটির জন্য কত টাকা ধরা হয়েছে ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটি মূল প্রশ্নের সংগে যুক্ত নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাংখল

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—কোয়েশ্চান নং ৩০৫

শ্রীদশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নং ৩০৫

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা Kanchanche'ra (82 miles) এলাকায় High School করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তার কারন ?

উত্তর

১। না।

২। এই বছরই ঐ এলাকার করমছড়ায় একটি নুতন উচ্চ বিদ্যালয় মঞ্জুর হওয়ায়।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কাঞ্চনছড়া (৮১ মাইল) উত্তর ত্রিপুরায় অবস্থিত সেই এলাকায় কোন হাই স্কুল নাই, অথচ করমছড়াতে আছে, মাছলীছড়াতে আছে, কাজেই এখানে ভবিষ্যতে একটি হাই স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা সরকার নেবের কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কাঞ্চনছড়ার নিকটেই করমছড়াতে একটা হাই স্কুল খোলা হয়েছে কাঞ্চনছড়াতে যে স্কুলটি আছে সেই স্কুলের ৫ম শ্রেণীতে মাত্র ৩ জন ছাত্র আছে। কাজেই এখনই সেখানে একটা হাই স্কুল স্থাপনের কথা আমরা চিন্তা করছি না—আর ভবিষ্যতে করা হবে কি না—ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই ঠিক করবে, ভবিষ্যতের কথা এখন কিছু বলা যায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীর কুমার নাথ

১। শ্রীসমীর কুমার নাথ :— কোয়েশ্চান নং ৩১৩

২। শ্রীদশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নং ৩১৩

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কদমতলার ৪০ দ্রোন ও তারপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বেশীর ভাগ সংখ্যালঘু মুসলীম ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়ার সুবিধার্থে সরকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

২। যদি উহা সত্য হয় তাহা হইলে কত দিনের মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়টির কাজ সরকার আরম্ভ করিবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এখনও কোন সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আমি এই কথা বলতে পারি যে এলাকার কথা এখানে বলা হয়েছে সেই ৪০ দ্রোন গ্রামে মাত্র ৩০০ জন লোকের বাস। পাশের কালাগাঙ্গে একটি প্রাইমারী স্কুল আছে মাত্র এক কিলোমিটার দূর, সেই স্কুলের ৩/৪ জন ছাত্রই এই ৪০ দ্রোন গ্রামের অধিবাসী। কাজেই এখনই সেখানে একটি প্রাইমারী স্কুল খোললে অন্যান্য স্কুল তার জন্য এ্যাফেক্ট করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা

শ্রীভানুলাল সাহা :— কোয়েশ্চান নং ৩১৪

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ৩১৪

প্রশ্ন

১। রিক্সা শ্রমিকদের ব্যাংক ঋণ পরিশোধে রাজ্য সরকারের দিক থেকে সাহায্য করার কোন উদ্যোগ আছে কি না ?

২। যদি থাকে তা হলে কিরূপ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ব্যাংকগুলিকে জানানো হয়েছে যে, যে সমস্ত রিক্সা মালিক ব্যাংকের ঋণ শোধ করতে পারেন নি, তাদের রিক্সাগুলির বুক ভ্যালুর ৫০ শতাংশ দিয়ে রাজ্যসরকার এগুলি নিয়ে নিতে রাজী। ব্যাংকগুলি এ সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত এখনও পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারকে জানায়নি।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে অনেক দিন আগেই সরকারের মনোভাব জানান হয়েছিল এবং সেই সম্পর্কে ব্যাংকের মনোভাব জানান হয় নাই সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাংকগুলির সংগে

যোগাযোগ করে তাদের এই সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গী কি সেটা জানবার জন্য চেষ্টা করা হবে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা ইউ, বি, আই, এবং আরও ক'টি ব্যাংকের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং আমি নিজেও ইউ, বি, আই,র চেয়ারম্যানের সংগে যোগাযোগ করেছিলাম, তাদের কাছ থেকে কোন উত্তর আসে নাই। তারপর আমি গ্রামীন ব্যাংকের সংগে যোগাযোগ করি। তারা আমাকে বলেছে যে, যাদের প্রাইভেট রিক্সা আছে তাদের তারা ফিনান্স করে যাবে সেই দিক থেকে তারা সাহায্য করতে রাজী আছে। প্রশ্ন হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ে — যারা রিক্সা টানে তাদের জন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রী প্রনব মুখার্জীর সঙ্গে এই ব্যাপারে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, যারা রিক্সা শ্রমিক বিশেষ করে তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতির রিক্সা শ্রমিক তাদের ঋণ মকুব করে দেওয়ার জন্য, সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে এই ঋণ থেকে রিক্সা শ্রমিকদের যাতে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরার এই সব দুস্থ রিক্সা শ্রমিকরা যাতে নিজেরা রিক্সার মালিক হতে পারে তার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তপশীল জাতির রিক্সা চালকদের একটা কর্পোরেশান আছে, সেখান থেকে তাদের রিক্সা দেওয়া হচ্ছে—এটা অনেকটা পুনর্বাসনের পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করছে। এই সরকার রিক্সা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ব্যাঙ্কের ঋণের বোঝার হাত থেকে যাতে তাদের উদ্ধার করা যায় তারজন্য সরকার চেষ্টা করছেন। তাদের এইসব ঋণের জন্য যে সুদের টাকা পাওনা হয় সেই টাকা বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ টাকা নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন যাতে তাদের আর সেই সুদের টাকা পরিশোধ করতে না হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার

শ্রী কেশব মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ৩৪৬

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ৩৪৬

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে একটি আইন কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা;

২) থাকিলে উক্ত পরিকল্পনাটি কবে পর্য্যন্ত কার্যকরী করা হবে বলে আশা

করা যায় ?

উত্তর

১ ও ২। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আগরতলায় একটি সান্ধ্য আইন কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। এই ব্যাপারে কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। তবে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আমি জানাতে চাই যে—আগরতলায় সান্ধ্য আইন কলেজ খোলার ব্যাপারে ১৯৭৯ সালে উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রাথমিক আবেদনের জবাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন যথা :—(১) ৩টি ক্লাশ ঘর প্রতিটি ১০০০ বর্গফুট, (২) অধ্যক্ষের ঘর ৫০০ বর্গফুট, (৩) গ্রন্থাগার ও পঠন কক্ষ ১,৫০০ বর্গফুট, (৪) অফিস ঘর ১,০০০ বর্গফুট, (৫) শিক্ষকদের বসবার ঘর ৫০০ বর্গফুট, (৬) পূর্ণ সময়ের জন্য অধ্যক্ষ নিয়োগ, (৭) পূর্ণ সময়ের জন্য ৬ জন শিক্ষক নিয়োগ, (৮) কলেজের নিজস্ব বাড়ী, (৯) দিনের বেলায় কলেজের ক্লাশ।

১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ৩ সদস্যক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শক দল আগরতলায় আসেন ও পরিদর্শন করেন। কিন্তু নিজস্ব বাড়ীতে দিনের বেলায় আইন কলেজ স্থাপন ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজী না হওয়ায় ত্রিপুরায় আইন কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব এখনো বাস্তবায়িত হয় নাই।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যাদব মজুমদার

শ্রীযাদব মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৬৭, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৬৭।

প্রশ্ন

১। এ. ডি. নগর সিনিয়র বেসিক স্কুলকে আগামী আর্থিক বৎসরে দশম শ্রেণীতে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২ : থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকর হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। কবে নাগাদ চাবিপাড়া হাই স্কুলে বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগ চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

৪। চারিপাড়া স্কুলের মাঠের সংস্কার সাধনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। আপততঃ নাই।

৪। আছে।

শ্রীযাদব মজুমদার :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, এ, ডি, নগর সিনিয়র বেসিক স্কুল থেকে ছাত্র ছাত্রীরা যখন ৮ম শ্রেণী পাশ করে নূতন স্কুলে ভর্ত্তি হতে যায় তখন সমস্যা দেখা দেয়, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— সবখানেই সমস্যা আছে। কিন্তু এই বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্থানাভাবে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে ভর্ত্তি হতে পারে নাই এরকম কোন ঘটনা আমাদের জানা নেই।

শ্রীযাদব মজুমদার :— ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তি হতে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। সেই জন্য আমি বলেছিলাম যে, ১০ম শ্রেণীতে উন্নীত করা যায় কিনা, সেটা দেখা হবে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— পরে দেখা হবে। দুই কিলোমিটারের মধ্যে হাইস্কুল আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯০, ফাইনেন্স ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯০।

প্রশ্ন

১। ৮২-৮৩ অর্থ বছরে রাজ্য সরকার কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করেছেন ?

২। উক্ত অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা কি পরিমাণ ছিল ?

৩) ঐ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়েছে কি ?

৪) না হলে, তাহার কারণ ?

উত্তর

১) ১'৪১'৬৬ লাখ টাকা আদায় হয়েছে।

২) ১৯৮২-৮৩ সালের বাজেটে ১২০২'২৯ লাখ টাকা লক্ষ্যমাত্রা ছিল। লক্ষ্য মাত্রা অপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হয়েছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা যেটা ধরা হয়েছিল সেটা অতিক্রান্ত হয়েছে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—প্রোফেশনেল টেক্স যেটা ধরা হয়েছিল ২৯ লক্ষ টাকা সেটা হয়েছে ৪৭.০৭ লক্ষ টাকা। ভূমি রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে আদায় হয়েছে ২৪-৮৭ লাখ টাকা। ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫ লাখ

টাকা, আদায় হয়েছে ৬৫, ৯৭ লাখ টাকা। আবগারী শুল্ক-লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৮ লক্ষ টাকা, আদায় হয়েছে ৫১'২৯ লাখ টাকা। বিক্রয় কর, লক্ষ্য মাত্রা ছিল ২৭০ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে ৩৪৬'৮৬ লক্ষ্য টাকা। যানবাহনের উপর ধার্য্য করের লক্ষ্য-মাত্রা ছিল ৩৫'৭০ লাখ টাকা, আদায় হয়েছে ৩৮'৫৫ লাখ টাকা। প্রমোদ করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩১'৫০ লাখ টাকা, আদায় হয়েছে ৩৮'২২ লাখ টাকা। অন্যান্য রাজস্ব নন্‌টেক্স রেভিনিউর লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৭২৯'৬৫ লাখ টাকা আদায় হয়েছে ১১২৮'৩৫ লাখ টাকা।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অতিক্রম করা যায় নি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কৃষি আয় করের ক্ষেত্রে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সেল টেক্স আদায়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কতকগুলি নিয়ম নীতি ছিল যে স্পোর্টস ম্যাটেরিয়েলসের উপর কোন কর আদায় করা হবে না কিন্তু দেখছি সেটা আদায় করা হচ্ছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— কোন ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি ভায়লেট করা হয় নি।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই সেল-টেক্স আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী-দেরকে হয়রানী করা হয় এই ব্যাপারে যখন তারা অফিসে টাকা জমা দিতে যান এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কাউকেই হয়রানি করা হয় না।

মি: স্পীকার :— শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন্ নং ১২১, প্ল্যানিং অ্যাণ্ড কো-অর্ডিনেশন ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১২১।

প্রশ্ন

১) বর্তমান বর্ষে রাজ্য যোজনা খাতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ কত, এবং

২) উক্ত যোজনায় কোন কোন কাজকে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছেন?

৩) বিগত বছরের যোজনা খাতে বরাদ্দ টাকা খরচ করা হয়েছে কি না?

উত্তর

১) বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে ১৯৮৩-৮৪ রাজ্য যোজনা খাতে মোট বরাদ্দ অর্থের পরি-মান ৫৮ কোটি টাকা।

২। উক্ত যোজনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সামাজিক সেবা মূলক ও উন্নয়ন-

মূলক পরিকল্পনার উপর।

৩) বিগত আর্থিক বছরের (১৯৮২-৮৩) যোজনা বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকার সবটাই খরচ হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮৪-৮৫ সালের যোজনা খাতের জন্য রাজ্য সরকার যে টাকা চেয়েছিলেন সেটা পেয়েছেন কিনা এবং বিগত বৎসরের যে ৫৮ কোটি দেওয়া হয়েছিল সেটা চূড়ান্ত কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ১৯৮৪-৮৫ সাল সম্পর্কে এখানে কোন প্রশ্ন নেই। তাছাড়া রাজ্য সরকার ৫৮ কোটি টাকা চেয়েছেন এটাও ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাসিত আলী।

(সৈয়দ বাসিত আলী :— অনুপস্থিত)।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪ ।

মিঃ স্পীকার :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪ ।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্য্যন্ত TRIPURA BAPTIST CHRISTIAN ASSOCIATION (TBCU) মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে কত টাকা দান করেছেন ? (বছর ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। TRIPURA BAPTIST CHRISTIAN ASSOCIATION (TBCU) বলে কোন সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে কোন টাকা দান করেন নাই।

Sri Shyamacharan Tripura :— TBCU এর সেক্রেটারী বা ডাইরেক্টার আলাদা ভাবে এই রকম কোন অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আলাদা প্রশ্ন করলে আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস।

(শ্রীনারায়ণ দাস :— অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— শ্রী ভানুলাল সাহা।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— এ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৮ ।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৮ ।

শ্রী বীরেন দত্ত :— মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৮ ।

প্রশ্ন

১। বে-সরকারী পরিবহন সংস্থাগুলি তাদের নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র দিয়েছে কিনা,

২। যদি না দিয়ে থাকে ঐ শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র প্রদানের ব্যাপারে সরকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

১। কিছু কিছু বেসরকারী পরিবহন সংস্থার মালিকগণ তাহাদের নিযুক্ত শ্রমিকদিগের নিয়োগপত্র দিয়েছেন।

২। সরকার ব্যবস্থা নিবেন।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, কিছু কিছু নিয়োগ পত্র সংস্থার মালিকগণ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি, অধিকাংশ পরিবহন সংস্থার মালিকরাই নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে পরিকল্পিত ভাবে বাধার সৃষ্টি করছে, দিতে চাইছে না। সেইসব ক্ষেত্রে সেইসব শ্রমিকদের নিয়োগপত্র পাওয়ার ব্যাপারে সরকার কি কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমত: এই নিয়োগ পত্রের ব্যাপারে আইন আছে। এই আইন যারা ভঙ্গ করিতেছে সেই সব মালিক পক্ষ আলোচনায় আসে। ওরা নিয়োগ পত্রের বিস্তৃত যে ফর্ম আছে সেটার কিছু কিছু আপত্তি জানায়। আমরা রুলস্ পরিবর্তন করেছি যার ফলে নিয়োগপত্রের ধারা পরিবর্তন করতে হবে। আলোচনার ভিত্তিতে সেটা ঠিক হয়েছে। ঠিক হওয়ার পরে মালিক পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা নিয়োগ পত্র দিয়ে দেবেন। কিন্তু করেন নাই। আমাদের কাছে রেজিষ্ট্রিকৃত যে সমস্ত মালিক আছেন যারা আইন ভঙ্গ করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করি। তাদের বিরুদ্ধে চার্জসীট হয়ে যায়। তখন মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষ উভয়েই এসে মিলিতভাবে বলেন, মামলা প্রত্যাহার করুন, আমরা নিয়োগপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করছি। দেখা গেল যে, কিছুদিনের মধ্যে কিছু সংখ্যক নিয়োগ পত্র দেওয়ার পরে এক অংশের মালিক শ্রমিকদের মধ্যে একটা বিভেদ ঘটিয়ে শ্রমিকদের পক্ষে থেকে আর কোন নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করল না। সে সময় আমরা আবার তাদের বলেছি, যদি তোমরা এত দিনের ভেতর নিয়োগ পত্র না দাও, তাহলে আবার মামলা দায়ের করা হবে। তখন এসে আবার বলল, আমরা দিচ্ছি। এবং উভয় পক্ষই নাকি সম্মত হয়েছে বলে আমাদের কাছে সর্বশেষ খবর আসে। আমরা আশা করব, মালিক পক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আলোচনার মধ্যে হলে তাড়াতাড়ি হবে। আদালতে গেলে অনেক দেরী হয়ে যায়।

শ্রীমানিক সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, কিছু কিছু মালিক এখনও শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দিচ্ছে না এ তথ্য উনার কাছে আছে। আমার ধারনা, কিছু কিছু নয়, একটা বিরাট সংখ্যক আছেন যারা এখনও শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেন নাই। আমি সভার সামনে উল্লেখ করতে চাই, আজকে মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন (মোটর শ্রমিকদের সব থেকে বড় ইউনিয়ন) বিধানসভা অভিযানে আসছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের সংগে কথা বলবেন। তাদের ১০ | ১১টি দাবীর মধ্যে মুখ্য দাবী এই নিয়োগপত্র। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি জানতে চাই, যে সমস্ত মালিক সরকারী আদেশ লঙ্ঘিত করে শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র দেওয়া থেকে বঞ্চিত করছে, যখন তখন তাদের ছাটাই করছে, ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করছে তাদের গাড়ীর লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— আইনগত ভাবে এটা পরীক্ষা করে দেখব। এটা ভাল প্রস্তাব। আইনের দিক দিয়ে যদি কোন অসুবিধা না থাকে, তাহলে এ ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব।

শ্রীভানুলাল সাহা :— শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পরিবহন সংস্থার মালিকদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র পাইয়ে দিতে হবে, না আইনের কঠোর দিক দিয়ে তাদের দিয়ে নিয়োগ পত্র পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই ; এই লাইসেন্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে বা কণ্ট্রাকটরদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে আইনের যে ধারা আছে সে ধারায় সব কিছু করা সম্ভব নয়। আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখব, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যে সব ধারা সংযোজন করা দরকার বর্ত্তমান চালু আইনে এই সব ধারা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার।

শ্রীযাদব মজুমদার :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার '৩৭৩।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার '৩৭৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার '৩৭৩।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে আমতলী পি. এল. হোম.'এ কতকগুলি পরিবার বাস করে,

২) তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৩) লেফট ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পি. এল. হোম. হইতে মোট কতজন সরকারী চাকুরীর সুবিধা পাইয়াছে ?

উত্তর

১) বর্তমানে ১১৭টি পরিবার বাস করে।

২) তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা আছে।

৩) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ২১ জনের চাকুরী হইয়াছে।

শ্রীযাদব মজুমদার :— ক্যাম্পে তাদের যে ডোল দেওয়া হয় তার টাকা কি রাজ্য সরকার দেন, না কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ করেন, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— পি. এল. হোমে যারা পার্মানেন্ট বলে চিহ্নিত তাদের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেন। এ ছাড়াও আরো কিছু আছেন যাদের টাকা রাজ্য সরকারই দিয়ে থাকেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— পি. এল. হোমের যারা চাকুরী পেয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা আমাদেরই নিতে হচ্ছে। যারা চাকুরী পাচ্ছেন তারা পি. এল. ক্যাম্পে থাকবেন না। তাদের আমরা অন্য জায়গায় পুনর্বাসনের জন্য সুযোগ সুবিধা দেবার ব্যবস্থা করব। এ জন্য চেষ্টাও করে যাচ্ছি। তাদের কিছু জমি দেওরা এবং কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে অন্য জায়গায় গিয়ে তারা তাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES -"A" ("B")

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরীর নিকট হইতে পাইয়াছি। সেই নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং নোটি-শটির বিষয়বস্তু হলো : --

গত ২২শে মার্চ বিশালগড় ব্রজপুর পঞ্চায়েত অফিসে দুষ্কৃতকারীদের হামলা এবং গত ২৬শে মার্চ এস, বি, স্কুলে অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে উনার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী সমর চৌধুরী :- স্যার, আমি আমার বিষয়টি উত্থাপন করছি-, গত ২২শে মার্চ

বিশালগড় ব্রজপুর পঞ্চায়েত অফিসে দুষ্কৃতকারীদের হামলা এবং গত ২৬শে মার্চ এস, বি, স্কুলে অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার. আমি ৩০শে মার্চ এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আগামী ৩০ শে মার্চ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো-

'২৬শে মার্চ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত উদয়পুর নগ্রাই পথে শ্রমিকশেডে বৈরী হামলা, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, আমি আগামী ২৯শে মার্চ এ বিষয়ে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৯শে মার্চ এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—

'গত ১৮-২-৮৪ইং তারিখে রাত ৮টায় বিশালগড় থানার অন্তর্গত হেরমা বাজার আগুনে পুড়া যাওয়া এবং ৫.৩.৮৪ইং তারিখে রাতে ঐ হেরমা বাজারই সংলগ্ন ডি.এল, ডাবলিউ, অফিস ঘর আগুনে পুড়া যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ

বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৯শে মার্চ এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ২৯শে মার্চ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহার নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

গত ১২ই মার্চ রাত্রে অমরপুর মহকুমায় কুরমা বাজারস্থিত পুলিশ ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং ঐ এলাকার ভীত সন্ত্রস্ত বেশ কিছু জাতি-উপজাতি পরিবারবর্গ অমরপুরে আশ্রয় গ্রহন প্রসঙ্গে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এসম্পর্কে আগামী ৩০শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী ৩০শে মার্চ এ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনিল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

১-৩-৮৪ইং সাব্রুমের কলাছড়ায় সশস্ত্র ডাকাত দল কর্তৃক বাজার লুট, অগ্নিসংযোগ এবং ব্যবসায়ীদের আহত করা সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

বিগত ১/২-৩-৮৪ ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১টার সময় ৩০।৪০ জনের সশস্ত্র উপজাতি একটি ডাকাতদল সাব্রুম থানাধীন কলাছড়া বাজার চড়াও করে। তন্মধ্যে ৬ ৭ জন সশস্ত্র ডাকাত ঐ বাজারের ব্যবসায়ী শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহার দোকান ঘরের দরজা ভাংচুর করিয়া দোকান ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে ও টাকা পয়সা দিবার জন্য মারিতে থাকে। ঐ সময় বাহিরে থাকা অন্যান্য ডাকাতগন দোকান ঘরের

বেড়ায় ক্রমান্বয়ে লাঠি দিয়া আঘাত করিতে থাকে। দোকান ঘরের ভিতরে যে ৬।৭ জন ডাকাত প্রবেশ করিয়াছিল তাদের মধ্যে একজন ডাকাত শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক হইতে গুলি ছুড়ে, কিন্তু তাহাতে সে কোন আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। এবং অন্যান্য ডাকাতেরাপট্কা বা ঐ জাতিয় কিছু ফাটায়। সঙ্গে সঙ্গে মশারীতে আগুন ধরিয়া যায়। ডাকাতদল শ্রী হরেকৃষ্ণ সাহাকে টাকা পয়সা যা কিছু আছে দিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে। শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা আতংকে নিজেকে রক্ষার জন্য ডাকাতদের নগদ ৬০০ টাকা দিয়া দেয়। ডাকাতদল দোকানঘরে বিক্রীর জন্য রাখা বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি মালামাল যাহা কিছু ছিল লুট করিতে থাকে। শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহার ছেলে শ্রীগোপাল সাহা ডাকাতদের আক্রমন হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য দোকান হইতে বাহিরে আসার সময় ডাকাতগন তাহার উপর চড়াও হইয়া তাহার মুখে লাথি মারে, ফলে সে সামান্য জখম প্রাপ্ত হয়। শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহার ডাক চীৎকারে তাহার স্ত্রী শ্রীমতি গীতারাণী সাহা দোকান ঘর সংলগ্ন বাস্তু ঘর হইতে দোকানের দিকে আসিতে থাকিলে ডাকাতদের অপর একটি গুলিতে আহত হয়। ডাকাতদল কলাছড়া বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীগণের জিনিষপত্র লুট করিতে থাকে। ডাকাতদল কলাছড়া বাজার হইতে পলাইয়া যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত্তে বাজারের ব্যবসায়ী সর্ব্বশ্রী মনীন্দ্র সরকার, নগেন্দ্র সরকার, ভোলা চক্রবর্ত্তী, রেবতী সাহা ও আরও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের দোকান ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। আগুন লাগানোর ফলে আনুমানিক ১৬ জন ব্যবসায়ীর দোকান ঘর সম্পুর্ণ মালামাল সহ ভষ্মীভুত হইয়া যায়।

ডাকাতদল কর্ত্তৃক আক্রমনে নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণ জখম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :

১) শ্রীমতি গীতারাণী সাহা :— গলায় ছড়া গুলির আঘাত।

২) শ্রীগোপাল সাহা :— মুখে লাথির আঘাতে ফোলা জখম।

৩) শ্রীরেবতী সাহা :— মাথায় ও হাতে টাক্কালের কোপ।

৪) শ্রীভুবন চন্দ্র দাস :— হাতে ছড়া গুলির আঘাত।

ডাকাত দল বাজারের ব্যবসায়ীদের জিনিষপত্র লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।

উপরোক্ত ঘটনা শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহার জবানীতে সাবরুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫।৩৯৭ ৩৯৮ ও ৪৩৬ ধারায় ২(৩) ৮৩ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয় এবং তদন্তকার্য্য গ্রহণ করা হয়।

সশস্ত্র ডাকাত দলের আক্রমনে আহত শ্রীমতি গীতারানী সাহা ও অন্যান্যদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঐদিনই প্রেরণ করা হয়। সেখান হইতে শ্রীমতি গীতরানী সাহাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। অন্যান্যরা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র হইতে চিকিৎসার কয়েক দিনের মধ্যেই ছাড়া পান।

শ্রীমতি গীতারানী সাহাকে চিকিৎসার পর জি, বি, হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ যথারীতি তদন্ত শুরু করে ও তদন্তকালীন নিম্নোক্ত ব্যাক্তিদের বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে গ্রেপ্তার করে হাজতে পাঠায় ;

	গ্রেপ্তারের তারিখ
১) শ্রীহরমোহন ত্রিপুরা	১-৩-৮৪ ইং
২) শ্রীগৌরাঙ্গ ত্রিপুরা	
৩) শ্রীমনীন্দ্র ওরফে মনীন্দ্র ত্রিপুরা	১৪-৩-৮৪ ইং
৪) শ্রীনবকুমার ত্রিপুরা	
৫) শ্রীশান্তি ত্রিপুরা	
৬) শ্রীভুবনজয় ত্রিপুরা	
৭) শ্রীচন্দ্রকুমার ত্রিপুরা	
৮) শ্রীভগীরথ ত্রিপুরা	১৮-৩-৮৪ ইং

পুলিশ উপরিউক্ত ধৃত ব্যাক্তিগণের গৃহে জোরদার তল্লাসী চালাইয়া ধৃত দুই ব্যাক্তির যথা—১) শ্রীভুবনজয় ত্রিপুরা ও ২) শ্রীচন্দ্রকুমার ত্রিপুরার হেপাজত হইতে দুইটি বে-আইনী গাদা বন্দুক উদ্ধার করে।

ধৃত ও চালানী ব্যাক্তিদের মধ্যে শ্রীহরমোহন ত্রিপুরা ও শ্রী গৌরাঙ্গ ত্রিপুরা কোর্ট হইতে জামিনে মুক্ত আছে ও বাকী ধৃত ব্যাক্তিগণ এখনো জেল হাজতে আছে।

এ যাবৎ লুন্ঠিত অর্থ ও অন্যান্য মালামাল উদ্ধার হইয়াছে এরূপ কোন তথ্য নাই, তবে পুলিশ লুন্ঠিত অর্থ ও জিনিষপত্র উদ্ধার করে জোর তদন্ত ও তল্লাসী চালাইয়াছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, কলাছড়াতে ১ তারিখ ডাকাতি হয়েছে, আর ২৯শে ফেব্রুয়ারী তৈদুম্বা থেকে ২ জন ডাকাতকে ধরে নিয়ে আসলো এবং তাদের থানায় আনার পর ওরা বলল যে কলাছড়ার বাজার লুট করার জন্য, ডাকাতি করার জন্য ওরা জড়ো হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অব, ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে ঐদিন যখন নাকি ডাকাতরা ডাকাতি করে ওরা যখন যাচ্ছে তখন উপজাতি যুব সমিতি জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, এই ধ্বনি

দিতে দিতে চলে যায় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, কিছু শ্লোগান ওরা দিয়েছিল পত্রপত্রিকায় বেড়িয়েছে, এটা আমার জানা নেই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মনীন্দ্র ত্রিপুরা সহ যে ৫ জনকে ১৩ তারিখ রাত্রে ধরা হলো ওদের ১৪ তারিখ সাবরুম থানায় আনা হয়েছিল সে দিন কংগ্রেস বিধায়ক অঞ্জু মগ টি, আর, টি, সি ৫৩৭ গাড়ী নিয়ে তার সঙ্গে অমৃত ত্রিপুরা টি, ইউ, জি, এসের যিনি নাকি প্রার্থী ছিলেন এবং মনু বাজারের ভোলানাথ দত্ত কংগ্রেসের প্রধান এই তিনজন সকাল ৯টার সময় ১৪ তারিখ সাবরুম থানার ভিতর গিয়েছিলেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— এই তথ্য আমার কাছে নেই, তবে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তারা অধিকাংশই টি, ইউ, জে, এসের সমর্থক।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেটা বললেন যে, কিছু সাহায্য দেওয়া হয়েছে যারা দোকানদার তাদের। এছাড়াও আমি বলছি, কিছু লোক আছে, যারা বাইরে থেকে এসে ওখানে ফেরি করে জিনিষ বিক্রি করে এবং কোন কোন দোকানে জিনিষগুলি রেখে যায়, যেমন মিহির সাহা বাজেমালের দোকান, ভানু সাহা বাজে মালের দোকান এবং মিহির সাহা উনারও বাজে মালের দোকান, তরকারী ব্যবসায়ী ২/৩ জন আছেন এবং আর একজন লোক আছেন যিনি নাকি কাটা কাপড়ের ফেরির দোকান করেন চিত্ত দেবনাথ। মনিকছড়া বাড়ী। এই সব লোকেরা যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন সেটা বিবেচনা করে সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ১৮টি পরিবার যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ২০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে এবং পরে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিল থেকে ১১,৬৫০ টাকা আমরা মঞ্জুর করেছি। মাননীয় সদস্যদের এটা অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ডাকাতি হওয়ার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওখানে গিয়েছিলাম স্পটে দেখার জন্য, কারন পত্র-পত্রিকায় এটা উগ্রপন্থীদের হামলা বলে ছড়ানো হয়েছিল, টি, এন, ভি,-এসে গেছে প্রচার করা হয়েছিল। আসলে ডাকাতের একটা দল যেটা বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি করে চলছিল। টি, এন, ভির ওখানে কোন কার্যকলাপ নেই বা অন্য কোন উগ্রপন্থীদের কোন কার্যকলাপ নেই। ওরা ডাকাতি করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় দল বাধছে এবং এইগুলি অন্যভাবে সব মানুষ এসে বলছে। পুলিশ খুব চমৎকার কাজ করেছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই ডাকাত দলের মেরুদণ্ড অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছেন। কারন, এর মধ্যে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা শুধু এই ডাকাতি নয় অন্যান্য

ডাকাতির সঙ্গেও যুক্ত।

শ্রীভানু লাল সাহা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এই তথ্য জানা আছে কিনা যে, এই ঘটনা ঘটার অব্যাহতি পরেই সেখানে জাতি-উপজাতি মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য জনৈক সরকারী সহশিক্ষক যার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আপনার কথাও হয়েছে সেই শিক্ষকের সম্প্রীতি বিরোধী যে ভূমিকা সেখানে নিয়েছিলেন, এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নেবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :- স্যার, আমি যখন ওখানে গিয়েছিলাম, যারা উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে ঐ ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এক জনের নাম ধরে ডাকলেন তারপর সে বেরিয়ে আসলো এবং তারপর তাকে প্রশ্ন করে জানা হলো, তাকে কিছুই করে নি, এক পয়সাও নেয়নি এবং তিনি বললেন যে বাড়ী থেকেই দেখলাম সব দোকানে আগুন লেগে যাচ্ছে এবং ডাকাত দল সমস্ত বাজারটা লুট করছে। এই বিবৃতি তিনি দিয়েছিলেন, জানি না এই বিবৃতির কি তাৎপর্য্য ? কেন তাকে গিয়ে নাম ধরে ডাকলেন, কেন ডাকাতরা সেখানে একটা মেয়েকে গুলি করে আহত করলো, তাকে কিছুই করলো না এবং কেন তাঁর বাড়ী থেকে এক পয়সাও সংগ্রহ করলো না এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের এখানে যে তথ্য মাননীয় সদস্য চেয়েছেন সেটা হচ্ছে ডাকাতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য যারা চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে এই ভদ্রলোকের নাম রয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং এই রকম কথা কিছু লোককে বলা হয়েছে যে "তোমরা শুধু মার খাচ্ছ, তোমরা কি মার দিতে জান না" ইত্যাদি। সেখানে আমি জনসভার মতো প্রায় করেছিলাম, আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি যে ঘটনা এই রকম ঘটবে বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু কোন সময় যাতে এইগুলিকে জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য যারা এই সব উস্কানিদাতা তাদের উদ্দেশ্য সফল না হয় সে ব্যবস্থা করার জন্য। এই বিষয়ে সেখানকার দোকানদার আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে আমরা এই পথে যাব না, আমরা শান্তি বজায় রাখার জন্যই এই এলাকায় কাজ করবো। তারপর সেখানে অবশ্য নিরাপত্তার জন্য কিছু ব্যবস্থা চেয়েছিলেন। কিছু দিনের জন্য সেখানে সি.আর.পি ইউনিট দেওয়া হয়েছিল। তবে আমার মনে হয়, এখন স্বাভাবিক অবস্থা, পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীর মধ্যে এখন কোন উত্তেজনা নেই এটা আমরা লক্ষ্য করেছি।

শ্রীভানুলাল সাহা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের

এই কথা জানা আছে কি, সেই শিক্ষক এখনও সেখানে অবস্থান করছেন এবং তার ফলে সেখান থেকে অউপজাতি জনগণ জোর দাবী করছেন যে, যে কোন মুহূর্তে সেখানে এই ধরনের গোলমাল হতে পারে এবং যে সি, আর, পি পিকেট বসানো হয়েছিল সেই পিকেট রাখার জন্য দাবী করছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইসব আমরা দেখবো তদন্ত করে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ১৩ তারিখ ডাকাত দলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মনীন্দ্র রোয়াজা নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে এই ডাকাত দলের নেতা এবং কলাছড়াতে ওরাই ডাকাতি সংঘটিত করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে, সে তার ষ্টেটমেন্টে বলেছে যে, যখন আমরা ডাকাতি করে কোন কিছু সংগ্রহ করতে পারি না তখন বাঘমারা সি, পি, এম প্রধান ভূষণ চন্দ্র রুয়াজা তিনিই আমাদের বিভিন্ন সময়ে খাদ্য এবং রসদ জোগাড় করে দিয়ে থাকেন এবং আমরা উনার কথাতেই সব সময় চলি এবং উনার নির্দেশ পালন করি এবং উনার নির্দেশেই এই এলাকার সমস্ত ডাকাতি সংঘটিত করা হয়েছে এটা জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার সম্পূর্ণ অসত্য।

শ্রীমতিলাল সরকার :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিশোন স্যার, এই যে কলাছড়িতে যারা ডাকাতি করেছে তারা বিলোনীয়ার জোলাইবাড়ী এবং তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় একনাগাড়ে চুরি, ডাকাতি, খুন এবং ভয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে একই দল, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এর মধ্যে কয়েক জন হয়তো থাকতে পারে এবং পুলিশ সবই ব্যবস্থা নিচ্ছেন, বিভিন্ন জায়গায় তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে, ১লা মার্চ কালাছড়ায় সমস্ত রাজার লুটপাট করার পর এই ডাকাত দল নরেন্দ্র চন্দ্র ত্রিপুরা তুইছুম্বা গ্রাম তিনি বাঘমারা সি, পি, এম প্রধান শ্রীকুসুম চন্দ্রের ছোট ভাই, তার বাড়ীতে ওরা আশ্রয় নেয় এবং সেই সমস্ত ব্লু প্রিন্ট তৈরী করেছিল। কিন্তু মাননীয় সাব্রুমের এম, এল, এ উনার জন্য সেখানে তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি, তিনি পুলিসকে থ্রেটেনিং দিয়েছেন যে, ওকে যদি গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে তোমার চাকুরী যাবে, কাজেই পুলিশ ধরতে পারে নি। তার ফলে ক্ষমতাসীন দল বাহবা পেয়েছিল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সব বলা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে, সব বানানো কথা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক

আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির বিবৃতি দিতে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বীকৃত হয়েছিলেন। দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি হল "গত ১৩/২/৮৪ইং বিশালগড়ের রাউৎখলায় কং(ই) দুষ্কৃত-কারীদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে মিছিলে যোগদানকারী বাসের মধ্যে বোমা নিয়ে হামলা করা এবং বহু নারী পুরুষকে আহত করা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত ১৩-২-৮৪ইং দিবা ২-৫০ মিঃ সময় বিশালগড় থানাধীন শীতলা টিলা সাকিনের শ্রী সন্তোষ বিশ্বাস, পিতা শ্রী মনমোহন বিশ্বাস এক লিখিত অভিযোগ জানায় যে, ঐদিন ২০টি অ-কংগ্রেসী রাজ-নৈতিক দলের আহুত ভারতব্যাপী আন্দোলনের দাবী দিবস হিসাবে আগরতলায় গন-মিছিলে যোগ দান করার জন্য বামফ্রন্ট সমর্থককারীরা দুপুর ২টা নাগাদ গোলাঘাটি বাইজ্যাদীঘির দিক থেকে তিনটি বাস গাড়ীতে আসিতেছিলেন। গাড়ীগুলি বিশালগড় রাউৎখলা ইটভাট্টার নিকট যখন পৌছায় ঐ সময় কতিপয় যুবক উক্ত গাড়ীগুলির উপর অজস্র ইট পাটকেল ও ২/৩টি বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে গাড়ীর যাত্রীগনের মধ্যে ২৬জন আহত হয়। এই ২৬ জনের মধ্যে ২১জন পুরুষ এবং ৫জন মহিলা। গাড়ীর চালক জোরে গাড়ী চালাইয়া বিশালগড় হাসপাতালে আরোহীদের চিকিৎসার জন্য নিয়া আসেন। এই ২৬জন আহত যাত্রীদের মধ্যে ৩জন পুরুষ ও ৩জন মহিলা গুরুতর আহত হওয়ায় তাদেরকে বিশালগড় হাসপাতাল থেকে জি-বি-হাসপাতালে প্রেরন করা হয়। বাকী ১৮ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা আহত যাত্রীকে বিশালগড় হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

আহত যাত্রীদের নাম :-

১। খোসনা বেগম :- গুরুতর আহত।
২। নেপাল পাল :- গুরুতর আহত।
৩। ছায়া রায় চৌধুরী।
৪। ইতি কর :- গুরুতর আহত।
৫। গোপাল নন্দী।
৬। দয়াল সিংহ।
৭। অজীয় সিং।
৮। গৌরচাঁদ রায়।
৯। সুকুমার সিংহ।
১০। রমেশ সিংহ।
১১। নরেশ চন্দ্র দেবনাথ।
১২। সুজন সরকার।

১৩। রঞ্জিৎ দত্ত।

১৪। স্বপন কর।

১৫। পুলিন বর্দ্ধন :—গুরুতর আহত।

১৬। গোবিন্দ শর্মা।

১৭। নারায়ন সরকার :-গুরুতর আহত।

১৮। অজিত কুমার শীল।

১৯। রমনী সিংহ।

২০। তারাসেনা সিং।

২১। অঙ্গসেনা সিং।

২২। জনার্দ্দন সিং।

২৩। সূর্যমুখী দেববর্মা :-গুরুতর আহত।

২৪। রঞ্জিৎ ঘোষ।

২৫। সুধীর চন্দ্র নমঃ।

২৬। রতীক মারাক।

বাদীর এজাহার ও তদন্তক্রমে নিম্নলিখিত আসামীদের দ্বারা উক্ত ঘটনা সংঘটিত করার প্রমানে পাওয়া যায় :-

১) শ্রীপবিত্র দাস :— পিতা শ্রীঅধর দাস — সাং চন্দ্রনগর।

২) শ্রীহরিপদ গোস্বামী :— পিতা শ্রীউপেন্দ্র গোস্বামী — সাং উত্তর ব্রজপুর

৩) শ্রীপ্রদীপ সাহা :— পিতা দীনেশ সাহা — সাং রাউথ খলা

৪) শ্রীতাপস সাহা :— পিতা শ্রী অজিত সাহা।

৫) শ্রীশান্তি সরকার :— পিতা অজ্ঞাত

৬। অসিত সাহা—পিতা যোগেশ সাহা।

৭। অঞ্জন সাহা—পিতা শ্রীসুরেশ সাহা

৮। শ্রীবাবুল সাহা—পিতা শ্রীরাইচাঁদ সাহা।

৯। শ্রীসুভাষ সাহা—পিতা শ্রীশচীন্দ্র সাহা আরও অন্যান্য

উপরিউক্ত আসামীদের মধ্যে ৩ (তিন) জনকে ঐ দিনই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যথাক্রমে ১) শ্রীপবিত্র দাস ২) শ্রীহরিপদ গোস্বামী ও ৩) শ্রীপ্রদীপ সাহা। তাদেরকে ১৪-২-৮৪ ইং তারিখে কোর্টে প্রেরন করা হয়। শ্রী পবিত্র দাস ও শ্রী হরিপদ গোস্বামী ১৪-২-৮৪ ইং তারিখে এবং শ্রীপ্রদীপ সাহা ১৭-২-৮৪ ইং তারিখে আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পায়। অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য তাদের গৃহ তল্লাসী ও সম্ভাব্যস্থানে তল্লাসী চালানো হয়। কিন্তু তাহারা পলাতক আছে। তাদের নামে

ওয়ারেণ্ট ও ঘোষনাপত্র স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করার জন্য মাননীয় কোর্টে প্রার্থনা করা হয়।

উক্ত ঘটনায় নিম্নলিখিত গাড়ীগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ক্ষতির পরিমান অনুমান ৩০০০ টাকা হইবে।

১। টি-আর-এস ৬১১।

২। টি, আর এস-৬১২।

বামফ্রণ্ট সমর্থনকারীরা যাতে মিটিংএ যোগদান না করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহারা গাড়ীগুলি আক্রমন করে।

আহত ব্যাক্তিগণ ও বাসের আরোহীরা সকলেই সি-পি-আই (এম) সমর্থক বলে জানা যায়। আর আক্রমনকারীরা কংগ্রেস (ই) সমর্থক বলে জানা যায়।

শ্রীসন্তোষ বিশ্বাসের অভিযোগক্রমে বিশালগড় থানায় ২৭(২)৮৪ নং মোকদ্দমা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৬।৩০৭ ধারা ও ৩/৫ বিস্ফোরক আইনানুসারে রুজু করা হইয়াছে।

তদন্ত চলিতেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, যারা এই ধরনের মেয়েদের উপর আমলা করে জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হল; পুলিশকে যাদের ৩০৭ ধারায় ধরে আদালতে পাঠানো হল, আদালত থেকে সংগে সংগে তারা জামিনে মুক্তি পেয়ে গেল। এই যদি ঘটনা হয় তাহলে আইন শৃংখলা কি করে রক্ষিত হবে তা সরকারের পক্ষে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদালত যদি সরাসরি সমাজবিরোধীদের এইভাবে সুযোগ করে দেয় তাহলে তারা আরো সমাজবিরোধীর কার্য্যকলাপ করতে পারে। এইটা বড় দুর্ভাগ্যজনক ব্যপার।

শ্রীভানুলাল সাহা :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পরিকল্পিতভাবে বামফ্রণ্ট সরকারের মিছিলের উপর এইসমস্ত মিছিলে যোগদানকারীদের উপর, মিছিলে যোগদানকারীরা যাতে না আসতে পারে পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনাগুলি ঘটেছে। এবং তা মতিলাল সাহার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এইগুলি ঘটেছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী এই ঘটনা হওয়ার পর আহতরা যখন হাসপাতালে তখনই দেখা যায় আর একটি মিছিল যখন অফিস টিলার দিক থেকে আসছিল, তখন তার উপরও আক্রমন চালানো হয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সময়েতে এই এলাকার মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সব পুলিশ তদন্ত করে দেখছে এবং এই ধরনের ঘটনা বা

ঘটেছে তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ মাননীর জওহর সাহা কর্তৃক আনীত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হল :—"গত ২০শে জানুয়ারী (১৯৮৪) 'দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত অমরপুর গোদাম থেকে তিন লক্ষ টাকার চাউল, গম গায়েব সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব সম্পর্কে আমি সর্বপ্রথম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অবগতির জন্য বলিতেছি যে বিগত ১৯৮৩ ইং সনের জুন মাসে এই বিধান সভায় মাননীয় বিধায়ক শ্রীযুক্ত জওহর সাহা মহাশয়ের এই প্রসঙ্গে কৃত গোডাউনের ষ্টোর কিপার অবৈধভাবে কয়েকশত কুইন্টল চাউল এবং অন্যান্য সামগ্রী পাচার করিয়াছেন মর্মে ২৩৮ নং প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটিও বহুলাংশে উপরোক্ত ২৩৮ নং প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বিগত ১৯৮৩ ইং সনের এপ্রিল মাসে অমরপুর গুদামের মজুত চাউলের ভৌত পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় গোদাম রক্ষকের দ্বারা রক্ষিত হিসাব বহিতে মজুত চাউলের পরিমানের সহিত প্রকৃত মজুত চাউলের মধ্যে হিসাবের গড়মিল ধরা পড়ে। ঘটনার অব্যবহিত পরে মহকুমা শাসকের অনুরোধ অনুযায়ী একজন দক্ষ অফিসারের অধীনে হিসাব একটি পরীক্ষকদল অমরপুর খাদ্য গুদামের সম্পূর্ণ হিসাব সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষার পর প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। মহকুমা শাসকের প্রতিবেদন পাওয়ার অব্যবহিত পরেই তৎকালিন গোদাম রক্ষককে সাময়িকভাবে ২০শে মে ১৯৮৩ ইং তারিখে বরখাস্তের আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু যেহেতু তাহার রক্ষনা বেক্ষনায় ও দায়ীত্বে সরকারের প্রচুর পরিমাণ চাউল মজুত ছিল সেই জন্য চাউলের প্রকৃত ওজন সহ সাময়ীকভাবে একজন ইন্সপেক্টারকে গোদামের দায়ীত্বভার অর্পন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রকৃত ওজনসহ চার্জ্জ আদান প্রদান করার পর বিগত ১৯৮৩ইং সনের ৭ই জুলাই হইতে গোদাম রক্ষকের সাময়িক বরখাস্তের আদেদন বলবৎ করা সম্ভবপর হয়।

ইতিমধ্যে হিসাব পরীক্ষক দলের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৮৬.৫১ মেঃ টন চাউলের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, উক্ত গোদাম রক্ষক ১২-১২-৮২ ইং তারিখ হইতে ২০-১২-৮২ ইং তারিখ পর্য্যন্ত অমরপুর গোদাম প্রকৃত মজুত চাউলের ওজনসহ গোদামের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৮২ ইং সনের ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখ হইতে ১৯৮৩ইং সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত আনুমানিক চার মাসের মধ্যে ৮৬৫১ মেঃ টন পরিমাণ চাউলের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই স্বাভাবিক হইতে পারেনা বিবেচনায়

গোদাম রক্ষকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এবং সরকারী মজুত চাউল আত্মসাৎ এর অভিযোগে অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানায় মহকুমা শাসক একটি মোকদ্দমা দায়ের করেন। ঐ থানা সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুযায়ী ৩(১)৮৪ নং মামলা নথীভুক্ত করেন এবং বর্তমানে মামলাটি পুলিশ তদন্তধীন আছে। ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত বিক্রয়মূল্যের হিসাব মত বিভিন্ন মানের উপরোক্ত ৮৬.৫১ মেঃ টন চাউলের মূল্য ১,৮৭,৫৮৭ টাকা ৪৩ পয়সা, এই মূল্য ৩ লক্ষ টাকা নহে। উক্ত গোদামে ঐ সময়ে গম মজুত ছিল না। সুতরাং গম গায়েবের সংবাদটি সত্য নহে।

পুলিশ তদন্তকালে ১ম এজেলায় উল্লেখিত ষ্টোর কিপার পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয় এবং গৌহাটী হাইকোর্টের আগাম জামিনে মুক্ত হয়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে চাউল যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অমরপুর খাদ্য গোদাম থেকে এই গায়েব চাউলের মধ্য মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহের যে ব্যবস্থা সেই এস-আর-পি এবং এন-আর-পি খাতে যে চাউল থাকে সেই চাউল গায়েব হয়েছে কি না, হলে সেটা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হইবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, কোন চাউলইতো এই ভাবে চিহ্নিত করা হয় না। খাদ্য দপ্তর থেকে সেখানে চাউল দেওয়া হয়, কাজেই পুলিশ দপ্তরের পক্ষে সেটা দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীজওহর সাহা : — স্যার, এই অমরপুর গোদাম থেকে লক্ষাধিক টাকার চাউল গায়েবের কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন, তাতে সেই ভদ্রলোক এর বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত হওয়ার কারণ নেই, কিন্তু সেই ভদ্রলোক সমন্বয় কমিটির একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা এবং সেই সমন্বয় কমিটি যাতে না ভাঙ্গে তার জন্য তাছাড়াও সমন্বয় কমিটির আরও দুই একজন লোক তারা বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তারাও এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করে তাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি করছে কাজেই তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে ভয় পাচ্ছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই ভদ্রলোক সমন্বয় কমিটির কিনা সেটা পুলিশের জানা নেই, তবে পুলিশ যে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং দপ্তর যে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা আমি বলেছি। তাকে সাস্পেন করা হয়েছে এবং তাকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেওয়া হয়েছে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করার পর সে আগাম জামিন নিয়ে এসেছেন,

কাজেই তার প্রতি কোন রকম নরম মনোভাব গ্রহন করা হয়নি।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, গোদামের লক্ষ টাকা গায়েব করেছে যে ষ্টোর কিপার, যার কথা বলা হয়েছে তার মামলা প্রত্যাহার করার জন্য সমন্বয় কমিটির তরফ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে সরকারের উপর, এইটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সব ঠিক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না। যে এই ঘটনার অনেক আগে থেকেই সারা অমরপুর শহরে রেশনের চাউল ব্ল্যাক মারকেট জমজমাট হয়ে উঠেছে, প্রায় সমস্ত বাজার দখল করেছে এই রেশনের চাউলে। কাজেই এইটা অত্যান্ত আশ্চার্য্য জনক যে, এইভাবে বাজেয়াপ্ত হওয়া সত্ত্যেও সরকার থেকে এই চাউলগুলি আটক করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না এবং আটক করতে গেলে পুলিশকে সি-পি-এম অফিস থেকে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, ব্ল্যাকের চাউলে যে সমস্ত বাজার ছেয়ে গেছে এইটাকে আটক করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইটা ক্ল্যারিফিকেশানের পর্য্যায়ে পড়ে না, এইটা সি-পি-এম এর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের একটা কায়দা। কাজেই এর কোন ক্ল্যারিফিকেশান উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা :- স্যার, অমরপুর গোদাম থেকে যে চাউল গায়েব করেছে, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি-পি-এম পার্টি থেকে তাকে প্রধানের প্রার্থীপদের টিকিট দেওয়া হবে কি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটা পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশানের পর্য্যায়ে পড়ে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উওর ভোট গ্রহন।" আজকের কার্যসূচীতে মোট ১৫টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। অবশ্য অনুপস্থিত কোন কোন সদস্যের

ছাটাই প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখছি আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তঁাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কার কতক্ষণ সময় ঘোষণা করলে ভাল হত।

মি : ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, অপোজিশান ৪০, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ৯ মিঃ, ট্রেজারী ব্যাঙ্ক ১০৫ মিনিট। মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউজের সামনে যেসব ডিমাণ্ডগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং সে সব ডিমাণ্ডের উপর যেসব অর্থ বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে তা সমর্থন করে এবং বিরোধী সদস্যরা যেসব কাট-মোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে পি. ডাবলিও. ডি., ট্রেন্সপোর্ট, রুরেল ডেভেলাপমেন্ট, ইরিগেশান, ইলেকট্রিসিটি প্রভৃতির জন্য ব্যয় বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যানবাহনের কোন ভাল ব্যবস্থা নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে রেল নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার দাবি করা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারণ করার জন্য কিন্তু মাত্র ১১ মাইল পর্য্যন্ত রেল আছে। তাই ত্রিপুরা রাজ্যে যাতায়াতের জন্য, আরও বেশী টাকা বরাদ্ধের প্রয়োজন ছিল টি.আর.টি.সি. সার্ভিস সম্প্রসারিত করার জন্য। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায়না। বিধানসভা থেকে যতবারই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য চাওয়া হয়েছে তত বারই তা কেন্দ্রীয় সরকার খারিজ করে দিয়েছেন। এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও এই সরকার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে টি.আর.টি.সি. চালু করার জন্য চেষ্টা করছেন। বর্তমানে শুধু সাব-ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে, সেটা গ্রামে গঞ্জে নেওয়ার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি প্রয়োজন, কারণ গ্রামে গঞ্জে যেসব ফসল উৎপাদন হয় সেসব ফসল ট্রেন্সপোর্টের অভাবে আসতে পারেনা। সেখানেও বিরোধীরা কাট-মোশান এনেছেন। এতে এটা পরিস্কার জনগণের উন্নতি হউক সেটা তারা চান না। জল-সেচের উপর তারা কাট-মোশান এনেছেন। আগে আমরা দেখেছি, যখন বৃষ্টি হত তখন ফসল হত আর যদি বৃষ্টি না

হত তাহলে ফসল হতনা, মানুষের কষ্ট বৃথা যেত। সেরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরও তারা কাটিমোশান এনেছেন। বামাফ্রন্ট সরকার আসার আগে এই সেচের ব্যবস্থা ভাল ছিলনা। তাদের বন্ধুরা যখন শাসন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা কিছুই করার কোন চেষ্টা করে নাই। তারা যে আজকে বিরোধিতা করছেন তাতে বুঝা যাচ্ছে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চাইছেন। সকলে চায় আরও ভাল সেচ ব্যবস্থা হউক। আর সেখানে তারা করছে বিরোধিতা। বর্তমানে সরকার বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দিয়ে, লিফ্‌ট ইরিগেশনের ব্যবস্থা করে, ডিপ-টিউব-ওয়েল করে সেচের সুবন্দোবস্ত করতে চায় যাতে কৃষি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি হয়। খোয়াইতে, মনুতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, আরও করার চেষ্টা চলছে। আগে ত এসব কিছুই করা হতনা। যা করা হত তাও হুইমজিকেলি করা হত। আগে যতটা মানুষের জন্য করা হত তার চাইতে বেশী করা হত ভোটের জন্য। তার প্রমাণ আমাদের ধূপতলীর বাঁধ। সেটা করার সময়ে আমরা অনেকেই বাধা দিয়েছিলাম, সেখানকার লোক বাঁধা দিয়েছিল কিন্তু তবুও করা হল অন্যদেরকে সাত-পাঁচ বুঝিয়ে ভোট আদায় করার জন্য। সেটা করা হল কিন্তু ১টা গ্যালন জলও কোন জমিতে যায়নি। লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে। এখন সেটাকে সারাতে গেলে আরও অনেক টাকার প্রয়োজন। আজকে আমরা দেখছি, এই বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের সত্যিকারে যাতে উপকার হয় তার জন্য সব রকম চেষ্টা করছেন। গোমতি হাই-ডেল প্রজেক্টের উপরও কাট-মোশান আনা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি, সেটার জন্য আরও বেশী টাকা দরকার ছিল। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এখানে যে ব্যয় বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে তাকে সকলে সমর্থন করবেন সে আবেদন রেখে, সমস্ত কাট-মোশানের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য আপনি চার মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় অর্থ তথা মুখ্যমন্ত্রী যে ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের বাজেট পেশ করেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি এবং এই বাজেট-এর উপর যে সকল কাট মোশান আনা হয়েছি আমি সেগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। .

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৪০তে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের জন্য অর্থ দাবী করা হয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালে ক্ষমতায় আসার পরে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে কোন প্রকার প্লেন

পরিকল্পনা করে কাজ করতে পারেন নি। অথচ কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা আসছে কিন্তু সে টাকাকে পরিকল্পনামাফিক খরচ বামফ্রন্ট সরকার করেন নি, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অম্পি এলাকায় যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস সেখানে রাস্তার উপর একটি পুলভেঙ্গে গিয়েছিল কিন্তু বিগত দেড় বছর ধরে সে পুল মেরামতি করবার জন্যে আবেদন করেও তা হয়নি। ফলে এই এলাকা রাজ্যের মূল অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলে আজকে একটিও ভাল রাস্তা নেই যে, এখানকার লোকজন নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেন। আজকে একটা এলাকাকে উন্নত করতে হলে সে এলাকায় আগে প্রয়োজন রাস্তাঘাটের। এই রাস্তার অভাবে সেখানে ইলেকট্রিকের লাইন যাচ্ছে না। ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয় যে সেখানে রাস্তাঘাট নেই তারা ইলেকট্রিকের যন্ত্রপাতি সেখানে নিতে পারবেন না। যদি সেখানে ল্যাম্পস্-এর জন্য ডিমাণ্ড করা হয় তবে বলা হয় যে, সেখানে রাস্তাঘাট নেই ফলে সেখানে ল্যাম্পস্ দেওয়া যাবে না। আজকে সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটলে বা আগুন লাগলে সেখানে পুলিশের বা ফায়ার সার্ভিসের যাবার রাস্তা নেই। আজকে এই অম্পি এলাকায় মুস্তাফা এবং শ্যামাছড়া গ্রাম রয়েছে, সেখানকার লোকেরা তাদের রেশন তোলার জন্য অম্পিতে আসতে হয়। তারা ভোর বেলায়ই বাড়ী থেকেই জল খাবার নিয়ে রওয়ানা হয় এবং হাটতে হাটতে রাত্রে এসে অম্পি ল্যাম্পসে এসে পৌছয়। তখন রেশন দোকান বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পরের দিন তাদেরকে রেশন তুলতে হয়। তারপর টাকার অভাবে সব চাল তুলতে পারেনা। হয়তো বা এক কিলোগ্রাম চাল তুলে তারা আবার বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। এই-ভাবে দুই দিনের মজুরী বিসর্জন দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে শেষ পর্য্যন্ত তারা মাত্র এক কে-জি চাল নিয়ে বাড়ি ফেরে। তাই তাদের জিজ্ঞাসা সেখানে রাস্তা যাবে না কেন? সেসব এলাকায় ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স্ হবে না কেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অম্পি এলাকাকে সম্পুর্ণরূপে ১৭ শতাব্দীর অন্ধকার যুগের মত করে রাখা হয়েছে। এতে উগ্রপন্থীরা তাদের সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাবার এক স্বর্ণ সুযোগ পেয়েছে। আজকে সমস্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে এই এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। এই এলাকায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রে ডাক্তার আছেন কিন্তু সেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য কোন ঘর নেই। ঔষধপত্র সমস্ত ডাক্তার যে ঘরে থাকেন সেখানে রাখা হয়েছে। দীর্ঘ চার বৎসর পরে এইবার সেটা মেরামতি করা হয়েছে। সুতরাং এই এলাকাকে কেন এমন অন্ধকারে রাখছেন বামফ্রন্ট সরকার? কারন, এই এলাকার উপজাতিরা সকলেই উপজাতি যুব সমিতির

সমর্থক। বামফ্রণ্টের কথা হলো, যদি বামফ্রন্টকে ভোট দাও তবে তোমাদের এলাকাকে-অমরা উন্নত করব। কিন্তু এই এলাকার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয় সেটা যেহেতু খরচ হয়না সেহেতু এটা দলীয় ফাণ্ডে চলে যাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই আরবান ডেভেলাপমেন্ট খাতে-ডিমাণ্ড নাম্বার-৪১, যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সে অর্থ আরবান, শহর এবং নোটিফায়েড এরিয়ার উন্নয়নের জন্য মিউনিসিপলিটির উন্নয়নের জন্য ধরা হয়েছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আগরতলা শহরে হেলথের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা আদৌ খরচ করা হয়না। যদি করা হতো তবে আর এখানে এত মশার উপদ্রব থাকতো না। এখানকার ড্রেইনগুলি রীতিমত পরিষ্কার করা হয় না, ডি,ডি,টি, ছড়ানো হয়না। আজকে মিউনিসিপালিটির মধ্যে যে কমিটি রয়েছে তাতে সকল সদস্য সি, পি, এম, ভুক্ত। কাজেই তারা শহর উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা নেবার প্রয়োজন মনে করেন না।

তারপর মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কতকগুলি কাট মোশান রয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষে এটা দেখা যায় যে, শাসকগোষ্ঠী তারা সংখ্যালঘুদের কোনঠাসা করবার চেষ্টা করেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, অপনার সময় অনেক আগেই শেষ হয়েছে, আপনি বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার সমস্ত কাট মোশান এবং অন্যান্য সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেগুলি সমর্থন করছি আর সঙ্গে সঙ্গে এখানে ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— হাউস বেলা ২ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

বিরতির পর বেলা ২ঘটিকায়

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

কক বরক

শ্রীরসিরাম দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি অর' যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্ধনি যে দাবী সানমানি এই সমস্ত ব্যয় বরাদ্ধ দাবীন' আও সমর্থন থাংলাই অই এবং বিরোধী দলনি যে সমস্ত Cut motion বা ছাঁটাই প্রস্তাব অর' তুবুমানি আবন' বিরোধীতা থাংলাইঅই আনি বক্তব্য ন আও নারাকগানা। কারন ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা রাজ্য যেখানে বাইশ লক্ষ বরক এবং শতকরা ২৯ জন উপজাতি, শতকরা ১৩ জন তপশীলি জাতি। অ রাজ্য কৃষি প্রধান রাজ্য। এবং অ রাজ্য অ যোগাযোগনি

কোন' ব্যবস্থা কাঁরাই। একমাত্র মোটর বা'ই যোগাযোগ ছাড়া অ রাজ্যনি যানবাহন তাই কোন ব্যবস্থা কাঁরাই। এমন কি গত ৩০ (ত্রিশ) বৎসরনি কংগ্রেসনি আমল' ত্রিপুরা রাজ্যনি যেসমস্ত খেতরগ তংমানি বনি জলসেচ্‌নি কোন ব্যবস্থা খাঁলাইলাংয়া। এবং ১৯৭৮ সালনি পরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা অ কাইমানি পরে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে হা সাকাঅ তাঁই তংমানি নালা, ছড়া এবং হা বিসিংনি যে তাঁই আবরগ ব্যবহার খাঁলাইনানি বাগাঁই যে সমস্ত পরিকল্পনা নামানি আবন' সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত খাঁলাইনানি হাঁনখে রাঙনি প্রয়োজন তংগ। এবং ত্রিপুরা রাজ্যঅ যে, পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ বৎসরনি যে দাবী অ দাবীন কেন্দ্রীয় সরকার মানি অই নাইয়া। এবং কেন্দ্রীয় সরকারনি থানি যে, ব্যয় বরাঙ্কনি বাগাঁই-রাঙ সানমানি ই ব্যয় বরাদ্দ ন পর্য্যন্ত বিরোধী দলনি সদস্যরগ বিরোধীতা খাঁলাইঅ। এবং অ ব্যয় বরাদ্ধ ন বিরোধীতা খাঁলাইঅই বিরোধী দলরগ যে ছাঁটাই প্রস্তাব তুবুমানি আব' ত্রিপুরা রাজ্যনি বাইশ লক্ষ বরকনি ছামুঙ তাংনানি বাগাঁই বরগ অর' প্রতিনিধিত্ব খাঁলাইনানি বাগাঁই কাইয়া। শুধু মাত্র বিরোধীতা খাঁলাইনানি বাগাঁই বিরোধীতা দল হিসাবে বিরোধীতা খাঁলাইনানি বাগাঁই অ বিধানসভা অ ফাই অ। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরকরগ ছাঅই মান' বামফ্রন্ট সরকার কাইমানি পরে যে সীমিত রাঙনি ক্ষমতা তংমানি খরচ খাঁলাইনানি আবন' সঠিকখেই কার্য্যকরী খাঁলাইমানি আবন' ত্রিপুরা রাজ্যনি ২২ (বাইশ) লক্ষ জনগণ বিচার খাঁলাইঅ, এবং সেই জনগণরগ বিচার খাঁলাইমানি বাগাঁই ন দ্বিতীয়বার' তাই ডাইসা বামফ্রন্ট সরকারন ক্ষমতা অ আচুক রাখা। এই কারনে ন, যে তিনি অর' ব্যয় বরাদ্দ সানমানি এই ব্যয় বরাদ্দ অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। তামংগাঁই দরকার—ত্রিপুরা রাজ্য ন ই সরকার যে পরিকল্পনা ইয়াগ' নামানি আবন' বদিন বাস্তবায়িত খাঁলাইনানি হাঁনখে রাঙনি তেইব প্রয়োজন। হয়তো বৎসরনি শেষ' চাঁঙ তেই ডাইসা সাপ্লিমেন্টারী কান' নাইঅই মান-অ। কারণ খরচ খাঁলাইখে যেকোন পরিকল্পনা ন' বাস্তবায়িত খাঁলাইনানি হাঁনখে, সম্পূর্ণভাবে ছামুঙ তাংনানি হাঁনখে রাঙনি প্রয়োজন তংগ। হাতে রাঙ চংমানি পুস্তকয়া হাঁনখে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট মা খাঁলাইফির'। এই কারণে যে অর' ডিমাণ্ড নাইমানি আব' অত্যন্ত দরকার ত্রিপুরা রাজ্যনি স্বার্থে এবং এই বাজেটনি উপরে বিরোধী দলনি সদস্যরগ যে ছাঁটাই প্রস্তাব তুবুমানি, আবন' বিরোধীতা খাঁলাইঅই আঙ আনি বক্তৃতা ন অরন' পাই রাখা। ধন্যবাদ

কক-বরক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরসিরাম দেববর্মা :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী চাওয়া হয়েছে সেই সমস্ত দাবীগুলিকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী

দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সেগুলিকে বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। কাট মোশানগুলিকে বিরোধীতা করার কারন হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা রাজ্য যেখানে ২২ লক্ষ লোক তন্মধ্যে শতকরা ২৯ (উনত্রিশ) জন উপজাতি এবং শতকরা ১৩ জন তপশীলি জাতি। এ রাজ্য হল কৃষি প্রধান রাজ্য এবং এ রাজ্যে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। একমাত্র লরী দিয়ে যোগাযোগ ছাড়া এ রাজ্যে যানবাহনের আর কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি গত ৩০ (ত্রিশ) বৎসরে কংগ্রেসের শাসনে এ রাজ্যের যে সমস্ত জমি ছিল সেই সমস্ত জমিগুলিতে জলসেচের কোন ব্যবস্থা করে যাননি। ১৯৭৮ সালের পর থেকে অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জমিগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেটাকে বাস্তবায়িত করতে হলে টাকার প্রয়োজন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে, পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় শেষ বৎসরের যে দাবী সে দাবীগুলিকে ত কেন্দ্র সরকার মেনে নিচ্ছেন না এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে যে ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেগুলিকে পর্য্যন্ত বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। এবং এই ব্যয় বরাদ্দকে বিরোধীতা করে বিরোধী দলের সদস্যরা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ (বাইশ) লক্ষ জনগণের কাজ করার জন্য তারা এই হাউসে প্রতিনিধিত্ব করতে আসেননি! শুধু বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দল হিসাবে এই বিধান সভায় এসেছেন। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ জানেন যে, এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে যে কাজ করছেন সেটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ (বাইশ) লক্ষ জনগণই বিচার করবেন। সেই জনগণ বিচার বিবেচনা করেই বামফ্রন্ট সরকারকে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন, কাজেই আজকে এই হাউসে যে ব্যয় বরাদ্দের উপর যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। এই রাজ্যকে আরও উন্নত করার জন্য সরকার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন সেটাকে বাস্তবায়িত করতে হলে টাকার আরও প্রয়োজন। তারজন্য আমরা বৎসরের শেষে আরো টাকার জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেটও আনতে পারি। কারণ টাকা খরচ করলে যে কোন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে, সম্পূর্ণভাবে কাজ করতে হলে টাকার প্রয়োজন, যে টাকা দিয়ে কাজ করতে গেলে সংকুলান না হয় তাহলে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে হয়। এই কারনে এই হাউসে যে ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে এটা অত্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে দরকার এবং এই বাজেট-এর উপর বিরোধী দলের সদস্যরা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে বিরোধীতা করেই আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি।

"ধন্যবাদ"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এইখানে আমরা বিরোধী দলগুলো সবকিছুই বিরোধীতা করব এমন কোন কথা নেই। সরকারের গঠনমূলক কাজগুলো আমরা সমর্থন করে যাব। কিন্তু এখানে যে ট্রাইবেল স্বার্থবিরোধী বাজেট রয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এছাড়া বিরোধী দলের যারা কাট মোশান এনেছেন সেগুলিকেও সমর্থন করছি। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৮-মেজর হেড ৫০৯-এর উপরে আমার একটা কাট মোশান আছে। এইখানে আমি দেখেছি, গত-বার ১৯৮৩-৮৪ সনের বাজেট ছিল ২৭ ক্রোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। এখানে ১৯৮৪-৮৫ সালে দেখেছি এনেছেন ৩৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। আমরা দেখছি, এই নিউট্রিশান প্রোগ্রামে নয় ছয় করার সুযোগ আছে। সেজন্য এবার এখানে টাকা বাড়িয়েছেন। এর জন্য আমরা বাজেটের বিরোধীতা করছি। এছাড়া ১৯৮৪-৮৫ সনে বাজেটে লটারীর ব্যাপার নিয়ে ১৯৮৩-৮৪ সনে ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, ৮৪-৮৫ সনে এনেছে ৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। আরও মজার ব্যাপার, এখানে নয় ছয় করার আরও সুযোগ। এই জন্য আমি বিরোধিতা করছি।

স্যার, আমি এই সম্পর্কে বার বার অনুরোধ জানিয়েছি। এমন কি আমি পি, ডবলিউ, ডি, মিনিষ্টারকে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে কিছুই করেন নি। এর সাথে সাথে আমি বলছি যে আগরতলা থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার যে রাস্তার উপর এবং ফকিরমুড়া ভায়া লাতিয়াছড়া টু গোলাঘাটি যে রাস্তা, এগুলি করার জন্য ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেটে ১৩ লক্ষ টাকা ধরা ছিল, কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে এই রাস্তাগুলির জন্য একটি পয়সাও খরচ করা হয় নি। যদিও সিডিউলের মধ্য এটা ধরা হয়েছে। কাজেই টাকাগুলি গেল কোথায় ? এত স্যার, আশ্চর্যের ব্যাপার। এছাড়া আমরা আরও দেখছি ১৯৮২-৮৩ তে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলগুলির মেরামতের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী ছিল। তার মধ্যে আমার কনষ্টি-টিউন্সি বিশেষ করে বিশালগড ব্লক এলাকায় যে ইন্সপেক্টরেট অব স্কুল আছে, তারজন্য বরাদ্দ ছিল ৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে এই টাকার একটি পয়সাও স্কুলগুলির মেরামতের জন্য খরচ করা হয় নি। তাহলে টাকাগুলি কোথায় গেল ? না, সেগুলি কোথাও যায় নি, টাকাগুলি নিশ্চয় খরচ হয়েছে, তবে সেটা আলাদা খাতে। যেমন ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে যে ইলেকশন হয়ে গেল, সেই খাতে এই সমস্ত টাকাটা খরচ হয়ে গেছে। তারপর আছে ধরিয়াথল স্কুল, সেটা রিপেয়ার জন্যও কিছু টাকা বরাদ্দ ছিল, কিন্তু এই কাজ করার ভার দেওয়া হয়েছিল একজন ক্যাডারকে যিনি সমন্বয়ী পন্থি এবং সেই স্কুলের একজন শিক্ষকও বটে। তাকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে-

ছিল এ স্কুলটি রিপেয়ার করবার জন্য, কিন্তু সব সুদ্ধ ২ থেকে ৩ হাজার টাকা খরচ করে, তিনি ১০ হাজার টাকাই লুটে নিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, টাকার বরাদ্দ যাই থাকুক, খরচটাও তেমনিই হচ্ছে যেন হরি লুঠের বাতাসা। কাজেই এখানে ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তাকে আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। স্যার, সামনেই তো পঞ্চায়েত ইলেক্‌শান আসছে, তখন তো কত কিছু হবে, তা পরে জানা যাবে। স্যার, এমনও স্কুল আছে তো ঘর নাই, ঘর আছে তো, ছানি নাই, আবার ছানি আছে তো ফার্নিচার নাই, আবার কোথাও ছাত্র আছে তো, মাস্টারই নাই। কাজেই এভাবে আজকে স্কুলগুলি চলছে। একটা হাই স্কুল, তাতে মাত্র ৫ থেকে ৬ জন মাস্টার আছে, কি অবাক কাণ্ড। কাজেই স্কুলের কোন উন্নতি হবে না. স্যার, লেখা পড়ার জন্য তো একটা পরিবেশ চাই, স্কুলগুলিতে যদি সেই পরিবেশই না থাকে, তাহলে রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা কিভাবে লেখাপড়া শিখবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। স্যার, শুধু কি এই একটা স্কুলই ? আরও অনেক স্কুল আছে, যেমন মধ্য পাথালিয়া, ওয়ারং বাড়ী এবং গোলাঘাটি, সবগুলিতেই একই অবস্থা চলছে। কাজেই আমি কোন মতেই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না.। অন্য দিকে আমার যে সব ছাঁছাই প্রস্তাব আছে, সেগুলির উপর বক্তব্য রেখে আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এক দিকে অর্থ বরাদ্দের কল্যাণে, অন্য দিকে প্রশাসনের দুর্নীতিতে সারা রাজ্য ভরে গিয়েছে, আর সেই কারনেই বিরোধী দল আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এবং আমার নিজের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে আমার সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাত্র একটা স্কুলের কথাই এখানে বলছি. সেটা হল সুতারমুড়া হাই স্কুল, একটা আদিবাসী অঞ্চল, আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের জন্য এই স্কুল, কিন্তু নামে স্কুল আছে, তার ঘর নেই। শুধু তাই নয়. তার সাজ সরঞ্জাম নেই। তাহলে সেই স্কুলে ট্রাইবেল ছেলে-মেয়েরা কিভাবে পড়াশুনা করবে ? এটাই যদি আদিবাসী উন্নয়নের নামে টাকা খরচ হয়, তাহলে তাতে আমার কিছু বলার নেই, আর এটাই যদি ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা নীতি হয়, তাহলেও কিছু বলার নেই। সেজন্য আমি ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছি ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫. মেজর হেড ২৭৭ এর উপর। তারপর কাঞ্চনগর-দেতোগাঁও ভায়া লাউগাঙ্গ একটা রাস্তা ছিল, যেটা সমগ্র বিলোনীয়াতে একমাত্র বাজার লাউগাঙ্গ যেখানে সমস্ত রকম কৃষি পণ্য বেচা কেনা হয় এবং যেখানকার সব্জি থেকে শুরু করে কৃষিজাত সম্পদ এই আগরতলা শহর থেকে শুরু করে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে আসে এবং বিক্রি হয়, সেই রাস্তাটা আগেও খারাপ ছিল এবং বিগত বর্ষাতে সেটা আরও বেশী খারাপ

হয়ে গেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট ইত্যাদি করার জন্য, কতই না চিন্তা করছেন, তা ঐ রাস্তার অবস্থাটা দেখে আমাকে আতঙ্কিত হতে হয়। আবার অন্য দিকে গ্রামে শিল্পায়ন করবার জন্য এই সরকার চীৎকার করছেন। আজকে যেখানে আমাদের ভারতবর্ষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে এমন কি টেক্নোলজিতে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, সেখানে আমাদের ত্রিপুরাতে বিদ্যুতের যে অবস্থা, তাতে শান্তিরবাজারে এবং তদ্‌সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বিশেষ করে সুভাষ কলোনী এবং দক্ষিন ভারতচন্দ্রনগর এলাকায় গ্রামীন জল সরবরাহ বলে কিছু নেই, ওয়াটার সাপ্লাই তো দূরের কথা। আর এই কারনে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯-মেজর হেড ৪ ২-এর উপর একটি ছাঁটাই প্রস্তাব রেখে মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ৩২-মেজর হেড ২৮৭ লেবার এ্যাণ্ড এ্যাম্পলয়মেণ্ট পলিসির উপর আমার যে ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, তার সম্পর্কে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, আজ ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত বেকার ছেলেরা আছে যাদের চাকরীর বয়স সীমা পেরিয়ে গেছে সেই সব বেকারদের নিয়োগ করার প্রশ্নে যে নিয়োগ নীতির কথা বলা হচ্ছে সেটা শুধু মুখের কথা। বাস্তবে আমরা দেখছি যে তাদের নিয়ে দলবাজী করা হচ্ছে, যারা শাসক দলের সংগে যুক্ত তাদেরই চাকরী হচ্ছে। সেখানে দারিদ্র্যের নামে এবং বেকারীর নামে যে শ্লোগান দেওয়া হয় সেটা শুধু মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে, বাস্তবে তাদের কথা ভাবা হচ্ছে না। আমি এই সংগে আরও বলতে চাই যে, আমাদের এখানে কিছু কিছু পোষ্ট আছে যেসব পোষ্টে যারা কাজ করছেন তাদের একই নেচার অব ওয়ার্ক, তাদের একই রেসপনসিবিলিটিজ অথচ তাদের একজনের জন্য এক রকম বেতন হার। যেমন, এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট সেখানে সোশিয়েল টিচার সেই পোষ্ট-টার নাম 'এডাল্ট লিটারেসী টিচার' সেই/একই পোষ্টের জন্য বিভিন্ন বেতন হার চলছে দীর্ঘ ২০/২২ বছর যাবত, কিন্তু তাদের এই বেতন বৈষম্য বামফ্রন্ট সরকার দূর করতে পারেন নাই, যদিও তারা নীতিগত ভাবে স্বীকার করছেন যে, একই কাজের জন্য একই বেতন হার হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে এসে বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন, যেমন ব্যর্থ হয়েছেন ত্রিপুরার বেকার ছেলেদের চাকরী দেওয়ার ক্ষেত্রে। সেই সব বেকার ছেলেদের চাকরী দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল, দলবাজী, করছেন যেখানে 'বেকারদের চাকরী দেওয়ার নীতি ছিল' নীড বেসড, সেখানে বামফ্রণ্ট সরকার সেই নীতি থেকে সরে গিয়ে সেখানে শুধু নিজের দলের সমর্থক ছেলেদেরই চাকরী দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই ভাবে নিয়োগ নীতি চালালে ত্রিপুরার কোন উন্নতি হবে না। কাজেই আমি আমার ছাটাই প্রস্তাব

এবং অন্যান্য ছাটাই প্রস্তাবগুলি সমর্থন জানিয়ে ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ভরনী মোহন সিংহ

শ্রীভরনীমোহন সিংহ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রথমে আমি বাজেটের ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন জানিয়ে এবং তারপর ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। স্যার, আমি এই যে কাট মোশনগুলি আছে সেগুলির আমি এমনিতেই বিরোধীতা করছি না, এই সব কাটমোশানের কোন যুক্তিকতা নেই সেজন্যই আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। স্যার, এখানে একটা জিনিষ পরিস্কার হয়ে গেছে যে বাজেট দেখলেই তাঁরা রাগ করেন এবং মুখে তাঁদের একটাই কথা যে এই বাজেট নাকি জোতদার পোষণ করার বাজেট। এই বাজেট যদি জোতদার পোষনের বাজেট হয়ে থাকে বিরোধী দল নেতা অশোক ভট্টাচার্য্য মহাশয় তিনিওতো এই বাজেট থেকেই টাকা নিচ্ছেন। তিনিও কি আমাদের জোতদার ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমরা আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছি সেটি হল, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের যেমন বাজেট দেখলে ভয় আসে ঠিক তেমনি নির্বাচন দেখলেও তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। জলাতংক রোগীরা যেমন জল দেখলে ভয় পায় ঠিক তাঁদের সেই অবস্থা, নির্বাচন দেখলে তাঁরা ভয় পায়। আর সেই সংগে দাংগা থেমে গেলে তাঁরা দুঃখ পান, আর দাংগা চললে তাঁরা আনন্দ পান। আমরা আরও দেখতে পাই যে, এই দাংগার সংগে জড়িত আসামীদের যদি গ্রেপ্তার করা হয় তখন চারদিকে চিৎকার পড়ে যায় যে তারা টি. ইউ. জে. এস.র লোক, তাদের বেআইনী ভাবে ধরা হয়েছে। আর যদি সেই সব আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তারা হয়ে যায় সি. পি. এম.র লোক, এটাই আমরা দেখছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে যেখানে ১৫ বছর আগে ভারতবর্ষে কালো টাকার পরিমাণ ছিল ৩০০০ কোটি টাকা আজ সেখানে হয়েছে ৬০,০০০ কোটি টাকা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাইরে থেকে ঋণ এনে ভারতবর্ষকে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, ১৯৭৭-৭৮ সালে সেই ঋণের পরিমাণ ছিল ২৮'০১ কোটি টাকা আর ১৯৮৪ সালে সেই টাকা বেড়ে হয়েছে ৫০'৪৫ কোটি টাকা। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই টাকাগুলি কার কাছে গেল ? স্যার, কৃষি শ্রমিকের কথা যদি বলতে চাই তাহলে আমাকে বলতে হয় যে ১৯৮০-৮১ সালে ছিল ৪২'০৮ লক্ষ সেটা ১৯৮১-৮২ সালে হল ৩৫'৪৫ লক্ষ, ১৯৮২-৮৩ সালে হল ৩৩'৫৮ লক্ষ আর ১৯৮৩-৮৪ সালে নেমে এসে দাঁড়াল ১৬'২৪ লক্ষ। এই সব শ্রমিকেরা কোথায় গেল ? আর আমরা যদি মুদ্রার মূল্যের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যেখানে

১৯৬০-৬১ সালে এক টাকার দাম ছিল ৭০'৪২ পয়সা সেই এক টাকার দাম ১৯৭৬-৭৭ সালে নেমে হল ২৩'৯২ পয়সা ১৯৭৯-৮০ সালে হল ২০'০০ পয়সা আর ১৯৮৩ সালে হল ১২'৮৯ পয়সা অর্থাৎ টাকার দাম কমতে কমতে একেবারে নিচে নেমে গেল। টাকার দাম ৭০ পয়সা থেকে কমতে কমতে ১২ পয়সায় নেমে গেল। কাজেই সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি। আর মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, শিক্ষার কথা যদি আমাদের বলতে হয় তাহলে আমরা দেখছি যে, বামফ্রন্ট সরকার এই ছয় বছরের শাসনে অনেকগুলি সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করেছে। যেমন, ছৈলেংটা ১০ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে, ঠিক এই ভাবে ধুমাছড়া, মনু, ময়নামা, মাছলীছড়া, করমছড়া, বেতছড়া, পাবিয়াছড়া, কাঁঠালছড়া এই সব সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে ১০ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে এবং ছামনু স্কুলটিকে ১২ শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। তাছাড়া গংগানগর, ফটিকরায়, রাতাছড়া এগুলিতে হাইস্কুলে পরিণত করা হয়েছে এবং কাঞ্চনবাড়ীর স্কুলটিকে ১২ শ্রেণী করা হয়েছে। কাজেই শিক্ষাখাতে কিছুই করা হয় নাই যে সব কথা বলা হচ্ছে সেই সব কথা আদৌ ঠিক নয়। বিরোধী সদস্যগন সেদিকে নজর রাখেন না বলেই এই সব কথা বলছেন। স্যার, অন্য দিকে যদি আমরা ত্রিপুরার রাস্তা ঘাটের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপুরার দুর্গম অঞ্চলে রাস্তার খুবই অভাব ছিল। এই প্রসংগে আমি শুধু ছোট একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধুমাছড়া ফটিকরায় রাস্তা। ঐ রাস্তা হইতে লিংক রোড হয়েছে (১) মাসাউলী-কাঁঠালছড়া রাস্তা (২) কাঞ্চনবাড়ী ডেমড়ুম (৩) উত্তর কাঞ্চনবাড়ী হইতে ডেমডুম (৪) রাতাছাড়া চৌমুহনী-পঃ রাতাছড়া হয়ে কমলপুর রোড। (৫) সারদার পাড় হইতে কাঁঠালছড়া হয়ে রাতাছড়া (৬) লালুছর হইতে গকুলনগর হয়ে কমলপুর রোড (৭) ফটিকরায় কমলপুর রোড (৮) ফটিকরায় শ্রীপুর হয়ে কালাটিলা রোড (৯) কৃষ্ণনগর-রাধানগর রোড (১০) কৃষ্ণনগর হইতে আসামবস্তী হয়ে রাধানগর। দুধপুর ও কাঞ্চনবাড়ীর মধ্যে মনু নদীর উপর ৬৮০ ফুট লম্বা একটা ব্রীজ তৈরী করা হয়েছে যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সব চেয়ে বড়। এইগুলি মাননীয় সদস্যরা দেখছেন না। স্যার, এক শ্রেণীর জীব আছে যারা চোখ খোলা রেখেই ঘুমাতে পারে সেই জীবটি হল মাছ। মাননীয় সদস্যগন চোখ খুলে রাখলেও আসলে তাঁরা ঘুমিয়ে থাকেন সেজন্যই তাঁরা এই সব উন্নতির খবর রাখেন না। যেখানে রাস্তা ছিল না সেখানে পাকা রাস্তা হচ্ছে। যেখানে বিগত ৩১ বছরে কংগ্রেস সরকার কিছু করতে পারে নি সেখানে বামফ্রন্ট সরকার অনেক কিছু করেছে। কংগ্রেস আমলে একটা স্কুলকে দীর্ঘদীন সংগ্রাম করে ক্লাশ সিক্সে উন্নীত করেছিলাম। কিন্তু

আজকে সেগুলি টুয়েলভ স্কুলে উন্নীত হয়েছে। আজকে বিরোধী দলের সদস্যদের অসুবিধা হচ্ছে। কারন গ্রামের মানুষ শিক্ষিত হয়ে যাচ্ছে আর তাদেরকে ঠকানো যাচ্ছে না। আজকে ওরা বিদেশী টাকায় মদত্ পেয়ে এখানে বসে আছেন এদের মাথায় বামফ্রন্ট যে সমস্ত ভাল ভাল কাজ করছে সেগুলি ঢুকছে না। শুধু দেখছে স্কুল নাই, ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই। নাই সবটাই নাই। টাকা না হলে হবে কি করে ? টাকার তো দরকার। বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত অর্থের মধ্যে থেকে তাকে কাজ করতে হচ্ছে এবং যে টুকু করছে সেগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। স্কুল কি অপরাধ করছিল ? আপনার সঙ্গে বিরোধ থাকতে পারে কিন্তু যে স্কুলে সাধারন মানুষ, শ্রমিক কৃষক দিন মজুরের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে সে স্কুলটা কেন আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ? আমি দেখছি ১৯৭৩ সালে আমরা যখন খাদ্যের জন্য আন্দোলন করি ৩৬ ঘণ্টা তখন আমাদেরকে পিটিয়ে জেলে দেওয়া হয়েছিল। অপরাধ কি ? গরীব জনসাধারণের জন্য বুভুক্ষু মানুষের জন্য মাত্র দেড় কে. জি. চাউল চেয়েছিলাম। এখানে ট্রাইবেলদের দরদী সেজে নাচানাচি করা হচ্ছে। কংগ্রেস আমলে উপজাতীদের কি অবস্থা ছিল ? আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য কতকিছু করছে। এখানে অভিযোগ করা হচ্ছে যে স্কুলে মাস্টার নেই। থাকবে কি করে ? কাঁঠালছড়া প্রাইমারী স্কুলের একজন প্রাইমারী টীচার অভিযোগ করেছেন, আমি তার নাম বলব না, স্যার, স্কুলে গেলে আমাকে দেড়শো টাকা চাঁদা দিতে হবে। মাস্টার যাবে কি করে ? স্কুলে আগুন দিচ্ছে। কাজেই আমি অনুরোধ করি, আসুন আমাদের সাথে নতুন ত্রিপুরা গড়ার জন্য কাজ করি। আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে এবং কাট মোশানগুলিকে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে সমস্ত কাট মোশনগুলি ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এখানে আনা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বর্তমান ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট বামফ্রন্ট সরকার পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। বিগত আর্থিক বৎসরগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জাতি উপজাতীর স্বার্থে যে বাজেটগুলি পেশ করা হয়েছিল সেগুলি বাস্তবের পরিপন্থী ছিল এবং এবারের যে ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট সেটাও বাস্তবের পরিপন্থী সেজন্য এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। উদাহরণস্বরূপ এখানে যে ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ২৭৭, লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেট করা হয়েছে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের নাম করে। আসলে এই টাকা জাতি উপজাতীর কোন কাজেই লাগে না। এখানে দেখছি, বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী এবং সদস্যগণ বলেন যে

কংগ্রেস গত ত্রিশ বছরে যা করতে পারেনি তারা এই ছয় বছরে সব করেছে। কি হয়েছে? প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক নেই, শিক্ষক যদি থাকে ঘর থাকে না, ছাত্র শিক্ষক যদি থাকে চেয়ার টেবিল থাকে না। এই অবস্থা।

কতিছড়ি, জামিরছড়া, ধুমাছড়া এবং কমলপুর সাবডিভিশনে হরিনাছড়া, গংগাছড়া প্রাথমিক স্কুলগুলিতে চেয়ার টেবিল কার্পিচার কিছু নেই। কি করে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করবে? কিন্তু এখানে বিরাট বিরাট অংকের বাজেট পেশ করা হচ্ছে। ওরা বলছে যে অনেক হাইস্কুল করা হয়েছে। সেখানে আমরা কি দেখছি? সিনিয়র বেসিক স্কুলের সাইনবোর্ড সরিয়ে হাইস্কুলের সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। আসলে কিছু বদলাচ্ছে না। শিক্ষক নেই। মাননীয় সদস্য তরণী মোহন সিন্‌হা এখানে বলেছেন যে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। আপনীর কনষ্টিটিউয়েনসিতে বেলছড়া, কাঠালছড়া, মনু এবং ছাওমনু স্কুলে হেড মাষ্টার আছে? ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে আনন্দবাজার হাইস্কুলে সেখানে প্রায় সাড়ে তিনশো ছাত্র পড়াশুনা করে সেখানে মাত্র তিনজন শিক্ষক।

ধর্মনগর সাব-ডিভিশানে আনন্দবাজার হাইস্কুলে আপনারা বর্তমান আর্থিক বছরে গেছেন কখনো? সেখানে ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী আছে কিন্তু মাষ্টার রয়েছে ৩ জন। ত্রিপুরার মানুষের নাম করে, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের নাম করে আজকে হাউসে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা বাস্তবের সংগে কোন মিল নেই। দেশের স্বার্থে যে বাজেট পেশ করেছেন এটা বিরোধী দল সমর্থন করছেনা। তাঁরা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। আমরা কি করে সমর্থন জানাব? লিফট ইরিগেশনের নাম করে যে বাজেট ধরা হয়েছে, ১৯৮৪-৮৫ সালে কয়টি হয়েছে? যে সমস্ত এলাকায় লিফট ইরিগেশন হয়েছে সে সমস্ত এলাকা হচ্ছে, শাসক দলের এলাকা। এগুলি বাস্তব সত্য, জলন্ত প্রমান। যে সমস্ত এলকায় বিরোধী সমর্থন থাকবে সেখানে কোথায় লিফট ইরিগেশন? কোথায় মাইনর ইরিগেশন? কোথায় টিউবওয়েল? কোথায় রিং ওয়েল? বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার আগে জম্পুইতে বলা হয়েছিল, তোমাদের ঘরে ঘরে জল দেওয়া হবে। কোথায় বাম-ফ্রন্ট সরকারের সেই প্রতিশ্রুতি? পাইপ গেছে সত্য কিন্তু সেগুলি কি অবস্থায় আছে তা আপনারা গিয়ে একবার দেখেছেন? আপনাদের মেকানিক গেছেন একবারও? জল পাচ্ছে কিনা সেখানকার লোক দেখেছেন একবার? এইভাবে বাজেটের নামে আপনারা এইভাবে বিভিন্ন এলাকায় উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে অপ-প্রচার করছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তার জন্যই এই বাজেট সমর্থন করতে পারছি না। শুধু তাই নয়, ল্যাম্পস, প্যাকস, কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কোটি কোটি

টাকা ধরা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের সাহস থাকলে আসুন আমার সঙ্গে, দেখিয়ে দেব। বলা হয়েছিল, পাট কিনবে, আলু কিনবে, আনারস কিনবে। কিন্তু কোথায়? কমরছড়া, ধুমাছড়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর আজকে দুই মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, নূতন ডাইরেক্টরকে চার্জ বুঝিয়ে দিচ্ছেন না। সন্দেহ থাকলে আমার সাথে চলুন। দেখিয়ে দেব। ডাইরেক্টর সাহেবকে ডাকলে পাওয়া যায় না, আগরতলা থাকেন। রেজিষ্ট্রারকে ডাকলে পাওয়া যায় না, আগরতলা থাকেন। কাজেই ২২ লক্ষ মানুষের নামে যে বাজেট পাশ করেন তা কার্যকরী হয় না যথাযথ ভাবে। বামফ্রন্ট সরকার বন্ধুদের রিজার্ভ ব্যাংক থেকে টাকা পাইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে টাকা শোধ করা হয়নি বলে তারা ঋণ দিতে অস্বীকার করছেন। টাকা আদায় করতে পারছেন না। ল্যাম্পস, প্যাক্সে ম্যানেজিং বোর্ড গঠন কথা হয়েছে একতরফাভাবে। যেমন করে একতরফাভাবে বাজেট পাশ করে থাকেন ঠিক তেমনি ভাবে। কমরছড়া ল্যাম্পস, ধুমাছড়া ল্যাম্পস, আম্বাসা ল্যাম্পস-এ ম্যানেজিং বোর্ড গঠন করা হয়েছে, সেখানে বিরোধী সদস্য নেই। বিভিন্ন বিধান সভাগুলোতে, লোকসভাতে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের স্থান থাকে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ল্যাম্পস এবং প্যাকস-গুলিতে বিরোধী দল অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। এটা কি গণতন্ত্রের অবমাননা নয়? ২২ লক্ষ মানুষের নাম করে, উপজাতির নাম করে কোটি কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ধুমাছড়া, কমরছড়ায় বহু সরকারী কর্মচারী আছেন। কিন্তু সেখানে রাস্তা না থাকায় ঠিক মত যেতে আসতে পারছেন না। সেই সব অঞ্চলে গাড়ী যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখা করে বলেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু হয়নি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রশ্ন করতে চাই, সেই ছৈলেংটায় টি, আর, টি, সি, যায়, ছামনুতে টি, আর, টি, সি যায়, গণ্ডাছড়াতে টি, আর, টি, সি, যাচ্ছে। কিন্তু এই সব ডিফিকালটিস অঞ্চলগুলিতে কেন টি, আর, টি, সি, যাচ্ছে না? কর্ম্মচারীরা ডিফিকালটিস্ এলাউন্স পাচ্ছেন না। যদি তাদের কাছে বলা হয়, তাহলে বলে থাকেন, দিতে পারব না কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সব দোষ চাপিয়ে মানুষকে নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ছিনিমিনি খেলছেন। কাজে কাজেই মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করে এবং বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান রাখা হয়েছে সবগুলি কাট মোশানের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এখানে আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি প্রথমেই বলতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটি জায়গায় অবস্থিত যার তিন দিকে বর্ডার। এই তিন জায়গায় বর্ডার হচ্ছে, ৮৩৯ কিলোমিটার। আর ভারতের সঙ্গে যে সীমানা তা ১৬২ কিলোমিটার। যে রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৮২ জন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং বিশেষ করে উপজাতি এবং বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে এ রকম মানুষ নিয়েইএই ত্রিপুরা রাজ্য। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে লক্ষ্য করুন, বিরোধী সদস্যরাও যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, ত্রিপুরা রাজ্য আগে কি ছিল ৬ বছরে কি হয়েছে, কতটুকু করতে পারা গেছে। এটা ঠিক, ত্রিপুরা রাজ্য একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা বা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে এরকম কথা বামফ্রন্ট সরকার বলে না। আমরা যে অবস্থায় শুরু করেছিলাম তা হচ্ছে, এখানে কোন রাস্তা ছিল না। মাত্র দুইটি রাস্তা ছিল। এই ত্রিপুরা রাজ্য, এই দুইটি রাস্তার মধ্যে কাজ করত। আজকে বিরোধী সদস্যরা স্বীকার করছেন যে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে টি, আর, টি, সি, বাস যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল স্বীকার করেছেন যে বিভিন্ন জায়গায় বাস যাচ্ছে। কাজেই বাজেট যেটা করা হচ্ছে তার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে এবং তার ভিত্তিতে আস্তে আস্তে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। একদিনে নিশ্চয়ই সবকিছু করা যাবে না। আজকে সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত শিলাছড়িতেও বাস যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাই কারন আমাদের বাস্তব দৃষ্টিভংগী আছে, কিন্তু আপনাদের এটা নেই। স্যার, ত্রিপুরাতে কোন রেলপথ নেই। এই রেলপথের জন্য আমরা দাবী করছি, কিন্তু আমাদের দাবীকে তালবাহানা করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাতো তার জন্য কোন দাবী করছেন না। কিন্তু আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যখন টাকা বরাদ্ধ চাওয়া হবে, তখন কিন্তু উনারা তার বিরোধীতা করতে পারেন। কাজেই উনাদের দৃষ্টিভংগীটা আমাদের বুঝতে হবে। ত্রিপুরা বাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই বাইরে থেকে রেলযোগে ধর্মনগর পর্য্যন্ত আসে।. কিন্তু এই সমস্ত মালামালগুলিকেতো ধর্মনগর থেকে বিভিন্ন প্রত্যান্তাঞ্চলে নিয়ে যেতে হবে। কাজেই পরিবহনের ব্যবস্থাতো করতে হবে, তার জন্য তো টাকার বরাদ্দ করতে হবে, সেটাই উনারা বুঝেন না। এখানেই উনাদের বাস্তব দৃষ্টিভংগীর অভাব। স্যার, শিক্ষা ক্ষেত্রে নাকি নৈরাজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য উনারা কান্নাকাটি করছেন। সেন্সাস অনুসারে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে ছয় বৎসর আগে এ রাজ্যে

শিক্ষার হার ছিল শতকরা ২৯ পার্সেন্ট, আর আজকে বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর শিক্ষার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪২ পার্সেন্ট। ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতির যে পরিবর্তন হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে ধাবমান, সেটা বিরোধী দলের সদস্যরা বুঝেও বুঝেন না। ত্রিপুরার সমস্ত জায়গায় আমরা স্কুল করতে পারিনি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের দাবী হচ্ছে সমস্ত জায়গায় স্কুল করতে হবে। আমার এলাকায় আমি দেখেছি মানিকভলাতে একটা স্কুল আছে। উনারা দাবী করছেন যে, এই স্কুল থেকে ১কি. মিঃ দূরে আরেকটি হাইস্কুল দিতে হবে। স্কুল করার তো একটা বেসিস আছে। ছাত্র থাকলে তবে তো হাইস্কুল করা হবে কিন্তু উনারা সেই চিন্তা করছেন না। কেবল উনাদের দৃষ্টিভংগী অনুসারে বলছেন, হাইস্কুল দিতে হবে বলে চীৎকার করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ উনাদের এই অগণতান্ত্রিক দাবীকে সমর্থন করবেন না। স্যার, আমরা দেখেছি ডম্বুর পাওয়ার প্রজেক্টে সামান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু আমাদের চাহিদা অনেক বেশী, ১৮ মেগাওয়াট। তাই আমাদের আসাম থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে আমাদের চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। কিন্তু আসাম গভার্ণমেন্টও আজকে বিদ্যুৎ আর দিতে পারবেনা বলে জানিয়েছেন। আমাদের রাজ্যে ডম্বুর পাওয়ার প্রজেকট ছাড়াও ডিজেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, কিন্তু তুলনায় এটা নগন্য। তাই আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবী করেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যের মাটির নীচে যে বহুল পরিমাণ গ্যাস আছে, সেই গ্যাসকে ভিত্তি করে এখানে একটা থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন স্থাপন করার জন্য এবং তাতে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে সেই বিদ্যুৎকে কৃষি শিল্প তথা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারবে। ফলতঃ ত্রিপুরার উন্নয়নের রথচক্র তড়িৎ গতিতে ধাবিত হবে এবং দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে যে সব ত্রিপুরা বাসী তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধান হবে। কিন্তু আমাদের এই দৃষ্টিভংগী তথা দাবীকে কেন্দ্রীয় সরকার দলিত করে বাজেট বরাদ্দ অনেক কমিয়ে দিয়েছেন। স্যার, এখন রাজ্যে প্রায় খরা চলছে, বিভিন্ন মাঠে জলসেচ নিমিত্ত আমরা লিফট ইরিগেশান করেছিলাম। কিন্তু বিদ্যুতাভাবে এই লিফট ইরিগেশান বা ডিপ টিউবওয়েলগুলিকে চালনা করা যাচ্ছে না। জলাভাবে বিভিন্ন নদী বা ছড়া গুলিও শুষ্ক প্রায়। স্বভাবতই বিদ্যুতাভাবে আমাদের এই প্রকল্পগুলি ব্যহত চলছে এবং উৎপাদনও হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ গ্যাস আছে, তাকে কাজে লাগিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যুৎ সংকট দূরিভূত করা যায়। গজালিয়াতে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস পাওয়া গেছে, ও.এন.জি.সি. সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সেখানে যদি একটা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা যায় তাহলে কৃষক ভাইদের সত্যিই উপকার হবে। তাতে একদিক যেমন সেচ ব্যবস্থা প্রসারিত হবে, অন্য দিকে ফসল উৎপাদনের হারও

বাড়বে, তাছাড়া গ্রামে যে সব বেকার আছে বা দিন মজুর আছে তারাও কাজ পাবে। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের বাঁচার সুনির্দ্দিষ্ট একটা ব্যবস্থা হয় এবং সাথে সাথে ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দাবীর প্রতি কোন গুরত্বই দিচ্ছেন না। ফলে বিভিন্ন জায়গাতে সঠিক ভাবে এই কাজগুলি আমরা করতে পারছি না। স্যার, ত্রিপুরা বাসীর কর্ম বিনিয়োগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাহায্য করার নিমিত্তে এই ডিমাণ্ডগুলি আজকে হাউসে আনা হয়েছে এবং এই ডিমাণ্ডগুলির উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব কাটমোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

কক বরক

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মানগানাও সভানি নককাও তিনি অর' আনি মোট ৯টা Cut motion তংগ। তিনি অরনি বাজেটনি ১৯৮৪-৮৫ সালনি যে বাজেট, অ বাজেটনি মধ্যে যে Cut motion তুবুনা নাংমানি বাগাই মা তুবুখা, তামনি বাগাই মা তুবুখা বামফ্রণ্ট সরকার একটা কক। উানসক নাংথাই যে অরনি বিরোধী দলনি সদস্যরগ তিনি অর' যে Cut motion তুবুমানি আবকি বাইশ লক্ষ বরকনি স্বার্থনি বাগাই কিনা ? মান গানাও সভানি নককাও, চাও অব' সানানি নাই অ, যে ববগ ছাকা সারা ত্রিপুরা রাজ্যঅ চাও T.R.T.C. গাড়ী রাখা। কিন্তু চাও তাম' নুক ! যেখানে হাজার হাজার বরক তিনি কাই-থাংঅইতংগ। যে বরক রগনি চিনি উপজাতি এলাকারগ তংগ অ৷ জাগাবগ গাড়ীরগ রহর জাকয়া। গণ্ডাছড়া এমন একটা জাগা আর' প্রত্যেকদিন' চলিই তংমানি আবছে সাপ্তা অ দুইদিন থাংলাইকা। এবং উলথে বন্ধসে থাসাই রাছি অ। তারপর অমরপুরনি রাঙ্গামাটি অ-র ঠিক সেরকম গাড়ী চলিয়া T.R.T.C. থাংয়া। আবতাই জাগারগ' ররগ T.R.T.C. রহর গালাক। হানথে চাও ছানানি নাই অ অরছি অ তিনি যানবাহন মন্ত্রী তংগ ব আবন' কাইচম-অইদা নাইথা ? গণ্ডাছড়া-বাই অমরপুর, গণ্ডাছড়া, অমরপুর, সাবডিভিসন' কালাই অ কিন্তু গণ্ডাছড়া বাই অমর-পুরনি কোন' লামা কারাই। গণ্ডাছড়া-অ কোন ইমারজেন্সী ছামুও নাংখা হানথে ব ও আমবাসাতাই তেলিয়ামুড়া তাই ঘুরিঅইছে অমরপুর অ থাংনানি নাংগ। কিন্তু অর' মানগানাও মুখ্যমন্ত্রী ছাকা সেই গণ্ডাছড়া এলাকা' দক্ষিন ত্রিপুরা এলাকানি সেই বাইম্যাভ্যালী আ এলাকারগ উগ্রপন্থীরগ তংমানি জাগাব' নিজিন গসিকা। আবনি/ বাগাই চাও মা হান অ— হঠাৎকে উগ্রপন্থীরগ বাই কক অই বুথার জাকথা হানথে কোন খবর মানয়া। আবতাই

জ্যাগারগ' লামা খালাইগ্নালাক। 'কংগ্রেসনি আমন' আম্নাং তাই অমরতাইথেই কালাজারীতাই খালাইঅই যেটা গণ্ডাছড়া লামা খালাইজাক তংমানি আ লামা তাবুকথে কুফুংগাই বদ্ধ আংগাই থাংকা। আংাই খালাইঅই তাম' খালাইকা প্রত্যেকটা জাগা অ আণ্ড ছাকা বাতে থে তীর্থমুখনি যে বরক বগন তিনি রইস্যাবাড়ীনি বরকরগ বারা মাই মাচাঅই থাই তংগ। আরনি বরকরগনি সুবিধানি বাগাই বারা আ কালঅই চা-ই তংনাইরগ বরগ আ কালঅই মানয়া। সেখানে আ কাবাঙ কাবাঙ মান' পঁচিশ পয়সাছে কেজি। সাব ন ফাননাই—যানবাহননি সুবিধা কারাই। আণ্ড অর' বার বার পরিবহন মন্ত্রী ন' সাকা নিরগ Speed Boat ব্যবস্থা খালাই রাদি নাণ্ড লামা ঠিক খালাই রাঅই মানয়া হানথে। Speed Boat ব ব্যবস্থা খালাই রায়া তাই পুপাক পুপাক আংখা হানথে বান বাই অই থাংগানা হানাইছে ছাঅই তংগ। অদ্ভুত কক, মানগানাণ্ড স্পীকার স্যার,—অর' আণ্ড পূর্তমন্ত্রী ন ছানানি নাই-অ আরনি রাইমা অ বখন নাকি উতাইনি জরা অ জৈষ্ঠ মাস তাইনি জোয়ার কামাসে তিন হাত কাঅ। আফুরু থে নিনি তাই পুপাকমাবাই বান দা, বাইথা? আর' নিনি কিসা Speed Boat চালকমা বাই বা বান বাইঅই থাংনাইফন। কি একটা অদ্ভুত কক। আবদা একটা যুক্তিনি কক? যেটা বাস্তববাই কোন মিল কারাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অর' তেইব সানানি নাইঅ। অর' বরগ ছাকা যে, জাগা জাগা অ কল, কাই রাখা হানাই। ছামুণ্ড তাণ্ডথা হানাই। Tube well, তাই আংখা বরক মুইনসুনি থাংনানি তাই কাইসা লামা। অ তাই পর্যন্তছে বামফ্রন্ট সরকার পাইনা-ব নাংয়া কিছু ব নাংয়া পাইপ কাইঅই রাথেই পাম্প রাথেইছে তাই অংথরঅই তংগ। আবনছে খারাই মানয়া। ও নিনি নাগাল্যাণ্ড অ কয়েকদিন আগে ৬০ পয়সা লিটার আংখা ফন। হানথেই ৬০ পঃ লিটার হানথেই পাইঅই খারানানি নাংখা হানথেই অ বামফ্রন্ট সরকার বা তাই খারায়াঅইছে বরক বুথার অই খিবিবাইয়ানা বালা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার— চাণ্ড মুকথা জাগা জাগা অ কইল কাই রাখা। কাই রাখা ঠিকন, বথরক কারাই, রাকুংলে তংগ। পাঁচটা কইল কাইথা হানথে পাঁচটা পাইপনি জাগা অ ২ টা পাইপ কাই রানাই। তাই পাম্প রানানি রাকমানি বাগাই কাইসা কাইসানি থাংগারদে কাকঅই তংবাইথা মাসামাসানি। পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী জাগা জাগা ছাঅ কইল কাইনানি জাগাছে কারাইথা, জাগা জাগা থাংগাই নাইদি কইলনি বথরক, পাম্পরাহাক নাইরগ কাইসা ফানছে কারাই। অতএব ডেপুটি স্পীকার স্যার,— অরছে বরগ এইভাবে বাজেট তুবুমানি অম' বাইশ লক্ষ বরগনি বাগাইয়া। গরীব মেহনতী বরকনি বাগাইয়া। একমাত্র বরগনি বহক কতর কতরথে অমথাই অ থক রাই তংনাই বরগনি বাগাইছে। বারা আয়া কেজিনি জাগা-অ এক কেজি মাই চানাইরগ, বারা নাকি বহক কতর কতর,

যারা নাকি নিজিনি স্বার্থ ন ছিমি নাই-নাই বরগনি বাগাইছে অ বাজেট পেশ খীলাইজাক অ, চাঁও যদি ন অ বিল অ কাহাম মুকথা হীনথে হয়তো হীনথামো জনসাধারননি কাহাম আংখা হীনাই হীনাথামো। যদি ন জনসাধারননি অ বাজেট আংখা হীনথে চাঁও ব সমর্থন খীলাই মানথামো আও চিরিগ থকঅই ছানানি নাইঅ এই বামফ্রন্ট সরকার আংখা মকল বাইসা কানা, থুনজ বাইসা সরকার। কারণ বিরোধী দলরগ জাগাজাগানি চিত্র রমাই রাফান' অ বিধানসভাঅ সাকান' খীনারা, থুনজু নাথংনি বাগাই। অতএব ডেপুটি স্পীকার স্যার, অর তিনি মানানি নাংগ— এই বামফ্রন্ট সরকারনি গরীব বন্ধু, মেহনতী সরকার রগন আও কিসা কইনানি মা চুংগ'। নিরগনি মকল কিসা কিয়কঅই মাহারঅই নাইদি জনসাধারনরগ বাহাই আংগাই তংখা। তারপর Publicity Deptt. নি উপরে আনি Cut motion তংগ। আবনি ব্যাপার' Publicity Dept. তাম' খীলাই আরু'? ব-ন মুখ্যমন্ত্রীনি মিটিং মিছিল আংনা হানাই ছিমি হীনথেই ছে বরক থুমনানি বাগাই "ছিনাম" পাড়া অ বা মিছিল, মিটিং হীনথে জাগা জ্যগা "ছিনামা" ফুনক জাকঅ। লুকুনি হামারিনি বাগাই Publicity কোন ছামুও কাহাম খীলাইয়া। ভারতবর্ষনি রাষ্ট্রপতি আবরগনি ককথে ছাগীলাক, ফুনুগীলাক, ভারতবর্ষনি বরকরগ তাম' আংগাই তংগা আবরগন ফুনুকদি। তাম' Publicity Deptt. সীনেমা ফুনুক অ। "সাত পাকে বাঁধা" "সম্পূর্ণ রামায়ন" আবভাই বইরগ ফুনুক অ। জনসাধারন রগন ধোকাবাজি রীঅই এই যে, গদি অ আচুকঅই তংনাই রগনি সমর্থক কীরাইখা। "ছিনামা" ফুনুকঅহ বরক কুথুম রীনা বাগাইছে। "ছিনামা" নাইকাই বাইদি সীনেমা। তিপ রাসারগ সীনেমা মুকয়া। তিনি মুখ্যমন্ত্রী সক্‌কাই-নাই, 'সিনামা' ফুনুকনাই। ও ছিনামা নাইনানি বাগাইথে বরক কুথুম অ। এই Publicity Deptt. নি লক্ষ লক্ষ রাও সাবাইঅই গনমুক্তি পরিষদনি এই যে, আগি যেরকমভাবে বরক বুথার কা, বরক তামথে বলংগ হাপকা, তামথে বলংগ তীলাংগাই বরক বুথার কা। তামথে আন্দোলন খীলাইকা এবং আবনি বাগাই লক্ষ লক্ষ রাও চীবাইখা, বামফ্রন্টনি সীনেমা আব' কাহামনি বাগাইয়া। পার্টিনি অর্গানাইজ খীলাইনানি বাগাইছে। জনসাধারন কক্ খীনারীনা বাগাই, আবনি বাগাইছে বরগ অ Publicity Deptt. কোটি কোটি রাও, লক্ষ লক্ষ রাও খরচ খীলাই তংগ। আববাই জনসাধারননি উন্নতি আংগাই মানয়া। ভাবুকথে তাম' মুক— কয়েকদিন আগে মুকথা তীর্থমেলা ডম্বুর অ।

অর' মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ট্রেজারী বেঞ্চনি বরক রগ তদাতং ছাঅই মানয়া। সিরিং সিরিং আংগাই তংবাইখা। কারন আংনানি বাধ্য সভ্যতা জিনিষ চ, যেটা নাকি

আংগোই তংমানি জিনিষ ন অস্বীকার খীলাই মাননানি কোন' উপাই কীরীই। অর' ছাকা যে, চাঁও জাগা জাগা আবতাই খীলাইকা তাম' খীলাই কা? Publicity নি আর' তাম' মুকথা উপজাতি বগনি সাংস্কৃতিক ন বিকৃতি খীলাই কুমুক জাকথা, আবদা নিনি Publicity নি নমুনা? উপজাতিরগ রিগানাই উানজাইদা কান? রিগানাই উানজাই কানরীতিরীইছে বরগনি বাচা বাতাই কীরীইখে তাম' ব খে কুমুক খা। আও লগি লগি ন ছাকা, Protest খীলাইকা। তামংগাই অমহাইখেই উপজাতি বগনি সাংস্কৃতিক ন বিকৃতি খীলাইনানি না নিরগ? আব' আংখ PublicityDeptt নি নমুনা। তারপর তনি অব' মাননীয় সমবায় মন্ত্রী ছাকা উপজাতি যুব সমিতিনি সদস্য-রগ অর' খা বলং তুবুঅই কুমুকতির অ। চাঁও হান অর তিনি কুমুকনানি বাধ্য মা আংলাহা। আবন ওয়ান্ ছোগই নাইদি ট্রেজারি বেঞ্চনি সদস্য তাই মন্ত্রীরগ।

মানগানাও ডেপুটি স্পীকার স্যার. অর' বনি দৃষ্টি আকর্ষন খীলাইনানি বাগাই, বাধ্য মা আংখা, যে জাগা জাগা বরক রগ মাই মাচায়া আংগাই তংগ আব বরগ মুকয়া। অব' তিনি মানগানাও, সদস্য নকুল দাস ন আও অ কক ন ছাওনানি নাই অ। বখন আও কররুক' থাংগ ব আফুর আনি যেগি অ তংগ। যেরাও খীলাইজাকফুরু, এই বিধান সভানি প্রাক্তন বিধায়ক ব ছাকা আনি আর' মাই মাচাঅই বরক খাইনা নাই অই তংখা. আদিন' অমরপুরনি বি.ডি. চেয়ারম্যান শ্রীনরেন্দ্র দেববর্মা সহ কাইঅই মাইমাচায়া হানাই ডেপুটেশন বাখা। আব' ব অস্বীকার খীলাইঅই মানয়া। আর ও আনি ককয়া। এই যে রামকুমার দেববর্মানি কক। আবতাইখেই ডেপুটেশন রাজা-কফান' কোন কার্য্যকরী খীলাই জাকয়া. আদিন' চাঁও ডেপুটেশন নানানি হানাই থাংয়া। স্কল visit খীলাইনানি হানাই থাংমালে এরকমছে অবস্থা। আবরগ ন বরগ তিনি অস্বীকার খীলাইনাই মাই মাচায়া অই থাইমানি ন। বামফ্রন্ট সরকার কাইঅই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর' কংগ্রেসনি যে খীলাই মানযা ন চাঁও খীলাইকা। তাম' খীলাইকা নিরগ? আবন'ও গর্ব খীলাইনানি ককয়া। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর' আগি খা বলও চকঅই চানানি নাংগ, তাবুক ব নাংগ, নিরগ ত প্রতিশ্রুতি রীমানি তংবালা? তামংগাই পালন খীলাইয়া আও? তারপর মাননীয় উপ-মূখ্যমন্ত্রী হানখা যে তামনি হানাই রবীন্দ্রবাবু কংগ্রেস ন তুবুনানি বাগাই ফক কেবেঙঅই ছা। কংগ্রেস ন চাঁও ক্ষমতা তুবুনানি হানাই খুলুফঅহ ছা খাহন আংখামো। বন' তুবুনানি ত চাঁওয়া জনসাধারন রগছে ভোট রীঅই তুইকাইয়ানা। কংগ্রেস ন তুইকাইনানি জা কক ছায়া। তাম'গাই নিরগ আসাক কংগ্রেসন ফিরিজাকবাই বা?

অতএব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি ছানানি নাংগ—যে. তিনি ত্রিপুরা রাজ্য প্রতি দপ্তর এমন দুর্নীতি চালই তংখা, আ দুর্নীতি ন বামফ্রন্ট সরকার তিনি

প্রশংসা খীলাই তংগ। সমস্ত দপ্তর তদন্ত খীলাইকা হানখেই এই বামফ্রন্ট সরকারনি প্রতি খাতে যে লক্ষ লক্ষ রাঙ তুবুমানি চিচিংকাক আংনাই, আংয়াখেই মানজাকমাই, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তিনি অর' ছামানি নাংচা-বরগ অর' বাজেট তুবুমানি আব' জনসাধারননি মজলনি বাগাইয়া। মিঃ ডেঃ স্পীকার অর' পি, ডব্লিউ, ডি, মন্ত্রী ছানানি নাই অ। P. W. D. মন্ত্রী ব হান অ-লামা কারাই জাগা কাসে কারাইখা মু। গত ৩ (তিন) তারিখ' ছামনু থানানি এলাকাধীননি বিসিংগ থালছড়া পুল বাই অই গাড়ী accident আংগাই বরক খরকজা থাইঅই থাংকা। এবং আর' মদন কারবারী থানাই এই সি, পি, এম, নি-ন প্রধান এক নম্বর সি, পি, এমনি বরক ব-ন conductery বঅই কাঠ হাময়া তুবুঅই বরনি বুফা', থ্‌মা রাঅই পুলছোলামঅই রামানি নষ্টছে আংগাই থাংকা। আমহাইখেই বরগ লক্ষ লক্ষ রাঙ নষ্ট খীলাই খিবিঅ। প্রত্যেক জাগা অ অমহাই আংমানি আনি অর' প্রমান তংগ। হানখে মাননীয় স্পীকার স্যার,—তিনি এক বৎসর আংগাই থাংকা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— এক মিনিট স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা বলুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—তারপর অর' যারা কৌতাল এম, এল, এ ফাইনাইরগ-ন-এক বৎসর তিন মাস আংগাই থাংকা। তাবুক ফান' বরগনি মুঙতাই কোন Gezzet অ বুমুঙ ছাইজাকয়া থ। সরকারনি গাফিলতিনি বাগাই তাবুক পর্য্যন্ত চাপকজাকয়া তাবুক পর্য্যন্ত বরগনি অ কৌলাইয়া। আবরগ ন থীলাই গালাক, আবরগ ন সুকগালাক। একটা সরকারনি দরকার আর' বরগ নাইয়া। চাঙ যে অর' Cut motion তুবুমানি আবন' গাসঅই নাঅই ত্রিপুরানি বাইশ লক্ষ জনসাধারননি উন্নতিনি বাগাই মানিই নাদি হানাই আনি কক অরন' পাই রাখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে নয়টা কাট মোশান এনেছি। আজকে ১৯৮৪-৮৫ সালের যে বাজেট। এই বাজেটের মধ্যে কাটমোশান আনার প্রয়োজন হয়েছে বলেই আজকে কাটমোশান আনতে বাধ্য হয়েছি। কেন এই কাটমোশান আনতে হয়েছে এটাকে বামফ্রন্ট সরকার ভেবে দেখা উচিত যে, বিরোধী দলের সদস্যরা কেন আজকে এই কাটমোশান আনতে বাধ্য হয়েছে এবং এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থের জন্য হবে কি না ?

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসে বলতে চাই যে, বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি টি, আর, টি, সি বাস চালু করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা

কি দেখতে পাচ্ছি যেখানে আজকে হাজার হাজার লোক যাতায়াত করছে বিশেষ করে আমাদের উপজাতি এলাকাতে একটি গাড়ীও চালু করছে না। গণ্ডাছড়া এমন একটা জায়গা সেখানে আগে প্রত্যেক দিন টি, আর, টি, সি গাড়ী চলত সেই জায়গাতে তারা এখন সপ্তাহে দুইবার মাত্র বাস চলাচলের ব্যবস্থা করেছে। শেষ পর্য্যন্ত বন্ধই করে দিয়েছে। তারপর অমরপুরের যাকামাটিতেও একরকমই অবস্থা। যেখানে পাবলিক বাস প্রচুর রয়েছে সে সমস্ত জায়গায় টি, আর, টি, সি চলছে। কিন্তু যেখানে পাবলিক বাস নাই সেখানে টি, আর, টি, সি বাস চালু হচ্ছে না। এ হল অবস্থা। তার জন্যই আজকে আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞেস করতে চাই এসব ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখছেন কিনা। গণ্ডাছড়া হল অমরপুরের একটা সাব-ডিভিশান। কিন্তু গণ্ডাছড়া এবং অমরপুরের মধ্যে যাতায়াত করার মত কোন রাস্তা নেই। গণ্ডাছড়াতে কোন জরুরী কাজের জন্য দরকার হলে আমবাসা হয়ে তেলিয়ামুড়া হয়ে ঘুরে অমরপুরে যাইতে হয়। কিন্তু এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সেই গণ্ডাছড়া এলাকাতে, দক্ষিণ ত্রিপুরা এলাকাতে, রাইমাভ্যালী এলাকাগুলিতে উগ্রপন্থী বসবাস করছে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তারজন্যই আমাদের বলতে হয় হঠাৎ করে সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে উগ্রপন্থীরা বন্দুক দিয়ে কাউকে গুলি করে হত্যা করলে কোন খবরাখবর পাওয়া যাবে না। এ সমস্ত জায়গাগুলিকে তারা যোগাযোগের জন্য কোন রাস্তাঘাট তৈরী করার জন্য চেষ্টা করছেন না। কংগ্রেসের আমলে অমরপুর হয়ে কালাঝারী দিয়ে গণ্ডাছড়া যাওয়ার যে একটা রাস্তা ছিল সেইটা এখন সংস্কার না করার ফলে বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার জন্য আমি বলেছিলাম যে তীর্থমুখ এবং রইস্যাবাড়ীতে যারা বসবাস করছেন তাদের মধ্যে অনেকেই অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। সেখানের লোকজনদের সুবিধার জন্য যারা মাছ বিক্রী করে খাচ্ছেন তারা ন্যায্য দরে মাছ বিক্রী করতে পারছেন না। যেখানে বেশী বেশী মাছ পাওয়া যাচ্ছে সেখানে মাছের মূল্য প্রতি কেজি ২৫ (পঁচিশ) পয়সা মাত্র। কারন সে জায়গায় যানবাহনের সুব্যবস্থা না থাকায় তারা ন্যায্য দামে মাছ বিক্রী করতে পারছেন না। আমি এই হাউসে বার বার মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছিলাম—প্রথমতঃ রাস্তার যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে না পারলে তাদের জন্য অন্ততঃ স্পীড বোট তৈরী করে দিন। তাও করে দিচ্ছেন না। স্পীড বোটের জলের ঠেলায় বাঁধ ভেঙে যাবে এ সমস্ত কথা বলছেন। কি আশ্চর্য্য কথা বলছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই যখন রাইমাতে জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টি বাদলের সময় তিন হাত পর্য্যন্ত জলের ঢেউ উঠে তখন

সেই সময়ে বাঁধ ভাঙছেনা। কিন্তু এই সাধারন স্পীড বোট চালালে নাকি বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। কি আশ্চর্য্য। সেটা কি একটা যুক্তি কথা ?. যেটা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আরো বলতে চাই - এই বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা বলেছেন জায়গায় নাকি তারা টিউব ওয়েল বসিয়ে দিয়েছেন। অনেক কাজ করছেন- এরকম বলছেন। টিউব ওয়েল অর্থাৎ নলকূপের জল পান করে বেঁচে থাকার অপর একটি নাম। যেটাকে মানুষ পান করে জীবন ধারন করে। সেটার জন্য বাম-ফ্রন্ট সরকারের কোন কিছু ক্রয় করতে হয় না, কিছুই করতে হয় না। শুধু পাইপ বসিয়ে দিলেই একটু পাম্প দিলেই জল সংগ্রহ হয়। এসমস্ত গুলিকেই আজ তারা করতে পারছে না। তবুও মাননীয় পঞ্চায়েৎ মন্ত্রী বলছেন টিউবওয়েল নল কূপ বসার আর জায়গা নেই। অথচ অনেক জায়গায় টিউব ওয়েল অচল অবস্থায় পরে রয়েছে। অত-এব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে তারা যে বাজেট এনেছেন সেটা বাইশ লক্ষ জনসাধারনের এবং গরীব মেহনতী মানুষের জন্য নয়। শুধু মাত্র যারা বড় লোক, ধনীলোক তাদের জন্য যারা আধ কেজির জায়গায় এক কেজি চাউলের ভাত খাচ্ছেন যাদের বড় বড় পেট, যারা নিজের স্বার্থকেই দেখছেন শুধু তাদের জন্যই এই বিল পেশ করা হয়েছে। আমরা যদি এই বিলে গরীব মেহনতীদের জন্য কিছু দেখতাম তাহলে নিশ্চয় আমরা সমর্থন করতে পারতাম।

আমি এই হাউসে বলতে চাই এই বামফ্রন্ট সরকারের হচ্ছে একটা চোখ কানা। কান কালা সরকার। কারন বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক জায়গার চিত্র তুলে ধরে দিলেও এবং এই বিধান সভায় (হাউসে) বললেও শুনছেন না। কারন তাদের কান কালার জন্য।

অতএব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে আরো জিজ্ঞেস করতে চাই, বামফ্রন্ট গরীব বন্ধু, মেহনতী মানুষের সরকার বলে পরিচিত তাদের প্রতি আমার অনু-রোধ। আপনাদের চোখ একটু খোলে দেখুন-জনসাধারনরা কি অবস্থায় রয়েছে।

তারপর পাবলিসিটি-র উপরে আমার একটি কাট মোশান আছে এই ব্যাপারে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট কি করছেন ? শুধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিটিং মিছিলে জনসভাতে লোকজন জমানোর জন্যই হয়। পাড়াতে সিনেমা দেখানো হয়। তা না হলে দেখানো হয় না। জনসাধারনের কল্যানের জন্য এই পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট কাজ করছেন না। তারপর ভারতের রাষ্ট্রপতির এসব মহৎ লোকদের কথা বলছেন না। ভারত-বর্ষের লোকেরা কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলিকে সিনেমাতে দেখান।

পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট কি দেখাচ্ছেন ?. "সাত পাকে বাধা", "সম্পূর্ণ রামায়ন" এসব বই দেখাচ্ছেন। জনসাধারনকে ধোকাবাজি দিয়ে যারা এই গদিতে বসে রয়েছেন

তাদের এখন আর সমর্থন নেই। তার জন্যই জনসভাতে লোক জমায়েতের জন্য সিনেমা দেখাতে হয়। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসবেন সিনেমা দেখাতে হবে। ত্রিপুরীরা সিনেমা দেখতে পাচ্ছে না। সিনেমা দেখানো হবে এরকম প্রচার হলে লোকের সমাগম হয়। এই পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট এর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে গণমুক্তি পরিষদের এই যে, আগে যে রকমভাবে মানুষ হত্যা করেছে, তার ভয়ে মানুষ কিভাবে পলায়ন করেছে এমনভাবে তারা আন্দোলন করে এসেছে এবং তারজন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছে। এই টাকাগুলিকে শুধু পার্টির অর্গানাইজ করার জন্যই খরচ করা হয়েছে। জনসাধারনকে ফাকি দেবার জন্যই এই পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। এভাবে জনসাধারনের উন্নতি আসবে না। এখন আরো কি দেখতে পাচ্ছি-কয়েকদিন আগে দেখেছি ডম্বুরের তীর্থমেলা।

এই হাউসে মন্ত্রীমহোদয়রা, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা আছেন কিনা জানিনা একেবারে চুপচাপ হয়ে রয়েছে। কারন চুপচাপ হইতে বাধ্য। যেটা হচ্ছে সত্য তা জিনিষকে তো অস্বীকার করে দেওয়ার মতো কোন উপায় নেই। এই হাউসে বলছেন- আমরা অনেক জায়গায় অমোক করেছি, অমোক করে দিয়েছি; কি করে দিয়েছেন? পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে আমরা কি দেখেছি- উপজাতিদের সংস্কৃতিকে বিকৃত করে দেখানো হয়েছে। এসব বিকৃত করে দেখানোই কি পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের নমুনা। উপজাতি যুবতীরা কি বাঙালীদের শাড়ী পরিধান করেন। উপজাতি মহিলাদেরকে বাঙালীদের শাড়ী পরিধান করে সন্তান হারা মায়ের দেখিয়েছে। এ সমস্ত দেখে আমি যখন তখন প্রতিবাদ করছি- কেন আপনারা এভাবে উপজাতিদের সংস্কৃতিকে বিকৃত করছেন? এটাই হচ্ছে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের নমুনা। তারপর আজকে মাননীয় সমবায় মন্ত্রী এই হাউসে বলেছেন- "উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা নাকি এই হাউসে বনের আলু এনে দেখিয়েছে।" আমরা বলব হ্যাঁ আজ এনে দেখাতে বাধ্য হয়েছে। কেন এভাবে হাউসের মধ্যে এনে দেখানো হয়েছে সেটাকে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য এবং মন্ত্রীরা ভেবে দেখা উচিত।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে দৃষ্টি আকর্ষন করানোর জন্যই আমরা এসব জিনিস আনতে বাধ্য হয়েছি। কারন অনেক জায়গায় অনেক লোক অনাহারে দিন যাপন করছে। কিন্তু তারা সেটাকে দেখছেন না।

এই হাউসে, আমি মাননীয় সদস্য নকুল দাসকে জিজ্ঞেস করতে চাই- যখন আমি করবুকে যাই তখন আমার সঙ্গে উনিও ছিলেন। তখন আমাকে অনেক পাড়ার লোক এসে বলেছে এবং সে সময় সেখানে সি. পি. আই. (এম)এরই প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীরাম কুমার দেববর্মা এবং অমরপুরের বি.ডি.সি.-এর চেয়ারম্যান সহ এসে খাদ্য

অভাবের ডেপুটেশান দিয়েছেন। সেটাকে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস অস্বীকার করতে পারবেন না। এবং শ্রীনরেন্দ্র দেববর্ম্মা উপজাতি যুব সমিতির লোক নন, তিনি একজন বি.ডি সি.এর চেয়ারম্যান। তিনিও এসে ডেপুটেশান দিয়েছেন। তবুও এভাবে ডেপুটেশান দেওয়া সত্বেও কোন কার্য্যকরী হচ্ছেনা। তবে ঐ দিন আমরা ডেপুটেশান-এর জন্য যাইনি। গিয়েছিলাম স্কুল দর্শনের জন্য। এসমস্ত ঘটনাকে এবং যারা অনাহারে মারা গিয়েছে তারা আজকে অস্বীকার করছেন। কংগ্রেস দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর শাসনের পর আপনারা এই ৬(ছয়) বৎসরে কি করেছেন? তারা বলছেন যেটা কংগ্রেস আমলে উন্নয়ন কাজ করতে পারেনি সেটাকে আমরা করতে পেরেছি। এটাকে তো আপনারা সব করতে পারেন না। আপনারাই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমরা যদি গদিতে বসতে পারি তাহলে কাউকে অনাহারে মরতে দেবনা' এবং বনের আলু খেতে দেব না।" আজকে কেন পালন করছেন না? দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে কংগ্রেসের আমলে বনের আলু তুলে খেতে হয়না এ কথা আমরা বলছি না। কংগ্রেসের আমলেও বনের আলু খেতে হয়েছে এবং এখনো খেতে হয়।

তারপর মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কেন রবীন্দ্র বাবু কংগ্রেসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য বলেছেন? খোলাখুলিভাবে সুস্পষ্টভাবে বললেই তো হত। কংগ্রেসকে পুনরায় ক্ষমতায় বসানো তো আমাদের নয়। কংগ্রেসকে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবার কথাতো আমি বলিনি। ক্ষমতায় আনবেন জনসাধারন ভোটাররা। কেন আজকে আপনারা কংগ্রেসকে ভয় পাচ্ছেন?

তারপর মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বলতে হয় যে, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি দপ্তরে অনেক দুর্নীতি চলে রয়েছে। এই দুর্নীতিকে আজকে বামফ্রন্ট সরকার প্রশংসা করে চলছে। সমস্ত দপ্তরে তদন্ত করলে এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিটি খাতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা এনেছে সেটাকে পুঙ্খানোপুঙ্খ ভাবে দেখলে না হয় চিচিংফাক হবে নতুবা ধরা পড়বে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার কাজেই আজকে বলতে হয়। তারা যে বাজেট এনেছেন সেটা জনসাধারনের মঙ্গলের জন্য নয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় পি.ডব্লিউ.ডি. মন্ত্রী মহোদয়কে আরেকটি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে চাই। মাননীয় পি.ডব্লিউ.ডি. মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন—রাস্তাঘাট নেই এমন জায়গা আর নেই। গত ৩ তারিখে ছামনু থানার এলাকাধীন খালছড়াতে পুল ভেঙ্গে গাড়ী এ্যাক্সিডেন্ট হয়ে একজন লোক মারা গিয়েছে। এবং সেখানের মদন কারবারী নামে সি.পি.আই.(এম)-এরই গাঁও প্রধান এক নম্বর সি.পি.এমের লোক তাকে কন্ট্রাকটারী দিয়েছেন। খারাপ কাঠ দিয়ে সেতু তৈরী করে দেয়ার ফলে এখন ঐ সেতু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এভাবে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা

নষ্ট করছে। প্রত্যেক জায়গায় যে এরকম হচ্ছে—আমার কাছে প্রমান আছে। তারপর মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আজকে এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— এক মিনিট স্যার,

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা বলুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— তারপর যারা এই হাউসে নতুন এম এল.এ. হয়ে এসেছেন তারা এক বৎসর তিন মাস হয়েছে এখনো তাদের নামে গেজেটে নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই। এখন পর্যান্ত তাদের নজরে পড়ছেনা। এগুলিকে করছেন না এবং দেখছেনা। একটা সরকারের দরকার সেটাকে তারা চান না- তারপর আমরা যে এই হাউসে কাট মোশান এনেছি সেটাকে ত্রিপুরার বাইশ লক্ষ জনসাধারনের উন্নতির জন্য মেনে নিন এবং যে বাজেট আনা হয়েছে সেটাকে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমার বক্তৃতা এখানেই শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে বিরোধী দলের যে সকল সদস্য এই বাজেটের উপর কাট মোশান এনেছেন আমি এই সকল কাট-মোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এই যে কাটমোশানগুলি বিরোধীতা করার মানসিকতা আমি এটাকে বুঝতে পারছিনা তাদের এইটা বিরোধীতা করার কারনটা কি ? আমার মনে হয় উনারা বাজেটটাকে ভাল করে পড়েননি। তাদের দলের থেকে যে যে ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই উনারা বলে গেছেন, কারন উনাদের দলের হয়ত নির্দেশ আছে যে বিষয়গুলি নিয়ে কাটমোশান আনা হয়েছে সেগুলি নিয়ে যাতে আলোচনা না করা হয়। আমরা দেখি. কিভাবে বাজেট বরাদ্দ করে টাকাগুলি নয়ছয় করা হচ্ছে। তারা বলছে যে রাস্তা ঘাট হচ্ছে. বিদ্যুৎ পৌছাচ্ছে ইত্যাদি ফলাও করে বলছেন। আর বলছেন যে কংগ্রেস আমলে কেবল- ২টো রাস্তা হয়েছে। দেড় কোটি টাকা খরচ করে মাত্র তারা এইসব করেছে। আর তারা ১৮৩ কোটি টাকা নিয়ে রাস্তাঘাটগুলির মেইনটেনেন্স পর্যান্ত করতে পারছেন না এমনকি পীচ দিয়ে ঢালাই দিতে পারছেনা। এই হচ্ছে তাদের কাজের নমুনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, চেলাগাং গাঁওসভা যেটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর অনেক রাস্তাঘাট হয়েছে বলে তারা বড় বড় কথা বলে, কিন্তু সেখানে টি, আর, টি, সি, সারভিস চালু করার জন্য তারা রাস্তা করে দিচ্ছেনা। সুতরাং আমরা দাবী করছি চেলাগাং অর্থাৎ অমরপুর বাজার থেকে বগাফা পর্য্যন্ত রাস্তাটার ঠিক করার ব্যাপারে

হাত দেওয়া হোক। কারন সেখানকার মানুষ এই রাস্তাটা বড় দরকার। তারপর আমার ডিমাণ্ড নং ১৭, মেজর হেড ৫৩৪। বিদ্যুতের সম্বন্ধে। তারা বিদ্যুৎ দিয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন যে তাদের অনেক কাজ হয়েছে। কিভাবে তারা বিদ্যুৎ দিচ্ছেন তার একটি নমুনা আমি দিচ্ছি। একটি গাঁওসভার মধ্যে একটি পাড়ায় মধ্যে ৩ খানি মাত্র পোষ্ট। অমরপুরের বীরগঞ্জ, মৈলাক, সরবংগ, নেতাজী সুভাষ কলোনী বাঘা বতনী, চন্দ্রশেখর, এবং নজরুল কলোনী, ঝরঝরিয়া নর্থ চেলাগাংগ অমরপুর সাব ডিভিশান, এই জায়গাগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই সব ডিভিশানে বিদ্যুতের জন্য দাবী রেখে আমি এখানে আমার কাটমোশান এনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বন্যার কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অমরপুর শহরে দ্বিজেন সেনের বাড়ীর একটি অংশ ভেঙ্গে গেছে, অবনী সাহার বাড়ীর একট অংশ ভেঙ্গে গেছে। বলা হয়েছে যে যাদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে গিয়েছে তাদের সরকার থেকে সহায়তা করা হয়। আরো ভেঙ্গেছে গোমতী নদীর পাড়ে সুরেন্দ্র মজুমদার, নিখিল মজুমদার, অমূল্য দেব এদের বাড়ীগুলি কবে ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের কোন সাহায্য-এর ব্যবস্থা নেয়নি। আর টাকার কথায় বলা হচ্ছে, আমরা নাকি বিরোধীতা করছি, এই টাকা কাদের স্বার্থে খরচ করতে হবে, এই টাকায় কি সাধারণ মানুষের কোন উপকার হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সিজেন্যাল বাঁধের উপর আমার একটা কাটমোশান রয়েছে। আমার গ্রামের নুতন বাজার গাঁওসভায় সিজেন্যাল বাঁধের জন্য কাগজ পত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজও তার কিছুই হয়নি, সমস্ত টাকা গায়েব হয়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, খোঁজ নিয়ে দেখুন আমার কথা ঠিক কি না। কোন কোন জায়গায় বাঁধ করার নামে অন্তত ৬০০ হেক্টর জমিতে কোন ফসল করা যায় না। পশ্চিম নাওপাশা ও বীরগঞ্জ গাঁও সভাতে কত গরীব কৃষক আছেন যাদের উপকৃত হওয়ার কথা, অথচ এই সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোন সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না, সেখাকার প্রধানদের জমির জন্য সমস্ত রকমের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, যারা পুঁজিপতি তাদের আরও পুঁজিপতি হওয়ার জন্য সাহায্য করা হয়েছে। সেখানকার পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য সেখানে সিজেন্যাল বাধ করা হচ্ছে, সাধারন মানুষের জন্য তা ব্যয় করা হয় না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওয়াটার সাপ্লাইর উপর আমার একটা কাটমোশান আছে, তাতে আমরা চাইছি যে বামপুর, করবুক, চেলাগঞ্জ প্রভৃতি বাজারের মধ্যে যাতে ওয়াটার সাপ্লাই করা হয়। আমরা চাইছি, লিফট ইরিগেশানের ক্ষেত্রে সেখানে দক্ষিন জেলা ও উত্তর জেলাকে সমতল করুন এবং সেখানকার সমস্ত গ্রামগুলির মধ্যে লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হউক। তাতে করে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কয়েকশত পরিবার বাঁচতে পারবে। আজকে তারা

না খেয়ে মরে যাচ্ছে, সেখানে তাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা না থাকার জন্য ফসল হচ্ছে না। অথচ গোমতী নদীর পাড়ে যেখানে ভাল জল সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানে ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আজকের বিধানসভায় আমি প্রশ্ন করেছিলাম, তাতে সরকার বলেছেন যে, এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সেখানে নাই। ফলে এই সব এলাকার জন্য যদি পরিকল্পনা রূপায়িত না করা হয় তাহলে আমি বলব যে এই সব পরিকল্পনা কাদের স্বার্থে করেছেন। আপনারা তদন্ত করে দেখুন আমি যা বলেছি তা সত্য কি না। এই সব এলাকার যারা জাতি উপজাতি আছেন তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র অংশের, সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে তাদের কোন উপকার হবে কি না। আমরা চাইছি, তাদেরকে এই সব ব্যবস্থাগুলি দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, পাবলিসিটির

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার ৯ মিনিট হয়ে গেছে।

শ্রী জওহর সাহা :- স্যার, আমরা বলেছিলাম কংগ্রেস (ই) সদস্যদের জন্য তো সময় রয়েছে তারাতো নাই তাই আমরা অপজিশানে থেকে তাদের সময়টা পাব।

মিঃ স্পীকার :— আপনি ৪ মিনিটের জায়গায় ৯ মিনিট সময় নিয়েছেন, আপনি বলুন।

শ্রী জওহর সাহা :— পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ওরা মন্ত্রীদের জনসভায় শোভাবর্দ্ধনের জন্য সিনেমা দেখানোর প্রলোভন দিয়ে জন জমায়েত করে। কাজেই এই খাতে এই যে ব্যবস্থা এই ব্যবস্থাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ইনফরমেশান সেণ্টার, সাব ইনফরমেশান সেণ্টার, সেখানে কি হচ্ছে, তারা কাদের পার্টির মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছে, কাদের জয় গানে মুখরীত তারা? আজকে সাধারন মানুষ কি জানতে পারবে, কি শিখতে পারবে? নিরপেক্ষভাবে কিছু জানার বা শিখার কোন ব্যবস্থা এখানে নাই। আর একটা কথা এখানে বলতে হচ্ছে, ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বলেছেন, যে এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার মান খুব উন্নত, কিন্তু আমি বলব এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার মানটা খুব অনুন্নত অবস্থার মধ্যে আছে। কারন আমি দেখেছি বিশালগড়-এ যে স্কুল আছে ··

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই ডিমাণ্ডটা আজকে নাই, কাজেই এই ডিমাণ্ডটার উপর কোন আলোচনা করতে পারবেন না।

শ্রী জওহর সাহা :— আজকে এইটা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :- স্যার, পি-ডাবলিও-ডি ডিমাণ্ডের মধ্যে শিক্ষা দপ্তরের কনস্ট্রাকশান সম্পর্কে আছে।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি স্কুল ঘর যারা পুড়িয়েছে তাদের আমরা নিন্দা করি, কিন্তু আমরা দেখেছি স্কুল ঘর থাকা সত্বেও সেখানে মাষ্টার নাই। আর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সেখানে সাধারন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে এবং সাংবাদিকদের অধিকারকেও সেখানে খর্ব করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ, বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী জওহর সাহা : - আর একটা জিনিষ সেখানে আছে যে, নমিনেশানের জন্য ৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু নমিনেশান যখন সিলেক্ট কমিটিতে যায় তখন সেটার জন্য ১০/২০ টাকা করে দিতে হবে। আইনটাকে পর্যন্ত সেখানে মানা হয় না। ফলে আজকের এই যে একটা অবস্থা এইটাকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর, অন্যদিকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, পাবলিসিটির ক্ষেত্রে, পূর্ত দপ্তরের ক্ষেত্রে যে রকম দলবাজী ও ছিনিমিনি চলেছে, তাতে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরন করা হচ্ছে। কাজেই এই যে অব্যবস্থা এইটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এবং তার জন্য ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের কাছে আমি আবেদন করছি যে, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে দেবার জন্য এবং তাদের সমস্ত পরিকল্পনাকে জনগনের স্বার্থে সুষ্ঠভাবে রূপায়িত করার জন্য। এইটা না করা পর্যন্ত আমি তাদের এই প্রস্তাবকে মানতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আপনার সময় অনেক আগেই শেষ হয়েছে, আপনি বসুন। আপনার ১৫ মিনিট সময় হয়ে গেছে আপনি বসুন।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এভাবে বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এ নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। আমরা বলেছি দাসীর লোক কেনা বেচা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা, আপনাকে বলছি, আপনি বসুন।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মানুষের যে অধিকার, মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সে অধিকারকে খর্ব করা যাবে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত আবার গঠন করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :- মনেনীয় সদস্যবৃন্দ, এভাবে হাউজে গণ্ডগোল করবেন না।

মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা, আপনি বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে বিরোধীদের সমস্ত কাট-মোশনের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার যারা এই বাজেট বরাদ্দের উপর ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তারা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি নন। তারা শতকরা ১০ ভাগ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে তারা চেচিয়ে উঠছেন। তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিরুদ্ধে কেন কথা বলছেন তার কারণ হল তাদের যেসব প্রধান দুর্নীতি করবে, বাটপারি করবে তাদেরকে মেম্বাররা ভোট দিয়ে বাতিল করতে পারবে দেখে। বামফ্রন্ট সরকার তার উন্নয়নমুখী কর্মসূচীতে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে নজির সৃষ্টি করেছে। জলসেচের মাধ্যমে মাঠে মাঠে সজী হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে পানীয় জল যাচ্ছে। সর্বত্র রাস্তা হচ্ছে, এমনকি জম্পুই পাহাড়ে পর্যন্ত রাস্তা যাচ্ছে। এসব দেখে তারা বাজেট প্রস্তাবকে বিরোধিতা করছে। জনপ্রিয়তা আদায় করার জন্য কয়েকটি স্কুলের নাম করছেন। আবার তাদের কথা লেখার জন্য একদল বসে আছে, ওরা হাসছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : — পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য প্রেস গ্যালারীতে যারা বসে আছেন তাদেরকে অবমাননা করছেন। এটা অত্যন্ত অব-জেকশানেবল।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য, তিনি ত কাউকে উল্লেখ করে কিছু বলেন নি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ওনারা বলছেন বাজেটে কোটি কোটি টাকা ধরা হয়েছে। ওনারাইত বলছেন, কাঞ্চনপুরে ও অন্যান্য জায়গায় যেসব ব্রীজ হচ্ছে, রাস্তা হচ্ছে, সেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে অভূতপূর্ব কাজ। ওনারাই ত বলছেন গ্রামে গঞ্জে রাস্তা হচ্ছে, গাড়ী যাচ্ছে আবার কেন যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন বুঝতে পারছিনা। বর্তমানে জলসেচ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এমন অনেক জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে আগে কখনও হয়নি। আর যেখানে এখনও করা যায়নি, সেখানেও করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আরও করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না তারজন্য তারা একটি কথাও বলছেন না। তারা বলতে পারেন না, কারণ তারা ত তাদের লোক। তাই তারা জলসেচ চান না, তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ হউক চান না স্বাস্থ্য দপ্তরের উন্নতি হউক চান না। তাই তারা তার বিরুদ্ধে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। জেলা পরিষদের জন্য যে টাকা

চাওয়া হয়েছে তার বিরোধীতা করছেন। কারণ ত্রিপুরার পাহাড় বন্দর উন্নত হউক তারা চান না। ত্রিপুরার উন্নতির কথা সুপরিকল্পিতভাবে চিন্তা করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন। তার আগে কোনদিন ত্রিপুরার অগ্রগতির কথা, ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণের কথা সামনে রেখে আর কোন বাজেট পেশ করা হয়নি। কাজেই প্রথম বছর থেকে আমরা দেখেছি, ওনারা সব ব্যাপারে কি ভিতরে কি বাহিরে সর্বত্রই বিরোধীতা করেছেন এখনও করছেন। তারা যাদের কথা বলেন তারা ত তাদের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করছেন, তাই তাদেরকে খুশী করার জন্য এসব করছেন ও বলছেন। আমরা ত্রিপুরার শতকরা ৯০ ভাগ লোকের কথা বলি তাদের স্বার্থ দেখি তাই সেসব ক্ষেতমজুর প্রভৃতি লোকের জন্য যে বাজেট সে বাজেটকে আমরা সমর্থন করবই। গ্রামে গ্রামে লোকরঞ্জন শাখা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তারা বিরোধীতা করছেন। গ্রামের প্রচার মাধ্যমের উন্নতি হলে ত তাদের ক্ষতি হবে, গ্রামের লোক তাদের ফন্দি বুঝে ফেলবেন। তাই তারা এর বিরোধীতা করছেন। এই বাজেটে যেসব কর্মসূচীর ব্যবস্থা হয়েছে তাতে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি হবে, তাই এই বাজেট আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি।

আমার দাবীগুলির উপর কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার এবং শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা-ডিমাণ্ড নাম্বার-২৮ মেজর হেড ২৮৮ এবং মেজর হেড-৫০৯। এই কাট মোশান হচ্ছে :- মেজর হেড ২৮৮ ও ৬৫০০০ টাকা অফিসগুলির বিভিন্ন খরচ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শীতের ও গরমের সময় কিছু পোষাক কিনে দেওয়া হয়,

মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্ম্মার কাট মোশান মেজর হেডের

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ২৪, ৫৩, ০৬, ০০০ টাকা ধরা হয়েছে খাদ্য শস্য কিনার জন্যে। ত্রিপুরার শতকরা ৮০/৮২ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। এই দরিদ্র মেহনতী মানুষের জন্য খাদ্যসব্য চাল এবং গম ইত্যাদি কিনে তা এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, এর মাধ্যমে জনসাধারনের মধ্যে বিতরন করা হবে। মানুষের প্রধান চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। আজকে এই খাদ্য দ্রব্য কেনার জন্য যেখানে অর্থ বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে সেখানে মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা কাট মোশান এনেছেন।

এ থেকে প্রমানিত হয় যে, বিরোধী দলের সদস্যরা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের যে প্রধান চাহিদা খাদ্য সেটা সরকার কিনে জনসাধারনের মধ্যে বিতরন করুক-তাহা চান না। যদি চাইতেন তবে তারা এই দাবীর উপরে কাট মোশান আনতেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে যেমন জম্পুই পাহারের এলাকায় মমপুই, কমলপুরে, গঙ্গানগর, ধালছড়া, কৈলাসহরে আমরা খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্যে গোদাম করেছি। অমরপুরে আমরা যতনবাড়ীতে নূতন করে একটি বাফার ষ্টক করার চেষ্টা করছি যাতে খাদ্যের অভাবে মানুষের কোন কষ্ট না হয়।

আমাদের ত্রিপুরার জন্য প্রতি মাসে দশ হাজার টন চাঁলের প্রয়োজন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সেই পরিমান চাল দাবী করেও তাহা পাই না। কেন্দ্রিয় সরকার সেই দশ হাজার মেট্রিক টনের মধ্যে আমাদের দিয়েছেন মাত্র সাড়ে সাত হাজার টন। আমাদের যে চাল দেওয়া হয় তা আমাদের এফ, সি, আই এর নিকট থেকে কিনতে হয়। এর জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং এখানে যে অর্থ দাবী করা হয়েছে-ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে তা সকলেই সমর্থন করবেন এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আটটি ডিমাণ্ড রয়েছে। এই আটটি ডিমাণ্ডে আমি সর্বমোট ৬৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ডিমাণ্ড প্লেস করেছি।

স্যার, ডিমাণ্ডের উপর ৩৯টি কাটমোশান এসেছে। কাজেই এই সব কয়টি কাট-মোশানের জবাব দেওয়া এক সঙ্গে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি জেনারেলি এই ড়িমাণ্ড গুলির উপর আলোচনা করে যাব।

স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রথম এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়- তখন আমরা জনগনের নিকট কতগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তাতে রয়েছে, যেখানে বিদ্যালয় গৃহ নাই সেখানে আমরা বিদ্যালয় গৃহ তৈরী করব, যেখানে রাস্তাঘাট নাই সেখানে আমরা রাস্তা ঘাট নির্মান করব, ত্রিপুরার মানুষের চলাচলের জন্য আমরা যথেষ্ট পরিমানে যানবাহনের ব্যবস্থা করব।

স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন টি, আর, টি, সি, তে মাত্র ৩৫ খানা বাস ছিল। ছয় মাসের মধ্যেই সে বাসগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমরা সিডিউল অনুযায়ী বাস সার্ভিস দিতে পারি না। এই জন্য আমরা টি, আর, টি, সি, র মাধ্যমে ১০৫ খানা নতুন বাস কিনে আমাদের সিডিউল অনুযায়ী সার্ভিস চালু

রাখি। স্যার, তার আগে আমরা আরও ২২টা গাড়ী কিনেছি এই সময়ের মধ্যে। আমরা দেখেছি যখন বন্যা হয়ে যায়, রাস্তা ঘাট নষ্ট হয়ে যায়, তখন জলের অভাব ঘটে, তখন নিজস্ব ফলীট যদি হাতে না থাকে, অনেক সময় প্রাইভেট গাড়ী পাওয়া যায় না, কাজেই তখন নিজস্ব গাড়ী ব্যবহার করতে হয়। টি.আর.টি.সি. চালানো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাজে একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। এমন কতকগুলো জায়গা আছে, বিরোধী দলের লোকেরাই স্বীকার করেছেন যে ওদের যারা বন্ধু, ৩০ বছর পর্য্যন্ত যারা ওদের সংগে আছেন, তাদের আমলে ৩০ বছরের মধ্যে কোনদিন কেউ রাস্তা দেখেনি এমন জায়গাও আছে। কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মাত্র কয়েটি জায়গা আছে যেখানে বাস যায় না। কিন্তু একটা জীপ গাড়ীও যায় না, এমন জায়গা ত্রিপুরা রাজ্যে কমই আছে। আমরা লড়াই করে কেন্দ্র থেকে কিছু কিছু টাকা আনছি। এই বছরের পরিকল্পনার এবং আগামী বছরের পরিকল্পনার টাকার কথা এখনও আমাদের জানানো হয় নি। তা সত্বেও আমরা বাজেট নিয়ে এসেছি। যখন আমরা বামফ্রন্ট সরকার গঠন করি তখন আমরা এই কথা বলিনি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সমস্যা আমরা সমাধান করে দেব। আমরা জানি যে কেন্দ্রের কাছে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। আমাদের বিরোধী দলের যে সমস্ত সদস্যরা আছেন, তারা কি ভাবেন যে এত যে দাঙ্গা গেল, বন্যা গেল, মানুষের জীবনের এত সমস্যা নিয়ে তারা একটা মিটিং করেছে, আন্দোলন করেছে? তারা তাদের দায়িত্ব কি পালন করেছেন? তাদের কাছ থেকে ৬ বছরের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত একটা কনস্ট্রাকটিভ সাজেশান শুনিনি। কাজেই, তাদের দায়িত্ব তারা অস্বীকার করে চলেছেন। আর মাতাজী একটা বুলি শিখিয়ে দিয়েছেন যে ক্যাডার পোষণ। কেউ বলেন ক্যাডার, কেউ বলেন কেটার। আমরা যখন জেলা পরিষদের নির্বাচন করেছিলাম তখন ২৮টা সীটের মধ্যে কয়টা আসন তারা পেয়েছেন? চেঁচমেচি করলেই শুধু চলবেনা। আমরা মিথ্যা কথা বলতে পারিনা। আমাদের কাজের কথা আমরা জনসাধারণের কাছে বলি। আমরা মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কাছে আমরা পরীক্ষিত হয়েছি। এবং এইভাবে পরীক্ষা করেই আমাদের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসিয়েছে।

স্যার, এই টি, আর, টি, সি, এর খরচের জন্য আমি দাবী রেখেছি এবং অনেক দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হয়। অনেক দূর্গম এলাকায় গাড়ী পাঠাতে হয়। তাতে আমাদের অনেক লোকসান হয়। তা সত্বেও আমরা কম ভাড়াতে নিয়ে থাকি। অন্যান্য যে কোন রাজ্যের চেয়ে কম ভাড়া আমাদের এখানে।

স্যার, ১৪, ১৫, ১৬ —এখানে ১৪ এবং ১৫.নং ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশন

আছে। তার মধ্যে কোথাও রাস্তা মেরামত, কোথাও বা নূতন একটা রাস্তা তৈরীর কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া এখানে ওয়ার্কশপে গাড়ী মেরামত করা হয়। তার উপর কাটমোশন আছে। তাছাড়া রাস্তা ঘাটের মেরামতের জন্য যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার উপর কাটমোশন আছে। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার বলেছেন যে কাঞ্চনগর থেকে লাউগাং পর্যন্ত রাস্তার মেরামত। মাননীয় সদস্য জওহর সাহা বলেছিলেন চেলাগাঙের রাস্তা ঠিক করার কথা, গণ্ডাছড়া থেকে কালাঝাড়ির দিকে রাস্তার কনস্ট্রাকশন, অসুবিধা সত্ত্বেও যেমন কালাঝাড়ির রাস্তা, চেলাগাঙের রাস্তা, মেনটেনেন্স ফাণ্ড থেকে সেটা করা হচ্ছে। যেখানে মেনটেনেন্স ফাণ্ডে দরকার ছিল ৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, সেখানে মাত্র ২ কোটির উপর টাকা পেয়েছি। তা সত্বেও আমরা সাধ্যমত রাস্তার কাজকর্ম হাতে নেবার চেষ্টা করছি।

স্যার, এটা সবাই জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্গম অঞ্চলে আমরা প্রচুর রাস্তা করেছি। আমরা নতুন রাস্তা করেছি ৬০০ কিলোমিটার, সোলিং এবং মেটালিং ৮৫০ কিলোমিটার এবং ব্ল্যাক টপিং করেছি ২৩০ কিলোমিটার। ১৯৮০-৮৫ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে আমাদের টারগেট ছিল ৪০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরী করব। সেই জায়গায় ৫৫০ কিলোমিটার আমরা আশা করছি। ১৯৮৩-৮৪ সালে আমাদের টারগেট ছিল ১০০ কিলোমিটার এবং ২০০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন। আমরা আশা করছি সেটা আমরা পূরণ করতে পারব। ১৯৮৪-৮৫ এর বাজেটে আমাদের টারগেট ১০০ কিমি নূতন রাস্তা করব এবং ২২৫ কিমি রাস্তার উন্নয়ন করব।

স্যার, আমার ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে আমি বলেছিলাম যে মেরামতের জন্য অন্যান্য যে কাটমোশান রয়েছে, স্কুল ঘর মেরামত এবং থানা মেরামত ইত্যাদি, তারজন্য আমাদের অর্থের বরাদ্দ কম। কিন্তু মেরামতের খাতে যে টাকা আমরা পাই সেই সমস্ত খাত থেকে টাকা নিয়ে সেইগুলি আমরা একসঙ্গে করব। কাজেই এই সমস্ত খাতে বা মেজর হেডে যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। স্যার, আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি, যাতে বরাদ্দ টাকাটা সম্পূর্ণ খরচ করতে পারি। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬ এ, যে রাস্তাগুলি প্লেন এ্যাণ্ড ষ্ট্রেটেজিক রোডস্, তারজন্য প্রয়োজনীয় টাকা ধরা হয়েছে এবং আমরা এই সময়ের মধ্যে যে টাকাটা বরাদ্দ হয়েছে, সেটা খরচ করবার চেষ্টা করি; আবার কিছু বেশী খরচ করার ইচ্ছা আছে, কারন আমাদের যে রাস্তা আছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় কম, কাজেই আরও রাস্তা আমাদের করতে হবে। কাজেই এবারের বাজেটে এই খাতে আমরা ধরেছি ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং এই টাকা আমাদের যথাযথ ভাবে খরচ করতেই হবে। প্রয়োজনে হয়তো আরও বেশী খরচ হতে পারে, তবে এই

ব্যাপারে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা যদি একটু সাহায্য করতেন, তাহলে আমরা কেন্দ্র থেকে আরও বেশী করে অর্থ আদায় করে নিয়ে আসতে পারতাম, ফলে আমরাও আরও বেশী কিছু কাজ করতে সমর্থ হতাম। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ তে ১৫ কোটি ১১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, এটা মেন্‌লি পাওয়ার। আমরা লক্ষ্য করছি যে বিরোধী দলের সদস্যরা এর মধ্যেও ছাঁটাই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। স্যার, আমি এইটা বলতে চাই যে, আমরা এই সময়ের মধ্যে কি করেছি। কারণ বিরোধী গ্রুপের নির্দল সদস্যরা এই ব্যাপারে খুবই মুখর। স্যার, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ৪১০টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়েছিল, আর তারপর জানুয়ারী ১৯৮৪ পর্যন্ত ১,৬৪৩টি গ্রাম বিদ্যুতায়ন করেছি। অর্থাৎ আমাদের ৬ বৎসরে আমরা অতিরিক্ত ১২৬৫টি গ্রাম বিদ্যুতায়ন করেছি। কাজেই আমি এই সম্পর্কে উপজাতি যুব সমিতির সদস্য যারা এখানে আছেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মাত্র ১৬টি ট্রাইবেল ভিলেজ বিদ্যুতায়ন হয়েছিল, আর আমরা এসে ৬ বছরে ৪৩২টি ট্রাইবেল ভিলেজ কভার করেছি। অর্থাৎ গত ৩০ বছরে হয়েছে মাত্র ১২টি আর ৬ বছরে হয়েছে ৪৩২টি। কিন্তু তা সত্বেও আজকে বিরোধী গ্রুপের উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা এ কংগ্রেস (ই) র সাথে এক দৃষ্টিভংগী নিয়েই চলছেন, তাদের এটা চিন্তা করা উচিত যে শুধু বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা নয়। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তারা একটা অংশের স্বার্থ নিয়ে এখানে প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন, তাদের প্রতিনিধিত্ব এখানে কতটা সাফল্য লাভ করেছে, সেটা নিশ্চয় তারা দেখবেন এবং তারা প্রতিশ্রুতির খেলাপ করবার জন্য এখানে আসেন নি। তাছাড়া এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখছি যে আমাদের এখন বিদ্যুতের চাহিদা হচ্ছে ২১ মেগাওয়াট, তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব আছে ৮.৫ মেগাওয়াট। আসাম থেকে আমাদের ১২.৫ মেগাওয়াট আনতে হয়, এবং তার জন্য আমাদের প্রতি মাসেই ৬ লক্ষ টাকা বিদ্যুতের দাম হিসাবে আসামকে দিতে হয়। স্যার, বিশেষ করে সন্ধ্যার সময়টা আমাদের বেশী বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। স্যার, তাদের এটা দেখা উচিত যে গত ৩০ বছরে ওরা কি করতে পেরেছে, আমরা মাত্র ৬ বছরের মধ্যে কি করেছি। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬টি ডিপ ওয়েল কানেকশন দেওয়া হয়েছিল, আর আমরা ৬ বছরের মধ্যে আরও অতিরিক্ত ৯৭টিতে কানেকশন দিয়েছি। কাজেই স্যার, তাদের ৬টা বাদ দিলে আমাদের সময়ের মধ্যে ৯১টা হবে। তারপর ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫৫টি রিং ওয়েল ছিল, তার মধ্যে ৩/৪টি পাম্প চালিত ছিল, কিন্তু সেই জায়গাতে আমরা ৪৫৮টি পাম্প ইলেক্ট্রিফাইড করেছি। আগে যেখানে

৪১টি গ্রামে ওয়াটার সাপ্লাই ছিল, এখন সেই জায়গাতে ২ হাজার ৭০টি গ্রামে ওয়াটার সাপ্লাই গিয়েছে। স্যার, এছাড়া ২৯২টি শেলো-টিউব্-ওয়েলে বিদ্যুত দেওয়া হয়েছে। স্যার, সর্বমোট ১৯৭৮ সালের আগে পর্য্যন্ত ১০২টি পাম্প ইলেক্ট্রিক কানেকশান দেওয়া হয়েছিল, এখন আমরা আসার পর সেটা বেড়ে হয়েছে ৯১৭টি। কাজেই কাটমোশান আনার আগে এসব চিন্তা করা উচিত ছিল। স্যার, ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট যেটা আমাদের আছে তাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আগে দুইটি টারবাইন মেসিন ছিল, এখন সেই জাগাতে আরও একটি টারবাইন মেসিন বসানো হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা মিটানোর জন্যই এই সব কাজগুলি করা হচ্ছে, তাসত্বেও এগুলির উপর কাটমোশান আনা হয়েছে তার মেন্টেইনান্সের খরচের বিরুদ্ধে। স্যার, এই যদি তাদের মনোভাব হয়, তাহলে স্বভাবত: প্রশ্ন আসে যে তারা রাজ্যের উন্নতি চান না। স্যার, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে আমাদের ওভারসীয়ার এবং অন্যান্য কর্মচারীরা দুর্গম অঞ্চলে রাস্তা ঘাট, বিদ্যুতের জন্য লাইন পাতা, রাজ্যের উন্নয়নের যা কিছু করার দরকার, তারা সবই করতে চায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেখানেও বাধা আসছে। যেমন দুর্গম অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা ঘাট করার জন্য আমাদের লোকেরা যাচ্ছে, অথচ তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, যে তোমরা এখানে রাস্তা কর না, আমাদের রাস্তার দরকার নাই। ফলে রাজ্যের উন্নয়নের কাজ করতে আমাদের কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এর থেকেই স্পষ্ট যে তারা উন্নয়নমূলক কাজ চায় না। কোন রাস্তা ঘাট চায় না। কাজেই আজকে এই সমস্ত আলোচনার যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি এসেছে আমরা কি গত ৬ বছরের মধ্যে একটি ভাল কাজও করিনি ? সেটা কিন্তু তারা বলছেন না, অথচ সব কিছুরই বিরোধীতা করছেন। স্যার, এটা আমার কথা নয়, এই হাউসে অন্য যারা আছেন, তারা সবাই স্বচোখে দেখতে পাচ্ছেন যে তারা কোন কিছুকেই সমর্থন করছেন না। রাজ্যের উন্নতি হউক, এটা কে না চায়, কিন্তু মনে হয় ওদের রক্তের মধ্যে সেটা নেই, ফলে এখানে যা কিছু আসছে, সেটা ভাল হউক আর মন্দই হউক, কোনটাকেই ওরা সমর্থন করছেন না। আমাদের অনেক কিছু করতে হবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ডিমাণ্ডও এখানে রাখা হয়েছে, যেমন হাইডেল প্রজেক্ট, ইরিগেশন, ফ্লাড কন্ট্রোল, ওয়াটার সাপ্লাই ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েছে, যেগুলি আমার নিজস্ব ডিমাণ্ড, সেগুলির সম্পর্কে এই সময়ের মধ্যে এ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, তার সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, আমাদের আসার আগ পর্য্যন্ত এখানে পাইপ দিয়ে যে জল দেওয়া হত, তা সারা ত্রিপুরার মধ্যে ১,৬১৪টি গ্রামে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু আমাদের তাতে মাত্র ৩৫ হাজার লোককে কভার করা গিয়েছে। কিন্তু আমরা আসার পর ১৬৪ টির উপর আরও ৫০৬টি গ্রাম কভার করেছি এবং তাতে ৩ লক্ষ ২০ হাজার লোক

উপকৃত হচ্ছে। আমরা আসার আগে ওয়াটার সাপ্লাইর জন্য ৫৬টি ডিব টিউব-ওয়েল ছিল, কিন্তু আমরা আসার পর ১৭০টি নতুন ডিপ টিউব-ওয়েল হয়েছে। তাছাড়া এই সব ডিপ টিউব-ওয়েল করার জন্য আমরা আসার আগে ছিল দুইটি রিগ, আর আমরা আসার পর আরও ৪টি রিগ কেনা হয়েছে। এই আগরতলা শহরের মধ্যেই আমরা ঐ পর্যন্ত ৭টি ডিপ টিউব-ওয়েল করেছি এবং তার মধ্যে ৬টি ইউটিলাইজড করছি। এছাড়া ওভার-হেড টেঙ্ক বা রিজার্ভার করেছি দুইটি, তাতে ৪৩ লক্ষ গ্যালন জল ধরে। যেখানে ১০ কিলোমিটার ছোট পাইপ ছিল আজ সেখানে পরিবর্তন করে বড় বড় পাইপ বসান হয়েছে। আর আজ সেখানে আমরা ৩৫ কিলোমিটার পাইপ লাইন বসিয়েছি। এবং আমরা যাতে আগরতলা সহরে ২০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহ করতে পারি তার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে। স্যার. মাইনর ইরিগেশান—১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল ৩.৩৮ হাজার হেক্টর আর আমরা ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ইরিগেশানের আওতায় এনেছি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার হেক্টার জমি। আর ডাইভার্শান স্কীমে ছিল ১২ হাজার হেক্টার জমি আমরা সেখানে প্রায় ৮৫ হাজার হেক্টার জমিতে সেচের আওতায় এনেছি। আর ফ্লাড প্রটেকশান ও জমির ফসল রক্ষার জন্য বিভিন্ন রকম বাধের ব্যবস্থাও আমরা হাতে নিয়েছি। আগে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল ২২ কিলোমিটার আমরা আজকে সেখানে করেছি ৯৩ কিলোমিটার। এছাড়া আমরা আরও বড় বড় প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। আমরা আশা করছি যে, সেগুলির কাজ আগামী আর্থিক বছরে শেষ করতে পারব। আর এই যে ৭১ কিলোমিটার বাঁধ আমরা বেশী তৈরী করেছি তার দ্বারা :৬ হাজার হেক্টার ধানী জমির ফসল রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। স্যার, তাছাড়া মিডিয়াম প্রজেক্ট হিসাবে গোমতী ও খোয়াই নদীর কাজ আমরা হাতে নিয়েছি আমরা আশা করছি যে, আগামী বছরের মধ্যে সেই কাজ শেষ করতে পারব। আমি আগে বলেছিলাম যে, আগরতলা শহরের মধ্যে '৭৭ সাল-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল আমরা সেখানে আজকে ৩৪ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। অন্যান্য সহরগুলিতে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৫টি সহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল আজকে আমরা ৯টি সহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। এবং এই সহরগুলিতে আগে ছিল ১৪ কিলোমিটার পাইপ আজকে সেখানে আমরা ৬৩ কিলোমিটার পাইপ লাইন একটেনশানের ব্যবস্থা করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার কংগ্রেস সরকার বিগত ৩০ বছরে ত্রিপুরার সহরগুলির উন্নতির কোন ব্যবস্থা নেয় নাই। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সহরগুলিকে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা দিয়ে আমরা সেইগুলির উন্নতির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করার প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আমরা সেই সব নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে শিশু

উত্থান রাস্তাঘাট নির্মান ইত্যাদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। তাছাড়া সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীম ইত্যাদির জন্য উদয়পুরের জন্য আমরা ৪২'২৮ হাজার টাকা দিয়েছি। এবং অন্যান্য নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য আমরা আরও ১২'৫৫ হাজার টাকা দিয়েছি। স্যার আমি খুব সংক্ষেপে আমার ডিমাণ্ডগুলির উপর বক্তব্য রাখলাম আমি আশা করব বিরোধী মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেগুলি তাঁরা তুলে নেবেন। আমি আশা করব, এর মধ্যে তাঁদের সম্বিত ফিরে এসেছে। কারন আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের বরাদ্দের প্রতিটি পয়সা জনসাধারণের কল্যাণে খরচা করব, এই আশ্বাস দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার !

মি: স্পীকার :— মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পার্লামেন্টারী এফেয়ার্স, শিল্প দপ্তর, তপশীল কল্যান দপ্তর এবং ইনফর্মেশান এণ্ড কালচারেল এফেয়ার্সের উপর বিভিন্ন ডিমাণ্ড আমি রেখেছি। আগামী আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দ-এর জন্য, আমি এইগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, বিশেষ করে শিল্পের জন্য আমি যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি আমরা এর মধ্যে গত কয়েক বছর কঠিন অবস্থার মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি ত্রিপুরাতে ছোট ছোট শিল্প গড়ে তোলা যায় কিনা। এখানে বড় শিল্প নাই— যদিও শিল্পের জন্য প্রচুর কাঁচামাল আছে। কাগজ কলের জন্য লেটার অব ইনডেন্ট প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের আমলেই গিয়েছে এবং তিনি তার জন্য ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। তখন রেলওয়ে ছিল না, সেদিন কাগজ কলের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা হল তার জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল। আর আজ বলা হচ্ছে যে, না রেলওয়ে নাই কি করে হবে, মাল আনা নেওয়া যাবে না। ১৯৭৩-৭৪ সালে কেন্দ্র থেকে জানান হয়েছিল যে করা হবে, যে সময় কোন কিছুই ছিল না আর আজকে ১৯৮৪ সাল—এখন ত্রিপুরাতে বেকারের সংখ্যা ৮২ হাজারেরও বেশী। এখন ত্রিপুরাতে কাঁচামাল ভাল আছে রেল আসছে, গ্যাস আছে, পরিবেশ সব দিক থেকে অনুকুল। এত সব থাকা সত্বেও ত্রিপুরাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। স্যার, আমারা চাইছি ধর্মনগরে একটা স্পিনিং মিল করার জন্য যাতে ২৫ হাজার মাকু থাকবে এবং ১৫০০ শ্রমিক কাজ করবে, এই জন্য অবশ্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান পাই নাই। আমরা এর সঙ্গে একটা ডাইং হাউস করার জন্যও আমরা চিন্তা করছি যেখানে দৈনিক ১ হাজার সূতা রং করা যাবে। এইগুলি যদি আমরা করতে পারি তাহলে গোটা ইষ্টার্ণ জোনে আমরা রং করা সূতা সরবরাহ করতে পারব। সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করে আসছি। এছাড়া আমরা পেচারথলে

ওহাজার একর জমিতে একটা চা বাগান গড়ে তুলছি এবং কমলাসাগরে ১৪শত একর জমিতে আর ১টা চা বাগান গড়ে তুলছি। আর একটা নুতন জিনিষ আমরা ত্রিপুরায় করতে পেরেছি যা গোটা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নাই - সেটি হচ্ছে শ্রমিকদের উদ্যোগে সরকারী মালিকানায় চা বাগান করা হচ্ছে। এটা চা ইণ্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে একটা নূতন নজির এবং আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের চা বাজারে ছাড়তে পারব। এবং যে সমস্ত চা বাগান ধ্বংস হতে চলছিল সেগুলি কোঅপারেটিভ করে সেগুলিকে আবার চালু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যেখানে শ্রমিকদের কোন ভবিষ্যত ছিল না আমরা আজকে সেখানে একটা নূতন আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছি। দুর্গাবাড়ী, মাছমারা প্রভৃতি চা বাগীচাগুলির মালিকানা উঠিয়ে চা শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাটি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম। শ্রমিক যারা প্রোডাকশনের সংগে যুক্ত যাদেরকে শোষণ করে বড় লোকেরা আরও বড় হত এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শ্রমিকরা আজকে তাঁদের হাতে নিয়েছে ত্রিপুরার শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে। আজকে ভারতবর্ষে ঐ উড়িষ্যায়, উত্তর প্রদেশে, বিহারে কংগ্রেসী রাজত্বে ইটের ভাট্টাতে শ্রমিকরা মজুরী পায় দুই টাকা রোজ, সেই কংগ্রেসী রাজত্বে। আমার রাজ্যে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হয়। পাশে পাশে টি. এস. আই এর উদ্যোগে এখানে ইটের ভাট্টা দেওয়া হয়েছে। তার জন্য ইটের দাম বাড়ছে না। সেটার জন্য এখানে পি.ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাত কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। মণিপুরে এক হাজার ইটের দাম দেড় হাজার টাকা। আমাদের এখানে ৫০০ টাকা। টি,এস, আইয়ের মাধ্যমে ইটের ভাট্টা করেছি বলে এটা সম্ভব হয়েছে। বিরোধী পক্ষের সদস্য নগেন্দ্র বাবুদের বক্তব্য হল, মধু কলই কেন ইটের ভাট্টা করছে ? কারন, ওরা যাদের প্রতিনিধি যাদের গৃহভৃত্য তাদের কথাই এখানে বলছেন। মণিপুরে এক হাজার ইটের দাম দেড় হাজার টাকা। এখানে ৫০০ টাকা। এখানে পাবলিক মানি সেভ হচ্ছে। এন,ই,সি, ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। কারণ অন্য কাউকে আর দিচ্ছে না। কারণ ওখানে ঐ সব রাজ্য সুগার মিল, জুট মিল সব শেষ করেছে। তাই তারা বলছে যে, ত্রিপুরাই করুক। এর মধ্যে ধর্মনগরে ৬০ একর জমির উপর আমরা ইনডাস্ট্রিয়েল এরিয়া গড়ে তুলব। ডুকলিতে ৪০ একর জায়গা জুড়ে ইনডাস্ট্রিয়েল সেক্টর করা হবে। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সেনট পার্সেন্ট গভার্ণমেন্ট অর্গেনাইজড ইউনিট এটা। আমার রাজ্যে পেক্স, কোঅপারেটিভ এবং হ্যাণ্ডলুমের সংগঠি করা হচ্ছে। আমাদের হ্যাণ্ডিক্রেফটস সমস্ত পৃথিবীতে বাজার দখল করে বসে আছে। আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে আমাদেরকে ৫০ পার্সেন্ট ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়া হোক। ক্যালকাটা থেকে আমাদেরকে কাঁচামাল

সংগ্রহ করতে হয়। এখানকার প্রোডাকশন ক্যালকাটা বিক্রী হয়। আমাদের কাঁচা মাল শিলিগুড়ি পড়ে থাকবে, ওখান থেকে আনতে হবে। ব্রডগেজ লাইনে সেগুলি ট্রেন-জিট করতে হয়। সবাই ট্রাকে করে মাল আনছে। গত ছয় বছর যাবত আমরা দাবী করে আসছি যে ক্যালকাটা পর্য্যন্ত আমাদেরক ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়া হউক। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দেয় নি। হাতেও মারছে এবং ভাতেও মারছে। জুটমিলে আমাদের যে প্রোডাকশন তার এক ছটাকও জমা পড়ে থাকে না। নর্থ ইস্টার্ণ বাজার দখল করে ফেলেছে। যদি সমস্যার সমাধান হয়, টাকা পয়সা পাই তাহলে আগামী ১৯৮৮ সালে জুট মিল সফল হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আণ্ডারটেকিংস-গুলিতে দশ বছর পনর বছর লাভের মুখ দেখে না। আমার রাজ্যে তিন লক্ষ তপশিলী জাতির উন্নয়নের জন্য সিডিউল কাস্ট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন করা হয়েছে। ওদের জন্য ৬টা ছাত্রাবাস করার জন্য টাকা প্ল্যান করা হয়েছে। আমরা বোর্ডিং এর জন্য টাকা চাই। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না, শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য টাকা দিচ্ছে না। হরিজনদের জন্য আম্বেদকর ছাত্রাবাস তৈরী হচ্ছে। এর মধ্যে ৩০ পার্সেন্ট এস, সিও থাকবে। এস, সি লোকদেরকে ঋণ দেওয়া হবে কর্পোরেশন থেকে ২৫ পার্সেন্ট এবং ব্যাংক থেকে ২৫ পার্সেন্ট। রিকশো, শূকর ইত্যাদি কেনার জন্যও টাকা দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে ৮০ লক্ষ টাকার বেশী দিতে পারব। এস, সি, লোক-দেরকে প্রত্যেকটি ব্লক থেকে বেছে বেছে নেওয়া হবে। এই কর্পোরেশনে তারা একটা টাকা দিবে ডিপার্টমেন্ট দেবে দশ টাকা এবং কর্পোরেশন দেবে পাঁচ হাজার টাকা এবং ব্যাংক দেবে ৩০ হাজার টাকা। কর্পোরেশন বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দেবে। আমার আরও কতকগুলি ডিমাণ্ড ছিল- ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিসিটি। এ ছাড়া আছে, কংগ্রেসীদের কিছু কাটমোশান। কিন্তু তারা আজকে উপস্থিত নেই। তারা বলছে যে বিধান সভায় আসবে না। তাদের নিরাপত্তা নেই। তাদের কাটমোশনগুলি মোভ করতে তারা আসবে না। স্পীকারকে নিরাপত্তা দিতে হবে। মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকে এবং অন্যান্য সদস্যরা না কি তাদেরকে দলবদ্ধভাবে মারতে গিয়েছিল। তাঁদের কয়েকটি কাটমোশান ছিল, সেগুলি উঠলো না, মুভড্ হলো না। সে জন্য অবশ্য তাঁরাই দায়ী। তাঁরা স্পীকারকে চিঠি লিখেছেন, তাঁদের নিরাপত্তা নেই, তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্পীকারকে করতে হবে, গ্যারান্টি দিতে হবে। এই হাউসের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীকে খুন করার জন্য শ্রী নারায়ণ দাস, মেম্বার- চেয়ার ছুড়ে মেরেছিলেন। গতকাল দেখলাম, মতি সাহা মাইক ভেঙ্গে মেরেছেন। যদি কেবলে না আটকাত, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী আহত হতেন। নেহেরুর আমলে আমরা দেখেছি, গণতন্ত্র কেমন ছিল। আর আজকে সেই গনতন্ত্র কোথায় গিয়ে

নেমেছে ? সংসদীয় গনতন্ত্রের রীতি নীতি নষ্ট করে দিচ্ছেন। আমরা জানি, ধনতন্ত্র যখন বিকার গ্রস্ত হয়, ব্যয় সংকোচনের যখন আর কোন রাস্তা থাকে না তখন তাঁরা ফ্যাসিবাদের দিকে মোড় নেয়। ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি, সন্ত্রাসের জন্য দরকার হয়, খুনী- জল্লাদ, দাগী কসাইদের। যখন জনগণের কাছে গিয়ে তাঁদের কাছে অ্যাপীল করে সমর্থন পাওয়া সম্ভব নয়, ভোটের বাক্সে যখন ওরা পরাজিত হয়, জনগণের রায় যখন তাঁদের বিরুদ্ধে যায়, তখন তাঁরা গনতন্ত্র দেখলে ক্ষেপে যায়, আতংকগ্রস্ত হয়। যতদিন গণতন্ত্র তাঁদের মন্ত্রী করে, এম. এল এ. করে, অবাধ লুটের রাজত্ব করার অধিকার পায় তখন এই গনতন্ত্র বৃহত্তম এবং মহৎ। কিন্তু এই গনতন্ত্রই যখন বিরোধী-দের সুযোগ করে দেয় সরকারে আসার তখন এই গনতন্ত্র সবচেয়ে খারাপ। শুরু হয় ফ্যাসিষ্ট মোড়। তখন এখানে কসাই-জল্লাদ, খুনী-ঘাতকদের দরকার হয়।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্টি অব অর্ডার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিসের উপর আলোচনা করেছেন ? এটা কি কাটমোশানের উপর আলোচনা ?

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীঅনিল সরকার :- কাজেই, আজকে ওঁরা যে অপজিশান বেঞ্চে নেই এই হচ্ছে একমাত্র কারন। ওঁরা বিধান সভার বাইরে গনতন্ত্র হত্যা করেছে। এদের রাজনৈতিক পাপে বিশালগড়-চণ্ডিলাম জ্বলছে। এঁদের রাজনৈতিক ব্যভিচারে শত শত কমরেড খুন হচ্ছে, মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এর জন্য মিঃ স্পীকার স্যার, একটিই কারন। তা হচ্ছে, তাঁদের হাতে ক্ষমতা নেই, রাজদণ্ড নেই। বুর্জোয়া গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গরীব মানুষের পক্ষেও কথা বলার লোক আছে, ঠিক তেমনি আছে, জমিদার, জোৎদার, পুঁজিপতি, জল্লাদদের পক্ষেও কথা বলার লোক। বিধান সভার বাইরে যারা খুন করে, আগুন লাগিয়ে গনতন্ত্রকে হত্যা করে, ১৯৭৪ সনে যাঁরা বলেছিল, "ইন্দিরা গান্ধী এক দল এক নেত্রী, এক দেশ" তাঁরা কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল রাজ্য কর্মচারীদের সেন্ট্রাল ডি, এ. কেটে নিয়েছিল সেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকেও আজকে হাত তালি দিতে হচ্ছে এই বৃদ্ধ বয়সে, তা কিসের জন্য ? কেন্দ্রীয় ডি এ নগদে দিতে হবে। আগে আপনারা কি করেছেন ? মিসা, ৩১১ ধারা, রুলস্ ৫ প্রয়োগ করে কর্মচারীদের মনে করতেন গোলাম। আজকে এই ডি. এ এর কথা বলতে গিয়ে বিধান সভায় হল্লা করেছেন, বিধান সভা অচল করে দিতে চেয়েছেন, মাইক ভেঙ্গে দিয়েছেন। এরা সেদিন নিহত এম, এল, এ,র মৃতদেহ নিয়ে এসেছিলেন বিধান সভায়। সেখানে কথা ছিল, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার মৃতদেহে মালা দেবেন। কিন্তু অনুপস্থিত থাকায় দিতে পারেন নি। তাঁদের প্ল্যান ছিল, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকারকে খুন করার। কিন্তু তাঁদের না পেয়ে আক্রোশবশতঃ ড্রাইভার.মানিক দেবনাথকে সে দিন হত্যা করে

যায়। আজকে ওরাই বলছে, বিধান সভায় তাঁদের নিরাপত্তা নেই। সে দিন তাঁরা বিশালগড়ে নামী খুনী, দাগীদের নিয়ে বিধান সভায় ঢুকেছিল। আমি সেদিন স্পীকারের রুমে ছিলাম। মেম্বার সুধীর মজুমদার বলেছিলেন, ওরা হাউস দেখতে এসেছে, ওদের ভেতরে আসার ব্যবস্থা করে দিন। আজকে ওরা বলছেন, তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। আজকে দেশকে তাঁরা গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছেন। দশরথ দেবকে খুন করার জন্য উত্তর ত্রিপুরায় তাঁর গাড়ীতে শক্তিশালী হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল। নৃপেন বাবুকে খুন করার জন্য মন্ত্রীকে হাইজেকিং/করার চেষ্টা হয়েছিল। তাঁরা সবাই এক সূত্রে বাধা। কংগ্রেস, যুব সমিতি, নির্দলীয় দলগুলি এক সূত্রে বাঁধা। মাননীয় একজন সদস্য ইনফরমেশন সম্পর্কে কাটমেশানে বলেছেন যে, আজকে পত্রিকা দেওয়া হচ্ছে না জ্ঞান বিকাশের জন্য। কিন্তু ত্রিপুরার ৩টি সব চেয়ে বড় দৈনিক পত্রিকা হচ্ছে, 'ডেইলি দেশের কথা', 'ত্রিপুরা দর্পণ' ও 'দৈনিক সংবাদ' ত্রিপুরা রাজ্যের তিনটি সাব ইনফরমেশান সেন্টারে যায়। এর চেয়ে আর কোনটা বেশী জ্ঞান দায়ী সেটা বলতে পারব না। নাচ গান হচ্ছে, তাঁরা খুশী হচ্ছেন না। তাঁরা খুশী হতেন। তাঁরা যার সঙ্গে সেই সাত পাকে বাঁধা সেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অভিমত সংস্কৃতির প্রচার সম্পর্কে টি.ভি. যেখানে অমিতাভ বচ্চন, হেমামালিনী নেচে কেঁদে গান করে তা যদি এখানে করা হত তাহলে। গ্রামের হাজার হাজার উপজাতি আজকে অংশ গ্রহণ করে ডুম্বুরে এটা তাঁদের কাছে বোঝা স্বরূপ। কারন, আমরা দেখেছি, আমাদের ২৪১টি লোক রঞ্জন শাখা আছে। এর মধ্যে ৮১ সনে তারা ৪২৫টি অনুষ্ঠান করেছিল। যেখানে ৯ হাজার শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছে, দর্শক হয়েছে ২ লক্ষ ১২ হাজার। ১৯৮৩ সনে ৫৭৪টি অনুষ্ঠান হয়েছে। সেখানে গ্রামীণ শিল্পী জাতি-উপজাতি মিলিয়ে ১৫ হাজার অংশ গ্রহণ করেছে, দর্শক হয়েছে, ২,৭০,০০০। ব্লক ভিত্তিক আমাদের যে সব প্রতিযোগিতা হয়েছে তাতে, ১৩০০ শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছে, দর্শক সমাগম হয়েছে, ৪৫,০০০। আমাদের ব্লক ভিত্তিক ধামাই, গড়িয়া ইত্যাদি যে সব প্রতিযোগিতা হয় সেখানে ৫,১১৫টি অনুষ্ঠান হয়েছে দর্শক হয়েছে ২৮,০০০ এর মত। এই ভাবে বিভিন্ন জায়গায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়, হয় মনসা মঙ্গল প্রতিযোগিতা। এতে গ্রামীম সংস্কৃতির পুনঃজাগরণ করতে চাই আমরা। এতে কোন ডিস্কো সঙ্গীত বা ডেন্সার-এর স্থান নেই। ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে শেষ করার জন্য আগে এরাই চেষ্টা করছে। আমরা তা জানি বলেই এর ব্যবস্থা করেছি। আজকে হাজার হাজার গ্রামীণ শিল্পী যখন এগিয়ে আসে, তারা শিল্পীর মর্য্যাদা পায়, তাদের অন্তরের পরিবর্তন হয়, তাদের চেতনা বাড়ে তখন তাঁরা ভয় পেয়ে যান। আমরা যখন বই মেলা করি তখন সেই মেলায়, ১১ লক্ষ টাকার বই বিক্রী হয়। এর মধ্যে, ৯ লক্ষ

টাকাই হচ্ছে, ব্যক্তিগত ভাবে কেনা। একটা বই মেলায় ৯ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়ে যাওয়া সেটা তো সোজা কথা নয়। সত্যি আতঙ্কের কথা। পলিটিক্যাল সব কিছুতে যারা দেখেন তাঁরা আতঙ্কিত হন। কেন না, চেতনার মান বেড়ে যাচ্ছে দেখে। বলেছেন, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর ছবি তুলে রাষ্ট্রপতির ছবি তুলে না। এমন কোন ঘটনা নেই। তবে যারা কথায় কথায় রাষ্ট্রপতির শাসন চান, তাঁরা এই সব কথা বলতে পারেন। এখানে বলা হয়েছে, মন্ত্রীর মিটিংয়ে লোক আনার জন্য সিনেমা দেখান হয়। সেটা আমরা করি না। সেটা কংগ্রেস আমলে হত। আমরা এত নীচে নামি নি। কাজেই লোক আনার জন্য আমরা তা ব্যবহার করিনা। কাজেই, মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের অগ্রগতির স্বার্থে এখানে শিল্প গড়ে তোলার জন্য আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও চেষ্টা করে যাচ্ছি। বাধা আসছে বার বার। অর্থের অভাব আমাদের আছে, ইনফা ষ্ট্রাকচারের অভাব আমাদের আছে, তথাপি আমরা চেষ্টা করছি শিল্প গড়ে তুলার জন্য। আমরা তপশিলী জাতির উন্নতির জন্য কাজ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চেতনাকে আরও পরিবর্তন করার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কাজ করছে। তাই তাহারা আজ বড় আতংকিত। স্যার, আমি যে ব্যয় বরাদ্দগুলি আজকে হাউসে উপস্থাপন করেছি, সেগুলিকে সমর্থন করে এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker ;—The debate on Demands is over. Now I am putting the Demands to vote sperately, one after another. Ofcourse, I shall first put to vote the Cut Motion, relating to the aforesaid Demands.

I am putting the Demand No. 12 to vote. But there are two Cut Motion on this Demand. First, I am putting the Cut Motions to vote one after another.

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia, Demand No. 12 Major Head—538

"That the amount of the damand be reduced by Rs. 10,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.— Failure of the Govt. to control and eliminate and wasteful expenditure on T. R. T.C."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barman on Demand No. 12, Major Head—538.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilitate the specific grievence that :

Need to extand T.R.T.C. service, Agartala to Gandacherra and Agartala to Rangamati".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is that the Demand moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 71,56,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Deman No. 12 under the following Major Heads :

241—Taxes on Vehicles.	Rs. 4,62,000/-
338—Road and Water Transport Services.	Rs. 1,00,000/-
344—Other Transport and Communication Services	Rs. 1,94,000/- .
538—Capital Outlay on Roads and Transport Services.	Rs. 64,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No. 14 to vote. But there are 10 Cut Motions on this Demand. First, I am putting Cut Motions to vote sperately one after another.

Next question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 14, Major Head-259.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Govt. to control and elimiate wastful expenditure on public works Department Workshop."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 14, Major Head-337

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to repair the rural roads from Taidu to Palku, Taidu to Taichalong, Gandacherra to Bhagirathpara, Tirthamuk to Raishyabari".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Diba Chandra Hrangkhawl on Demand No. 14, Major Head-277.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to repair the School House of the Primary School, of Gakulnagar J.B. School, Sindhukumar J. B. School, Jamircherra J.B. School, Musauli J.B. School in Kailashahar Sub-Division".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder on Demand No. 14, Major Head-277.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to construct the school Houses of Sutarmura High School".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Monoranjan Majumder on Demand No. 14, Major Head-337,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to repair the school houses of the primary Need to repair the roads Kanchannagar to Betaga via Lawgong".

(The Cut Motion was put voice vote and lost).

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Ratimohan Jamatia on Demand No. 14, Major Head-277.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that Need to repair the schoal houses of the primary school of Kuaimura, Riabari, Bagma, Tangputang etc. under Udaipur Sub-division, Raipasa J.B. School, Kamalcherra, Harincherra under Kamalpur Sub-division.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 14, Major Head-337.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that Need to construct the road Amarpur to Gandacherra via Kslajari Bazar and Silachari to Sabroom via Gurakappa bazar".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jawhar Saha on Demand No. 14, Major Head-337.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that :

Need to repair the roads Amarpur town to Bagafa via Challagang bazar at Amarpur".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Nex questjon before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No, 14, Major Head-277

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific greivance that :

Need to construct the Jagabandhu High School (Gandacherra) Raishyabari High School in Amarpur"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 14, Major Head-337

"That the amount of the demand be reduced by 100/- to ventilate the specific grievance that ;

Need to repair the road Amarpur to Kach-Kok".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 22,77,74,000 be granted to defray the charge which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 14 under the following Major Head :

259—Public Work,	Rs. 19,06,23,000/-
277—Education,	Rs. 3,00,000/-
278—Art and Culture,	Rs. 50,000/-
280—Medical,	Rs. 4,30,000/-
283—Housing (Govt. Residental Building),	Rs. 60,50,000/.
288—Social Security and Welfare,	Rs. 1,000/-
310—Animal Husbandry,	Rs. 1,05,000/-
321—Village and Small Industries,	Rs. 2,00,000/-
337—Road and Bridges,	Rs. 3,00,15,000/-

(The Demand is put to voice vote and passed).

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No. 15 to vote. But there are two Cut Motions on this Demand. First, I am putting Cut Motions to vote sperately, one after another.

Next question before the House is that the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Diba Chandra Hrangkhawl on Demand No. 15, Major Head-459

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilitate the specific grievance that :

Need to repair/construct the dispensary of Dhumacherra to Kailashahar and Jolaia bazar, Raishyabari in Amarpur".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Next question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 15, Major Head—459.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :

Need to construct the House of Aumpi Police Station".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

...

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble P.W.D minister that a further sum not exceeding Rs. 1,57,95, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April. 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

459-Capital Outlay on Public works	Rs. 43,50,000/-
477-Capital Outlay on Education	Rs. 63,95,000/-
480-Capital Outlay on Medical	Rs. 27,00,000/-
488-Capital Outlay on Social Security and welfore	Rs. 3,50,000/-
510-Capital Outlay on Animal Husbandary	Rs. 10,00,000/-
511-Capital Outlay on Dairy Development	Rs. 1,00,000/-
521-Capital Outlay on village Industries	Rs. 9,00,000/-

(It was put to voice vote and passed)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in charge P.W.D that a further sum not exceeding Rs. 11,80,63,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

483-Capital Outlay on Housing	66,60,000/-
499-Capital Outlay on special and Backward Areas	2,23,83,000/-
537-Capital Outlay on Roads and Bridges.	8.90,20,000/-

(It was put to voice vote and passed.)

There is a cut motion on Demand No. 17 Major Head 534 moved by Shri Jawhar Shaha,

'That the amount of the domand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure of the govt. to control and eliminate wasteful expenditure on Gumati Hydroelectric Schemes,"

(It was put to voice vote and lost.)

There is a cut motion on Demand No. 17 Major Head 534 moved by Shri Jawhar Shaha,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 10000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the govt. to control and eliminate wasteful expenditure on REC (State plan)"

(It was put to voice vote and lost.)

There is a cut motion on Demand No. 17 Major Head 534 moved by Shri Shyama charan Tripura,

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy viz.—

Disapproval of Govt. policy on Thermo Scheme"

(It was put to voice vote and lost.)

There is a cut motion on Demand No 17. Major Head-499 moved by Shri Nagendra Jamatia,

"That the amount of the deman d be reduced by Rs. 1/- to represent disapproval of policy viz.-

"Disapproval of govt. policy. on power development survey and investigation."

(It was put to voice vote and lost.)

There is a cut motion on Demand No 17 Major Head-534 moved by Shri Monoranjan Majumder.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Need to extend electricity at subash Colony, Betaga village and west Radhakishoregonj".

(It was put to voice vote and lost.)

There is a cut motion on Demand No 17, Major Head-534 moved by Shri Jawhar Shaha

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that :—

Need to extend electricity at Birganj, Mailak, Sarbong, Netaji subash Colony, Baghajatin and Chandra Sekhar and Najrul Colony Jharjharia at north Chellagang, Amarpur Sub-division".

(It was put to voice vote and lost.)

There is a cut motion on Demand 17. Major Head-534 moved by Shri Rabindra Deb Barma,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to extend electrificiation at Laxmipur, Jagabandhu, Mainama, Kumar Rowaja para, Kalyanpur para, Dhukri para, Brajananda para, Panji Choudhury para, jatindra para, Pattasmani para, Mantridas para in Amarpur".

(It was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in charge P. W. D. that a further sum not exceeding Rs. 15, 11, 58, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April. 1984 to 31st March 1985. in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads.—

245- Other Taxes and Duties on Commodities	Rs. 3,90,000/-
334- Power Project and Services	Rs. 3,35,68,000/-
479- Capital Outlay on Scientific Services and Research.	Rs. 7,00,000/-
499- Capital outlay on Special and Backword Areas.	Rs. 10,00,000/-
534- Capital outlay on power Project	Rs. 11,55,00,000/-

(It was put to voice vote and passed.)

There is a cut motion on Demand No 18. Major Head-306 moved by Shri Rabindra Deb Barma

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to

ventilate the specific grievance that :-

Need to repair the Minor Irrigation Centres of Matai Gaon Sabha and west Charakbai".

(It was put to voice vote and lost)

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in charge P. W. D that a further sum not exceeding Rs: 2,32,90,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 18 under the following Major Heads :-

282- Public Health Sanitation and water supply	Rs. 79,57,000/-
306- Minor Irrigation.	Rs. 1,02,97,000/-
333- Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects.	Rs, 50, 30,000/-

(It was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 19, There are some Cut Motions. There is a cut Motion on Demand No. 19, Major Head 533 moved by Shri Jawhar Shaha.

"That the amcunt of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the parctiular matter viz,—

Failure of the govt. to control and eliminate wasteful expenditure on embakment."

(It was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is Cut Motion on Demand No. 19 Major Head 506 moved by Shri Rabindra Deb Barma,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on Tube wells."

(It was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—There is a Cut motion on Demand No. 19 Major Head 506 moved by Shri Jawhar Shaha—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effeoted on the particular viz.—

Failure of the Govt. to control and eliminate wasteful expenditure on seasonal bandh.

(It was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker .— There is a Cut Motion on Demand No. 19, Major Head 506 moved by Shri Monoranjan Majumder—

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need shellow Tube wells at Ishan Chandranagar Kaiyalaunga".

(It was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—There is a Cut Motion on Deman No. 19 Major Head-482 moved by Shri Monoranjan Majumder.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to extend rural water supply at Subhas Colony and South Varat Chandra Nagar."

(It was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—There is a Cut Motion on Demand No. 19 Major Head 506 moved by Shri Nagendra Jamatia,

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need Tube Wells at Taidu Khamar, Jamatia para, Datarampara, Raishya bari in Ampinagar Area."

(It was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—There is a Cut Motion on Demand No. 19 Major Head 533 moved by Shri Nagendra Jamatia—

"That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of the policy viz.

Disapproval of Govt, policy on Irrigation Project.

(It was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—There is a Cut Motion on Demand No. 19 Major Head 506

moved by Shri Diba Chandra Hrangkhawl

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilitate the specific grievance that :

Need to establish a lift irrigation centre at Jamircherra in Kailashahar Sub-division and Kamulacherra, Dhancherra in Kamalpur Sub-division.

(It was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— There is a Cut Motion on Demand No. 19, Major Head 482 moved by Shri Jawhar Shaha

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :

Need to extend Rural Water Supply at Bampur Bazar, Karbook Bazar, Chalagong Bazar, Amarpur".

(It was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :—There is a Cut motion on Demand No. 19,Major Head 506 moved by Shri Jawhar Shaha—

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to establish Lift irrigation centre at South Chelagonj, North Chelagonj Bengali Samatal Para, Lebacherra (Depaichari) G.S., Amarpur, South Tripura."

(It was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker .— There is a Cut Motion on Demand No. 19, Major Head 506 moved by Shri Rabindra Deb Barma—

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that—

Need to establish a lift irrigation centre at Laxmjpur Goan Sabha, Gandacherra, Amarpur.

(It was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion Moved by the Hon'ble P. W. D. Minister that a sum not exceeding Rs. 11,39,85,000/- be reduced to defray the charges which will come in oourse of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

482—Capital Outlay on Public Health,
Saniation and Water Supply. . Rs. 3,19,85,000/-

5o8-Capital Outlay on Minor Irrigation Rs. 3,00,00.000/-

533-Capital Outlay on Irrigation, Navigation

Drainage and Flood Control Project Rs. 5,20,00,000--

(It was put to voice vcte and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion is moved by the Hon'ble P.W.D Minister that a sum not exceeding Rs. 1,99,46,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment durino the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads : –

259-Public works	Rs, 76,000/-
284-Urban Development.	Rs. 1,54,70,000/-
482-Capital Outlay on Pubiic Health, Sanitation and water Supply.	Rs. 44,00,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker ;– Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Industry Minister that a sum not exceding Rs. 34,58,000/-(excluding the charged amount of Rs. 53,000/-) be granted to defray the charges/which will come in course of payment during the period from the 1st April, 1984 to 31st, March 1985 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads : –

288-Social Security and welfare	Rs. 3,50,000/-
211-Parliament/State/Union Territories Legislature.	Rs. 31,08,000/-

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— There is a Cut Motion on Demand No. 24 Major Head 285 moved by Shri Rabindra Deb Barma,

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of policy underlying the demand viz :—

Disapproval of govt. policy. on photo-services."

(It was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— There is a cut Motion on Demand No. 24, Major Head 285 moved by Shri Jawhar Shaha.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the parctiular matter viz,—

Failure of the govt. to control and eliminate wasteful expenditure on Information Centres.

(It was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :- There is a Cut motion on Demand No 24. Major Head -339 moved by Shri Nagendra Jamatia,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the govt. to controll and eliminate wasteful expenditure on Tourist information and publicity".

(It was put to voice vote and lost.)

Mr, Speaker :— Now the question before the house is the Motion moved by the Hon'ble Industry, Minister that a sum not excedding Rs. 71,18,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March. 1958 in respect of Demand No. 24 under the following Major Head :—

285-Information and Publicity	Rs. 66.63,000
339-Tourism	Rs. 4,55,000

(It was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the Motion moved by the Hon'ble Industry Minister that a sum not exceeding Rs. 1,44,27,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the peried from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 27 under the following Major

Heads :—

288-Social Security and welfare. Rs. 1,44,27,000

(It was put to voice vote and passed.)

Mr: Speaker :- The Cut Motion of Shri Manoranjan Majumder, on demand No. 32, Major Head-287 that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz.-

Disapproval of govt. policy on Labour & Employment.

(It was them put and lost by voice vote.)

The Cut Motion of Shri Nagendra Jamatia on Demand No.-32, Major Head-321 that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :-

Need to open a Handlpon industries centre at Kachkok & Sesva in Amarpur.

(It was them put and lost by voice vote).

Now the question befor the House is that a Further sum exceeding Rs. 4, 33, 40, 000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 32. under the following (Major Heads :- 265- Other Administrative Services. Rs. 2, 65, 000) (Major Heads :- 287- Labour and Employment (Training of Craftsman) Rs. 17, 10, 000) (Major Heads -299-Special and Backward Areas. Rs. 74, 30, 000) (Major Heads-320-Industries. Rs. 21, 40, 000) (Mrjor Heads-321-Village and small Industries. Rs. 3, 17, 95, 000).

(It was them put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 29,18.000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 ta 31st March, 1985 in respect of Demand No. 33. under the following Mrjor Heads :—

483—Capital outlay on Housing.	Rs. 4,00,000/
498—Capital outlay on Co-operation.	Rs 6,00,000/-
500—Investment in General Financial and Training Institutions.	Rs. 16,00,000/-
698—Loans to Co-operative Societies.	Rs. 3,18,000/-

(It was then put and passed by voice vote)

Now question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 85,00,000 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads :—

526—Capital outlay on Consumers Industries	Rs. 50,00,000/-
530—Investment in Industrial Institutions.	Rs. 2,00,000/-
721—Loans for Village and Small Industries	Rs. 33,00,000/-

(It was then put and passed by voice vote)

Mr. Seaker .—The Cut Motion of Shri Budha Deb Barma on Deman No-28, Major Head-509 "That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure of the Govt. to controll and eliminate wasteful expenditure on Food-grains".

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 36,02,70,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1984 to 31st March, 1985 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :-

288—Social Security and Welfare.	Rs. 13,87,000/-
309—Food and Nutrition.	Rs. 83,83,000/-
509—Capital outlay on Food and Nutrition.	Rs, 35,05,00,000/-

(It was then put and passed by voice vote).

মি: স্পীকার :- এই সভা আগামী ২৮শে মার্চ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী হইল।

ANNEXURE "A"

Admitted Started Question No. 37.

Name of M. L. A Sri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের গত পে রিভিশনে নির্দ্দিষ্ট স্কেল দেওয়া সত্বেও স্পেশাল পে মূল বেতনের সাথে এডজাষ্ট না হওয়ায় তাদের বেতন অনেক জুনিয়র এসিষ্ট্যাণ্ট টিচার থেকে কমে গেছে ;

২। সত্য হইলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকদের পে প্রটেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :- Sri Dasarath Deb.

১। এ ধরনের কোন ঘটনা সরকারের গোচরে আসেনি।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 111.

Name of M. L A. Shri Sudhir Ranjan Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

1. How many teachers have been appointed by the Govt in the Post-Graduate scale since Feb, 1977 ?

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ইং থেকে কতজন শিক্ষক পোষ্টগ্র্যাজুয়েট স্কেলে নিয়োজিত হয়েছেন ?

2, How many of them belong to S. T. & S. C. Category ?

এদের মধ্যে তপশীলি উপজাতি এবং তপশিলী জাতিভুক্ত কতজন ?

Answer

Minister-in charge :- Shri Dasarath Deb

১। উল্লিখিত সময়ে মোট ৩৬০ জন শিক্ষক স্নাতকোত্তর বেতনক্রমে নিযুক্ত হয়েছেন।

২। এদের মধ্যে ৬জন তপঃ উপজাতি এবং ৬জন তপঃ জাতিভুক্ত।

Admitted Starred Question No 126.

Name of M. L. A, Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be p'eased to state :-

১। ইহা কি সত্য আর, কে, মহাবিদ্যালয়ে (কৈলাসহর) পাঠাগার, ছাত্র ছাত্রীদের কমনরুম ও খেলা ধূলার বিশেষ ব্যবস্থা নাই;

২। সত্য হইলে উক্ত কলেজের পাঠাগার, কমনরুম ও খেলাধূলার উন্নয়নের জন্য সরকার কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন কি ;

৩। করে থাকলে কবে নাগাদ উক্ত কাজগুলি সম্পন্ন হইবে বলে আশা করা যায় ?

Answer

Minister-in-charge :- Dasarath Deb

১। ইহা সত্য নহে। তবে যাহা আছে তাহা ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথেষ্ট নহে।

২। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে।

৩। আশা করা যায় শীঘ্রই কাজগুলি সম্পন্ন হইবে।

Admitted Starred Question No. 139

Name of M.L.A. Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তির ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতিদের জন্য কোন সংরক্ষন ব্যবস্থা পালন করা হয় কিনা ;

২। যদি হয় তবে কিভাবে পালন করা হয় ;

৩। ইহা কি সত্য যে যেসব তপশীলিজাতি বা উপজাতি ছাত্র ছাত্রী সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের থেকেও ভাল নাম্বার পেয়ে পাশ করেন, তাদের দিয়েই সংরক্ষিত কোটা পূরণ করা হয় (যেমন তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, উমাকান্ত একাডেমী ইত্যাদি) ?

৪। যদি সত্য হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE:— SHRI D. DEB

১। হঁ্যা।

২। তপশীলি জাতির ক্ষেত্রে ১৫% এবং তপশীলি উপজাতির ক্ষেত্রে ২৯% আসন সংরক্ষিত রাখা আছে ;

৩। তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের ভর্ত্তির ক্ষেত্রে এখনো কোন অসুবিধা দেখা যায়নি।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 226

Name of M.L.A. Shri Narayan Das:

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deapartment be pleased to state —

১। ইহা কি সত্য তৈজিলিং গাঁও সভার অন্তর্গত রবিগোপাল পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিত্তালয় গৃহটি সম্প্রতি অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে ;

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত স্কুল গৃহটি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

Answer

Minister-in-charge :— Shri D. DEB.

১। হ্যাঁ।

২। আছে।

Admitted Starred Question No. 317

Name of Member :- Sri Bhanu Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে বিভিন্ন মালপত্র লোডিং এবং আন্ লোডিং এর কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সাথে মালিকদের দাবী দাওয়া সংক্রান্ত বিরোধ আছে বলে সরকার অবগত আছেন কিনা ?

২। যদি অবগত থাকেন তবে ঐ বিরোধের নিস্পত্তির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে কয়েকটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়. গত ২৮/১/৮৪ইং তারিখের শেষ বৈঠকে অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশানের প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন কিন্তু রিটেল মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও রাজ্য দিন মজদুর ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশন পূর্ববর্তী ৪-১-৮৪ইং তারিখের সভার কার্য্যবিবরণীতে "ওয়ার্কাস" ও "এমপ্লয়াস" শব্দ দুইটির ব্যবহারে আপত্তি জানাইয়া ২৮-১-৮৪ ইং মিটিং এ উপস্থিত হন নাই। ২৮-১-৮৪ ইং তে রিটেল মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ও রাজ্য দিন মজদুর ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ঐক্যমতে পৌঁছিলেও শেষ পর্য্যন্ত রিটেল মার্চেন্ট এসোসিয়েশান চুক্তি স্বাক্ষরের নির্দ্ধারিত দিনে কারন না দেখাইয়া অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রমিকদের দাবী মীমাংসা করে শীঘ্রই আরেকটি ত্রি-পাক্ষিক মিটিং অনুষ্ঠিত হইবে।

Admitted Starred Question No. 339

Name of M. L. A. Shri Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। বর্তমানে রাজ্যের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কি কি নীতির ভিত্তিতে ষ্টাইপেণ্ড প্রদান করা হয় ;

২। সোনামুড়া মহকুমায় শান্তিনগর এস, বি, স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে কি ;

৩। যদি করা হয়ে থাকে তা হলে উক্ত স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীর শ্রেণীকার্য্যের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

Answer

Minister-in-charge :- Shri D, Deb

১। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কোন ছাত্র বা ছাত্রীকে স্টাইপেণ্ড বা স্কলারশিপ পাইতে হইলে তাহাকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক এবং ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে। তপশীলি জাতিও উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড বা স্কলারশিপ পাইতে আয়ের কোন বাধ্য বাধকতা নাই। এই সকল প্রকল্পের নাম যথা :— (১) বুক গ্র্যাণ্ট ; (২) ড্রেস সরবরাহ ; (৩) এটেণ্ডেন্টস্ স্কলারশিপ ; (৪) বোর্ডিং হাউস্ স্টাইপেণ্ড ; (৫) প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ ; (৬) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ ও (৭) মেরিট-কাম্প-মিন্স স্কলারশিপ।

যে সকল প্রকল্পে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারিত আছে যথা :— (১) স্পেশাল স্টাইপেণ্ড (হরিজন) (২) প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ (আনক্লিন অকুপেশন) (৩) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ (এস. সি/এস, টি) সীমিত আয়ের মধ্যে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত ছাত্র ছাত্রীগণ ও বিভিন্ন স্টাইপেণ্ড/স্কলারশিপ পায় যথা :— (১) বুক গ্র্যাণ্ট ; (২) পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ (৩) মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 370.

Name of M. L. A. :- Shri Jadab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য বর্তমানে রাজ্যে এমন অনেক Primary School আছে যেখানে কোন শিক্ষক নিযুক্ত হয় নাই।

২। সত্য হইলে তার কারণ ; এবং

৩। ঐরকম Primary School এর সংখ্যা কত ?

Answer

Minister-in-charge :- Shri Dasarath Deb.

১ এবং ৩। শিক্ষক বিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে ১৬টি।

২। সদ্য মঞ্জুরীকৃত ১৪টি বিদ্যালয়ের এবং ২টি বিদ্যালয় শিক্ষক বদলী জনিত কারনে বর্তমানে শিক্ষক বিহীন আছে।

ANNEXURE "B"

Admitted unstarred Question No. 36.

Name of M. L. A. Sayed Basit Ali

Shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minisrer-in-charge of the Education Department be pleased to State—

১। কি কি নীতির উপর নির্ভর করিয়া রাজ্যে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক কর্মচারীদের বদলী করা হয় ?

Answer

Minister-in-charge :- Shri Dasarath Ded

১। জনস্বার্থে।

Admitted Unstarred Q. No. 68.

Name of M. L. A. :- Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :-

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে মোট কতজন ককবরক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

২। রাজ্যের কোন ব্লক থেকে কতজনকে উক্ত ককবরক শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

Answer

Minister-in-charge :- Shri Dasarath Deb

১। ১৯৭৯ইং—৭০ জন, ১৯৮০ ইং—১০৮ জন, ১৯৮১ ইং—২৮২ জন, ১৯৮২ ইং—২৪৬ জন. ১৯৮৩ইং—৩৭জন, ১৯৮৪ইং—৭ জন। মোট—৭৫০ জন।

২। সদর (আগরতলা) — ৪ জন

বিশালগড়— ৮০ ,,

জিরানীয়া— ৬৯ ,,

মোহনপুর— ৯৪ ,,

তেলিয়ামুড়া— ৫৭ ,,

খোয়াই—	২০৪ জন
মেলাঘর—	৭ ,,
মাতাবাড়ী—	৫১ ,,
ডুম্বুর নগর—	৩ ,,
অমরপুর—	৩৬ ,,
শান্তির বাজার	১২ ,,
রাজনগর—	২৮ ,,
সাতচাঁদ—	২১ জন
সালেমা—	২৮ ,,
ছামনু—	১৩ ,,
কুমারঘাট—	১১ ,,
কাঞ্চনপুর—	২৬ ,,
পানিসাগর—	৩ ,,
মোট=	৭৫০ জন

Admitted Unstarred Question No. 71.

Name of M. L. A. Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased to state :-

১। ১৮৭৭ ইং সনে রাজ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক, উচ্চ, উচ্চবুনিয়াদী, নিম্নবুনিয়াদী বালোয়াড়ী ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সারা রাজ্যে কয়টি ছিল ; (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৮৪ ইং সনের ২৯ শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ সব বিদ্যালয়ের ভিত্তিক সংখ্যা কত ?

৩। ১৯৭৭ ইং সনের তুলনায় ১৯৮৪ ইং সনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার কত ?

Answer

DEPUTY CHIEF MINISTER : SHRI D. DEB,

১। সঙ্গীয় ১নং টেবিলে তথ্যগুলি দেখান হইল।

২। সঙ্গীয় ১নং টেবিলে তথ্যগুলি দেখান হইল।

৩। সঙ্গীয় ২নং টেবিলে শতকরা হারগুলি দেখান হইল।

১নং টেবিল : ১৯৭৭ ইং ও ১৯৮৪ ইং সনের বিদ্যালয় ইত্যাদির সংখ্যা

মহকুমার নাম	উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা		উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা		উঃ বুঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা		নিঃ বুঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা		বালোয়ারীর সংখ্যা (অঙ্গন ওয়ারী সহ)		বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	
	১৯৭৭ ইং	১৯৮৪ ইং	১৯৭৭ ইং	১৯৮৪ ইং	১৯৭৭ ইং	১৯৮৪ ইং	১৯৭৭ ইং	১৯৮৪ ইং	১৯৭৭ ইং	১৯৮৪ ইং	১৯৭৭ ইং	১৯৮৪ ইং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১। সদর	১৪	৫৪	৫৬	৫৩	৭৭	৮১	৩৭২	৪৯৪	২১০	৩১৭	১৭১	সংগৃহীত হইতেছে
২। খোয়াই	১	৭	৭	২৩	২১	৩৪	৬৯	১২৭	২৮	২০১	৪২	
৩। সোনামুড়া	২	২	১০	৯	২৪	২৪	১৬০	১১৭	৩২	৬০	১২৩	
পশ্চিম ত্রিপুরা	১৭	৬৩	৭৩	৮৫	১২২	১৩৯	৬০১	৭৩৮	২৭০	৫৭৯	৩৩৬	৬০৫
৪। কমলপুর	২	৬	৭	৬	৩১	২৩	১৬০	১৩৯	৫০	১০১	৮৯	সংগৃহীত হইতেছে
৫। কৈলাসহর	১	৫	৭	২০	১৫	৩৪	১১৭	২৬১	৪৪	২১৯	৬০	
৬। ধর্মনগর	২	৯	১১	১৯	৩৪	৩৯	১৯৫	২৪৭	৪৯	২৮৪	৮৬	
উত্তর ত্রিপুরা	৫	২০	২৫	৪৫	৮০	৯৬	৪৭১	৬৭৭	১৪৩	৬০৪	২৩৫	৩৮৯
৭। উদয়পুর	২	৬	১১	১৭	২২	২৪	৯৭	১০৮	৪৬	১০৬	৭৭	সংগৃহীত হইতেছে।
৮। অমরপুর	১	৩	৩	৮	১৩	১৩	১০৮	১৬৭	২৯	১১৬	৬১	
৯। বিলোনীয়া	৩	৮	৮	১৭	৩০	৩৪	১৬০	২০১	৫৭	১২১	৬৮	
১০। সাব্রুম	২	৪	৫	১০	১৫	১৩	৯০	১৩৮	৩৫	৭১	৮২	
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৮	২১	২৭	৫২	৮০	৮৪	৪৫৫	৬১৪	১৬৭	৪১৪	২৮৮	৪৩৬
সর্ব্বমোট	৩০	৮৪	১০৫	১৮২	২৮২	৩১৯	১৫২৮	১৯৯৯	৫৯০	১৫৯৭	৮৫৯	১৬৬০

১৯৮৪ ইং সনের তথ্যগুলি সাময়িক।

২নং টেবিল : বিত্তালয়ের সংখ্যা ও পড়ুয়া সংখ্যার বৃদ্ধির হার (১৯৭৮-৮৪)

বিত্তালয়ের প্রকার	বিত্তালয়ের সংখ্যা			পড়ুয়া সংখ্যা		
	১৯৭৭ ইং	১৯৮৪ ইং	শতকরা বৃদ্ধির হার	১৯৭৭ ইং	১৯৮৪ ইং	শতকরা বৃদ্ধির হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১) উচ্চতর মাধ্যমিক বিত্তালয়	৩০	৮৪	১৮০'০	৩,০৯২	১৫,৭৫০	৫০৯'৪
২) উচ্চ বিত্তালয়	১০৫	১৮২	৭৩'৩	১৮,৮১১	৩৪,০২০	১৮০'৮৫
৩) উচ্চ বুনিয়াদী বিত্তালয়	২৮২	৩১৯	১৩'১	৪৮,৯৩৬	৮৫,২০০	১৭৪'১১
৪) নিম্ন বুনিয়াদী বিত্তালয়	১,৫২৮	১,৯৯৯	৩০'৮	১,৯৮,১০৪	৩,৫৮,৬১০	১৮১'০২
৫) বলোয়ারী (অঙ্গন ওয়ারী সহ)	৫৯০	১,৫৯৭	১৭০'৭	৩১,১৪১	৭১,৫৪৩	১২৯'৭
৬) বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র।	৮৫৯	১,৬৬০	৯৩'২	১৫,৪৯৭	৩৭,১৫২	১৩৯'৭

Printed by

The Secretary, Tripura Press Owners' Association

Agartala.

22-2-86-170